স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার

মত প্রকাশের স্বাধীনতাও আমাদের জন্মগত অধিকার। সংবিধানে তাহা সম্পূর্ণতঃ সুনিশ্চিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হইব না।

সাপ্তাহিক সংগঠন

মুর্শিদাবাদ জেলার প্রগতিশীল মুখপত্র

সম্পাদক মণ্ডলী
শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী
অধ্যাপক নির্ম্মাল্য বাগচী
শ্রীবিজয় গুপ্ত।
শ্রীসনৎ রাহা
শ্রীশৈলেন অধিকারী

প্রথম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। | ২১শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৮, ইং ৮ই নভেম্বর, ১৯৫১। | মূল্য/০ এক আনা

নভেম্বর বিপ্লব দিবসে ঐক্যের শপথ

গত ৭ই নভেম্বর কমিউনিষ্ট পার্টি, আর, এস, পি, ফরওয়ার্ড ব্লক ও কৃষক প্রজা মজুর পার্টির মিলিত উদ্যোগে গ্র্যাণ্টহল ময়দানে এক বিরাট জনসভায় নভেম্বর বিপ্লব দিবসে বামপন্থীদের ঐক্যের শপথ গ্রহণ করা হয়। অধ্যাপক সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ ভট্ট সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীবাণীন রায়, কমিউনিষ্ট পার্টির সনৎ রাহা, আর-এস-পি'র ত্রিদিব চৌধুরী, ফরওয়ার্ডব্লকের দেবেন্দ্র দত্ত, এস্-আর-পি'র ক্ষিতীশ ভট্টাচার্য্য নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা লইয়া এ দেশবাসী এবং পার্টি-গুলির দায়িত্ব গ্রহণের শপথের কথা বলেন। সভায় অনন্ত ভট্টাচার্য্য প্রমুখ রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে একটি প্রস্তাব লওয়া হয়। সুধীন সেন এবং অতীন মজুমদারের কয়েকটি শ্রমিক-কৃষক-সংগ্রামের বিপ্লবী সঙ্গীত জনসাধারণকে উৎসাহিত করে। —ব্রাফ

কংগ্রেসী শাসক শ্রেণী আজ আসামীর কাঠগরায়

[সিঙ্গার গ্রামের (নবগ্রাম থানা) জনসভায় কম্যুনিষ্ট পার্টির ঘোষণা]

নবগ্রাম, ২৯শে অক্টোবর। গত ২৭শে অক্টোবর নবগ্রাম থানার ৪নং ইউনিয়নের সিঙ্গার গ্রামে কম্যুনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পাঁচশত কৃষক ও মধ্যবিত্ত যোগদান করেন। শ্রীনির্ম্মল মুখার্জি সভায় সভা-পতিত্ব করেন। কংগ্রেস শাসনের গত চার বৎসরের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া মুর্শিদাবাদ জেলার কম্যুনিষ্ট কর্ম্মী শ্রীগৌরী ভট্টাচার্য্য বলেন, জাতীয় আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া এবং জনতার প্রত্যেকটি অধিকার রক্তের বন্যায় ডুবাইয়া দিয়া কংগ্রেসী শাসকশ্রেণী আজ আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়াছে। নির্ব্বাচন মারফত জনতা সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র এবং তাহার প্রতিনিধি কংগ্রেসের মৃত্যু পরোয়ানা জারী করিবে। নির্ব্বাচনের পর জনগণকেই আগাইয়া আসিতে হইবে সে পরোয়ানা কার্য্যকরী করার জন্য।

সভায় শ্রীধীরেন বাগ, শিবাজিরাজ রায় এবং সভাপতি নির্ম্মল মুখার্জি বক্তৃতা করেন এবং শ্রীমধুসূদন বাগের পরিচালনায় গননাট্য সঙ্ঘের কয়েকখানি গান গাওয়া হয়।

ঐক্যের প্রচেষ্টা

মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন বামপন্থী দল পুন-রায় জেলা ভিত্তিতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একক প্রার্থী দাঁড় করাইবার জন্য নির্ব্বাচনী ঐক্যের আলোচনা চালাইতেছেন। —নিজস্ব

ইহা কি সত্য— ?

কয়েকটি স্কুলের মাষ্টারের পদের জন্য যাঁহারা দরখাস্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দিয়া স্কুল ইনিস্পেক্টার মহাশয় চাকরের কাজ (হাট বাজার জল তোলা প্রভৃতি কার্য্য) করাইয়াছেন, প্রথম দর্শনী ১০৲ ও মাসিক ৫৲ প্রণামি দিতে রাজি হওয়ার পর তিনি চাকরি দিয়াছেন। ইহা কি সত্য ?

দারোগা পুলিসের কৃতিত্ব

খুনের পর খুন করিয়া খুনীর —কদলী প্রদর্শন—

লালবাগ, ১লা নভেম্বর গত (৩০শে অক্টোবর) স্থানীয় ব্যবসায়ী সেখ মুন্নাকে কে বা কাহারা গুম করিয়াছে, অদ্যাবধি তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না, দিন পাঁচেক পূর্ব্বে রেল লাইনের ধারে কে বা কাহারা একজনকে খুন করিয়া ফেলিয়া রাখে। গত বৎসর "পুলিস থানার" সন্নিকটে আমগাছে একটি মৃতদেহ পাওয়া যায়, প্রকাশ্য দিবালোকে এস্, ডি, ও, কোর্টের সামনে একটি ভদ্রমহিলাকে খুন করিয়া অলংকার ছিনাইয়া লওয়া হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য একটি কেসেরও কিনারা হয় নাই।

চাঞ্চল্যকর খুন

গত ৩রা নভেম্বর বেলডাঙ্গা থানার ৪নং সুজাপুর ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট মীর্জ্জাপুর গ্রামের শ্রীসৌরেন রায় (গোপাল রায়) কয়-একজন আততায়ী কর্ত্তৃক ধারাল অস্ত্রের দ্বারা আক্রান্ত হন এবং বেলডাঙ্গা হাসপাতালে মারা যান। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে। শোনা যায় গ্রাম্য প্রতিক্রিয়াশীলদের দলাদলিই এই হত্যা-কাণ্ডে পরিণতি লাভ করিয়াছে। —সংবাদদাতা

—প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি—

আগামী ১৮ই নভেম্বর নবগ্রাম ইউ, পি, স্কুলে নবগ্রাম থানা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি গঠনের জন্য এক সাধারণ সভার প্রস্তুতিকমিটি গঠিত হইয়াছে। —নিজস্ব

—কৃষক সমাবেশ—

দফেরপুর (নবগ্রাম) : গত ৬ই নভেম্বর দফেরপুর গ্রামে শ্রীনরেন চৌধুরীর সভাপতিত্বে এক সভা হয়। সভার প্রারম্ভে শ্রীধীরেন বাগ ও অমূল্য কোনাই এর নেতৃত্বে একটি মিছিল গ্রাম ঘুরিয়া আসে। বক্তৃতা করেন ক্ষেত মজুর কর্ম্মী অমূল্য কোনাই কৃষক সমিতির কর্ম্মী নির্ম্মল মুখার্জি, ধীরেন বাগ, কমিউনিষ্ট নেতা সনৎ রাহা, গৌরী ভট্টাচার্য্য এবং সভা-পতি। দীর্ঘ রাত্রি পর্য্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে জন-সাধারণ কংগ্রেস-বিরোধী বামপন্থী প্রার্থীদেরকে ভোট দিবে জানায়। সভায় বৃটিশের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ টাকায় আট আনা খাজনা হ্রাস ও অন্যান্য কৃষি-সংস্কারের দাবী জানান হয়। —নিজস্ব

— ইঁহারা কবে কংগ্রেস ছাড়িলেন ? —

'সংগঠন' অফিসে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস কমিটি ও জেলা কং-গ্রেসের বিভিন্ন কার্য্যনির্ব্বাহকগণের মধ্যে যাঁহারা এপর্য্যন্ত কংগ্রেস হইতে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নিকট পদত্যা-গপত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন তাহার মধ্যে নাকি মুর্শিদাবাদ জেলার কৃষক প্রজাপার্টির শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত, নৃসিংহ সিংহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের নাম নাই। বিশেষ করিয়া ঐ সকল কৃষক প্রজাপার্টির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ —যাঁহারা আজ বামপন্থী সাজিয়া বামপন্থীদলের মনোনয়ন পাইতে সচেষ্ট হইয়াছেন তাঁহারা এযাবৎ কংগ্রেস হইতে পদত্যাগ করিয়া কোন প্রকাশ্য ঘোষণা না করায় জনসাধা-রণের মনে বিশেষ বিভ্রান্তি সৃষ্টি হইতেছে বলিয়া অনেকে আমাদিগকে জানাইয়াছেন। এ সম্বন্ধে ঐ নেতৃবৃন্দের নিকট জনসাধারণ সুস্পষ্ট ঘোষণা দাবী করে।

বিজ্ঞান মানুষকে করিয়াছে ক্ষিপ্রগতি। রহস্যের পর রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া মানুষের অমূল্য সময় বাঁচাইয়া দিতেছে। আপনার মূল্যবান সময় বাঁচাইতে—

শ্যামা সাইকেল

ওয়ার্কস

সাইকেলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

পোঃ খাগড়া ঃঃ মুর্শিদাবাদ

সংগঠন

২১শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

বামপন্থী ঐক্যে দেরী কেন?

এই প্রশ্ন আজ জনসাধারণের মুখে। গত চার বছরের কংগ্রেসী শাসন আর একদিনও টিকিয়া থাকে, জনসাধারন ইহা চায় না। ভাত, কাপড়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, ব্যবসায় প্রতিটি ক্ষেত্রে কংগ্রেসী সরকার সাধারণ মানুষের জীবনকে আঘাত করিয়াছে। দু'শ বছরের সাম্রাজ্যবাদী আমলের যে ব্যবস্থা চলিতেছিল, যাহা দেশের জীবনকে শোষণ করিয়া ঝাঁঝড়া করিয়া দিতেছিল, কংগ্রেসী শাসন সেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে টিকিয়া আছে এবং জনসাধারণের জীবনকে ব্রিটিশ আমলের চেয়েও আরও শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছে। যে কংগ্রেসী শাসনে চালের দাম ৭০৲ টাকা, কাপড় ১৫৲ টাকা হইয়াছে, কালোবাজার প্রকাশ্য বাজারে পরিণত হইয়াছে, শিক্ষা ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, বেকার সমস্যা তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, সরকারী আমলাদের ঔদ্ধত্য বাড়িয়াছে, কথায় কথায় গুলি আর বিনা বিচারে গ্রেপ্তার রেওয়াজ হইয়াছে, তাহাকে ভোট দিব না, একথা প্রতিটি মানুষের মুখে। জনতার এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত কংগ্রেস বিরোধী চেতনাকে বাড়াইয়া তোলা, সক্রিয় করার দায়িত্ব হইতেছে প্রতিটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের।

জনতা এই প্রশ্নও সাথে সাথে তুলিয়াছে, কংগ্রেসী শাসনকে যদি মোকাবিলা করিতে হয়, কংগ্রেসী শাসনকে যদি শিথিল করিতে হয়, তবে একা কোন বামপন্থী পার্টির পক্ষে সম্ভব নয়। যদি বামপন্থী পার্টিগুলি মিলিত হইয়া নির্বাচনে দাঁড়াইতে না পারে, তবে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হইবে, হতাশা আসিবে এবং কংগ্রেসই জিতিয়া যাইবে। মালদহ নির্বাচনে ঠিক এই ঘটনাই ঘটিয়াছিল। কিন্তু যেখানেই বামপন্থী পার্টিগুলি ঐক্যবদ্ধ হইতে পারিয়াছে, জনসাধারণ এক বিপ্লবী শক্তি অনুভব করিয়াছে, নূতন আশা দেখিয়াছে এবং কংগ্রেসকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিয়াছে। এমনি হইয়াছে হাওড়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান ও চন্দননগরে। এমন কি চন্দননগরে কংগ্রেসকে নির্বাচন শেষ হইবার পূর্ব্বেই নির্বাচন ক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে হইয়াছে। জনতার জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে যখনই রাজনৈতিক দলগুলি শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে, তখনই ঐক্যবদ্ধ শক্তির সম্মুখে প্রতিপক্ষ কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে।

আজ এই ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে, যখন দেশের রাজনীতি আমাদের পক্ষে ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তখন আজকের দিনের একটি মাত্র প্রয়োজন হইতেছে, সমস্ত বামপন্থী পার্টিগুলির মধ্য হইতে একটি মিলিত প্রার্থী দাঁড় করান। যাহাতে সমস্ত লোক কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটি ঐক্যের ছবি দেখিয়া উৎসাহিত হয় ও কংগ্রেসী শাসনকে মুছিয়া ফেলিবার সম্ভাবনা দেখিতে পায়। পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসী শাসনকে লোপ করিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমরা মনে করি, এবং সেইজন্য এই ঐতিহাসিক মুহূর্ত্তে রাজনৈতিক পার্টিগুলি যদি তাহাদের কর্ত্তব্য পালন করিতে না পারেন, তবে দেশের কাছে তাহাদের জবাবদিহি করিতে হইবে।

বিভিন্ন বামপন্থী দল জনসাধারণের এই উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা লক্ষ্য না করিয়া পারেন না। দ্বারে নির্বাচনের করাঘাত শোনা যাইতেছে। কমিউনিষ্ট পার্টি এই উদ্বেগ লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহারা আশা করেন, ইহাতে অন্যান্য পার্টিদের সহিত আলাপ আলোচনায় সাহায্য হইবে। আমরা কামনা করি—শীঘ্রই একটি মিলিত তালিকা বাহির হইতে পারিবে।

আজ কংগ্রেসের সাথে নির্বাচন প্রতিযোগিতায় নামিতে হইলে প্রত্যেক পার্টিই ভাল করিয়া জানেন, কংগ্রেসের আজ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগত প্রতিপত্তি ও সম্মান এবং নিজস্ব সংগঠন না থাকিলেও, কংগ্রেসী শাসন যে শ্রেণী-স্বার্থকে পুষ্ট করিতেছে, সেই শ্রেণী গ্রামাঞ্চলের সমাজ ব্যবস্থার মাথায় জাঁকিয়া বসিয়া আছে। জমিদার, জোতদার, কালোবাজারী, প্রকিউরমেণ্ট-এজেণ্ট, পঞ্চায়েত, প্রেসিডেণ্ট ইহারা রাষ্ট্রশক্তিকে সর্ব্বশক্তি দিয়া আঁকড়াইয়া আছে, এবং সাম্রাজ্যবাদের হাতে গড়া সেই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে জিইয়া রাখিবার জন্য কংগ্রেস বিরোধী শক্তিগুলিকে সকল শক্তি দিয়া আঘাত করিতে বদ্ধ পরিকর। সুতরাং নির্বাচনে এই কায়েমী শক্তিকে পরাজিত করিতে হইলে, প্রত্যেক বামপন্থী পার্টির অন্য বামপন্থী পার্টির সাহায্য প্রয়োজন হইবে। এক একটি নির্বাচন এলাকায় বিভিন্ন পার্টির কাজ আছে, একক শক্তিতে কোন পার্টিই সেই নির্বাচন এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন না। এক একটি এলাকায় আর, এস, পির পাশে কম্যুনিষ্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লকের পাশে কৃষক প্রজা মজুর পার্টির মিলিত অভিযান দেখিলে সমস্ত গ্রামাঞ্চলের চেহারা বদলাইয়া যাইবে এবং প্রতিক্রিয়ার শিবিরে আতঙ্ক সৃষ্টি হইবে।

নির্বাচনের মধ্য দিয়া সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন করা যায় একথা কোন বামপন্থী পার্টিই বিশ্বাস করেন না। জনগণের চেতনা বৃদ্ধির সাথে তাল দিয়া আন্দোলন গড়িয়া তবেই এই শোষণের অবসান ঘটিতে পারে। কিন্তু নির্বাচনের মধ্য দিয়া গণচেতনার যে স্ফুরণ হয়, অসংখ্য মানুষকে কংগ্রেস বিরোধী ফ্রণ্টে টানিয়া নিয়া আসে, সহস্র সহস্র লোককে সক্রিয় কর্মীতে পরিণত করে, তাহা ভবিষ্যতের আন্দোলনেরই প্রথম ধাপ। জনতার এই আগামী দিনের আন্দোলনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই বামপন্থী ঐক্য যে কত প্রয়োজন, তাহা গত চার বছরের ইতিহাস আমাদের শিখাইয়াছে।

সমস্ত দুঃখী মেহনতী মানুষ, কংগ্রেসী শাসনে জর্জ্জরিত, সহ্যের সীমা তাহাদের অতিক্রম করিয়াছে। আর একটি দিনও নয়, আর একটি ভোটও নয়, এই কথা আজ সকল মানুষের মুখে। শুধু তাহারা তাকাইয়া আছে, কবে খবরের কাগজে একটি ঘোষণা বাহির হইবে, বাংলা দেশের বামপন্থী পার্টিগুলি মিলিত হইয়া প্রার্থীর তালিকা বাহির করিয়াছে। সেই সংবাদ মেদিনীপুর হইতে জলপাইগুড়ি পর্য্যন্ত বিদ্যুত শিহরণ তুলিবে, হতাশার কাটিয়া গিয়া আত্মবিশ্বাসের হাসি ফুটিয়া উঠিবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংগ্রামের একটি নূতন জোয়ার উঠিবে।

ঘটনা প্রসঙ্গে

আমরা ইতিপূর্ব্বে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীগণের সামান্য কিছু পরিচয় জনসাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করেছি। উক্ত পরিচয় পত্র প্রকাশ হওয়ার পর হতে আমাদের অসংখ্য গ্রাহক অনুগ্রাহক ও হিতাকাঙ্খীগণের কাছ থেকে আমরা অনেক পত্রাবলীও পেয়েছি। অনেকে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীগণের সম্বন্ধে আমাদের বহু অজানা তথ্যও ইতিমধ্যে প্রেরণ করে আমাদের প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে তাহা প্রকাশ ও প্রচার করবার জন্য একান্ত অনুরোধ জ্ঞাপন করেছেন। ইতিমধ্যে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীর দুই একটি নামও পরিবর্ত্তিত হয়েছে। এই সকল কারণে সদাশয় জেলাবাসী ও আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী বিভিন্ন দল ও ব্যক্তি আমাদেরকে ধারাবাহিকভাবে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীগণের সম্বন্ধে আরও অধিক তথ্য প্রকাশ করবার অনুরোধ বিশেষভাবে জ্ঞাপন করেছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে আমাদের সংগৃহীত তথ্যাবলী যথা সময়ে আমরা প্রকাশ করব। কোন ব্যক্তি দলের বিরুদ্ধে অকারণ কুৎসা রটনা করবার উদ্দেশ্যে আমরা লেখনি ধারণ করিনি।

আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীগণের স্বরূপ উদ্ঘাটন প্রসঙ্গে আমরা জনতার নিকট স্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে চাইছি যে কংগ্রেস আজ জনতার ছোঁয়াচ ও সম্পর্ক হারিয়ে জনতার অনাস্থাভাজন ব্যক্তিদের মাধ্যমে কোথাও সাম্প্রদায়িকতা, কোথাও বা পারিবারিক প্রতিপত্তি এবং কোথাও বা অর্থের উপর নির্ভর করে নির্বাচনে জয়যুক্ত হতে চাচ্ছে!

* * * *

আমাদের নির্বাচনী সভাসমিতি এখনও জেলার সর্ব্বত্র সুরু হয় নি। লালগোলা নির্বাচনী কেন্দ্রে ইতিমধ্যে কিছুটা নির্বাচনী সভাসমিতি সুরু হয়েছে বলে আমরা সংবাদ পেয়েছি এবং সেখানে নির্বাচনী প্রচার কার্য্যের মাধ্যমে

—৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য—

চিঠিপত্র

[মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

মহশয়,

[১]

বেলডাঙ্গা ষ্টেশনটি বেলডাঙ্গা টাউনের পশ্চিম পারে অবস্থিত থাকায় বেলডাঙ্গা টাউনের জনসাধারণের ষ্টেশনে যাতায়াত ভয়ানক অসুবিধা জনক এবং অত্যন্ত বিপদপূর্ণ। কারণ লাইন ক্রস করিয়া ষ্টেশনে যাওয়ার পথে যে কোন সময় বিপদ ঘটিয়া যাইবার সম্ভাবনা। ইতিপূর্ব্বে দুই একবার এইরূপ দুর্ঘটনা যে ঘটেনি তাহা নয়। এই কারণে বেলডাঙ্গার জনসাধারণ আজ কয়েক বৎসর হইতে পুনঃ পুনঃ রেল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এবং গভর্মেণ্টের নিকট একটি ওভার ব্রীজের জন্য আবেদন নিবেদন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু কোন ফল হইতেছে না।

সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে কর্ত্তৃপক্ষ জনসাধারণের এই আবেদন মঞ্জুর করিয়াছেন। কিন্তু বুঝিতে পারিতেছি না কেন এই কাজ শুরু হইতেছে না।

জনসাধারণের অনুরোধ বিলম্ব না করিয়া অনতিবিলম্বে এই কাজ শুরু করিয়া দিয়া জনসাধারণকে অবাঞ্ছিত দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা করা হউক। ইতি —মহঃ ফয়েজউদ্দিন

সকল প্রকার ঘড়ি, চশমা, ফাউনটেন পেন, মাইক্রোসকোপ ও গ্রামোফোন গ্যারাণ্টি দিয়ে মেরামত করেঃ

রিলায়েবল ওয়াচ কোং

খাগড়া, দৈহাট্টা (সোনাপট্টি)

[২]

[মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির অফিসে এই পত্রখানি পাওয়া গিয়াছে—সঃ সঃ]

"এখানকার আমাইপারা রিফিউজি স্কুল-এর দুইজন শিক্ষক গত ১৬।৩।৫১ থেকে সেই স্কুলে কাজ করা সত্ত্বেও বেতন পাননি। অনেক চেষ্টা করে প্রধান শিক্ষক মাত্র একমাসের বেতন পেয়েছেন। অথচ সেই স্কুল সরকার অনুমোদন করেছেন। ২।৩ বার বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শক পরিদর্শন করেছেন এবং যথারীতি রিটার্ণ, স্কুলের খাতাপত্র, স্কুলের অনুমোদন পত্র, স্কুলের পরিদর্শন বহি ও এই মহকুমার দুইজন পরিদর্শকের সুপারিশ শত্র পর্য্যন্ত এইসমস্ত স্কুল সমূহের পরিদর্শক মহাশয়কে দেওয়া হইয়াছে। অথচ তিনি নির্মম ভাবে তাহা উপেক্ষা করে শিক্ষকদিগকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিচ্ছেন। শিক্ষকদের অবস্থা অনাহার অর্দ্ধাহারে মৃতপ্রায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। —হাবলেন্দ্র দত্ত

সম্পাদক, জিয়াগঞ্জ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি

—২য় পৃষ্ঠার পর—

ঘটনা প্রসঙ্গে

তথাকার সাম্প্রদায়িক কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী সাহেবজাদা কাজিম নির্বাচনী বৈতরিণী পারি দিবার জন্য কিরূপ সাম্প্রদায়িক জিগীর তুলেছেন তারা সামান্য একটু সংবাদ সহযোগী মুর্শিদাবাদ সমাচার প্রকাশ করেছেন—

"তোমরা আমাকে ভোট দাও আমি কাশ্মিরের বদলে মুর্শিদাবাদকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তি করিয়া দিব" অনুগত সাহেবজাদা কাজিম যে বলবেন তা আর আশ্চর্য্য কি! ইহারাই না একদিন খুলনার বদলে মুর্শিদাবাদকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তি করবার স্বপ্ন দেখেছিলেন? ইহাদেরই গোপন হস্ত একদিন মুর্শিদাবাদের মুসলমান জনতার পর্ণ কুটীরের দিকে চাঁদার খাতা নিয়ে প্রস্তাবিত হয়নি কি? করাচীগামী দমদমের বিমান ঘাঁটিতে সেদিন কাদেরকে দেখা গিয়েছিল? তারপর পরিবর্ত্তিত ইতিহাসের পটভূমিকায় মুসলিম জনতার চাঁদায় পুষ্ট মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ যে দিন ঢাকায় প্রস্থান করলেন এবং মুসলিম জনতার নিকট তাঁহাদের ধোঁকাবাজী যখন ধড়া পড়ে গেল তখন সাহেবজাদা কাজিম কোথায় ছিলেন? প্রধানমন্ত্রী মাননীয় বিধানচন্দ্র যে সাহেবজাদার ললাটে কংগ্রেসী জয়টীকা স্বহস্তে পরিয়ে দিলেন তিনি ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হতে আজ পর্য্যন্ত কয়দিন পরিষদ সদস্য হিসাবে পশ্চিম বাংলার ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থিত ছিলেন তার হিসাবটা অনুগ্রহ করে প্রকাশ করবেন কি? দুই বাংলার অন্তর্ভুক্তির কথা পূর্ব পাকিস্তানে ঘোষণা করা আইন অনুসারে অপরাধ যোগ্য বলে আমরা শুনেছি মুর্শিদাবাদ জেলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তি করবার কথা বলা কি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বাহত করার পর্য্যায়ভুক্ত নহে? মুর্শিদাবাদের জেলা শাসকের দৃষ্টি আমরা এ দিনে ধর্ম্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে আকর্ষণ করছি।

* * * *

হরিহরপাড়া নির্বাচন কেন্দ্রে কিছুদিন পূর্ব্বে রাষ্ট্রের অবাঞ্ছিত নাগরিক বলে কথিত অধুনা কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী ভাবতার জমিদার সন্তান কোনার জমিদ এখনও নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় নামেন নাই বটে; কিন্তু তথাকার কংগ্রেসী জমিদার পাল চৌধুরী মহাশয় ইতিমধ্যেই কংগ্রেসের পক্ষে তথা বন্ধু ও প্রতিবেশী জমিদারের পক্ষে নির্বাচনী তৎপরতা সুরু করে দিয়েছেন। তথাকার বিপ্লবী সাম্যবাদী কর্মী শ্রীপারিজাত বিকাশ অধিকারীকে হামিদ সাহেবের প্রতিদ্বন্দ্বী বিপ্লবী সাম্যবাদীদলের প্রার্থী গোপালবাবুর পক্ষে কাজকর্ম্ম সুরু করা মাত্র কোন কারণ না দেখিয়েই জমিদার পক্ষ তাঁদের সেরেস্তার কার্য্য হতে বরখাস্ত করেছেন। পাল চৌধুরীবাবুর ম্যানেজার প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেছেন যে, কংগ্রেস বিরোধী ব্যক্তিকে কাজ দেওয়া হবে না। পণ্ডিত নেহেরু ঘোষিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্ব্বাচনী প্রস্তুতির মহড়ার দুইটী দৃষ্টান্ত মাত্র আমরা জেলা বাসীর গোচরীভূত করলাম।

* * * *

টুম্যানের আসল মানুষ চার্চ্চিল এবার বিলেতের মসনদে। মেকি সমাজতন্ত্রবাদ এবং তার বন্ধ্যানীতিকে বিলেতের লোক পছন্দ করেনি। আসল রাস্তা কি—সে পথও সাম্রাজ্যবাদের ঘাঁটিতে বিস্তার লাভ করেনি। এশিয়ার মুক্তিকামী মানুষের কাছে এটলি, চার্চ্চিলের তফাৎ খুব কম। যেদিন উপনিবেশের মানুষ ও বৃটেনের মজুর সাম্রাজ্যবাদকে শিকেয় তুলবে সেদিনের জন্য শোষিত মানুষ অপেক্ষা করছে। টুম্যান সন্তুষ্ট হয়েছেন— আর হয়েছেন ওপারের উচ্ছিষ্টভোগীদের দল। যুদ্ধবাজরা মনে করছেন। এতে যুদ্ধ তরান্বিত হবে—কিন্তু ইতিহাস রচনা করবে পৃথিবীর শান্তিকামী প্রগতিশীল মানুষ।

শ্রীঅনন্ত ভট্টাচার্য্যের রচনা

আন্দামান বন্দী

বৃটীশ সরকারের আন্দামান বন্দী জীবনের জ্বলন্ত আত্ম-কাহিনী।

রচয়িতা আজও দমদম কারাগারে বন্দী।

মূল্য—একটাকা

প্রাপ্তিস্থান :- সকল বইয়ের দোকান এবং বটো চৌধুরীর নিকট (খাগড়া)

["সংগঠন'কে ক্রমোন্নত করার জন্য আমরা পাঠকগণের কাছ থেকে সুস্থ সমালোচনা ও মতামত আহ্বান করছি। সঃ সঃ]

—অভিনন্দন—

খাড়েরা, (সালার) থেকে মহফুজল আকবর লিখছেন:

প্রিয়বন্ধু! জাতির এই সংকট মুহূর্ত্তে 'সংগঠন' সুষ্ঠু পথের নির্দ্দেশ দিক—এই কামনা করি। অভিনন্দন জানাই—'সংগঠনে'র কর্ম্মকর্ত্তাদের এবং সম্পাদকমণ্ডলীকে। আশাকরি 'সংগঠন' দু'দিনের অতিথি না হয়ে ক্রমশঃ নূতন কলেবরে আত্মপ্রকাশ করতে থাকবে—অনুন্নত, অভিশপ্ত জেলাবাসীর কর্ণধার হয়ে। অভিনন্দন গ্রহন করবেন।

ইতি—মহফুজল আকবর।"

মদন স্টোর

একমাত্র আধুনিক রুচিসম্মত জুতার দোকান

খাগড়া ঃঃ মুর্শিদাবাদ (চৌরঙ্গী)

সঙ্ঘ ও সংগঠন

— পূর্ব্বাচল ব্যায়াম সমিতি —

গত ২রা নভেম্বর মিঃ টি, সি, ভিখারীর বাসভবনে মিসেস ভিখারীর সভানেত্রীত্বে এক সভায় পূর্ব্বাচল ব্যায়াম সমিতির একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে। সভানেত্রী মিসেস ভিখারী, সহসভাপতি ডাঃ যোড়শীকুমার রাহা, সম্পাদিকা পদে শ্রীঅঞ্জলি মণ্ডল এবং সহসম্পাদিকা পদে শ্রীদীপান্বিতা দাস এবং দীপিকা রায় চৌধুরীর নির্ব্বাচন সম্পন্ন হইয়াছে।

কনকলতা ব্যায়াম সংঘ

গত ৪ঠা নভেম্বর রবিবার সৈদাবাদে "কনকলতা ব্যায়াম সংঘের" (সৈদাবাদ শাখা) উদ্যোগে তৃতীয় বার্ষিকী অনুষ্ঠান শ্রীধরযুবালা দেবীর সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীস্বরমা গোস্বামী। অনুষ্ঠানের মধ্যে "পূজারিনী" মূক অভিনয় আকর্ষনীয় হয়। —সংবাদদাতা

রবীন্দ্র-সংগীত প্রতিযোগিতা

রঘুনাথগঞ্জ, ২রা নভেম্বর: গত ৯ই কর্ত্তিক স্থানীয় কলেজ হলে জঙ্গীপুর মহিলা সঙ্ঘের উদ্যোগে রবীন্দ্র সংগীত প্রতিযোগিতা ও বিচিত্রা অনুষ্ঠান বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

পরিচালনা করেন অধ্যক্ষ শ্রীভবরঞ্জন দে মহাশয়। উদ্বোধনী বক্তৃতায় শ্রীবিদেশিনী ঘোষ সংঘের কর্ম্ম প্রচেষ্টার বিবরণ দিয়া সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। বিচারকের আসনে ছিলেন শ্রীঅতীন মজুমদার, চামেলি রায় এবং শ্রীদুঃখভঞ্জন সান্যাল। প্রতিযোগিতা ছাড়া বিচিত্রানুষ্ঠানে শ্রীঅতীন মজুমদারের রূপক সংগীত "তটিনীর গান" চিত্তাকর্ষক হয়।

জেলা সংঘের সম্পাদিকা শ্রীমাধবী সেন আজিকার বিভিন্ন সমস্যায় পুরুষের পাশাপাশি নারীদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

—সংবাদদাতা

— আমাদের দল —

গোরাবাজার শাখা

গত ৪ঠা নভেম্বর গোরাবাজারে তারাপদ সাহার বাটীতে 'আমাদের দলের' গোরাবাজার শাখার প্রথম অধিবেশনে একটি কর্ম্মপরিষদ গঠিত হইয়াছে। উক্ত অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন "সংগঠনের" সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম শ্রীবিজয় গুপ্ত এবং পৌরহিত্য করেন জেলা স্কুল-সহকারী পরিদর্শক শ্রীগদাধরচরণ নিয়োগী। —নিজস্ব

এজেণ্টদের প্রতি

"সংগঠনে"র এজেণ্টগণকে জানান যাইতেছে যে বাকী প্রাপ্য টাকা অবিলম্বে জমা দিন। প্রতি সপ্তাহের প্রাপ্য পর সপ্তাহে পাঠাইতে হইবে।

ম্যানেজার "সংগঠন"।

সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে শ্রীবিজয় গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত ও প্রতিভা প্রিন্টিং ওয়ার্কস (খাগড়া) হইতে জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত

—রাম রাজত্ব!

লালবাল (মুর্শিদাবাদ) সহরে দিন দিন চালের দর বাড়িতেছে, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা দিন দিনই কমিতেছে, এতদিন লোকে কোন রকমে থালা ঘটি বাটি বিক্রয় করিয়া জীবনধারণ করিয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমানে ঘরে কোন জিনিসই না থাকায় অনশনে দিন যাপন করিতেছে বাধ্য হইতেছে, কয়েক দিন পূর্ব্বে কোন একটী ভদ্র পরিবার (স্বামী স্ত্রী ৪ ছেলেমেয়ে) চার দিন অনশনে দিন কাটান। পাঁচ দিনের দিন খোঁজ পাইয়া কবিরাজ রাজেন্দ্র সেন, বিনোদ সেন প্রভৃতি লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া কিছু চাল দিয়া উক্ত ভদ্র পরিবারটিকে রক্ষা করেন।

—জলের অভাব—

মাধুনিয়া, ৪ঠা নভেম্বর: নবগ্রাম এলাকার মাধুনিয়া ও চরমডাঙ্গা গ্রামের মাঝে একটি মাত্র পুকুর। ঐ পুকুরই গ্রামবাসীর পানীয় জলের ভরসা। আবার সেচ দিলে ৬০।৭০ বিঘা জমির ফসল বাঁচে। কৃষক সমিতির একটি প্রতিনিধিদল এস, ডি, ওর কাছে পান ও সেচ উভয় কাজেই জলের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া টিউবওয়েলের দাবী করেন। কিন্তু এস, ডি, ও পুরাতন কায়দায় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের কাছে খবর পাঠান এবং দীর্ঘসূত্রীতার ফলে আজও কিছু হয় নাই। টিউবওয়েলের শুধু প্রতিশ্রুতি পাইলেও ঐ জলে জমির সেচ হইত। কিন্তু এত দিনেও প্রতিশ্রুতি না পাইয়া কৃষকেরা ভরসা করিয়া পানীয় জল নষ্ট করিতে পারিতেছে না; জমিতে সেচও বন্ধ থাকিয়া গ্রামবাসীর ঘরে হাহাকার বহিয়া আনিতেছে। নিজস্ব—

"কম্‌ফরট্ কেবিন"
কোতোয়ালী রোড :: বহরমপুর
প্রিয়জন নিয়ে রেস্তোঁরায় নির্ম্মল আনন্দ
কম্‌ফরট্ কেবিনেই পাবেন।।
যে কোন টি পার্টির আয়োজন করলে তারও ব্যবস্থা করি।

ম্যালেরিয়া জ্বরে অব্যর্থ
ম্যালেরিয়া টনিক
চাই বল! চাই স্বাস্থ্য!
রোগনিরাময়ে, স্বাস্থ্য ও শক্তিলাভে—
—পোর্ট-ভাইন—
যে কোন রোগে দীর্ঘকাল ভোগের পর ইহা সদ্য ফলপ্রদ
মুর্শিদাবাদ আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী
পোঃ খাগড়া (মুর্শিদাবাদ)

সংগঠনের নিয়মাবলী

১। "সংগঠন" প্রতি বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হয়।

২। "সংগঠনের" প্রতি সংখ্যার মূল্য একআনা বার্ষিক সডাক তিনটাকা ও ষান্মাষিক দেড়টাকা। ভিঃ পি যোগে কোন কাগজ প্রেরণ করা হইবে না।

৩। বিজ্ঞাপনের দরের জন্য অবিলম্বে পত্র লিখুন।

৫। সমস্ত টাকাকড়ি, সংবাদ, চিঠিপত্র ইত্যাদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। অবিলম্বে এজেন্সি ও নিজস্ব সংবাদদাতা নিযুক্ত হইবার জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। —সুধীন সেন

ম্যানেজার—"সংগঠন"
সৈদাবাদ, পোঃ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।

আসন্ন নির্ব্বাচনে কমিউনিষ্ট প্রার্থী

কমিউনিষ্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটী হইতে আসন্ন রাজ্যপরিষদ নির্ব্বাচনে মুর্শিদাবাদ জেলায় নিম্নলিখিত প্রার্থীদের মনোনয়ন করা হইয়াছে।

সাগরদীঘি— নির্ম্মাল্য বাগচী বা সনৎ রাহা।
বেলডাঙ্গা ফয়েজউদ্দিন বা নির্ম্মাল্য বাগচী।
বহরমপুর— সনৎ রাহা।

তাঁহারা অন্যান্য পার্টির সহিত আলোচনা চালাইতেছেন। কংগ্রেসের পরাজয়ের পথে কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না এরূপ ক্ষেত্রে বুঝিলে তালিকার রদবদল হইতে পারে। —নিজস্ব

—দোকান কর্ম্মচারী সমিতি—

রঘুনাথগঞ্জ, ২রা নভেম্বর, গত ২৩শে অক্টোবর যতীনদাস পাঠাগারে জেলা দোকান কর্ম্মচারী সমিতির সভাপতি শ্রীনির্ম্মল বাগচীর সভাপতিত্বে রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরের দোকান কর্ম্মচারীদের এক সভা হয়। জেলা সমিতির সম্পাদক শ্রীসুরেশ কর, শ্রীশচীন সেন ও শ্রী রাধাশ্যাম দত্ত কর্ম্মচারীদের বিভিন্ন সমস্যা, দাবী দাওয়া এবং ঐক্যবদ্ধ সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা লইয়া আলোচনা করেন।

সভায় গৃহীত একটি প্রস্তাবে দোকান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আইন" অবিলম্বে জঙ্গীপুরে চালু করার দাবী জানান হয়। —সংবাদদাতা

শিশির ষ্টোর্স
খাগড়া
(বিজলীবাতীর ঘরের সম্মুখে)
একমাত্র নির্ভরযোগ্য মনোহারী দোকান।
এখানে সকলপ্রকার জিনিষ সুলভে পাইবেন।
আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার
মত প্রকাশের স্বাধীনতাও আমাদের জন্মগত অধিকার। সংবিধানে তাহা সম্পূর্ণতঃ সুনিশ্চিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হইব না।

সাপ্তাহিক সংগঠন
মুর্শিদাবাদ জেলার প্রগতিশীল মুখপত্র

সম্পাদক মণ্ডলী
শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী
অধ্যাপক নির্ম্মাল্য বাগচী
শ্রীবিজয় গুপ্ত।
শ্রীসনৎ রাহা
শ্রীশৈলেন অধিকারী

প্রথম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ২৩শে কার্ত্তিক, রবিবার, ১৩৬৮, ইং ১৫ নভেম্বর, ১৯৬১। মূল্য ১ এক আনা

"রাজা বাহাদুরি চক্র ফাঁকা মারেই গোল দিতে পারবে না"

কংগ্রেসকে পরাজিত করিতে সুদূর কারান্তরাল হ'তে রাজবন্দী অনন্ত ভট্টাচার্য্যের আহ্বান

দমদম সেনট্রাল জেল থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার বিড়ার কমিউনিষ্টনেতা অনন্ত ভট্টাচার্য্য সংগঠনের সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম সনৎ রাহাকে একখানি লিখেছেন: — "আশাকরি রাজা বাহাদুরি চক্র জেলার বেশীর ভাগ জায়গায় তাঁর মাঠে গোল দিতে পারবে না। সুদূর কারাগারের জেল অবরুদ্ধ অবস্থায় আমার মনের কথা আমার কষ্টস্বর জেলার অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে দিতে পারছি না, দেওয়ালে ঠেকে আবার আমার কাছেই ফিরে আসছে।"

হাসপাতাল না জমপুরী?

সমগ্র পশ্চিমবাংলায় দুই কোটির সংখ্যা ১লক্ষ তার মধ্যে হাসপাতাল আছে ৪৫০ জনের, মধ্যে আউটডোরে চিকিৎসিত হয় হাজার মত, আমাদের এই জেলায় ইনডোরে চিকিৎসার কোন বন্দোবস্তই নাই। বহরমপুরে মধ্যে একটি আউটডোর চিকিৎসাকেন্দ্র আছে। তথায় প্রায় এক হাজার রুগী চিকিৎসা পেয়েন, কিন্তু বর্ত্তমানে ২০।২৫ জনের বেশী রুগী আসেন না, কারণ ১। অধিকাংশ ডাক্তার ডাক ভাড়ার আসেন না। ২। ঔষধ নামক একরকম মেথর মধ্যযুগের ইনজেকশন দেন। ৩। ডিসিও একটি কম্পাউণ্ডার আছেন ইনজেকশন দিবার জন্য, কিন্তু তিনি রুগীদের অন্তরঙ্গ স্থান করেন। ফল থেকেই 'খোঁচা' মারেন, ফলে একাধিক রুগীর ইনফেকশন হয়ে যায়। কেউ কেউ খোঁড়া হয়ে গিয়েছে, মারাও গিয়েছে ইতিমধ্যে জনা। একাধিক পত্রিকায় এ সম্বন্ধে লেখালেখি করেও কোন ফল হয় নাই। —সংবাদদাতা

ভাত নয় গাঁজা খাও

সারগাছিতে এই বৎসর গত বৎসরের তুলনায় আবকারী ফীস বৃদ্ধি করা হইয়াছে, ভারত সরকারের নির্দেশ ও তলব মত ফীস উশুল করিতে হইবে। একেত বিদেশী মালকরের দৃষ্টি করার জন্য খাদের জমিতে ঘাটি নির্ম্মাণ হচ্ছে, তার উপর ফীস পাওয়ানো দেশে মারও অকাল দেখা দিবে। —সংবাদদাতা

—কৃষক কর্ম্মী চৌকি মাঝির মুক্তিলাভ—

বহরমপুর: [illegible] অনাহার নিষ্ঠুর [illegible] দেশে [illegible] বহরমপুর সেন্ট্রাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। [illegible] কারাবন্দীদের [illegible] বহরমপুর সহরের [illegible] শ্রমিকদের সহিত বন্দীমুক্তির দাবীতে মিছিলে যোগ দেন। তখন হইতে চৌকি মাঝি গ্রেপ্তার হন এবং বিচারাধীন বন্দী হিসাবে বহুদিন কারাউইংয়ে থাকার পর হুকুমে জামিনে মুক্ত হন ও পরে ৩ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন।

'সংবাদদাতা' সম্পাদকদের নিকট এই সংবাদদাতা কৃষককর্ম্মী বলেন, —"[illegible] আর ভয় করিনা। এবার চার বছরই জেল খাটব বছরই জেল, যত বছরই জেল দেন, লড়াই আমাদের থামবে না। এ লড়াই যে ঐ [illegible] লড়াই কৃষকের"।

—নিজস্ব

—মুক্ত বন্দী সম্বর্দ্ধিত—

গত ১০ই নভেম্বর বেহরামপুর আন্দোলনের বিশিষ্ট সংগঠক কর্ম্মী চৌকী মাঝি বহরমপুর জেল হইতে মুক্ত হইয়া আসিয়া [illegible] কমিউনিষ্ট কর্ম্মী ও বন্দীদের এক মিলিত মিছিল মুক্ত বন্দীকে লইয়া সমস্ত সহর বিভিন্ন স্থান পরিক্রমা করেন। —নিজস্ব

পুলিশ কর্ম্মচারীর মাতলামি

[illegible] মধ্যে [illegible] অক্টোবর রাত্রিতে [illegible] থানার জনৈক পুলিশ কর্ম্মচারী ইসলামপুরের কাছাকাছি [illegible] মাতলামি করিয়া ইসলামপুরের জনৈক [illegible] গৃহে প্রবেশ করিয়া [illegible] করে। ঐ [illegible] গৃহ হইতে [illegible] ঐ [illegible] পুলিশ কর্ম্মচারীটি ঐ [illegible] করে কুকথা [illegible] গালিগালাজ করিতে থাকে। জানা গেছে আজও পর্য্যন্ত পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করে নাই। উল্লেখযোগ্য যে, এখানে দিন দিন মাতলামের সংখ্যা বাড়িয়া চলিতেছে এবং মাতালদের মাতলামিও বিভৎস হইয়া থাকে। ফলে [illegible] নারীরা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া থাকিতে হয়। [illegible] কোন ব্যবস্থাই [illegible] হয় নাই। —সংবাদদাতা

—বন্দী সংবাদ—

বহরমপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে রাজবন্দী শ্রীনরেন্দ্র নাথ [illegible] সম্পাদক শ্রীনির্ম্মাল্য বাগচীকে লিখেছেন:—

"... আপনাদের [illegible] থেকে যে চিঠি পেলাম আপনাদের কয়েকখানি অনিয়ম কারণে বন্ধ রাখতে হয়েছে। এখানে যে আপনারা একটু সচেষ্ট হয়ে আমাদের প্রয়োজনীয় ও মনের মত বই দেবেন, সরকার তা সহ্য করতে পারে না। তা যে বই আজসমস্ত হোক আর না হোক, কিছুই আসে যায় না।...

ঔষধ কিনিতে হইলে
সর্ব্বাগ্রে
গৌরী ফার্ম্মেসী-তে
(নেতাজী রোড :: খাগড়া পোঃ)
আসুন।

কমিউনিষ্ট কর্ম্মীর আত্মপ্রকাশ

বহরমপুর: জানিতে পারা গিয়াছে যে—মুর্শিদাবাদের কমিউনিষ্টকর্ম্মী শ্রীরঞ্জিৎ গুপ্ত, অপর্ণা [illegible], বনমালী বসু এবং অঞ্জলি রায়ের উপর বর্ত্তমানে [illegible]। কোন গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নাই। প্রায় বৎসর ১১ মাস আত্মগোপন করিয়া থাকার পর শ্রীরঞ্জিৎ গুপ্ত বহরমপুর সহরে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। —নিজস্ব

বস্ত্র উদ্ধার

[illegible], ২রা কার্ত্তিক: [illegible] বস্ত্রব্যবসায়ী শ্রীরামলাল জৈন দ্বারকে কাম ইলাল মুলচাঁদ এবং [illegible] বাড়ী বিশেষ সন্ধি [illegible] বলে সন্ধি করিয়া কিছু মিলের কাপড় ও টিকু উদ্ধার করিতে থানায় জমা করা হয়। [illegible] জানা গেল কিছুদিন পূর্ব্বে উক্ত [illegible] কাপড়ের দোকানে সন্ধি হইয়াছিল, এবং বহু [illegible] করিয়া পরে বিক্রি করার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল এবং খাতাপত্র ঠিক নাই বলিয়া মামলা ১ নাম্বারে। —সংবাদদাতা

সঙ্ঘ ও সংগঠন

— পূর্ব্বাচল ব্যায়াম সমিতি —

গত ২রা নভেম্বর মিঃ টি, সি, ভিখারীর বাসভবনে মিসেস ভিখারীর সভানেত্রীত্বে এক সভায় পূর্ব্বাচল ব্যায়াম সমিতির একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে। সভানেত্রী মিসেস ভিখারী, সহসভাপতি ডাঃ ষোড়শীকুমার রাহা, সম্পাদিকা পদে শ্রীঅঞ্জলি মণ্ডল এবং সহসম্পাদিকা পদে শ্রীদীপান্বিতা দাস এবং দীপিকা রায় চৌধুরীর নির্ব্বাচন সম্পন্ন হইয়াছে।

কনকলতা ব্যায়াম সংঘ

গত ৪ঠা নভেম্বর রবিবার সৈদাবাদে "কনকলতা ব্যায়াম সংঘের" (সৈদাবাদ শাখা উদ্যোগে তৃতীয় বার্ষিকী অনুষ্ঠান শ্রীব্রজবালা দেবীর সভানেত্রীতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীহরমা গোস্বামী। অনুষ্ঠানের মধ্যে "পূজারিনী" মূক অভিনয় আকর্ষনীয় হয়। —সংবাদদাতা

রবীন্দ্র-সংগীত প্রতিযোগিতা

রঘুনাথগঞ্জ, ২রা নভেম্বর: গত ৯ই কর্ত্তিক স্থানীয় কলেজ হলে জঙ্গীপুর মহিলা সঙ্ঘের উদ্যোগে রবীন্দ্র সংগীত প্রতিযোগিতা ও বিচিত্রা অনুষ্ঠান বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

পরিচালনা করেন অধ্যক্ষ শ্রীভবরঞ্জন দে মহাশয়। উদ্বোধনী বক্তৃতায় শ্রীবিদেশিনী ঘোষ সংঘের কর্ম্ম প্রচেষ্টার বিবরণ দিয়া সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। বিচারকের আসনে ছিলেন শ্রীঅতীন মজুমদার, চামেলি রায় এবং শ্রীদুঃখভঞ্জন সান্যাল। প্রতিযোগিতা ছাড়া বিচিত্রানুষ্ঠানে শ্রীঅতীন মজুমদারের রূপক সংগীত "তটিনীর গান" চিত্তাকর্ষক হয়।...

জেলা সংঘের সম্পাদিকা শ্রীমাধবী সেন আজিকার বিভিন্ন সমস্যায় পুরুষের পাশাপাশি নারীদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

—সংবাদদাতা

— আমাদের দল —

গোরাবাজার শাখা

গত ৪ঠা নভেম্বর গোরাবাজারে তারাপদ সাহার বাটীতে 'আমাদের দলের' গোরাবাজার শাখার প্রথম অধিবেশনে একটি কর্ম্মপরিষদ গঠিত হইয়াছে। উক্ত অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন "সংগঠনের" সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম শ্রীবিজয় গুপ্ত এবং পৌরহিত্য করেন জেলা স্কুল-সহকারী পরিদর্শক শ্রীগদাধরচরণ নিয়োগী। —নিজস্ব

এজেণ্টদের প্রতি

"সংগঠনে"র এজেন্টগণকে জানান যাইতেছে যে বাকী প্রাপ্য টাকা অবিলম্বে জমা দিন। প্রতি সপ্তাহের প্রাপ্য পর সপ্তাহে পাঠাইতে হইবে।

ম্যানেজার "সংগঠন"।

সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে শ্রীবিজয় গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত ও প্রতিভা প্রিন্টিং ওয়ার্কস (খাগড়া) হইতে জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত

—রাম রাজত্ব!

লালবাল (মুর্শিদাবাদ) সহরে দিন দিন চালের দর বাড়িতেছে, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা দিন দিনই কমিতেছে, এতদিন লোকে কোন রকমে থালা ঘটি বাটি বিক্রয় করিয়া জীবনধারণ করিয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমানে ঘরে কোন জিনিষই না থাকায় অনশনে দিন যাপন করিতেছে বাধ্য হইতেছে, কয়েক দিন পূর্ব্বে কোন একটী ভদ্র পরিবার (স্বামী স্ত্রী ৪ ছেলেমেয়ে) চার দিন অনশনে দিন কাটান। পাঁচ দিনের দিন খোঁজ পাইয়া কবিরাজ রাজেন্দ্র সেন, বিনোদ সেন প্রভৃতি লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া কিছু চাল দিয়া উক্ত ভদ্র পরিবারটিকে রক্ষা করেন।

—জলের অভাব—

মাধুনিয়া, ৪ঠা নভেম্বর: নবগ্রাম এলাকার মাধুনিয়া ও চয়নডাঙ্গা গ্রামের মাঝে একটি মাত্র পুকুর। ঐ পুকুরই গ্রামবাসীর পানীয় জলের ভরসা। আবার সেচ দিলে ৬০।৭০ বিঘা জমির ফসল বাঁচে। কৃষক সমিতির একটি প্রতিনিধিদল এস, ডি, ওর, কাছে পান ও সেচ, উভয় কাজেই জলের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া টিউবওয়েলের দাবী করেন। কিন্তু এস, ডি, ও পুরাতন কায়দায় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের কাছে খবর পাঠান এবং দীর্ঘসূত্রীতার ফলে আজও কিছু হয় নাই। টিউবওয়েলের শুধু প্রতিশ্রুতি পাইলেও ঐ জলে জমির সেচ হইত। কিন্তু এত দিনেও প্রতিশ্রুতি না পাইয়া কৃষকেরা ভরসা করিয়া পানীয় জল নষ্ট করিতে পারিতেছে না; জমিতে সেচও বন্ধ থাকিয়া গ্রামবাসীর ঘরে হাহাকার বহিয়া আনিতেছে। নিজস্ব—

"কম্‌ফরট্ কেবিন"
কোতোয়ালী রোড :: বহরমপুর
প্রিয়জন নিয়ে রেস্তোঁরায় নির্ম্মল আনন্দ
কম্‌ফরট্ কেবিনেই পাবেন।।
যে কোন টি পার্টির আয়োজন করলে তারও ব্যবস্থা করি।

ম্যালেরিয়া জ্বরে অব্যর্থ
ম্যালেরিয়া টনিক
চাই বল! চাই স্বাস্থ্য!
রোগনিরাময়ে, স্বাস্থ্য ও শক্তিলাভে—
—পোর্ট-ভাইন—
যে কোন রোগে দীর্ঘকাল ভোগের পর ইহা সদ্য ফলপ্রদ
মুর্শিদাবাদ আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী
পোঃ খাগড়া (মুর্শিদাবাদ)

সংগঠনের নিয়মাবলী

১। "সংগঠন" প্রতি বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হয়।

২। "সংগঠনের" প্রতি সংখ্যার মূল্য একআনা বার্ষিক সডাক তিনটাকা ও ষান্মাষিক দেড়টাকা। ভি; পি যোগে কোন কাগজ প্রেরণ করা হইবে না।

৩। বিজ্ঞাপনের দরের জন্য অবিলম্বে পত্র লিখুন।

৫। সমস্ত টাকাকড়ি, সংবাদ, চিঠিপত্র ইত্যাদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। অবিলম্বে এজেন্সি ও নিজস্ব সংবাদদাতা নিযুক্ত হইবার জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। —সুধীন সেন

ম্যানেজার—"সংগঠন"
সৈদাবাদ, পোঃ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।

আসন্ন নির্ব্বাচনে কমিউনিষ্ট প্রার্থী

কমিউনিষ্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটী হইতে আসন্ন রাজ্যপরিষদ নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ জেলায় নিম্নলিখিত প্রথীদের মনোনয়ন করা হইয়াছে।

সাগরদীঘি— নির্ম্মাল্য বাগচী বা সনৎ রাহা।
বেলডাঙ্গা ফয়েজউদ্দিন বা নির্ম্মাল্য বাগচী।
বহরমপুর— সনৎ রাহা।

তাঁহারা অন্যান্য পার্টির সহিত আলোচনা চালাইতেছেন। কংগ্রেসের পরাজয়ের পথে কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না এরূপ ক্ষেত্রে বুঝিলে তালিকার রদবদল হইতে পারে। —নিজস্ব

—দোকান কর্ম্মচারী সমিতি—

রঘুনাথগঞ্জ, ২রা নভেম্বর, গত ২৩শে অক্টোবর যতীনদাস পাঠাগারে জেলা দোকান কর্ম্মচারী সমিতির সভাপতি শ্রীনির্ম্মল বাগচীর সভাপতিত্বে রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরের দোকান কর্ম্মচারীদের এক সভা হয়। জেলা সমিতির সম্পাদক শ্রীসুরেশ কর, শ্রীশচীন সেন ও শ্রী রাধাশ্যাম দত্ত কর্ম্মচারীদের বিভিন্ন সমস্যা, দাবী দাওয়া এবং ঐক্যবদ্ধ সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা লইয়া আলোচনা করেন।

সভায় গৃহীত একটি প্রস্তাবে দোকান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আইন" অবিলম্বে জঙ্গীপুরে চালু করার দাবী জানান হয়। —সংবাদদাতা

শিশির ষ্টোর্স
খাগড়া
(বিজলীবাতীর ঘরের সম্মুখে)
একমাত্র নির্ভরযোগ্য মনোহারী দোকান।
এখানে সকলপ্রকার জিনিষ সুলভে পাইবেন।
আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার
মত প্রকাশের স্বাধীনতাও আমাদের জন্মগত অধিকার। সংবিধানে তাহা সম্পূর্ণতঃ সুনিশ্চিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হইব না।

সাপ্তাহিক সংগঠন
মুর্শিদাবাদ জেলার প্রগতিশীল মুখপত্র

সম্পাদক মণ্ডলী
শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী
অধ্যাপক নির্ম্মাল্য বাগচী
শ্রীবিজয় গুপ্ত।
শ্রীসনৎ রাহা
শ্রীশৈলেন অধিকারী

প্রথম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা। ২৩শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৮, ইং ১৫ই নভেম্বর, ১৯৫১। মূল্য ৵০ এক আনা

"রাম বাহাদুরি চক্র ফাঁকা মাঠে গোল দিতে পারবে না"

কংগ্রেসকে পরাজিত করিতে সুদূর কারান্তরাল হ'তে রাজবন্দী অনন্ত ভট্টাচার্য্যের — আহ্বান —

দমদম সেন্ট্রাল জেল থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার বিখ্যাত কমিউনিষ্টনেতা অনন্ত ভট্টাচার্য্য 'সংগঠনে'র সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম সনৎ রাহাকে একপত্রে লিখেছেন :— "আশাকরি রায় বাহাদুরি চক্র জেলার বেশীর ভাগ জায়গায় ফাঁকা মাঠে গোল দিতে পারবে না। সুদূর কারাগারের সেলে আবদ্ধ অবস্থায় আমার মনের কথা আমার কণ্ঠস্বর জেলার অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে দিতে পারছি না, দেওয়ালে ঠেকে আবার আমার কাছেই ফিরে আসছে।"

হাসপাতাল না জমপুরী?

সমগ্র পশ্চিমবাংলায় কুষ্ঠ রুগীর সংখ্যা ২লক্ষ তার মধ্যে হাসপাতাল আছে ৭৫০ জনের, অবশ্য আউটডোরে চিকিৎসিত ২০ হাজার মত, আমাদের এই জেলায় ইনডোরে চিকিৎসার কোন বন্দোবস্তই নাই। বহরমপুরে অবশ্য একটি আউটডোর চিকিৎসাকেন্দ্র আছে। তথায় প্রায় এক হাজার রুগী চিকিৎসা পেয়েন, কিন্তু বর্ত্তমানে ২০।৩০ জনের বেশী রুগী আসেন না, কারণ ১। অধিকাংশ দিনই ডাক্তার বাবু অনুপস্থিত আসেন না। ২। মনেন নামক একজন মেথর মাথাপিছু ২ সিসি ইনজেকশন দেয় ৩। যদিও একটি কম্পাউণ্ডার আছেন ইনজেকশন দিবার জন্য, কিন্তু তিনি রুগীদের অসম্ভব ঘৃণা করেন। দূর থেকেই 'খোঁচা' মারেন, ফলে একাধিক রুগীর ইনজেকশন ফেকে যায়। কেউ কেউ খোঁড়া হয়ে গিয়েছে, মারাও গিয়েছে দু'চার জন। একাধিক পত্রিকায় এ সম্বন্ধে লেখালেখি করেও কোন ফল হয় নি। —সংবাদদাতা

ভাত নয় গাঁজা খাও

সারগাছিতে এই বৎসর গত বৎসরের তুলনায় অধিক গাঁজা চাষ করা হইয়াছে, ভারত সরকারের নির্দ্দেশ — ৩ লক্ষ মণ গাঁজা উৎপন্ন করিতে হইবে। একেই ত বিদেশী মালিকদের তুষ্ট করার জন্য ধানের জমিতে পাট লাগান হচ্ছে, তার উপর গাঁজা লাগালে দেশে আরও দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। —সংবাদদাতা

—কৃষক কর্ম্মী চৌকি মাঝির মুক্তিলাভ—

বহরমপুর: সংগঠনের তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্ব নিয়ে চৌকি মাঝি ২ মাস কারাদণ্ড ভোগ করার পর গত ৯ই নভেম্বর বহরমপুর সেন্ট্রাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। ১৯৫০ সালের ১৬শে অক্টোবরে সারা বাংলার রাজবন্দীদের অনশন ধর্ম্মঘটের সময় সাগরদীঘির কৃষকগণ বহরমপুর সহরের ছাত্র শ্রমিকদের সহিত বন্দীমুক্তির দাবীতে মিছিলে যোগ দেন। তখন হইতে চৌকি মাঝি গ্রেপ্তার হন এবং বিচারাধীন বন্দী হিসাবে বহুদিন কাটাইবার পর প্রথমে জামিনে মুক্ত হন ও পরে ২ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন।

'সংগঠনের' সংবাদদাতার নিকট এই সাঁওতাল কৃষককর্ম্মী বলেন,—"জেলকে আর ভয় করিনা। এবার চার বছরই হোক আর ৫ বছরই হোক, যত বছরই জেল দেক,— লড়াই আমাদের থামবে না। এ লড়াই যে বাঁচবার লড়াই কমরেড"।

—নিজস্ব।

—মুক্ত বন্দী সম্বর্দ্ধিত—

গত ১০ই নভেম্বর তেভাগা আন্দোলনের প্রিয় সাঁওতাল কর্ম্মী চৌকী মাঝি বহরমপুর জেল হইতে মুক্ত হইয়া আজিমগঞ্জ ষ্টেশনে পৌঁছিলে স্থানীয় কমিউনিষ্ট কর্ম্মী ও দরদীদের এক মিলিত মিছিল মুক্ত বন্দীকে লইয়া সমস্ত সহর বিভিন্ন ধ্বনি সহকারে পরিভ্রমণ করেন। —নিজস্ব

পুলিশ কর্ম্মচারীর মাতলামি

ইসলামপুর —গত ৩০শে অক্টোবর রাত্রিমধ্যে থানার জনৈক পুলিস কর্ম্মচারী ইসলামপুরের কতকগুলি মাতালদের সহিত মদ্যপান করিয়া ইসলামপুরের জনৈক ভদ্রলোকের গৃহে প্রবেশ করিয়া মাতলামি করিয়া থাকে। ঐ ভদ্রলোক তাহার গৃহ হইতে মাতালদের চলিয়া যাইতে বলিলে উক্ত মাতাল পুলিস কর্ম্মচারিটি ঐ ভদ্রলোককে কুকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করিতে থাকে। জানা গেল আজও পর্য্যন্ত পুলিস কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করে নাই। উল্লেখযোগ্য যে, এখানে দিন দিন মাতালের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে এবং মাতালদের মাতলামিও দিবারাত্র হইয়া থাকে। ফলে এখানকার অধিবাসীদের আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া থাকিতে হয়। ইহার প্রতিকারকল্পে কোন ব্যবস্থাই এ পর্য্যন্ত হয় নাই। —সংবাদদাতা

—বন্দী সংবাদ—

বহরমপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে রাজবন্দী শ্রীনারায়ণ দাস 'সংগঠনে'র সম্পাদক শ্রীনির্ম্মাল্য বাগচীকে লিখেছেন :—

"... আপনাদের এখানকার দোকান থেকে বই কেনা আপাততঃ কতকগুলি অনিবার্য্য কারণে বন্ধ রাখতে হয়েছে। এখানে যে আপনারা একটু সচেষ্ট হয়ে আমাদের প্রয়োজনীয় ও মনের মত বই দেবেন, সরকার তা সহ্য করতে পারে না। তা সে বই আইনসঙ্গত হ'ক আর না হ'ক, কিছুই আসে যায় না।...

ঔষধ কিনিতে হইলে
সর্ব্বাগ্রে
গৌরী ফার্ম্মেসী-তে
(নেতাজী রোড :: খাগড়া পোঃ)
আসুন।

কমিউনিষ্ট কর্ম্মীর আত্মপ্রকাশ

বহরমপুর: জানিতে পারা গিয়াছে যে—মুর্শিদাবাদের কমিউনিষ্টকর্ম্মী শ্রীরঞ্জিৎ গুপ্ত, অপর্ণা ভট্টাচার্য্য, বনমালী বসু এবং অঞ্জলি রায়ের উত্তর বর্ত্তমানে সম্ভবতঃ কোন গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নাই। দীর্ঘ ১ বৎসর ১১ মাস আত্মগোপন করিয়া থাকার পর শ্রীরঞ্জিৎ গুপ্ত বহরমপুর সহরে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। —নিজস্ব

বস্ত্র উদ্ধার

লালগোলা, ২৪শে কার্ত্তিক: লালগোলার বস্ত্রব্যবসায়ী শ্রীরতনলাল জৈন ওরফে কামাইলাল মূলচাঁদ এর দোকান ও বাড়ী বিশেষ সার্চ্চ ওয়ারেন্ট বলে সার্চ্চ করিয়া কিছু মিলের কাপড় ও ছিট উদ্ধার করিয়া থানায় জমা রাখা হয়। খোঁজে জানা গেল কিছুদিন পূর্ব্বে উক্ত নামীয় কাপড়ের দোকানে সার্চ্চ হইয়াছিল, এবং বহু কাপড় আটক করিয়া পরে বিক্রয় করার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল এবং খাতাপত্র ঠিক নাই বলিয়া মামলা চলিতেছে। —সংবাদদাতা

সংগঠন

২৮শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার

শয়তানের মুখে শাস্ত্রবাণী !

স্থানীয় কংগ্রেসী সহযোগী "পরিক্রমা" সম্পাদক মহাশয় তাঁহাদের কাগজের গত ১৩ই কার্ত্তিকের সংখ্যায়, এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে কংগ্রেস-সমালোচকের, সমালোচনা প্রসঙ্গে বিরাট একদফা বাক্যের ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছেন। "বিপদি মুধুসূদনঃ"। কংগ্রেসের হইয়াছে সেই দশা। তাই, সহযোগী রবীন্দ্রনাথকে টানিয়া আনিয়া প্রামর্শ করিতে চাহিয়াছেন যে 'লক্ষ্মী ছাড়া দীনতার আবর্জ্জনা' ইংরাজ আমাদের দেশের ঘাড়ে চাপাইয়া গিয়াছে, শিশু কংগ্রেসী রাষ্ট্র চার বছরের মধ্যেই তাহা কী করিয়া সাফ করিবে? তাহার পর তিনি বামপন্থীদের উদ্দেশ্যে মোড়লীরসুরে বলিয়াছেন যে শাসকদের প্রতি গরম গরম বুলি ছুঁড়িয়া এবং গালাগালি দিয়া তাঁহারা নেতৃত্ব বজায় রাখিতেছেন। গালাগালি দেওয়া সহজ কিন্তু গঠনমূলক কাজ করা কত কঠিন! ইত্যাদি। একা রবীন্দ্রনাথের সার্টিফিকেটের উপরও কিন্তু সহযোগী ভরসা রাখিতে পারেন নাই। কী জানি, দিনকাল বড় খারাপ তাই দুই একখানা বেশী রাখাই তিনি ভাল বিবেচনা করিয়াছেন। তাই মহাকবি গ্যেটেকেও আসিতে হইয়াছে। ভুল ধরা যে কত সোজা, সত্য আবিস্কার করা কত কঠিন; এই সব মহাতত্ত্বের ব্যাখ্যা সহযোগী আমাদের শুনাইয়াছেন। সেই প্রসঙ্গে, অবশ্য একথা জানাইয়া দিতেও ভুলেন নাই যে এই চারি বৎসরের কংগ্রেসী শাসনে দেশের মহা উপকার হইয়াছে। কংগ্রেস না থাকিলে যে কী সর্ব্বনাশ ঘটিত, তাহা ভাবিয়া তিনি শিহরিত হইয়াছেন এবং দেশের লোক কংগ্রেসকে যাহাতে না ভুলেন তাহার জন্য উপদেশামৃত বর্ষণ করিয়াছেন। বন্ধুবরকে আমরা দেশবাসীর পক্ষ হইতে আশ্বাস দিতেছি গত চার বছরের কংগ্রেসী কাহিনীর ইতিহাস আমরা ভুলি নাই, ভুলিতে পারি না। বন্ধুবর! হিসাব নিকাশের দিন অসিতেছে। কড়ায় গণ্ডায় তাহা শোধ দিবার জন্য প্রস্তুত হও।

কিন্তু সহযোগী দমিবার পাত্র নহেন। আর দমিবেনই বা কোন্ দুঃখে? নিজেদের রাজত্বে নিজেরাই যদি দমিয়া যান, তাহা হইলে দুষ্ট বামপন্থীদের দমাইবে কে? তাই তিনি, গ্যেটের পরে সেক্‌স্‌পীয়ার অথবা অন্য কেহ নন, একেবারে সোজাসুজি লেলিনকে আনিয়া হাজির করিয়াছেন। লেনিনের রচনাবলী হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সহযোগী জানেন যে দেশের কৃষকরা আজ কংগ্রেসী সরকারের শস্য সংগ্রহ নীতির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে (বড় জোতদার ও জমিদারদের বাদ দিয়া) সাধারণ মানুষকে উলঙ্গ রাখিয়া কংগ্রেসী সরকার আজ অধিক মুনাফালাভের জন্য বস্ত্র-শিল্পপতিদের বিদেশে বস্ত্র রপ্তানি করিবার অনুমতি দিয়াছেন। মার্কিণ মুলুক হইতে গম আনিবার অজুহাতে দেশের ভবিষ্যৎকে মার্কিণের গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছেন। দেশবাসীর দুরন্ত ক্রোধ আজ এই বেইমান সরকারের উপর ফাটিয়া পড়িতেছে। তাই আত্মরক্ষার জন্য তিনি লেনিনের শরণ লইয়াছেন। বিপ্লবোত্তর, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, গৃহযুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত সোভিয়েট রাশিয়ার মানুষ একখণ্ড রুটির জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়াইয়া থাকিয়া কত কষ্ট সহ্য করিয়াছে সহযোগী তাহা আমাদের শুনাইয়াছেন। ভাল্‌টা এই তাহার তুলনায় তোমরা আর কী কষ্ট করিতেছ? লেনিনের কথা উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, লেনিনও কৃষকদের চরম দুরবস্থার সময় সৈন্যদের এবং শ্রমিকদের খাওইবার জন্য, কৃষকদের নিকট হইতে শস্য সংগ্রহ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। আবার তিনি লেনিন হইতে শুনাইয়াছেন যে দেশে যখন খাদ্যের অভাব তখন বিদেশে খাদ্য রপ্তানী অন্যায়। লেনিনের এই কথা শুনাইয়া তিনি দেখাইয়াছেন। যে এহেন লেনিনও রাশিয়ার চরম খাদ্যাভাবের সময় ৫০ লক্ষ টন গম বিদেশে রপ্তানী করিয়াছিলেন দেশকে পুনর্বসতি করিবার জন্য ভারী শিল্পযন্ত্র সমূহ আমদানির বিনিময়ে।

অতএব, লেনিন যখন ইহা করিয়াছিলেন তখন আমরা কংগ্রেসীরা, কৃষকের নিকট হইতে শস্য সংগ্রহ করিয়া, বিদেশে বস্ত্র প্রভৃতি রপ্তানী করিয়া দোষটা কী করিয়াছি! আমরা লেনিনকে উদ্ধৃত করিয়া রচনা ভারাক্রান্ত করিতে চাহি না। সহযোগীকে শুধু এইটুকুই স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে বিপ্লব সফল হইবার পর প্রথম দিনই রুশিয়ার লেনিন আইন পাশ করিয়া জমির উপর কৃষকের শাশ্বত অধিকার, কলকারখানায় শ্রমিকের কর্ত্তৃত্ব এবং জনতার সমস্ত দাবীকে মানিয়া লইয়াছিলেন। আর কংগ্রেসী সরকার এই চার বছরের মধ্যে জমিদারদের গায়ে আঁচড়টুকুও দিতে সাহস করিলেন না, বিলাতী পুঁজি স্বাধীন ভারতে আজও আগের মত আমাদের শোষণ করিতেছে। জনতার গণতান্ত্রিক অধিকার পদদলিত। লেনিন খাদ্য রপ্তানী করিয়াছিলেন রুশিয়াকে শিল্পোন্নত দেশে পরিণত করিবার জন্য ভারী যন্ত্রপাতি আমদানির বিনিময়ে। লেনিন ঠিকই করিয়াছিলেন। কারণ, তিনি জানিতেন যে রুশিয়াকে পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক কৃষি প্রধান দেশ হইতে শিল্পোন্নত দেশে উন্নীত না করিতে পারিলে রুশিয়া মরিয়া যাইবে। আর আমাদের কংগ্রেসী সরকার উল্টাই করিতেছেন। তাঁহারা রপ্তানী করিতেছেন, ভারী শিল্পের বিনিময়ে নয়, দেশকে শিল্পোন্নত করার জন্যও নয়। দেশী বিদেশী রাঘববোয়ালদের মুনাফার লালসাকে চরিতার্থ করার জন্য। তাই, আমাদের দেশে আজ ভারী শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে না। কংগ্রেসী সরকারের শিল্পনীতির কল্যাণে ভারতবর্ষ চিরদিনের জন্য ইংরাজ-মার্কিণের বাজারে পরিণত হইয়া থাকিতেছে। লেনিন কৃষকদিগকে সৈন্য ও শ্রমিকদের জন্য শস্য দিতে বলিয়াছিলেন। কখন? দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদীরা চতুর্দ্দিক হইতে নবজাত সোভিয়েটকে সশস্ত্র আক্রমণে পিষিয়া ফেলিতে উদ্যত সেই সময়ে "লাল-ফৌজ"কে মদৎ দিবার জন্য লেনিন কৃষকদের আহ্বান দিয়াছিলেন। কৃষকেরা সে আহ্বানে সাড়া দিয়াছিল। কেননা, তাহারা জানিত যে সোভিয়েট সরকার তাহাদের পরম বন্ধু। এই শিক্ষা তাহারা অভিজ্ঞতা হইতে পাইয়াছিল আর আমাদের অভিজ্ঞতা ঠিক এর উল্টা, আমরা জানি কংগ্রেসী সরকার জনতার সরকার নহে!

তাই বলি, বন্ধু রুশিয়ার কথা টানিও না। তাহা হইলে বিপদে পড়িবে। রুশিয়ায় লেনিন ঘোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালে নাই। তোমরা তাহাই করিতেছ। দেশে এমন কোন অর্ব্বাচীন নাই যে বিশ্বাস করে, চার বছরের মধ্যেই আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপের মত সব কিছু সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। পথ দীর্ঘ—। কিন্তু ঠিক পথে যাত্রা' সুরু করিতে হইবে।

ভারতের জনতাকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া লেনিনের নাম গ্রহণ করিতে যাহাদের লজ্জা হয় না তাহাদের জনতাই শিক্ষা দিবে—লেনিনের পথ—জনতার সংগ্রামের মধ্যে, পুঁথি ও বুকনির মধ্য নয়।

—ঘটনা প্রসঙ্গে—

নিরপেক্ষ ও স্বাধীন নির্ব্বাচন যে কংগ্রেসী সরকারের অভিপ্রেত নয় তা সরকারী নীতি ও বন্দীমুক্তি সংক্রান্ত কয়েকখানায় রাজবন্দীদের অবস্থা থেকেই বোঝা যাচ্ছে।

মুর্শিদাবাদের যক্ষ্মারোগগ্রস্ত রাজবন্দী অনন্ত ভট্টাচার্য্য, অসুস্থ তরুণ ছাত্রকর্মী প্রশান্ত বসু, সত্যেন সমাজদার, কৃষক কর্মী অনন্তদেব দে প্রভৃতি বিনা বিচারে আটক বন্দীদের জন্য সরকার কি চমৎকার "সুবন্দোবস্ত" করেছেন সে কথার আভাস পাওয়া যায় গত ২৫শে আশ্বিনের "স্বাধীনতা"য় প্রকাশিত মুর্শিদাবাদের সঙ্ঘমুক্ত রাজবন্দী শ্রীরোহিণী দাসের একটি চিঠিতে। বন্দীদের স্বাস্থ্যহীনতা ছাড়া তাঁদের অচল সংসারগুলোর কাহিনীও কিছু কিছু জানা যায়। "সংগঠনের" প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'বন্দীসংবাদে' বক্সা ক্যাম্প থেকে পাঠান একটি পত্রাংশে পাঠকেরা জেনেছেন যে সেখানকার সকলেরই শরীর খারাপ, ভয়ংকর শীতে গরম কাপড় জামা দরকার; অথচ তারপরেই বুদ্ধিমান গোয়েন্দা বিভাগের সেন্সারের কাঁচি থাকায় বোঝা গেল না: বক্সা-

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বন্দীর অভিনন্দন

বক্সা বন্দীশিবির থেকে রাজবন্দী প্রশান্ত বসু লিখছেন:

"কার্য্যাধ্যক্ষ, 'সংগঠন,"

প্রিয় বন্ধু,—ডি-আই-জি-আই-বি'র ছাপমারা 'সংগঠনে'র বিজয়ি সংখ্যা হাতে এসে পৌছালো। উপযুক্ত সম্পাদনায় বর্তমানের বিশেষ পরিস্থিতিতে আমাদের জেলা থেকে এমন একটি প্রগতিশীল মুখপত্রের আত্ম প্রকাশে অত্যন্ত আনন্দিত হলুম। 'সংগঠন' তার নামের সাথে কাজের সঙ্গতি রক্ষা করুক। সংগঠকদের আমার আন্তরিক অভিনন্দন। শুভেচ্ছা সহ— ----প্রশান্ত বোস"

ঐতিহাসিক পরীক্ষা

গোকর্ণ হতে শ্রীজগবন্ধু দাস এবং খোসবাসপুরের শ্রীব্রজেশ দাস জানাচ্ছেন:

'সংগঠন' জেলাবাসীর মুখপত্র হইলে জেলার জনতার শত্রু ও প্রগতিশীল শক্তিসমূহের কবল হইতে অর্থ সংকটের মত নানাবিধ অসুবিধা হইতে 'সংগঠন'কে রক্ষা করার দায়িত্ব আমরা মুর্শিদাবাদ জেলাবাসী অবশ্যই গ্রহণ করিব। কিন্তু নির্বাচনের প্রাক্‌কালে বিভিন্ন জেলায় ও প্রদেশে বহু ভুঁইফোড় পত্রিকা প্রগতিশীল কথার আবরণে আত্মস্বরূপ ঢাকিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করিতেছে। ত্রিশ সাম্রাজ্যবাদ ও কংগ্রেসী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আমাদের জনতার দীর্ঘদিনের সংগ্রামী অভিজ্ঞতা রাজনৈতিক ধাপ্পা ও প্রবঞ্চনার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে সক্ষম। আপনাদের 'সংগঠন'কে এই ঐতিহাসিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

পত্রের শেষের দিকে তাঁরা বিভিন্ন কার্য্যসূচীর উল্লেখ ক'রে লেখাগুলোর ভিত্তিতে জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করার সংগ্রামে 'সংগঠন'কে পরীক্ষা দিতে আহ্বান করেছেন।

—ঘটনা প্রসঙ্গে—

(২য় পাতার পর)

পাহাড়ের শীতের মধ্যে তাঁরা কেমন আরাম পাচ্ছেন!

বহরমপুরেও এস, পির কাছে বন্দীমুক্তির দাবীতে এবং রাজনৈতিক বন্দীদের ডিভিসনের দাবীতে একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন। খবরে প্রকাশ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীদের সরকার প্রতিশ্রুতি মত ডিভিসনের সামান্যতম সুযোগটুকুও দিচ্ছেন না। চোর ডাকাতের মত রেখে তাঁদের "আরাম" দিতে ইংরাজ শাসনের প্রতিচ্ছায়ঃ এই কংগ্রেসী সরকার ছাড়া দক্ষতাই বা কার আছে?

** ** ** **

পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান রায় বন্দীমুক্তির দাবী শুনে বিস্মিত হ'য়ে প্রতিনিধিদলের কাছে বলেন যে রাজবন্দীর মুক্তি না দিলেই ত তারা বেশী ভোট পাবেন; তাই তিনি বুঝতে পারেন নি যে প্রতিনিধিদল কেন তাঁদের মুক্তিদাবী করছেন। আমাদের অনুরোধ— ডাঃ রায়ের দল যদি বেশী ভোটের জন্য বিরোধীদের ঈর্ষা করে থাকেন, তবে তিনি এ জেলার রাজবন্দী অনন্ত ভট্টাচার্য্যদের ছেড়ে দিয়ে সেই জেলখানায় টিকুরাজ, সুরেনবাবু, অনিলবাবু, শ্যাম, দুর্গাবাবুদের নিয়ে সুখে সংসার পাতুন। তাঁদের ভোটের লালসা মিটুক...জনসাধারণও হাঁপ ছেড়ে স্বস্তি পাক। ** ** **

গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচনের নমুনা !

কুণ্ডল গ্রামে পুলিশী ত্রাস

কান্দী হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, কুণ্ডল ক্যাম্পের সশস্ত্র পুলিশ ঐ অঞ্চলের গ্রামগুলিতে ব্যাপকভাবে ত্রাস ও ভীতি সঞ্চার করে চলেছে। তারা ফতোয়া জারী করেছেন যে, যে কোন সভা সমিতি ত বহুদূরের কথা, এমন কি গ্রামাঞ্চলে কোন যাত্রা গান বা কবিগানের ব্যবস্থা করতে হলেও পুলিশ সাহেবের অনুমতি লাগবে। গ্রামের দফাদার মহাদেব মণ্ডল সমস্ত গ্রামবাসীদেরকে জানিয়ে দিয়েছে যে, ঝিকরহাটীর কৃষককর্মি শান্তি সরকারের সঙ্গে যদি কেউ যোগাযোগ করে তবে তার বাড়ীতে চোরাইমাল ঢুকিয়ে দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। সেদিন একজন ডি-আই-বি অফিসার শান্তি সরকারকে ধরে নিয়ে গিয়ে জনৈক মহাদেব মজুমদারের (জোতদার) বাড়ীতে চার ঘন্টা আটক করে রেখেছিল। বরোক্রা থানার দারোগা বেলডাঙ্গা গ্রামের একজন চাষী আজিমুদ্দি ও তার ছেলে আনোয়ারকে সেখানে থানায় ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন—তাদের অপরাধ তাদের গ্রামে "গণ-সম্মেলনের" প্রাচীরপত্র কে বা কাহারা লটকিয়ে দিয়েছিল। কুণ্ডল ও অন্যান্য ক্যাম্পের পুলিশরা ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, যে কোন গ্রামের যেকোন স্থানে যেকোন রকমের রাজনৈতিক পোষ্টার দেখতে পেলেই পুলিশ সেই গ্রামের লোকদেরকে শাস্তি দেবে.....।

এ অঞ্চলের কয়েকজন বড় জোতদার ও জমিদার ছাড়া কারো ঘরেই ধানচাল নেই। যার যা ছিল তার সবই বহুদিন পূর্ব্বে প্রকিওর করা হয়েছে। পার্শ্ববর্তী বীরভূম জেলায় এখানকার চাইতে ধানচালের দর অনেক কম। কিন্তু সে অঞ্চল কর্ডন বহির্ভূত বলে সেখান থেকে ধানচাল আসা নিষিদ্ধ। বেলডাঙ্গা—ঝিকরহাটী গ্রামের খালের ওপারটা বীরভূম জেলার অন্তর্গত। বীরভূম মুর্শিদাবাদ সীমান্তে যে ক্যাম্প আছে—সেদিন কয়েকজন চাষী যখন বীরভূম থেকে পেটের ও ক্ষুধার জ্বালায় কিছু চাল আনছিল, তখন সশস্ত্র ক্যাম্পরক্ষী তাদেরকে বাধা দিলে একটা গোলযোগের সৃষ্টি হয়। চাষীরা ক্যাম্পের রক্ষীদেরকে মারধোর করেছে এবং তাদের বন্দুক ছিনিয়ে নিয়েছে এমনি ধরণের রিপোর্ট পুলিশ সাহেবের কানে পৌছাতেই তিনি এবং জেলার গোয়েন্দাধিপতি ঘটনাস্থলে ছুটে এসেছিলেন। অপরাধীদেরকে গ্রামবাসীরা যদি না ধরিয়ে দেয় তবে সমগ্র ঝিকরহাটী বেলডাঙ্গা গ্রামকে শ্মশানে পরিণত করা হবে বলে শাসানোর ফলে গ্রামবাসীরা সবাই গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে।

—সংবাদদাতা

স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচনের জন্য

...বন্দীমুক্তি দিবস...

নির্ব্বাচনের পূর্ব্বেই বন্দীমুক্তির দাবীতে সারা ভারত কমিউনিষ্ট পার্টির নির্দ্দেশে ভৈরবতলা ঘাটে আগামী ১৮ই নভেম্বর রবিবার বৈকাল ৪টায় এক জনসভা হইবে।

চিঠিপত্র

[মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কংগ্রেসী রামরাজত্বে অকাল বোধনের নমুনা

মাননীয় "সংগঠন" সম্পাদক সমীপেষু—

মহাশয়,

মাস দেড়েক আগে কান্দী মহকুমা অফিসর আমাদের উগড়া-ভাটপাড়া গ্রাম পরিদর্শনে আসিয়া সাঁওতালদের ধরিয়া আনিয়া সাঁওতালি নাচ, যাত্রাপার্টি ডেকে যাত্রাগাণ এবং আগমণির গাণও দু'একখানা গাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

আমি এবং আমার কয়েকজন বন্ধু আমাদের গ্রামের রাস্তা, স্কুল এবং টিউবওয়েল সংস্কারের জন্য একখানি দরখাস্ত S. D. O. বাহাদুরের নিকট পেশ করি এবং এ বিষয়ে মৌখিক আলোচনাও করি। এস, ডি, ও বাহাদুর প্রেসিডেন্ট মহাশয়কে এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই কেন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জানান আমি কোন ব্যবস্থা করিতে পারি নাই। তখন মহকুমা কর্ত্তা আমাদের এ বিষয়ে যথেষ্ট আশ্বাস দিয়ে বলেন "আমি অফিসে গিয়েই এর ব্যবস্থা করবো, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।"

এস, ডি, ও বাহাদুর আমাদের গ্রামে আসিবার সময় রাস্তার দুরবস্থা স্বয়ং চাক্ষুষ করিয়াছিলেন তাই তাঁহার আশ্বাস বাণীতে আমরা সত্যিই আশান্বিত হইয়াছিলাম।

কিন্তু এক্ষণে ঐ অসংস্কার রাস্তায় যে দুর্ঘটনা ঘটিল তাহা অত্যন্ত করুণ। গত ৪ঠা নভেম্বর বেলডাঙ্গা থানার তিনখানি গরু বোঝাই গাড়ী উক্ত রাস্তা দিয়া যাইবার সময় একখানি গাড়ী রাস্তার দোষে উলটাইয়া যায় এবং গাড়ীর গাড়োয়ান গাড়ী চাপা পড়িয়া কাদার ভিতর মারা যান। রাস্তাটি জীবন্তীঘাট হইতে কতকগুলি গ্রামের উপর দিয়া লালবাগ এলাকার সাথে মিলিয়াছে। এই রাস্তাটি ডি, বি রাস্তা এবং অনেকগুলি গ্রামের যানবাহনের একমাত্র পথ।

অথচ এমনি দুর্ভাগ্য দেশের আমরা মানুষ যেখানে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হইতে সুরু করিয়া S. D. O. কংগ্রেস সেক্রেটারীকে পর্য্যন্ত জানাইয়াও কোন ফল হইল না। রাস্তাটিতে যে এইরূপ দুর্ঘটনা হামেশাই ঘটিতে পারে তাহাও সকলেই জানেন। তবুও ঐ রাস্তাতেই একজন গরীব চাষীর দুর্ঘটনায় মৃত্যু হইল: ইহার জন্য দায়ী কে? জেলা শাসক মহাশয় ও মহকুমা শাসক মহাশয় ইহার জবাব দিবেন কি? ইতি

শ্রীশৈলেশ কুমার দে
পোঃ জীবন্তী (উগড়া)

[আমরা শৈলেন বিশ্বাস প্রভৃতির স্বাক্ষরিত একখানি চিঠি পাইয়াছি। কিন্তু বামপন্থী ঐক্য আলোচনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়ায় এবং ঐক্য আলোচনা এখনও চলিতে থাকায় আমরা পত্রখানি প্রকাশ করিতে পারিলাম না। —সঃ সঃ]

সঙ্ঘ ও সংগঠন

— পূর্ব্বাচল ব্যায়াম সমিতি —

অদ্য ৬ই নভেম্বর হইতে পূর্ব্বাচল ব্যায়াম সমিতি বহুদিন পর আবার আরম্ভ হইয়াছে। আমরা প্রতিটি সভ্যকে নতুন উৎসাহ নিয়ে নতুন গ্রাউণ্ড বি, টি, কলেজের পিছনে এনেক্স গ্রাউণ্ডে আসতে অনুরোধ করিতেছি। ইতি—

সম্পাদিকা—মঞ্জুলি মণ্ডল।

আমাদের দল – (লালগোলা)

লালগোলা : গত ৪ঠা নভেম্বর মুর্শিদাবাদ জেলার প্রগতিশীল শিশু প্রতিষ্ঠান "আমাদের দলের" লালগোলা শাখা "আমাদের দলের" কিশোর ভাইদের এক সমবেত সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে নিয়ে বর্ত্তমানে একটি কার্য্যকরী কমিটি গঠিত হয়েছে। শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ রায় (দলরক্ষক) শ্রীবিকাশ রায় (সহ-দলরক্ষক) তপেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায় (সর্দ্দার) তরুণ কুমার ভাস্তুরী—(সহ-সর্দ্দার) ভবতোষ গোম (ভাণ্ডারী) দানেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী (প্রচার সর্দ্দার)। —সংবাদদাতা

—নির্ব্বাচনী সভা—

আগামী ২০শে নভেম্বর মঙ্গলবার বৈকাল ৩টার সময় বহরমপুরের (ভট্টাচার্য্যপাড়া) ছাত্র ও যুবকদের এক সভা হইবে। এই সভায় প্রত্যেককে আসিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

আলোচ্য বিষয়ঃ— আসন্ন নির্ব্বাচন ও আমাদের কর্ত্তব্য। স্থান—যোগমায়ার বাড়ী

আহ্বায়ক, করুণ কুমার হালদার

নৈশ বিদ্যালয় উদ্বোধন

জিয়াগঞ্জ : গত ১লা নভেম্বর তারিখে স্থানীয় কাশীগঞ্জ উদ্বাস্তু কলোনীতে উদ্বাস্তু কর্ম্মীর প্রচেষ্টায় এক "নৈশ-উদ্বাস্তু বিদ্যালয়" উদ্বোধন হয়। বিদ্যালয়ের কার্য্যকরী সমিতি যথাক্রমে সুধীর ব্যানার্জি, অবনী সরকার, মনীশ মজুমদার, দুর্গা মজুমদার, মন্মথ বিশ্বাস প্রভৃতি দশজনকে লইয়া গঠিত হইয়াছে বলিয়া জানা গেল। —সংবাদদাতা

বিজ্ঞান মানুষকে করিয়াছে ক্ষিপ্রগতি। রহস্যের পর রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া মানুষের অমূল্য সময় বাঁচাইয়া দিতেছে। আপনার মূল্যবান সময় বাঁচাইতে—

শ্যামা সাইকেল ওয়ার্কস

সাইকেলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

পোঃ খাগড়া ঃঃ মুর্শিদাবাদ

সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে শ্রীবিজয় গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত ও প্রতিভা প্রিন্টিং ওয়ার্কস (খাগড়া) হইতে জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত

মৎস্যজীবীর সমস্যা

শক্তিপুর : মুর্শিদাবাদ জেলার শক্তিপুর অঞ্চলের মৎস্যজীবীদের এ বৎসর শোচনীয় অবস্থায় পড়তে হয়েছে। শক্তিপুর, সোমপাড়া, মিরি, ঘোল্লা, কাদমালি প্রভৃতি গ্রামের অধিবাসীরা ইতিপূর্ব্বে অন্যায় মাছ ধরার অধিকার ও খাজনা কমানোর দাবীতে যে আন্দোলন করেছিলেন তারই প্রতিশোধ নেবার জন্য মান্দনপাড়ার জমিদার গত ২ বৎসর হতে খাজনার হার চড়িয়ে দেয়।

কিন্তু গঙ্গায় গত ২-৩ বছর হতে মাছের অভাব দেখা দিয়েছে —বিশেষ করে ডিমের ও ইলিস মাছের। এ বৎসর অনাবৃষ্টি হওয়ায় খাল, বিল, পুকুর প্রভৃতিতে জল নাই। ভাগীরথী নদীর জলও এবার খুব তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে বহুস্থানে চড়া পড়ে যায়, ফলে ভাগীরথীতে ডিম ও ইলিস এ বছর হয় নি বললেই চলে। খাল, বিলে জল না থাকায় এদিক হতেও কোন অর্থাগমের সম্ভাবনা নাই। ফলে একদিকে আয় নাই অপর দিকে জমিদারের খাজনা এবং চোরাকারবারীর দামে সুতো, কেরোসিন, আলকাতরা প্রভৃতি দ্রব্যাদির খরচ বেড়েছে গিয়ে মৎস্যজীবীর চোখে অন্ধকার দেখেছেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পশ্চিম বাঙ্গলার পূর্ত্ত মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার কয়দিন পূর্ব্বে এক বিবৃতিতে বলেন যে, ভাগীরথীর মোহনায় চর পড়ে যাওয়ায় গঙ্গার সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এবং এ অবস্থা চললে আগামী ৫ বছরের মধ্যে কলকাতা বন্দর বিপন্ন হয়ে পড়বে।

মন্ত্রীমহোদয় ৫ বছর পরে কলকাতার ভবিষ্যৎ ভেবে চিন্তিত হয়ে বাণী দেন অথচ এই ভাগীরথী নদীর ওপর নির্ভরশীল যে বাঙ্গলার অগণিত কৃষক ও মৎস্যজীবীকে দেহ ও মনের অভাবে এখনই কি দুর্দশা ভোগ করতে হচ্ছে সে কথা একবারও তাঁর মনে পড়েনি বা প্রতিকারেরও কিছু ইঙ্গিত দেননি।

সকল প্রকার ঘড়ি, চশমা, ফাউনটেন পেন, মাইক্রোসকোপ ও গ্রামোফোন গ্যারান্টি দিয়ে মেরামত করেঃ

বিজ্ঞানের ওয়াচ কোং

খাগড়া, দৈহাট্টা (সোনাপট্টি)

মদন স্টোর

একমাত্র আধুনিক রুচিসম্মত জুতার দোকান

খাগড়া ঃঃ মুর্শিদাবাদ (চৌরঙ্গী)

—সামাজিক শিক্ষা দিবস—

— বহরমপুর —

গত ১লা নভেম্বর "গোরাবাজার বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র" "সৈদাবাদ বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র" "স্বর্গগ্রাম বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র" ও সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্র (খাগড়া) মিলিতভাবে সারা ভারত সামাজিক শিক্ষা দিবস উদযাপন করে। বৈকাল ৩টার সময় স্বর্গগ্রাম সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্রে (খাগড়া) একটি সভা হয়। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর বিভিন্ন বক্তা সামাজিক শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও সুষ্ঠু পরিচালনার বিষয় আলোচনা করেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন গোরাবাজার বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের স্থানীয় উদ্যোক্তা মণ্ডলীর সভাপতি শ্রীযুক্তা স্নেহলতা ভট্টাচার্য্য। সভার পরে বয়স্কদের নানারূপ হস্তশিল্পের একটি প্রদর্শনী দেখান হয়। —সংবাদদাতা

— জনতা শিক্ষা সঙ্ঘের উদ্যোগে —

গত ১লা নভেম্বর জনতা শিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক সামাজিক শিক্ষা দিবস উপলক্ষে তাহাদের বসতি উন্নয়নকল্পে বস্তির নিকট বস্তি জঙ্গল, রাস্তা ও পুষ্করিণী প্রভৃতি পরিষ্কার করা হয়। বৈকালে—ইতিমধ্যেই যাহারা আক্ষরিক জ্ঞান সম্পন্ন হইয়াছে তাহাদের দ্বারা ও জনতা শিক্ষা সঙ্ঘের স্বেচ্ছাসেবকগণের সহযোগিতায় ব্যাপক ভাবে নিরক্ষর বস্তিবাসিদিগকে আক্ষরিক ও সামাজিক শিক্ষাদান আরম্ভ করা হয়। সন্ধ্যায় বস্তিবাসিগণ কর্ত্তৃক পল্লীসঙ্গীত গীত হয়। —সংবাদদাতা

ইসলামপুর : গত ১লা নভেম্বর স্থানীয় অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং প্রাপ্ত বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দের উদ্যোগে সামাজিক শিক্ষা দিবস উদযাপিত হয়। ছাত্রদের একটি মিছিল ঘুরিয়া আসিলে স্থানীয় নেতাজী পার্কে শ্রীমৃনালকান্তি মিত্রের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় শ্রীপ্রশান্ত সেন, প্রাপ্ত বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের ভার প্রাপ্ত শিক্ষক শ্রীনিতাইপদ দাস, শ্রীহুকড়িচন্দ্র নন্দী প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। —সংবাদদাতা

শিশির ষ্টোর্স

খাগড়া

(বিজলীবাতীর ঘরের সম্মুখে)

একমাত্র নির্ভরযোগ্য মনোহারী দোকান।

এখানে সকলপ্রকার জিনিষ সুলভে পাইবেন।

আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার

মত প্রকাশের স্বাধীনতাও আমাদের জন্মগত অধিকার। সংবিধানে তাহা সম্পূর্ণতঃ সুনিশ্চিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হইব না।

সাপ্তাহিক সংগঠন

মুর্শিদাবাদ জেলার প্রগতিশীল মুখপত্র

সম্পাদক মণ্ডলী
শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী
অধ্যাপক নির্ম্মাল্য বাগচী
শ্রীবিজয় গুপ্ত।
শ্রীসনৎ রাহা
শ্রীশৈলেন অধিকারী

প্রথম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা। ৬ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৮, ইং ২২শে নভেম্বর, ১৯৫১। মূল্য /০ এক আনা

নির্ব্বাচনের পূর্ব্বেই রাজবন্দীদের জেলের কপাট খুলিয়া দিতে হইবে

অনন্ত ভট্টাচার্য্য মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের একটি অধ্যায়

তাঁহাদের মুক্তি না দিলে "গণতান্ত্রিক" নির্ব্বাচন "প্রহসনে" পরিণত হইবে।

বন্দীমুক্তি দিবসে বহরমপুর ভৈরবতলা জনসভায় ঘোষণা

গত ১৮ই নভেম্বর বন্দীমুক্তি দিবসে বহরমপুর ভৈরবতলা ঘাটে কমিউনিষ্টপার্টির আহ্বানে এক জনসভায় বিনা বিচারে আটক বন্দীদের আটকাইয়া নির্ব্বাচনকাকে "প্রহসন" ও "রাষ্ট্রনৈতিকতামূলক" বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এবং জেলার ইতিহাসের এক একটি অধ্যায় এই সব রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে সভা মুখর হইয়া উঠে। বিনাবিচারে ও রাজনৈতিক কারণে দণ্ডিত বন্দীদের মুক্তি, এই জেলার রাজবন্দী অনন্ত ভট্টাচার্য্য, ছাত্রনেতা প্রশান্ত বসু, সত্যেন সমাজদার, কৃষককর্ম্মী অনন্ত দেব দে, বলরাম চট্টোপাধ্যায় ও জলদবরণ সরকারের অবিলম্বে মুক্তির দাবীতে, অপর্ণা ভট্টাচার্য্য বনমালী বসু ও অঞ্জলি রায়ের উপর হইতে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার ও রাজনৈতিক কর্ম্মীদের গ্রেপ্তার বন্ধের দাবীতে এবং দলমত নির্ব্বিশেষে নির্ব্বাচনী সভায় অন্যায় পুলিসি হস্তক্ষেপ, মাইক প্রভৃতিতে এবং সংবাদপত্রে বাধা নিষেধ বন্ধের দাবীতে পাঁচটি প্রস্তাব লওয়া হয়।

আর, এস, পি'র শ্রীত্রিদিব চৌধুরী, ফরওয়ার্ডব্লকের শ্রীজয়পতি রায় কমিউনিষ্টপার্টির শ্রীরঞ্জিৎ গুপ্ত ব্যক্তিস্বাধীনতা সংঘের সম্পাদক বিজয় গুপ্ত এবং শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যাল বক্তৃতা করেন। সভাপতিত্ব করেন কমিউনিষ্ট নেতা অধ্যাপক নির্ম্মাল্য বাগচী। সভার প্রারম্ভে বন্দীমুক্তির দাবীতে সুধীন সেনের প্রযোজনায় দুইটি সঙ্গীত গীত হয়।

প্রতিবাদ দিবস

আজ সারা ভারত কমিউনিষ্টপার্টির নির্দ্দেশে বন্দীমুক্তির দাবীতে স্থানীয় কমিউনিষ্টপার্টির নেতৃত্বে কয়েকটী পথসভা প্রতিপালিত হয়। সারা সহরে নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবী সম্বলিত প্রাচীর পত্রও দেখা যায়। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা বন্দীমুক্তির দাবীতে সারা সহরে সই সংগ্রহ অভিযানও চালাইয়াছেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে—আবদুর রোফ (কৃষক প্রজামজদুর পার্টি) সমর অধিকারী (কমিউনিষ্টপার্টি) শ্যামানাথ বসু (ছাত্র ফেডারেশন) উপেন্দ্র নাথ দাস (উকীল) ইন্দুভূষণ দে (মোক্তার) ডাঃ আশুতোষ গুপ্ত, অনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায় (শিক্ষক) দীপ্তি মজুমদার (শান্তি কমিটি) বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী (সাংবাদিক) বসন্ত দত্ত (বাস্তুহারা সমিতি) এবং নরনারায়ণ বিশ্বাস (ছাত্র কংগ্রেস) এর নাম উল্লেখযোগ্য। নিজস্ব

সংগঠনের আশীর্ব্বাদ

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

জন্মভূমির মুক্তি লাগি' নামলো যারা মৃত্যুপণে
বিপ্লবেরই বজ্রাঘাতে ফুটিয়ে দিল পদ্মফুল,
দুর্নীতিরি কবলে যারা লক্ষ পাপের প্রভঞ্জনে'
বজ্রসমান দাঁড়া'ল রুখে' বিশ্বে কোথায় তাদের তুল?
জনগণেরি মুক্তি লাগি' স্বয়ং করি' অর্দ্ধাশন
যীশুর মতন বক্ষে যারা কলো গ্রহণ দুঃখ-ক্রুশ,
সর্ব্বভোলা শিবের মতো হাস্তে করি' বিষ গ্রহণ
জাতির লাগি' চুমুক দিল—বজ্রধরায় সে' গরুড়!
আজকে তারাই বিপ্লবেরই অগ্নিমাঝে দগ্ধ হয়ে
জাতির জীবন-সংগঠনে আনলো নব কী কল্লোল,
স্বয়ং বহি অগ্নিদাহ নামলো তারা জুগ্ন জয়ে
ঢাল্‌লো তারা আমার বুকে আজকে কী আনন্দদোল
বিশ্বে তারা নিঃস্ব হলেও নিজের কাছে নিঃস্ব নয়
সর্ব্বহারার বন্ধু তারা তাদের গাহি জিন্দাবাদ,
সর্ব্বহারা মরবে তারা? কক্ষনো নয় গর্ব্বে তারা
স্বর্গ তারাই রচ্‌বে হেথায় ইহাই আমার আশীর্ব্বাদ।

'সংগঠনে'র আগামী সংখ্যায়

জেলার নির্ব্বাচন প্রার্থীদের সম্পর্কে দেখুন

বামপন্থী ঐক্য-আলোচনা আজিও শেষ হয় নাই। এই আলোচনায় ঐক্যবদ্ধ কংগ্রেস বিরোধী প্রগতিশীল সংস্থা গঠনের সম্ভাবনা আছে। এই সংস্থা হইতে যাঁহাদের মনোনয়ন দেওয়া হইবে – তাঁহাদের নাম ও জেলার অন্যান্য নির্ব্বাচন প্রার্থীদের সম্পর্কে জানিতে পারিবেন 'সংগঠনে'র আগামী সংখ্যায়।

ইহা কি সত্য?

মনীন্দ্র মিলের দারওয়ান আদিত্য ওরঃ মিল মালিকের বর্ব্বরোচিত প্রহারের ফলে এই মাসে কিছু দিন শয্যাশায়ী ছিল। পুলিশ অনুসন্ধান কার্য্য চালায়, কিন্তু ঘটনা সত্য প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও কোন প্রতিকার হয় নাই—ইহা কি সত্য?

কাশিমবাজার মণীন্দ্র মিলে মধ্যযুগীয় বর্ব্বরতা

কাশিমবাজার, ১২ই নভেম্বর : মনিন্দ্র মিলস্ এই জেলার একটি শিল্প, কিন্তু সাধারণ মালিক গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যতিক্রম কিছুই নাই। মালিকের লাভের জন্যই শিল্প, দেশের সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্য মোটেই নাই, শ্রমিকদের অবস্থা ক্রীতদাসের মত। নিম্ন অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও দৃষ্টি দিলেই জনসাধারণ জানিতে পারিবেন। সরকারী কর্ম্মচারী মাঝে মাঝে আসেন সত্য তবে তিনি সম্ভবতঃ নিম্ন অবস্থা জানিয়াও জানিতে না পারেন।

১। শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ৫০০শত তন্মধ্যে ৩০০ উদ্বাস্তু।

২। মজুরী হিসাবে—মাগ্‌গী ভাতা সহ গড় পরতা ৪৭৲ টাকার উর্দ্ধে নয়।

৩। মাইনা বা মজুরীর টাকা বণ্টনে অনিয়মতা।

৪। ওভার টাইম খাটাইয়া টাকা দিতে গড়িমসি।

৫। শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য পাকিস্তান হইতে মুসলমান কর্ম্মী আনয়ন ও নিয়োগ।

৬। উদ্বাস্তুদের মধ্যে প্রলোভন দেখাইয়া বিভিন্ন প্রকার দালাল সৃষ্টি।

৭। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ।

৮। নিয়োগ বা বিনিয়োগ পত্র না দেওয়ার প্রথা।

৯। খামখেয়াল মত খাটান, মিল চালু বা বন্ধ রাখা।

১০। যদৃচ্ছ ভাবে ছাঁটাই।

প্রকাশ থাকে যে গত তিন দিন যাবত অজ্ঞাত কারণে মিল বন্ধ। মাসের ৭ তারিখে যে বেতন দিবার কথা তা আজ ১২ তারিখেও হয় নাই। শ্রমিকদের অবস্থা চরমে উঠিয়াছে। —সংবাদদাতা

সুলভে বিক্রয় নোটিশ

১২ এইচ, পি, জার্ম্মান, এইচ, এম, জি, তৈল ইঞ্জিন ও ৫ খানা তাঁতের মিলের যাবতীয় সাজ সরঞ্জাম খোলা অবস্থায় রহিয়াছে। নিচের ঠিকানায় খোঁজ করুন— শ্রীজগদীশ চন্দ্র দত্ত

ডেভিস রোড, গোরাবাজার, পোঃ বহরমপুর

সংগঠন

৬ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার

রাষ্ট্রদ্রোহী কে?

আসন্ন সাধারণ নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে সমস্ত রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে কিনা এই প্রশ্ন যখন প্রত্যেকটি পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারতের চিন্তাশীল মানুষের চিত্ত উদ্বেলিত করিতেছিল ঠিক সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সাম্প্রতিক বিবৃতি সকল চিন্তা ও দ্বিধার অবসান করিয়া এই কথাই ঘোষণা করিয়াছে যে, যেহেতু আগামী নির্ব্বাচনের যে কোন রাজবন্দী প্রার্থী কয়েদখানায় বসিয়াই জনতার বেশী ভোট পাইতে সক্ষম, তখন আর রাজবন্দীদের মুক্তির কথা তুলিয়া কাজ কি! আর রাজনৈতিক বন্দী! তাহারা ত সকলেই খুনী, বদমায়েস, চোর, ডাকাত ও রাষ্ট্রদ্রোহী! তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া কি সরকার বাহাদুর রাষ্ট্রের নিরাপত্তার বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারেন! তাই প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতির পরে পশ্চিমবঙ্গের জনতাকে আসন্ন সাধারণ নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে আর একবার শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে হইবে। সহীদ ক্ষুদীরাম, বাঘাযতীন, নলিনী বাগচী, বাদল-বিনয়-দিনেশের বাঙ্গলাদেশের জনসাধারণ যাঁহারা একদা আন্দোলনের জোরে কুখ্যাত ইংরাজ সরকারকেও বাধ্য করাইয়াছিলেন ইংরাজ সরকারের তথাকথিত 'ভূ-স্বর্গ' আন্দামান হইতে দীর্ঘ মেয়াদী রাজনৈতিক বন্দীদের বাঙ্গলাদেশের মাটীতে ফিরাইয়া আনিতে, যাঁহারা একদা মুক্ত করিয়াছিলেন আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বীর যোদ্ধাদের দিল্লীর লালকেল্লা হইতে তাঁহাদিগকে পুনরায় সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইবে। বিধানবাবুর বিবৃতি সেই পথেরই ইঙ্গিত দেয় নাই কি?

কিন্তু কোথায় আজ সেই রাজনৈতিক বন্দীমুক্তির আন্দোলনের জোয়ার? সেদিনকার ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে জনমনের যে ঘৃণা, যে বিদ্বেষ, যে বিতৃষ্ণা বিদ্যমান ছিল আজ ত কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে তদপেক্ষা অনেক প্রচণ্ড ঘৃণা, বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা জনচিত্তে পুঞ্জীভূত হইয়াছে তথাপি আজ বন্দীমুক্তির আন্দোলনকে সাফল্যের পথে লইয়া যাইতে পারিতেছি না কেন? সত্যই কি বাঙ্গলা দেশের যুবশক্তি আজ মৃত? জনতার কণ্ঠে আজ কেবল সেই প্রশ্নই ধ্বনিত হইতেছে। সকলেরই মুখে এক প্রশ্ন—বন্দীমুক্তি আন্দোলনের পথ দেখাইবে কে?

পথ অবশ্যই আছে। প্রত্যেকটী রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিকে আসন্ন সাধারণ নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে অগ্রসর হইতে হইবে বন্দীমুক্তির জন্য আন্দোলন করিবার দুর্জ্জয় সঙ্কল্প লইয়া। বাঙ্গলা দেশের শতশত বন্দী আজ কারাগারাচীরের অন্তরালে সেই আন্দোলনের অপেক্ষাতেই দিন যাপন করিতেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ সৈনিক যাঁহাদের আহ্বানে একদা বাঙ্গলার হাজার হাজার তরুণ তরুণী শহীদ হইয়াছেন, ফাঁসীকাঠ, ডাণ্ডাবেরী, নির্জন কারাবাস, গোয়েন্দা বিভাগের 'কালাকুঠরীর' নির্ম্মম অত্যাচার যাঁহাদিগের বৈপ্লবিক নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ ও কর্ম্মপ্রেরণা বিন্দুমাত্রও কোনদিন টলাইতে পারে নাই সেই গণেশ ঘোষ, সতীশ পাকরাশী, নিরঞ্জন সেন, অনন্ত ভট্টাচার্য্য যুগ্ম শত শত যোদ্ধাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া আজ বাঙ্গলার মন্ত্রী বিধানচন্দ্র 'শহীদ বেদীতে' মাল্য দান করিতেছেন এবং জনসাধারণকে আসন্ন সাধারণ নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে কংগ্রেসের পক্ষে ভোটদান করিবার আহ্বান জানাইতেছেন। একদিকে বিগত দিনের শহীদদের উদ্দেশ্যে শহীদ বেদী নির্ম্মাণ করিয়া ও অন্যদিকে বিগতদিনের শহীদদের নেতাদের জেলে নিক্ষেপ করিয়া ইতিহাসের গতিকে যাঁহারা উল্টোপথে পরিচালিত করিবার কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেছেন, লেখিক-প্রতিভা-বকুল-বন্দনার রক্তরঞ্জিত হস্তে আজ যাঁহারা 'কালাকানুনে' স্বাক্ষর দিতেছেন এবং অত্যাচারের রাজত্ব কায়েম রাখিবার স্বপ্ন দেখিতেছেন বন্দীমুক্তির আন্দোলনকে সাফল্যের সহিত পরিচালনা করিয়া আজ তাহাদিগকে সমুচিত জবাব দিতে হইবে অন্যথায় দেশবাসী আজ কোন কংগ্রেস বিরোধী রাজনৈতিক নেতা বা কর্ম্মীকেই বিশ্বাস বা ক্ষমা করিবেন না।

মুর্শিদাবাদ জেলার মজুর-কৃষক-ছাত্র বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্তের প্রিয় নেতা ও কর্ম্মিগণ আজও বিনা বিচারে বন্দী। মুর্শিদাবাদ জেলা তথা সারা পশ্চিম বাঙ্গলা ও ভারতবর্ষের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ জেলার যে সকল তথাকথিত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের ললাটে কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী জয়টীকা অর্পণ করিলেন আসন্ন নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে জেলার জনসাধারণকে কংগ্রেস সরকারের সহিত মোকাবিলা করিতে হইবে যে, রাষ্ট্রদ্রোহী কে! মুর্শিদাবাদবাসীর প্রিয় নেতা অনন্ত ভট্টাচার্য্য রাষ্ট্রদ্রোহী, না, রাষ্ট্রদ্রোহী জোনাব খোদাবকস যিনি সেদিনও আমাদের রাজস্বের ৮১ হাজার টাকা পাকিস্থানে চালান দিলেন? আজ সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিবার সময় আসিয়াছে দেশের ও দশের শত্রু শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য-দুর্গা সিংহ-সাহেবজাদা কাজিমআলি মির্জা-টীকু-গোলবদনের দল, না, ছাত্র রাজবন্দী প্রশান্ত বোস, সত্যেন সমাজদার, কৃষককর্ম্মী অনন্তদেব দে, বলরাম চট্টোপাধ্যায় ও জলদবরণ সরকার। মানুষের মুখের অন্ন, পরিধানের বস্ত্র ও রোগের ঔষধের দাবী লইয়া যাঁহারা আন্দোলন করিবার অপরাধে সরকারের নিকট হইতে রাজদ্রোহিতার সার্টিফিকেট পাইয়াছেন রাষ্ট্রদ্রোহী তাঁহারা, না, রাষ্ট্রদ্রোহী আজিকার কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ—এই কথার মোকাবিলার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে আগামী নির্ব্বাচনের জয় এবং পরাজয়! অন্য কোন দ্বিতীয় পথ নাই। তাই আজ জেলার সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি, সমস্ত গেপ্তারী পরোয়ানার প্রত্যাহার ও সকল প্রকার রাজনৈতিক মোকর্দ্দমা প্রত্যাহারের আন্দোলনের মাধ্যমেই সমস্ত প্রগতিশীল দল ও প্রতিষ্ঠানকে আগামী নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বের প্রাথমিক শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে হইবে। নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে আমরা যদি জেলার সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী ও রাজবন্দীদিগকে মুক্ত করিতে এবং সকল গেপ্তারী পরোয়ানা ও সকল প্রকার রাজনৈতিক মোকর্দ্দমা প্রত্যাহার করাইতে না পারি তবে প্রতিক্রিয়াশীলেরাই জয়লাভ করিবে।

বাঙ্গলার সর্ব্বত্র আজ বন্দীমুক্তির প্রশ্ন লইয়া সভা সমিতি শোভাযাত্রা শুরু হইয়াছে। বহু দেশ নেতা রাজবন্দী আছেন নির্ব্বাচনে কংগ্রেসী শয়তানী শাসনের প্রার্থী মনোনীত হইয়াছেন—দিকে দিকে মানুষের বিক্ষুব্ধ অভিযান অদূরে কংগ্রেসী দুষমনকে পরাস্ত করিয়া বন্দী কারার প্রাঙ্গণ হইতে বন্দীকে মুক্ত করিবে—এ আশা আমরা করি।

জনতার [illegible] শক্তি [illegible] দিয়া বিজয় লাভ করুক—এই কামনা [illegible] জাতির কামনা।

(মুর্শিদাবাদ জেলা রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি

পোঃ—বহরমপুর (পঃ বঙ্গ)

"আগামী বৎসরের জন্য রাষ্ট্রভাষা প্রারম্ভিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি চলিতেছে। ভর্ত্তি হইবার স্থান—খাগড়া বয়েজ হাইস্কুল। [illegible] সকাল [illegible] টা। [illegible] কলেজিয়েট স্কুলে মঙ্গল, বুধ, বৃহ, শনি—বেলা ১-টা হইতে ২-টা পর্য্যন্ত। ভর্ত্তি হইবার শেষ দিন ৩০শে নভেম্বর ৫১। ১লা ডিসেম্বর ৫১ হইতে শিক্ষণ কার্য্য বিভিন্ন স্থানে চলিবে।" ইতি—

শহীদ নলিনী বাগচী সম্পর্কে

মুর্শিদাবাদ জেলার প্রথম শহীদ নলিনী বাগচীর একটি জীবনী রচনা করিতেছি। তাঁহার জীবনীর জন্য নিম্নলিখিত তথ্যগুলি একান্ত প্রয়োজন। কাহারও জানা থাকিলে আমার নিকট প্রেরণ করিলে পরম বাধিত হইব। পিতামাতার নাম, জন্ম ও মৃত্যু তারিখ। গৌহাটীতে পুলিসের সহিত যুদ্ধের তারিখ ও সহকর্ম্মীগণের নাম, ঢাকা কোতোয়ালী রোডে নলিনী ঘোষের বাটীতে পুলিসের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে শহীদ হওয়ার তারিখ ও সহকর্ম্মীগণের নাম। শ্রীসতীশ পাকড়াশীর সহিত তাঁহার কোন সময় যোগাযোগ স্থাপিত হয়। মতবাদ ফটো।

শ্রীকেদার নাথ দাস, পোঃ জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

শ্রীপৎসিং কলেজের দুরবস্থা

বর্ত্তমানে শ্রীপৎসিং কলেজে লেখা পড়ার কোন বালাই, নাই কয়েক মাস হইতে ফিজিক্স ও বাংলার কোন অধ্যাপক নাই, অঙ্কের যিনি অধ্যাপক আছেন তাঁর দ্বারা সমস্ত কাজ চলেনা, অন্যগুলিও সেই রকম। কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করিলে তাঁরা বলেন—দেশে ভাল অধ্যাপক নাই!

সংবাদদাতা

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার একখানি ছবি।

(কান্দী মহকুমা)

জেমো রাজবাড়ীর পরিচালনায় গৌরীবরবিন্দু বালিকা বিদ্যালয় ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, বর্ত্তমান টিকুরাজা বিজয়েন্দ্রর পিতামাতার স্মৃতি রক্ষার্থে। ১৯শে এপ্রিল ১৯৫০ সালে বহু ঘটা করিয়া বাংলার লাট কাটজু সাহেবকে দিয়া এই বিদ্যালয়ের জন্য নূতন গৃহের ভিত্তি স্থাপন হয়। আনুমানিক ১০ হাজার টাকা খরচ করিয়া যে গৃহ নির্ম্মাণ হয়, এ বছর ২৭শে জানুয়ারী শিক্ষামন্ত্রীকে দিয়া তাহার উদ্বোধন করান হয়। নিশ্চয়ই জনসাধারণ আশা করেন, এই স্কুল প্রাথমিক শিক্ষকেরা এমন মানিয়া চলিবেন যাহাতে তাঁহারা রাজবাড়ীর জমিদারীর কর্ত্তাদের উর্দ্ধে থাকিয়া সমাজসেবা করিতে পারেন। কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতিবিজড়িত এই স্কুলে জেমোর স্বনামধন্য রাজারা যাঁহারা বর্ত্তমানে কংগ্রেসের নামে ভোটপ্রার্থী, তাঁহারা একটি পয়সাও সাহায্য করেন না। ফলে প্রাথমিক শিক্ষকদের নির্ভর করিতে হয়—কান্দী মিউনিসিপ্যালিটির প্রদত্ত ৩৲ টাকা মাসিক সাহায্য আর শিক্ষা বিভাগের গুরুর মঞ্জুরী ভাতা ৩৲, ও উন্নয়ন সাহায্য ৭৲ টাকা (আনট্রেণ্ড শিক্ষক) বা ৯৲ টাকার উপর (ট্রেণ্ড শিক্ষক)। অর্থাৎ একজন প্রাথমিক শিক্ষক সর্ব্বসমেত যাহা পান তাহা হইল ১৩৲ টাকা (আনট্রেণ্ড শিক্ষক) অথবা ১৫৲ টাকা (ট্রেণ্ড শিক্ষক)। ছাত্রদের বেতন বলিয়া যাহা আদায় তাহা অতি সামান্য, তাহা স্কুলের প্রয়োজনীয় জিনিষ ক্রয় করিতে বা আসবাব পত্রের মেরামতিতে খরচ হইয়া যায়। এই সরকারী উন্নয়ন ভাতা ও মাগগী ভাতা ৬ মাস অন্তর পাওয়া যায়, এ বছর গত নয় মাস যাবত পাওয়া যায় নাই। পূর্ব্বে জেলা বোর্ড হইতে ১২ টাকা করিয়া মাসিক সাহায্য আসিত, কিন্তু রায়বাহাদুর-চক্রের পতনের সাথে সাথে এই সহরের স্কুলকে এইরূপ সাহায্য আইন বহির্ভূত বিবেচনায় তাহাও বন্ধ হইয়াছে। সরকার প্রদত্ত উন্নয়ন ভাতা ও মাগগী ভাতা মণিঅর্ডারে আসে, কর্তৃপক্ষের মারফত শুধু ৩৲ টাকা করিয়া মিউনিসিপ্যালিটির প্রদত্ত দান পাওয়া যায়, অথচ তাহা সত্বেও acquittance rollএ শিক্ষকদের সহি করিতে হয়, ১৭৲ টাকা ১২৲ টাকা, ১১৲ টাকা মাহিনা পাইতেছেন বলিয়া। ইতিপূর্ব্বে জেলাবোর্ডের সাহায্য যখন ১২৲ টাকা পাওয়া যাইত, তখন মিউনিসিপ্যালির ও জেলা বোর্ডের সাহায্য মিলাইয়া পাওয়া যাইত, ৮, ৬, ৫৲ অথচ সহি করিতে হইত ঐ ১৪৲ টাকা, ১২৲ টাকা, ১১৲ টাকা মাহিনা পাইতেছেন বলিয়া। গরীব প্রাথমিক শিক্ষক মুখ ফুটিয়া কথা বলিতে পারেন না, অথচ নীরবে এই রাজকীয় জৌলুসের পিছনে নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইতেছে। সেজন্য যখনই কোন শিক্ষকের পদ শূন্য হয়, বিজ্ঞাপনে বেতনের কথা ঘোষণা করা হয় না, বলা হয় যোগ্যতা অনুসারে বেতন দেওয়া হইবে।

ঔষধ কিনিতে হইলে

সর্ব্বাগ্রে

গৌরী ফার্ম্মেসী-তে

(নেতাজী রোড ঃঃ খাগড়া পোঃ)

আসুন।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

'পরিক্রমা'র অভিনব আবিষ্কার

মাননীয় সম্পাদক, সংগঠন—

মহাশয়,

কংগ্রেসী মুখপত্র 'পরিক্রমা'র ৩০শে অক্টোবরের "কম্যুনিষ্টদের গুণ্ডামি" শীর্ষক জিয়াগঞ্জস্থ সংবাদ দাতার সংবাদের আমি তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। উক্ত সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও দুরভিসন্ধিমূলক। কম্যুনিষ্টপার্টি যেকোনকার গুণ্ডামি ঘৃণা করে। আসল ঘটনা হইল এই যে, নির্ব্বাচনের বাজার জমাইবার জন্য কংগ্রেসী মহলের পরোচনায় কংগ্রেসী পাণ্ডা হামিদ খাঁর দোকানের কর্ম্মচারী সুধীর বাবু অকারণ ঝগড়া বাধাইবার জন্য শৈলেন অধিকারীর (জন্ম বাবুর) মা বাপ তুলিয়া অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করিতে থাকে ও শৈলেন বাবুকে হামিদ খাঁর দোকানের সামনে একা পাইয়া মারিতে যায়। এই সংবাদে রাজারের অনেক লোক ছুটিয়া যায় ও বিক্ষুব্ধ জনতা বার বার উক্ত দুষ্কৃতিকারীর শাস্তি দাবী করিতে থাকে। বিক্ষুব্ধ জনতার হাত হইতে তাহাকে যাহারা রক্ষা করিয়াছিল তাহারা সকলেই কম্যুনিষ্ট এবং শৈলেন বাবু নিজে জনতাকে শান্ত করিতে না পারিলে সেদিন সুধীর বাবুর কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত কিভাবে ঘটিত তাহা বলা কঠিন। একথা জিয়াগঞ্জের নিরপেক্ষ লোকমাত্রেই স্বীকার করিবেন আশা করি। 'পরিক্রমা'র প্রকাশিত সংবাদে সুধীর বাবুর চুল ও টিকি কাটিয়া লওয়ার কথা আছে। পরিক্রমার সংবাদদাতার এই অভিনব আবিষ্কারের পূর্ব্বে জিয়াগঞ্জের জনসাধারণ একথা একেবারেই জানিত না। পারমিট লইয়া হয়রাণি সম্বন্ধে যে কথা বলা হইয়াছে আমরা যতদূর জানি তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। অবশেষে আমি পরিক্রমার সংবাদ দাতা ও সম্পাদককে তাহাদের প্রকাশিত সংবাদের সত্যতা প্রমাণ করিতে আহ্বান জানাইতেছি। ইতি—

সমর অধিকারী—কম্যুনিষ্টপার্টি

* * * *

গত ১৬ই নভেম্বর লালগোলা হাই মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে সাহেবজাদা কাজেমআলী মির্জার সমর্থনে শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। সাহায্য ও পুনর্ব্বসতি সচিব ডাঃ আর, আহমেদ জঙ্গী কেন্দ্রীয় প্রার্থী জামান সাহেব এবং জেলা সম্পাদক দুর্গা সিংহ বক্তৃতা করেন।

মুর্শিদাবাদ সমাচারে সাহেবজাদা সম্বন্ধে লিখিত অভিযোগ সম্বন্ধে কাজেমআলী সাহেব বলেন—উহা মিথ্যা। তিনি আরও বলেন যে যদি লালগোলার মুসলমানগণ কংগ্রেসকে ভোট না দেন, তবে সমস্ত মুসলমানকে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে। বিনয় কুঃ মিত্র

বহরমপুর হাঁসপাতালে।

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

বহরমপুর সদর হাসপাতালে বিনা ব্যয়ে দরিদ্র জন সাধারণের চক্ষু চিকিৎসা এবং অপারেশন করা হয় বলেই আমরা জানতাম। গত ১৪ই নভেম্বর বীরভূমের পল্লী অঞ্চলের সূত্রধর দিনমজুর শ্রীভোলানাথ সূত্রধর বিনা ব্যয়ে একটা চোখ অপারেশন করবার জন্য বহুকষ্টে পাঁচ মাইল পথ হেঁটে সারারাত ট্রেণে জেগে এখানে এসে পৌছায়। লোকটি আমার পরিচিত। আমি এবং আমার সহপাঠী বন্ধু শ্রীজীবনধন রায় লোকটিকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করবার জন্য আউট ডোরের মেডিকেল অফিসারের কাছে যাই। উক্ত অফিসার আমাদিগকে জানান যে, হাসপাতালে 'আই ওয়ার্ডে' 'ফ্রি বেড' একটিও খালি নাই। আমরা তখন লোকটাকে নিয়ে আসিস্টান্ট সিভিল সার্জেনের কাছে যাই। তিনি আট টাকা 'ফি' আদায় করে লোকটাকে হাসপাতালে ভর্ত্তি হবার অনুমতি দেন। পরে একটি লোক আমাদিগকে জানান যে, মেডিকেল অফিসার পরে আমাদের খোঁজ করেছিলেন। ঐ লোকটি রোগীদিগকে বেডে পৌছে দেবার সময় প্রত্যেকের কাছে আট আনা করে আদায় করছিলেন দেখলাম। আরও শুনলাম প্রত্যেক রোগীর কাছেই অনুরূপভাবে আট টাকা করে আদায় করা হয়েছে। আমাদের লোকটি ভর্ত্তি হওয়ার পরেও ১৩জন রোগী ভর্ত্তি হতে দেখলাম। কোন দাতব্য চিকিৎসালয়ে রোগীর রোগ পরীক্ষার 'ফি' অথবা ভর্ত্তি ফি নেওয়া হয় একথা কখনও শুনিনি।

রোগীটিকে পর পর দু'দিন দেখতে গিয়ে দেখলাম, নৈত্রকুলি রোগী পিপাসায় চীৎকার করছে। একজন পরিচারিকা তাদের চীৎকার শুনেও অন্যত্র চলে গেলেন। আমি তাঁদের পিপাসার কথা জানালে তিনি বলেন, "আমাদের অনেক কাজ, আমরা বসে নাই।" আরও দেখলাম মেথরাণী ছাড়া অন্য কোন নার্স ওখানে যায় না। রোগীদের মুখে শুনলাম তাদের খাবারও সময়মত দেওয়া হয় না।

ভর্ত্তির দিন সকল রোগীকেই জানানো হয়েছে যে, ছ'দিনের মধ্যে তাহাদিগকে হাসপাতাল ত্যাগ করতে হবে। নূতন রোগী ভর্ত্তি করে টাকা আদায় করবার জন্যই চিকিৎসা অসম্পূর্ণ অবস্থায় রোগীদিগকে হাসপাতাল ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়।

যে সমস্ত লোক অর্থাভাবে অন্ধ হয়ে সপরিবারে অনশনে কাটান তাঁদের কাছে জোরপূর্ব্বক টাকা আদায় করা হয়। ইহার কি কোনো প্রতিকার নাই? ইতি—শ্রীঅজিত কুমারভদ্র—চতুর্থ বর্ষ

বিজ্ঞান, কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর।

সকল প্রকার ঘড়ি, চশমা, ফাউনটেন পেন, মাইক্রোসকোপ ও গ্রামোফোন গ্যারান্টি দিয়ে মেরামত করেঃ

ক্লিয়ারেবল ওয়াচ কোং

খাগড়া, দৈহাট্টা (সোনাপট্টি)

সংগঠনের নিয়মাবলী

১। "সংগঠন" প্রতি বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হয়।

২। "সংগঠনের" প্রতি সংখ্যার মূল্য একআনা বার্ষিক সডাক তিনটাকা ও ষান্মাষিক দেড়টাকা। ভি, পি, যোগে কোন কাগজ পাঠান হইবে না।

৩। বিজ্ঞাপনের দরের জন্য অবিলম্বে পত্র লিখুন।

৪। সমস্ত টাকাকড়ি, সংবাদ, চিঠিপত্র ইত্যাদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। অবিলম্বে এজেন্সি ও নিজস্ব সংবাদদাতা নিযুক্ত হইবার জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

—সুধীন সেন
ম্যানেজার 'সংগঠন'
সৈদাবাদ, পোঃ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বেলডাঙ্গা থানা প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন

আগামী ২৫শে নভেম্বর রবিবার ১২।টায় বেলডাঙ্গা বাণীপীঠ বালিকা বিদ্যালয়ে বেলডাঙ্গা থানার প্রাথমিক শিক্ষকদের এক সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছে। নানা দিক দিয়া এই সম্মেলন খুব গুরুত্বপূর্ণ। বেলডাঙ্গা থানার প্রাথমিক শিক্ষক ভিন্ন অন্য থানার শিক্ষকগণকেও ঐ সম্মেলনে যোগদান করিতে অনুরোধ জানান যাইতেছে। প্রত্যেক শিক্ষক সম্মেলনে যোগদান করিয়া সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করুন। অধ্যাপক নির্ম্মাল্য বাগচী, ললিত সিংহ প্রভৃতি প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দ সম্মেলনে উপস্থিত থাকিবেন।

প্রতিবাদ

গত ১২ই কার্ত্তিকের 'মুর্শিদাবাদ সমাচারে' প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদে স্বর্গধাম সেবক সঙ্ঘের সহ-সভাপতি শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী জানাইতেছেন যে সঙ্ঘের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীশ্যামাপদ রায় সংঘের বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালক ছিলেন না এবং সংবাদে প্রকাশিত 'মতবিরোধ' সম্পর্কে তিনি জানাইতেছেন যে প্রকৃত ঘটনা ইহাই যে—শ্রীযুক্ত রায়ের ব্যক্তিগত মত সঙ্ঘের কার্য্যকরী সমিতির সদস্যগণ কর্ত্তৃক সমর্থিত হয় নাই।

শিশির ষ্টোর্স
খাগড়া
(বিজলীবাতীর ঘরের সম্মুখে)
একমাত্র নির্ভরযোগ্য মনোহারী দোকান।
এখানে সকলপ্রকার জিনিষ সুলভে পাইবেন।
আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

সংঘ ও সংগঠন

আমাদের দল

গত ১৮ই নভেম্বর 'মোহন টকীজে' 'আমাদের দল' গোরাবাজার শাখার উদ্বোধন অনুষ্ঠান অধ্যাপক রেজাউল করিম সাহেবের পৌরহিত্যে সম্পন্ন হয়। শিল্পী শ্রীগোপাল মজুমদার, প্রভাত বাগচী, অতীন মজুমদার, রাধাকৃষ্ণ রায়, নৃপেন লাহিড়ী, ব্রজেন সেন, সুধীন সেন, চণ্ডী ব্যানার্জী, শশাংক বিশ্বাস, গোবিন্দ দাস, অজিত গুপ্ত প্রভৃতি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। 'দলের' আবৃত্তি ও নৃত্যে শ্যামল, রুবু, দীপ্তি প্রভৃতি বক্তৃতায় অতীন ব্যানার্জী অজিত সাহা প্রভৃতি এবং উদ্বোধন ও সমাপ্তি সঙ্গীতে উৎপল, দীপালি, রুবু, জয়ন্তী, রমা প্রভৃতি অংশ গ্রহণ করেন। সভাপতির ভাষণের পর শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায় 'দল' সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। —সংবাদদাতা

—দাদা—

—সাফল্যের সহিত অভিনীত—

লালবাগ : গত ৬ই নভেম্বর মঙ্গলবার "স্বর্গধাম সেবক সঙ্ঘ" (খাগড়া) কর্ত্তৃক ৺মুকুন্দ দাস দল অভিনীত স্বদেশী যাত্রা: "দাদা" সামাজিক শিক্ষা প্রাধিকারিকের অনুমোদনে লালবাগ বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের সৌজন্যে চকবাজারে সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। সংবাদদাতা

মুর্শিদাবাদ জেলা প্রতিযোগিতা সমিতি

আগামী ২৫শে নভেম্বর রবিবার সকাল ৮।০টার সময় জেলা প্রতিযোগিতা সমিতির ১৭শ বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভা মীর টকী হাউসে অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত অনুষ্ঠানে জেলা শাসক শ্রীজিতেশ চন্দ্র তালুকদার, আই, এ, এস সভাপতিত্ব করিবেন ও বহরমপুর পৌরসভার সভাপতি শ্রীমনোরঞ্জন সেন প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিবেন। —সংবাদদাতা

ম্যালেরিয়া জ্বরে অব্যর্থ
ম্যালেরিয়া টানিক
চাই বল! চাই স্বাস্থ্য!
রোগনিরাময়ে, স্বাস্থ্য ও শক্তিলাভে—
পোর্ট-ভাইন
যে কোন রোগে দীর্ঘকাল ভোগের পর ইহা সদ্য ফলপ্রদ
মুর্শিদাবাদ আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী
পোঃ খাগড়া (মুর্শিদাবাদ)

শ্রীঅনন্ত ভট্টাচার্য্যের রচনা
আন্দামান বন্দী
বৃটীশ সরকারের আন্দামান বন্দী জীবনের জলন্ত আত্ম-কাহিনী।
রচয়িতা আজও দমদম কারাগারে বন্দী।
মূল্য—একটাকা
প্রাপ্তিস্থান :—সকল বইয়ের দোকান এবং বটো চৌধুরীর নিকট (খাগড়া)

রুজি মেরে অর্থ রোজকারের কারখানা

—প্রাথমিক শিক্ষকের দুর্দ্দশা—

বেলডাঙ্গা থানার ৩০নং মেদেরধার প্রাইমারী স্কুলে প্রায় আঠার মাস হইতে প্রধান শিক্ষকের পদ খালি আছে। জনৈক সিনিয়ার জি, টি, এই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদপ্রার্থী হইলে স্কুল কমিটির সেক্রেটারীর সমর্থন সত্ত্বেও বোর্ডের দীর্ঘসূত্রীতার জন্য কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। নিরুপায় হইয়া উক্ত পদপ্রার্থী পাকিস্তানে ত্রিশ টাকার চাকুরী লইতে বাধ্য হইয়াছেন। স্কুলে ৮৭ জন ছাত্র ছাত্রী। দ্বিতীয় ও সহকারী শিক্ষকদ্বয়ের অবিরাম ৫ ঘন্টা পরিশ্রমে দেহের প্রতি রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ৩০৲ টাকায় অন্নের ব্যবস্থাই চলে না। স্কুলের কাগজ, কালি, নিব, বেটার পাঠানো খাম ও অন্যান্য কার্য্য ২৲ টাকার 'কনটেনজেন্সির' মধ্যে। 'কনটেনজেন্সির' টাকা ১৫ মাস আসে নাই। অনুযোগ—প্রধান শিক্ষকের অনুপস্থিতি। পরিশেষে জানান সহকারী জগন্নাথ সাহা ইনসপেক্টরবাবুর প্রিয় পাত্র। ৩ মাসের কনটেনজেন্সি ৬৲ টাকার প্রতিশ্রুতি পাইলে গত মাস হইতে কনটেনজেন্সির টাকা আদিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু গত মাসের ২৲ টাকা স্কুলের জন্যে থাকে নাই। প্রতিক্রুতি মত [illegible] এবং এ মাসের নূতন তাগাদা আসিতেছে। —সংবাদদাতা

জনসভা

বাঁটি : গত ১৮ই নভেম্বর বাঁটি গ্রামে কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রী জ্যোতিস্ময় ভট্টাচার্য্য সভাপতিত্ব করেন। সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে কমিউনিষ্ট নেতা শ্রীগৌরী ভট্টাচার্য্য বলেন—কংগ্রেস সরকার শুধু গরীব কৃষকদেরই নয় মাঝারী চাষী ও গ্রামের গৃহস্থদেরও পথে বসাইতে চায়। সম্প্রতি যাহাদের ৫০ বিঘা জমি আছে, তাহাদেরকেও অবিলম্বে এক লাইসেন্স করার নির্দ্দেশ জারী করা হইয়াছে। গত বৎসর কৃষি আয়কর বিভাগের নির্দ্দেশে বাগড়ীতেও বিঘা প্রতি ৮ মণ হিসাবে ধান ধরা হইয়াছে। অথচ সবাই জানেন যে বাগড়ী অঞ্চলে ভাল ফসল হইলেও ৮ মণ হারে কখনই হয় না। সুতরাং সকলকে বাঁচিতে হইলে মাঝারী চাষী ও গ্রামের গৃহস্থদের ও গরীব চাষী ও ক্ষেতমজুরের সহিত এক যোগে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল প্রার্থীদের সমর্থন করিতে হইবে এবং কংগ্রেস সরকারের অবসানের জন্য আন্দোলন করিতে হইবে। সভায় রবি সরকার, রথীন চক্রবর্ত্তি ও সুশীল ঘোষ বক্তৃতা দেন। অবিলম্বে রাজবন্দীদের মুক্তির দাবী ও কৃষকদের বিভিন্ন দাবীতে কয়েকটী প্রস্তাব লওয়া হয়। —নিজস্ব

সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে শ্রীবিজয় গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত ও প্রতিভা প্রিন্টিং ওয়ার্কস (খাগড়া) হইতে জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত

স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার
মত প্রকাশের স্বাধীনতাও আমাদের জন্মগত অধিকার। সংবিধানে তাহা সম্পূর্ণতঃ সুনিশ্চিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হইব না।

সাপ্তাহিক সংগঠন
মুর্শিদাবাদ জেলার প্রগতিশীল মুখপত্র

সম্পাদক মণ্ডলী
শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী
অধ্যাপক নির্ম্মাল্য বাগচী
শ্রীবিজয় গুপ্ত।
শ্রীসনৎ রাহা
শ্রীশৈলেন অধিকারী

প্রথম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। | ১৩ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৮, ইং ২৯শে নভেম্বর, ১৯৫১। | মূল্য ⁄০ এক আনা

আসন্ন নির্বাচনে জেলা সংযুক্ত প্রগতিশীল ব্লককে

জয়ী করুন

কংগ্রেসী দুঃশাসনকে অবসানের জন্য বামপন্থী নেতাদের ঘোষণা

মুর্শিদাবাদ সারা বাংলাকে ঐক্যের পথ দেখাইবে

বহরমপুর, ২৪শে নভেম্বর : মুর্শিদাবাদ জেলার আর, এস, পি, কমিউনিষ্টপার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক, এস, আর, পি এবং কৃষক-প্রজা-মজদুর পার্টির সদস্যবৃন্দ লইয়া গঠিত যে ঐক্যবদ্ধ নির্ব্বাচনী প্রগতিশীল সংস্থা ইউ-পি-বি গঠিত হইয়াছে উক্ত সংস্থা নিম্নলিখিত প্রার্থীগণকে আসন্ন লোকসভা ও পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার নির্ব্বাচনে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য মনোনয়ন ও সমর্থন দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ত্রিদিব চৌধুরী (আর-এস-পি) লোকসভার নির্ব্বাচনে বহরমপুর নির্ব্বাচন কেন্দ্রে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যালের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন।

মুর্শিদাবাদ জেলার ভারতীয় কমিউনিষ্টপার্টির পক্ষ হইতে: কমরেড ফয়েজুদ্দিন বেলডাঙ্গা নির্ব্বাচন কেন্দ্রে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার জন্য উক্ত কেন্দ্রের কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন।

মুর্শিদাবাদ জেলা কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টির সম্পাদক শ্রীশৈলেন অধিকারী মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীদুর্গাপদ সিংহের বিরুদ্ধে মুর্শিদাবাদ নির্ব্বাচন কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন।

জঙ্গিপুর পৌরসভার সভাপতি ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী শ্রীযুক্ত মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় সাগরদীঘি নির্ব্বাচন কেন্দ্রে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার নির্ব্বাচনে বর্ত্তমান পরিষদ সদস্য ও জেলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্যের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য সংযুক্ত বামপন্থী সংস্থার সমর্থন লাভ করিয়াছেন। উক্ত কেন্দ্রে বামপন্থীদের পক্ষে শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ দাস (তপশীলি) কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী কুবেরচাঁদ হালদারকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার জোরাকান্দি নির্ব্বাচন কেন্দ্রে জেলা উকিলবার এসোসিয়েসন ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এবং এস-আর-পি'র প্রাদেশিক পার্লামেন্টারী বোর্ডের সদস্য জনাব আবুল হোসেন উক্ত কেন্দ্রের কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী গিয়াসুদ্দিন বিশ্বাসের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য বামপন্থী মনোনয়ন পাইয়াছেন।

জঙ্গীপুর মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত

(অর্থ পাতায় দ্রষ্টব্য)

শহীদ ক্ষুদিরামের হত্যাকারী কংগ্রেসকে ক্ষমা নাই

পিতৃহারা শিশুদের সম্মুখে কংগ্রেসী সরকার আজ আসামীর কাঠগড়ায়

শক্তিপুরে জনসভায় ঘোষণা

শক্তিপুর : এক বৎসর আগে সেকেন্দারপুরের কৃষক সমিতির কর্ম্মী ক্ষুদিরাম মণ্ডল পেট্রোল অফিসারের লুণ্ঠন হইতে কৃষক রমণীর আঁচলের চাল রক্ষা করিতে গিয়া পেট্রোল অফিসারের গুলিতে নিহত হন। এক বছর পরে গত ২২শে নভেম্বর শক্তিপুরে কমিউনিষ্ট পার্টির ডাকে সেই শহীদের স্মৃতিসভায় সভানেত্রীত্ব করেন ক্ষুদিরামের সহধর্মিনী। কমিউনিষ্ট পার্টির শ্রীরণজিৎ গুপ্ত বলেন জমাদার টিনু গাজী, শ্রীগোলবদন ত্রিবেদী প্রভৃতিরা হিজল দিয়া নৌকাযোগে ধান পাচার করার পুরস্কার স্বরূপ কংগ্রেস তাঁহাদের নির্ব্বাচন প্রার্থীরূপে দাঁড় করায়, আর দরিদ্র কৃষক রমণীর চাল লুণ্ঠনের প্রতিবাদ করিলে সেই কংগ্রেসেরই পেট্রোল অফিসার গুলি করিয়া হত্যা করে। এই হত্যার প্রতিশোধের জন্য কংগ্রেসকে পরাজিত করিতে হইবে। অধ্যাপক নির্ম্মাল্য বাগচী গত কয়েক বছরের কংগ্রেসী দুঃশাসনের কথা বর্ণনা করিয়া বলেন—এই সরকার অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আশ্রয় সব কাড়িয়াছে, ব্রিটিশের ব্যবসাকে জুহাত দিয়া রক্ষা করিয়াছে, জমিদারদের জিয়াইয়া ঘরে ঘরে আকাল আনিয়াছে। শহীদের স্মৃতিসভায় ইহাকে পরাজিত করিবার জন্য তিনি আহ্বান জানান। আর-এস-পি'র

(অর্থ পাতায় দ্রষ্টব্য)

কমিউনিষ্ট কর্ম্মী শ্রীরণজিৎ গুপ্ত গ্রেপ্তার

বহরমপুর : গত ২৩শে নভেম্বর রাত্রে বহরমপুর সহরে জেলা কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্ম্মী শ্রীরণজিৎ গুপ্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া থানা হাজতে লইয়া যায়। গত ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী সারা বাংলার জেলখানায় অনশনরত বন্দীদের মুক্তির দাবীতে বহরমপুর সহরে মিছিল করার অভিযোগে নাকি আজিও তাঁহার উপর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছিল। শ্রীগুপ্ত গত ১৮ই নভেম্বর তারিখে বহরমপুর ভৈরবতলাঘাটে বন্দীমুক্তি দিবসের প্রকাশ্য জনসভায় বক্তৃতা দেন, রাস্তায় পথসভা করেন। গত ২২শে নভেম্বর শক্তিপুরে, শহীদ ক্ষুদিরাম মণ্ডলের স্মৃতিসভায় বক্তৃতা করেন। আজ দুই বৎসর পূর্ব্বেকার ওয়ারেন্ট বলে নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে তাঁহার গ্রেপ্তারকে বামপন্থীদের নির্ব্বাচনী প্রচারে সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ বলিয়াই জনসাধারণ মনে করিতেছে। —নিজস্ব

ইউ-পি-বি'র প্রার্থীদের প্রতি

আসন্ন নির্ব্বাচনে "সংগঠনে" ধারাবাহিকভাবে প্রচারের জন্য আপনাদের প্রতীকচিহ্নের ছোট ব্লক (১ বর্গ ইঞ্চি বা ২ বঃ ইঃ) 'সংগঠন' অফিসে পাঠান। —ম্যানেজার 'সংগঠন'

আত্মহত্যা

বহরমপুর : গত ২৪শে নভেম্বর বৈদ্যবাদে ধুবুলিয়া হইতে আগত শ্রীআশুতোষ প্রামাণিক তাঁহার বার্দ্ধক্যে হাঁপানী, শোথ ও অন্যান্য রোগের যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারায় একখানি খড়ের ঘরে গলায় কাপড়ের ফাঁস লাগাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। —সংবাদদাতা

বহরমপুরের পথে মৃতদেহ

বহরমপুর, ২৭শে নভেম্বর : হরিবাবুর বাজারে (নূতন বাজার) আনুমানিক ৪০ বৎসর বয়স্ক কোনও অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির মৃতদেহ দেখা যায়।

স্থানীয় দোকানদারগণ জানান যে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসার অভাব ও পূর্ব্ব রাত্রির ঠাণ্ডাই তাহার মৃত্যুর কারণ বলিয়া মনে হয়। —সংবাদদাতা

—শীতকালে বসন্তের প্রাদুর্ভাব—

বহরমপুর, ২৮শে নভেম্বর : সয়দাবাদে এই শীতকালে ৭টী বাড়ীতে বসন্ত রোগ দেখা গিয়াছে। ইতিমধ্যে তিনজন ইহাতে মারা গিয়াছেন। —সংবাদদাতা

সংগঠন

১৩ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার

এই মায়াকান্না কাহাদের জন্য ?

মুর্শিদাবাদ জেলার বামপন্থী দল ও প্রগতিশীল ব্যক্তিদের মধ্যে নির্ব্বাচনী ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জনসাধারণের মনে নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছে। বিভিন্ন নির্ব্বাচন কেন্দ্রের অপেক্ষাকৃত পশ্চাদপদ এলাকার মুসলমান জনসাধারণের মন হইতে কংগ্রেস সম্পর্কে ভয় ও মোহ কাটিয়া যাইতেছে। জাতি-ধর্ম্ম-সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে গণতান্ত্রিক মানুষ ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছেন চার বছরের কংগ্রেসী শাসনের হিসাব- নিকাশ করার জন্য। আজ সেই সমস্ত দিন-গুলির কথা মনে পড়ে, যখন বামপন্থী দলগুলির মধ্যে আপোষ-আলোচনা চলিতেছিল। বহরমপুর সহরের বিপুল জনতা বামপন্থী দলগুলির মধ্যে একটা ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিলেন —মা যেমন সন্তানদের পরীক্ষাগৃহে পাঠাইয়া উদ্বেলিত চিত্তে অপেক্ষা করেন ঠিক তেমনি ভাবে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ঐক্য আলোচনার দীর্ঘসূত্রীতায় একদিকে শিশু হাস্য হাসেনার মুখে কুটীল হাসি ফুটীয়া উঠিয়াছিল, অন্যদিকে দেশের প্রত্যেকটি সৎ মানুষের মুখের হাসি শুকাইয়া গিয়াছিল। দুর্দ্দিনের সে মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য সাধারণ মানুষের বিপ্লবী চেতনা ও শুভ বুদ্ধি শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হইয়াছে। অনৈক্যের চোরাবালিতে ইতিহাসের গতি আটকাইয়া থাকেনাই। আপন মৃত্যুপরোয়ানা হাতে লইয়া কংগ্রেসী শাসকশ্রেণী আজ বধ্যভূমিতে দাঁড়াইয়া আছে। জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে মুর্শিদাবাদের মধ্যবিত্ত মানুষকে আবার নিজ দায়িত্বের কথা স্মরণ করিতে হইবে।

বাংলা দেশের কংগ্রেসী শাসকচক্রের মুখপাত্র ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সম্প্রতি মধ্যবিত্তদের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করিয়াছেন। এই কুম্ভীরাশ্রুপাতের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল বাংলাদেশের শ্রমিক কৃষক ও মেহনতী মানুষের মিলিত গণতান্ত্রিক মোর্চ্চা হইতে মধ্যবিত্ত জনসাধারণকে দূরে সরাইবার চেষ্টা করা। ডাঃ রায় জানেন কংগ্রেস আজ মধ্যবিত্তশ্রেণীর আস্থা হারাইয়াছে। তথাপি তিনি সূক্ষ্মভাবে মধ্যবিত্তশ্রেণীর মনে সংশয় সৃষ্টির অসদুদ্দেশ্যে এক শয়তানি ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন, মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্বার্থ যেন মজুর কৃষক ও মেহনতীমানুষের সাধারণ স্বার্থ ও দাবী হইতে অন্য কোন পৃথক বস্তু। শ্যেন পক্ষীর মত নিজ নখরাঘাতে রুদ্ধশ্বাস মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বিদ্ধ করিয়া তিনি কপট দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন—আহা, তোমাদের কেহ দেখিল না !

ডাঃ রায়ের এ স্পর্দ্ধা কেন হইল তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরা ঠোঙ্গায় মুরি ও বাজারের ঝোলায় চাল আনিয়া দিনাতিপাত করিতে বাধ্য হইতেছি। মধ্যবিত্ত ও মজুরের মধ্যেকার সীমারেখা দিনের পর দিন সঙ্কুচিত হইয়া চলিয়াছে। রেশন ও কন্ট্রোলের দোকানের সামনে মজুর ও মেহনতী মানুষের সহিত একই লাইনে আমরা সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছি। তবু শাসক ও শোষক চক্রের বিরুদ্ধে শ্রমিক ও কৃষকের সংগ্রামকে আমরা সম্পূর্ণ নিজস্ব করিয়া লইতে পারি নাই ! কোথায় যেন একটু সঙ্কোচের দুর্ব্বলতা থাকিয়া গিয়াছে। সেই দুর্ব্বলতাটুকু মূলধন করিয়াই ডাঃ রায় ও তাঁহার সাঙ্গাতরা নির্বাচনে পারি জমাইবার চেষ্টা করিতেছেন। অভাবের তাড়নায় মধ্যবিত্ত ঘরের কিশোর ছেলেরা চায়ের দোকানে অথবা বিড়ির কারখানায় কাজ লইয়াছে, আমাদের সন্তানেরা পেটের জ্বালায় রিক্সা চালকের পেশা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এই ঔপনিবেশিক-সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার দুঃসহ শোষণে আমরা মজুর শ্রেণীর প্রায় সমপর্য্যায়ে চলিয়া আসিয়াছি। অনেকক্ষেত্রে মজুর শ্রেণীর সংগ্রাম কৌশলও আমাদিগকে জীবনের তাগিদে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যখনই সর্ব্বাত্মক সংগ্রামের প্রশ্ন আসিয়াছে তখন মজুর ও মেহনতী মানুষের নেতৃত্ব সহজ ভাবে স্বীকার করিয়া লইতে আমরা ইতস্ততঃ করিয়াছি বক্তৃতার বাক্যচ্ছটা ও গোপদুরস্ত চেহারার চাকচিক্য আজও আমাদের নিকট নেতৃত্বের যোগ্যতা বিচারের অন্যতম মানদণ্ড হইয়া রহিয়াছে। মেহনতী মানুষের মিছিলে সমাবেশে আমরা যোগ দিয়াছি। কিন্তু সেখানেও তাহাদেরই একজন হিসাবে স্থান গ্রহণ করিতে দ্বিধা আসিয়াছে। লক্ষ জনতার গর্জ্জনের মধ্যেও ভুয়া মর্য্যাদাবোধের শুচিবায় লইয়া নিজের চারিদিকে একটি অদৃশ্য গণ্ডি টানিবার চেষ্টা করিয়াছি। ঘরে ফিরিয়া যখন রুগ্ন সন্তানের জন্য এক ফোটা দুধ সংগ্রহ করিতে অক্ষম হইয়াছি, যখন অভাবের তাড়নায় সংসারের শান্তি নষ্ট হইতে বসিয়াছে তখন বেদনাময় বিক্ষোভে বামপন্থী দলগুলিকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছি : আমাদের প্রতি তোমাদের একটুও দৃষ্টি নাই, তোমাদের স্বজন শুধু শ্রমিক কৃষকের প্রতি। আমরা স্মরণে রাখিতে ভুলিয়া যাই—কোন বামপন্থী দল বা গোষ্ঠি শ্রমজীবী জনতার অছি বা অভিভাবক নহে। দুর্জ্জয় আত্মবিশ্বাস লইয়া শ্রমজীবি সাধারণ মানুষ গণআন্দোলনের পথ গ্রহণ করে। সংগ্রামের গতিপথে বামপন্থী দল ও সংস্থা তাহারা গড়িয়া তোলে, বিভেদের পর্বতপ্রমাণ বাধা ও দমননীতির ঝঞ্ঝাতাকল তাহারা পদতলে গুড়াইয়া দিয়া অগ্রসর হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে এই বাস্তব জীবন-সত্য আজ মানিয়া লইতে হইবে। দুর্জ্জয় আত্মবিশ্বাস লইয়া আমাদিগকেও মেহনতী মজুরের এই মোর্চ্চায় যোগ দিতে হইবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থকে পৃথক করিয়া দেখিলে, এককভাবে বাঁচিবার চেষ্টা করিলে বারবার ব্যর্থ হইতে হইবে এবং ব্যর্থতার সেই বিড়ম্বনা সমগ্র গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দুর্বল করিয়া রাখিবে। ইংরেজের স্তাবক ও জোহজুর মধ্যবিত্ত গোষ্ঠির মৃত্যু হইয়াছে; বাঁচিয়া আছে সেই মুক্তি-পাগল মধ্যবিত্ত শ্রেণী যাঁহাদের বংশে ক্ষুদিরাম-কানাইলাল-বিনয়-বাদল ও নলিনী বাগচী জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অমর দেশপ্রেমের ঐতিহ্য বহন করিয়া নূতনপথে আমরা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে আগাইয়া লইয়া যাইব। কংগ্রেসের প্রগতিশীল প্রার্থীর পক্ষে মজুর কৃষক মধ্যবিত্ত, প্রত্যেকটি সৎমানুষের ভোট কংগ্রেসী শাসক শ্রেণীর মৃত্যুপরোয়ানায় জনতার স্বাক্ষর হইয়া থাকিবে। নির্বাচনের পরে এই ঐক্যবদ্ধ জনতাই গণ-আন্দোলনের পথে কংগ্রেসের শবদেহ সমাধি দিয়া নবজীবনের বেদীতে নূতন গনতান্ত্রিক সমাজের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে। ডাঃ রায়ের মায়াকান্না মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে আর বিভ্রান্ত করিতে পারিবে ।।

গৃহাভ্যন্তরে—

কংগ্রেসী নির্ব্বাচনী সভা

গত ২৫শে নভেম্বর (৯-৮-৫৮) অপরাহ্ন তিন ঘটীকায় গোকর্ণ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট শ্রীপ্রমথ নাথ রায়চৌধুরীর সদর ঘরে কান্দী থানা কংগ্রেস কমিটির আহ্বানে প্রায় ৪৫ জন লোকের একটি সভা হইয়া গিয়াছে। গোকর্ণ, কুমারষণ্ড, মহুলন্দী ও পুরন্দরপুর ইউনিয়নের মোড়ল, মাতব্বর বিশেষ করে জমিদার ও জোতদারদের এই সভায় আমন্ত্রণ জানান হইয়াছিল। সভাপতিত্ব করেন মন্মথর রহমান। সভার প্রারম্ভে জেমোর বিজয়েন্দুনারায়ণ রায় (যিনি ইতিপূর্ব্বে জীবনে এখানে মাত্র দুইবার পদার্পণ করেন নাই) উপস্থিত মুসলমান ভাইদের উদ্দেশ্যে বলেন "গান্ধীজি আপনাদের জন্যই জীবন দিলেন এবং তাঁর উত্তরাধিকারী শ্রীজহরলাল নেহরু আপনাদেরই সেবা করিয়া আসিতেছেন, তাই আসন্ন নির্ব্বাচনে আপনাদের কংগ্রেস প্রার্থীকে ভোট না দেওয়া অকৃতজ্ঞতা। হিন্দুদের কথা বাদ দেন, তাঁদের নানা দল নানা মত।" কান্দীর শ্রীপতি সিংহ মোক্তার যখন কংগ্রেস প্রার্থীকে ভোট দেবার আবেদন জানান এবং কান্দী কেন্দ্রের অন্যতম স্বতন্ত্র প্রার্থী সোহরাবআলি মণ্ডলকে কংগ্রেস প্রার্থীর অনুকূলে প্রার্থিপদ প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ করেন তখন সোহরাব মণ্ডল বলেন "আমি অতীতেও কংগ্রেসী ছিলাম না বর্ত্তমানেও নহি এবং ভবিষ্যতেও কংগ্রেসী হইতে ইচ্ছুক নহি।" আমি স্বেচ্ছায় প্রার্থীপত্র দাখিল করিয়াছি। প্রয়োজন হইলে উঠাইয়া লইতে পারি কিন্তু কংগ্রেস প্রার্থীকে ভোট দিব না বামপন্থীকে ভোট দিব' বিজয়েন্দু নারায়ণ রায় তাঁহাকে প্রশ্ন করেন 'বামপন্থী বলিতে আপনি কি বুঝেন ?' উত্তরে সোহরাব মণ্ডল বলেন "যাঁরা বর্ত্তমান সরকারের উৎপীড়ন ও জুলুমের অবসান ঘটাইতে চান তাঁদেরকেই আমি বামপন্থী বলি।" কুমারষণ্ড ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট এরাদৎ মোল্লা বলেন —প্রকিওরমেণ্ট বিভাগ কুড়িমণ ধান্য সিজ করিলে দশমণ সরকারী গুদামে যায় অবশিষ্ট ধান্য এজেণ্টের হস্তগত হয়, আবেদন নিবেদনেও কোন ফল হয় না। সেখ রাখাল মণ্ডল বলেন "আমাদের এলাকার কোন মুসলমানকেই মহকুমা কংগ্রেস পঞ্চায়েৎ গঠন ব্যাপারে মনোনয়ন দেন নাই। আমাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ইত্যবসরে ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল ঝড়ের বেগে সভাগৃহে প্রবেশ করেন। সভায় তিনি বিজয়েন্দুনারায়ণ রায়কে কংগ্রেস প্রার্থী হইয়া কংগ্রেস ম্যানডেট অমান্য করার এবং রাজোচিত আভিজাত্য ত্যাগ করিয়া স্বীয় নির্ব্বাচন কেন্দ্রের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হইতে বলায় উভয়ের মধ্যে তুমুল বচসা আরম্ভ হয়। এবং পরস্পর পরস্পরকে হীনভাবে আক্রমণ করিতে থাকেন। হট্টগোলের মধ্যেই সভার কাজ শেষ হয়। গোলবদন ত্রিবেদী, সুনীল ঘোষ মৌলিক, পূর্ণেন্দু সিংহ প্রভৃতি সভায় উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র গোকর্ণ গ্রামের মধ্যে স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট আর একজন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। সভার শেষে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত কান্দী নেতৃবৃন্দের জলযোগ পর্ব্ব সমাধা হয়।

—সংবাদদাতা

ব্যায়াম প্রদর্শনী (শক্তি মন্দির)

গত ১৮ই নভেম্বর বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে শক্তিমন্দির ব্যায়ামাগারের উদ্যোগে ব্যায়াম প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। যোগীন্দ্র শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষ, টিথ কয়েলিং ও পেশী সঞ্চালনে মিঃ ইউনিভার্স মনোতোষ রায়, হাতী-বাঁধা শিকল ছেঁড়া এবং পেশী সঞ্চালনে মধুসূদন পাণ্ডে (সমুদ্রশক্তি), বন্দুকের দ্বারা লক্ষ্যভেদে রেবা রক্ষিত এবং অন্যান্য অপূর্ব্ব ক্রীড়া প্রদর্শনে বলাই দাস, তাঁহার ছাত্রগণ এবং লাবণ্য পালিত প্রভৃতি অনুষ্ঠানটিকে সফলতায় পূর্ণ করিয়া তোলেন। 'শক্তিমন্দির' কর্ত্তৃক মিঃ ইউনিভার্স মনোতোষ রায়কে অভিনন্দন পত্রের সঙ্গে একটি হাতীর দাঁতের অশোকস্তম্ভ, কাঁসার থালা এবং একটি মুর্শিদাবাদী রুমাল উপহার দেওয়া হয়।

—সংবাদদাতা

জেলা যুক্ত প্রগতিশীল ব্লককে (ইউ-পি-বি) অভিনন্দন

(কে-এম-পি)

মুর্শিদাবাদ জেলায় বামপন্থী ও প্রগতিশীলদের আলোচনায় ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা হওয়ায় অভিনন্দন জানাইয়া পশ্চিমবঙ্গ কৃষক-মজদুর-প্রজাদলের সভাপতি শ্রীহরেশচন্দ্র ব্যানার্জি জেলা কে-এম্-পি'র সম্পাদক শ্রীরাজসিং দুগরকে গত ২৪শে নভেম্বর একটি তার বার্ত্তা পাঠাইয়াছেন।

—কমিউনিষ্ট পার্টির আহ্বান—

দীর্ঘ দিন আলাপ আলোচনার পর জনসাধারণের চাহিদা মত শেষ পর্য্যন্ত দেরীতে হইলেও মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস বিরোধী প্রগতিশীল যুক্ত ফ্রণ্ট একটি গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রম কার্য্যসূচির ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে। এই ফ্রণ্টের মধ্যে জেলার বিভিন্ন বামপন্থী-দল ও গণতান্ত্রিক শক্তি আছেন। কংগ্রেসী শাসনের প্রতিক্রিয়াশীল জনতা বিরোধী নীতিই আজ কংগ্রেসকে ঘৃণিত করিয়াছে তাহাকে পরাস্ত করিবার জন্য দেশবাসী অকুণ্ঠভাবে বামপন্থী ঐক্যের আহ্বান জানাইয়াছেন। জেলার বামপন্থী দলগুলি সে আহ্বানে সাড়া দিয়াছেন। কমিউনিষ্টপার্টি এই গণতান্ত্রিক সংযুক্ত ফ্রণ্ট গঠন কার্য্যকে তাহার বিপ্লবী ঐতিহাসিক কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে করে।

আসন্ন নির্বাচন সংগ্রামে মুর্শিদাবাদ জেলায় আজ দুইটি শিবির। একদিকে সাম্প্রদায়িক চোরাবাজারী জমিদার ধনিক প্রধান কংগ্রেসী প্রতিক্রিয়া, আর এক দিকে বিভিন্ন বামপন্থী দলের মিলিত প্রগতিশীল ফ্রণ্ট। জেলার নির্ব্বাচকমণ্ডলীকে আজ এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। গরীব জনতার প্রতীক প্রগতির শিবিরকে জয়যুক্ত করিবার জন্য আজ বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তির মিলনই আমাদের একমাত্র হাতিয়ার। জাগ্রত জনতা গণতান্ত্রিক কর্ম্মসূচীকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য সচেতন ও সতর্ক রহিবেন। প্রগতিশীল ফ্রণ্টের প্রার্থীদেরও এ বিষয়ে সচেতন থাকিতে হইবে।

জেলার বিভিন্ন নির্ব্বাচন কেন্দ্রে প্রগতিশীল ফ্রণ্টের প্রার্থী মনোনীত করা হইয়াছে (৩টি কেন্দ্র ব্যতিরেকে)। কংগ্রেসী দুঃশাসনের হাত হইতে মুক্তির জন্য, সাম্রাজ্যবাদী বন্ধনকে ছিন্ন করিবার জন্য বিলাতী পুঁজিকে বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য ও জমিদারী প্রথাকে উচ্ছেদের জন্য, দেশকে শিল্পে সমৃদ্ধশালী করিবার জন্য, মজুর, কৃষক, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবিকার মান উন্নয়নের জন্য, ব্যক্তি-স্বাধীনতার জন্য, গরীবের ভাত-কাপড়-শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই সংযুক্ত ফ্রণ্টের কর্ম্মসূচীতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ প্রার্থীদের ভোট দিয়া দেশবাসী মুর্শিদাবাদে কংগ্রেসকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিবেন—এই বিশ্বাস জেলা কমিউনিষ্ট পার্টির আছে, তাই জেলা কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ হইতে কংগ্রেস বিরোধী এই সংযুক্ত প্রগতিশীল ফ্রণ্টকে সমর্থন করিবার জন্য আমরা জেলাবাসী ও নির্ব্বাচক মণ্ডলীকে আহ্বান জানাইতেছি। কংগ্রেসের পরাজয়ই হইবে, জনসাধারণের জয়লাভ এবং প্রগতিশী কর্ম্মসূচীর ও প্রগতি ফ্রণ্টের প্রার্থীর জয়লাভ।

মিলিত প্রগতির শক্তি জয়যুক্ত হউক।

—নির্ম্মাল্য বাগচী
ঐ —সনৎ রাহা

বহরমপুর
২৬-১১-৫১ জেলা কমিউনিষ্ট পার্টি নির্ব্বাচনী বোর্ড

আর-এস-পি'র বিবৃতি

কংগ্রেস বিরোধী বামপন্থী দলগুলির অনৈক্যের কথা উল্লেখ করিয়া যখন কংগ্রেসী নেতারা তাঁহাদের দেশবাসীর সমর্থন পাইবার এবং ক্ষমতার আসনে কায়েম হইয়া বসিবার যোক্তিকতা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত, সেই সময় মুর্শিদাবাদ জেলার সমস্ত বামপন্থী দল এবং স্বতন্ত্র প্রগতিশীল ব্যক্তিবর্গ সম্মিলিত ভালে নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া এবং সম্মিলিত প্রার্থী তালিকা প্রণয়ন করিয়া কংগ্রেসী দুঃশাসনে জর্জ্জরিত জনসাধারণের বৃহত্তর কল্যাণের পথই বাছিয়া লইয়াছেন। পুঁজিবাদী কংগ্রেসী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সমস্ত শ্রমজীবি মধ্যবিত্ত কৃষক-মজুর জনসাধারণের ব্যপকতম ঐক্য গঠনের সংকল্প লইয়াই আর, এস, পি নির্ব্বাচনী সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছে। সেই প্রচেষ্টা অন্ততঃ এই জেলায়ও সম্ভব হইয়াছে, এইজন্য আমরা গর্ব্ববোধ করিতেছি। দল-মত-নির্ব্বিশেষে কংগ্রেস বিরোধী সমস্ত জেলাবাসীর কাছে সমস্ত থেটে খাওয়া মানুষের কাছে আমাদের আবেদন—ইউ, পি, বি'র পিছনে আপনাদের সমস্ত শক্তি, সমস্ত সহযোগীতা দিয়া কংগ্রেসী শোষণ ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আপনাদের অভিমত ব্যক্ত করুন। কংগ্রেসী প্রতিক্রিয়া পরাজিত হোক, জনতার ঐক্য বদ্ধ প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক। —নিতাই গুপ্ত

সম্পাদক—জেলা কমিটি—আর-এস-পি-আই

নিবেদন

জেলার কংগ্রেস-বিরোধীদলগুলি এই জেলায় আসন্ন নির্ব্বাচনে যে ঐক্যের প্রচেষ্টা করিয়াছেন—উহার সঙ্গে আমার পুরোপুরি সম্পর্ক না থাকিলেও আমার কংগ্রেস ত্যাগের পর কংগ্রেস বিরোধী হিসাবে ঐক্য পার্টির সভ্যদের অনুরোধক্রমে আমার প্রার্থীর নাম প্রত্যাহার করিয়াছি। নিজের ব্যক্তিগত সুখ সুবিধা জীবনে কখনও দেখিনাই, এজন্যই আত্মআমাকে এই কাজ করিতে হইয়াছে। যে সমস্ত ভোটারগণ ও সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ প্রার্থীহিসাবে আমাকে পাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ও আমাকে নির্ব্বাচন কার্য্যে উৎসাহিত করিয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট আমার এই কার্য্যতার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

ইতি— নিবেদক
শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ দেবগুপ্ত, বহরমপুর

(৪র্থ পাতার পর)

আমরা সেই ঐক্যের শপথ গ্রহণ করিয়াছি। জেলাবাসী অধীর প্রতীক্ষায় যে ঐক্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহা আজ আর কথার ঐক্য নহে। আশাকরি জেলাবাসী আমাদিগকে তাঁহাদের অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইবেন। সারাবাংলা আমাদের ঐক্য হইতে শিক্ষা গ্রহণ করুক. এই কামনাই আমরা করিতেছি।"

বেলডাঙ্গা থানার প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলনের সংবাদ স্থানাভাবে প্রকাশ করা গেল না আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। সঃ সঃ

ঔষধ কিনিতে হইলে
সর্ব্বাগ্রে
গৌরী ফার্ম্মেসী-তে
(নেতাজী রোড ঃঃ খাগড়া পোঃ)
আসুন।

—শহীদ রামেশ্বর দিবস—

গত ২১শে নভেম্বর ছাত্র কংগ্রেসের উদ্যোগে শহীদ রামেশ্বর দিবসে প্রভাত ফেরীরপর শহীদ বেদীতে মাল্যদান করা হয়। শ্রীবীরেন চৌধুরী ঐ দিবসের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করেন। ছাত্র কংগ্রেস অফিসেও এক সভা হয়। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের সভায় ছাত্র কংগ্রেসের আশুনাথ মুখার্জি বক্তৃতা করেন। গার্লস কলেজের সভায় শ্রীমিলি মজুমদার ও অধ্যাপক রেজাউল করিম বক্তৃতা করেন।

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি

জলঙ্গী : গত ৫ই নভেম্বর জলঙ্গী থানা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির চেষ্টায় ডোমকল প্রাথমিক পরীক্ষা কেন্দ্রে ডোমকল ও জলঙ্গী থানার প্রাথমিক শিক্ষকগণের একটি মিলিত সভা হয়। ঐ সভাতে স্থির হয় যে, ডোমকলে কোন কার্য্যকরী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি বর্ত্তমানে না থাকায় উক্ত থানার কয়েকজন উৎসাহী শিক্ষক আর একটি সভা করিয়া নূতন শিক্ষক সমিতি গঠন করিবেন, সভাতে প্রায় দুইশত প্রাথমিক শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই জেলার "সংগঠন" পত্রিকার প্রচার কামনা করেন। সভাপতিত্ব করেন জনাব রহমতুল্লা সাহেব। —সংবাদদাতা

প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন জঙ্গীপুর মহকুমা

আগামী ৩০শে নভেম্বর তাঁতিপাড়া (ঔরঙ্গাবাদ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জঙ্গীপুর মহকুমা প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। আহ্বায়ক
শ্রীমতিলাল জৈন, সভাপতি
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস—সম্পাদক, অভ্যর্থনা সমিতি
জঙ্গীপুর মহকুমা প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন

রিক্সা ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কর্ম্মীর পাঁচ আইনের মামলা হইতে অব্যাহতি

বহরমপুর : বহরমপুর রিকস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় কর্ম্মী শ্রীভূপেন্দ্র দত্ত (চম্পা) দীর্ঘ ৭মাস পর পাঁচ আইনের মামলা হইতে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীঅদ্ভুতম সেনের এজলাসে গত ২০শে নভেম্বর তারিখে মুক্তিলাভ করেন।

বন্দীর চিঠি

বক্সা বন্দী শিবির হ'তে তরুণ ছাত্রকর্ম্মী রাজবন্দী শ্রীসত্যেন সমাজদার 'সংগঠনে'র সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম শ্রীসনৎ রাহাকে লিখছেন :—

"...বাংলাদেশের সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী জেলে থাকলেও নির্ব্বাচন নাকি স্বাধীনভাবেই হবে—কাগজপত্রে প্রায়ই এইরকম সরকারী ঘোষণা দেখতে পাচ্ছি। এমন কি কাঁটাতারের বেড়ার এ পাশে থেকেও আমরা স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারব। স্বাধীন হয়েছি ব'লেই না এই রকম স্বাধীন নির্ব্বাচন হচ্ছে আজ এ দেশে।..."

ম্যালেরিয়া জ্বরে অব্যর্থ
অ্যালেরিয়া টানিক
চাই বল ! চাই স্বাস্থ্য !
রোগনিরাময়ে, স্বাস্থ্য ও শক্তিলাভে—
পোর্ট-ভাইন
যে কোন রোগে দীর্ঘকাল ভোগের পর ইহা সদ্য ফলপ্রদ
মুর্শিদাবাদ আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী
পোঃ খাগড়া (মুর্শিদাবাদ)

শ্রীযুক্তসুরেন্দ্র সিংহের বিরুদ্ধে — অভিযোগ —

বহরমপুর, ২৪শে নভেম্বর : কিছুদিন পূর্ব্বে জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির মেথর ও ঝাড়দার গণের মাগগীভাতার অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে উক্ত মিউনিসিপ্যালিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত সত্যব্রত ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের বিভিন্ন ধারার যে অভিযোগ রাজ্য সরকার কর্ত্তৃক আনীত হইয়াছিল তাহার বিচার কৃষ্ণনগরের জনৈক প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট শেষ হয় এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ ও অপর আসামীগণ অব্যাহতি লাভ করেন। এক্ষণে গত ১৯শে নভেম্বর তারিখে রাজ্য সরকার উক্ত অব্যাহতির আদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টে আপীল দায়ের করিয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি মজুমদার উক্ত আপীল গ্রহণ করিয়া আসামীগণের উপর রুল জারী করিয়াছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ আসন্ন পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভার নির্ব্বাচনে মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘী নির্ব্বাচনকেন্দ্র হইতে প্রথমে কংগ্রেস মনোনয়ন লাভ করিয়াছিলেন। পরে উক্ত মনোনয়ন বাতিল হওয়ায় তিনি এক্ষণে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে মনস্থ করিয়াছেন। — নিজস্ব

—শহীদ ক্ষুদিরামের ..... ক্ষমা নাই—

(১ম পাতার পর)

শ্রীনিতাই গুপ্ত ঘাটতি জেলাকে বাড়তি জেলা বলিয়া সরকারী ঘোষণার ধা বাজির কথা জানাইয়া ক্ষুদিরামের স্মৃতিসভায় জনসাধারণকে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস রাখিতে বলেন। তিনি বলেন, আসন্ন নির্ব্বাচনে আজ বিচার করিতে হইবে— অত্যাচারী জমিদার ক্ষিতীশ ঘোষ যোগ্য ব্যক্তি, না স্বার্থত্যাগী কৃষক সন্তান ফয়েজউদ্দিন যোগ্য ব্যক্তি! জেলা কৃষক সমিতির সভাপতি জনাব ফয়েজউদ্দিন জমিদার-নবাব-মহারাজার আগমনদার এই সরকারকে পরাস্ত করার আহ্বান দেন। কমিউনিষ্ট নেতা শ্রীগৌরী ভট্টাচার্য্য নিহত ক্ষুদিরামের শিশুকন্যাকে কোলে তুলিয়া বলেন, "পণ্ডিতজী! এই পিতৃহারা শিশুর কাছে আজ তোমাকে জবাবদিহি করিতে হইবে— তোমাকে এবং তোমার কংগ্রেসী সরকারকে জনসাধারণ আজ আসামীর কাঠগড়ায় অভিযুক্ত করিতেছে। জনসাধারণ আজ নিশ্চয় বিচার করিবেন এই হত্যাকারী—কংগ্রেসের প্রার্থী ডাঃ সান্ন্যালকে লোকসভায় তাঁহারা ভোট দিবেন,— না— আর-এস-পি'র নেতা ত্রিদিব চৌধুরীকে তাঁহারা ঐ আসনে পাঠাইবেন! এই নির্ব্বাচনে কংগ্রেসী জমিদার পচু ঘোষ অথবা কৃষক সন্তান ফয়েজউদ্দিন— কাহাকে বেলডাঙ্গার আসনে পাঠাইবেন! জনসাধারণ নিশ্চয়ই কৃষক-নারী-শিশু হত্যাকারী কংগ্রেসকে ক্ষমা করিবেন না"। পরিশেষে জনসাধারণের নিকট শ্রীভট্টাচার্য্য শহীদের অসহায় পরিবারকে অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন জানান।

শহীদের স্মৃতিতে কালু মিঞা ও সুধীন সেন কয়েকটি গান করেন। —নিজস্ব

সুলভে বিক্রয় নোটিশ

১২ এইচ, পি, জার্ম্মান, এইচ, এম, জি, তৈল ইঞ্জিন ও ৫ খানা তাঁতের মিলের যাবতীয় সাজ সরঞ্জাম খোলা অবস্থায় রহিয়াছে। নিচের ঠিকানায় খোঁজ করুন— শ্রীজগদীশ চন্দ্র দত্ত

ডেভিস রোড্

—কংগ্রেসী দুঃশাসনকে..... নেতাদের ঘোষণা—

(১ম পাতার পর)

ঝরুলাল দাসের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য বিধান-সভার সূতি নির্ব্বাচন কেন্দ্রে সংযুক্ত বামপন্থী সংস্থা স্থানীয় জেলাবোর্ডের সদস্য জনাব লুৎফল হককে সমর্থন করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

(7) জেলা কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টির বিশিষ্ট সদস্য জনাব আবদুল রৌফ সাহেবজাদা কাজেমআলি মির্জার বিরুদ্ধে লালগোলা নির্ব্বাচন কেন্দ্রে বিধান সভার নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন।

(8) জলঙ্গী নির্ব্বাচন কেন্দ্রে ও নওদা নির্ব্বাচন কেন্দ্রে যথাক্রমে সৈয়দ বদরুদ্দোজা ও বিশ্বনাথ বাহুপেয়ী কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী এম, এ, জামান ও আবদুল লতিফের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য সংযুক্ত বামপন্থী সংস্থার সমর্থন লাভ করিয়াছেন।

(10) কান্দী মহকুমার যথাক্রমে ভরতপুর ও খড়গ্রাম-বরঞ্জা নির্ব্বাচন কেন্দ্রে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী বিজয়েন্দ্রনারায়ণ রায় ও লেফটেনাণ্ট কর্ণেল সত্যেন ঘোষ মৌলিক এবং জনীর মণ্ডলের (তপশীলি) সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য সংযুক্ত বামপন্থী সংস্থা জনাব মকসুদল হোসেন ওরফে জোয়াই মিয়া, গঙ্গানারায়ণ রায় এবং অভয় সাহাকে সমর্থন জানাইয়াছেন।

(12) বহরমপুর নির্ব্বাচন কেন্দ্রে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার ঘোষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য ভূতপূর্ব্ব কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য শ্রীযুক্ত শশাংকশেখর সান্যালকে (ইউ-এস-ও) বিভিন্ন বামপন্থী দল সমর্থন জানাইয়াছেন। কংগ্রেসের পরাজয়ের পথে যাহাতে কংগ্রেস-বিরোধী প্রগতিশীল প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না হয় তাহার জন্য কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য রাহা, আর-এস-পি'র প্রার্থী এবং কৃষক-প্রজাদলের শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত শ্রী সান্ন্যালের পক্ষে তাঁহাদের মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করিয়াছেন। কিন্তু সোসালিষ্ট পার্টির সদস্য তাঁহার মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার না করিবার ফলে বহরমপুর নির্ব্বাচন কেন্দ্রে যে চারিজন প্রার্থী শেষপর্য্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন ইঁহাদের মধ্যে কংগ্রেস মনোনয়ন চাহিয়াও বিফল মনোরথ হওয়া স্বতন্ত্র প্রার্থী রায় বাহাদুর অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়ও আছেন।

ডাঃ রাধাপদ প্রামাণিক (ফরোয়ার্ড ব্লকের সদস্য) সংযুক্ত বামপন্থী সংস্থা যাহাতে প্রার্থী মনোনয়ন ব্যাপারে কোন অসুবিধা না হয়, সেই জন্য বেলডাঙ্গা নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে কমিউনিষ্ট প্রার্থী জনাব ফয়েজউদ্দিনের পক্ষে তাঁহার মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করিয়াছেন। কান্দি কেন্দ্র হইতে শ্রীছত্রপতি রায় মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করিয়াছেন। কারণ জানা যায় নাই। কান্দী কেন্দ্রে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী গোলবদন ত্রিবেদীর বিরুদ্ধে কাহাকে বামপন্থী সমর্থন জানান হইবে তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। উক্ত কেন্দ্রে যাঁহারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মনোনয়নপত্র দাখিল করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কুমার জগদীশচন্দ্র সিংহ, অরুণকুমার ভট্টাচার্য্য এবং জনসঙ্ঘ ও হিন্দুমহাসভার যুক্ত মনোনীত প্রার্থীর নাম উল্লেখযোগ্য।

(25) মুর্শিদাবাদ জেলার লোকসভার জন্য মুর্শিদাবাদ নির্ব্বাচন কেন্দ্রে সৈয়দ বদরুদ্দোজাকে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী জনাব খোদাবকসের বিরুদ্ধে বামপন্থী দলসমূহ সমর্থন জানাইয়াছেন; কিন্তু সৈয়দ বদরুদ্দোজা সাহেবের মনোনয়নপত্র অন্যায়ভাবে রিটার্ণিং অফিসার বিশেষভাবে পরীক্ষার সময় বাতিল করিয়া দেওয়ায় জেলার বামপন্থী সংস্থার সম্মুখে একটি জটিল প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। অনুরূপভাবে রাণীনগর নির্ব্বাচন কেন্দ্রের বামপন্থী সংস্থার সমর্থিত প্রার্থী জনাব খয়েরুল্লার মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত নির্ব্বাচন কেন্দ্রে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থি কাজী জহরালের বিরুদ্ধে কে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। উক্ত নির্ব্বাচন কেন্দ্রে সিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত মনোনয়ন পত্রের মধ্যে সৈয়দ বদরুদ্দোজা ও জনাব আফতান উদ্দিনের নাম আছে।

(14) হরিহরপাড়া নির্ব্বাচন কেন্দ্রে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী জনাব আবদুল হামিদের বিরুদ্ধে ভারতের বিপ্লবী সাম্যবাদীদল শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দুবেকে প্রার্থী মনোনয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু গোপালবাবু পি, ইউ, এস, এফ'এর (ঠাকুর-লীলা রায়-সোসালিষ্ট সংযুক্তদল) অপর একজন প্রার্থীর অনুকূলে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করিবার ফলে এবং জেলা সংযুক্ত বামপন্থী সংস্থার পরবর্ত্তী সম্ভাব্য প্রার্থী শ্রীযুক্ত তারাপদ সরকারের মনোনয়ন পত্র বাতিল ঘোষিত হওয়ার ফলে এক বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে।

উল্লিখিত প্রগতিশীলসংস্থা ও কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীগণ ব্যতীতও প্রত্যেক নির্বাচন কেন্দ্রে অনেক প্রার্থী স্বতন্ত্র ভাবে মনোনয়ন পত্র দাখিল করিয়াছেন। তন্মধ্যে লোকসভার নির্ব্বাচনে কান্দীকেন্দ্রে আছেন এ, কে, এম, জ্যাকেরিয়া, কুমার জগদীশচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য এবং পতিতপাবন মিশ্র ও মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে আছেন কাঞ্চনতলার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়।

বিধানসভার নির্ব্বাচনে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে যাঁহারা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত নামগুলি উল্লেখযোগ্য :—

১। কুমার বীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (লালগোলা) (1)
২। ডাঃ শিশিরকুমার মুখার্জ্জি (জলঙ্গী) (2)
৩। শ্রীশিশিরকুমার বিশ্বাস (নওদা) (3)
৪। হরে হরে সিংহচৌধুরী (কান্দী) (4)
৫। কুমার জগদীশ সিংহ (কান্দী) (5)
৬। আব্দুল জব্বার (হিন্দুমহাসভা, খড়গ্রাম-বরঞ্জা)
৭। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ (সাগরদীঘি)
৮। শ্রীযুক্ত পুষ্কর দাস (ঐ)
৯। শ্রীযুক্ত শ্যামচাঁদ স্বর্ণকার (ঐ)
১০। জনাব তকী রেজা (মুর্শিদাবাদ)
১১। জনাব ইসরায়েল (নওদা)
১২। সাহিত্যিক সরোজকুমার রায় চৌধুরী (ভরতপুর)
১৩। শ্রীসুবোধ ঘোষ মৌলিক (খড়গ্রাম, বরঞ্জা)
১৪। শ্রীপতি ভূষণ দাস (ফোরাঙ্কা)
১৫। দেবেন কবিরাজ (সাগরদীঘি তপশীলী)
১৬। জনাব সাজ্জাদ (লালগোলা)
১৭। তিনকড়িলাল দাস (সূতি)
১৮। ডাঃ কালি সাহা (রাণীনগর)

সংযুক্ত জেলা বামপন্থী সংস্থার নেতৃস্থানীয় শ্রীযুক্ত ত্রিদিব চৌধুরী, সনৎ রাহা ও দেবেন্দ্রনাথ দত্ত সাংবাদিকগণের সহিত সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বলেন, "আগামী নির্ব্বাচনে মুর্শিদাবাদ জেলার মুসলমান জনতাকে কংগ্রেস পক্ষ হইতে যেভাবে ভীতিগ্রস্ত ও বিভ্রান্ত করিতেছে তাহাতে আগামী নির্ব্বাচনে জয় পরাজয় সম্বন্ধে এখনই কোন সুস্পষ্ট ঘোষণা জানান সম্ভবপর নহে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ মুর্শিদাবাদ জেলায় মুসলমান জনতা কংগ্রেসের অপপ্রচারে যদি সত্যই বিভ্রান্ত না হন তবে জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। সারা বাংলা দেশে যে বামপন্থী ঐক্য আজিও প্রতিষ্ঠা হয় নাই,

(৩য় পাতায় দ্রষ্টব্য)

সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে শ্রীবিজয় গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত ও **প্রতিভা প্রিন্টিং ওয়ার্কস** (খাগড়া) হইতে জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত

Syed Abdur Rahman Ferdousi
Khoshbastpur

স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার

মত প্রকাশের স্বাধীনতাও আমাদের জন্মগত অধিকার। সংবিধানে তাহা সম্পূর্ণতঃ সুনিশ্চিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হইব না।

সাপ্তাহিক সংগঠন

মুর্শিদাবাদ জেলার প্রগতিশীল মুখপত্র

সম্পাদক মণ্ডলী
শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী
অধ্যাপক নির্ম্মাল্য বাগচী
শ্রীবিজয় গুপ্ত।
শ্রীসনৎ রাহা
শ্রীশৈলেন অধিকারী

প্রথম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা। | ২০শে অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৮, ইং ৬ই নভেম্বর, ১৯৫১। | মূল্য /০ এক আনা

দিকে দিকে ইউ-পি-বি'র মনোনীত প্রার্থীদের নির্ব্বাচনী অভিযান

কংগ্রেসী দুঃশাসনে জর্জ্জরিত জনসাধারণের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত জেলা সংযুক্ত প্রগ্রেসিভ ব্লক (ইউ-পি-বি) গঠিত হইবার পর দিকে দিকে নির্ব্বাচনী অভিযান সুরু হইয়াছে। জন-গণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত সমর্থন বহুদিনের হতাশা কাটাইয়া উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করিতেছে। মুখে মুখে শুধু এই কথা শোনা যাইতেছে 'কংগ্রেসকে যেন আর গদিতে না দেখি'।

—জেলা কেন্দ্রীয় নির্ব্বাচন অভিযান কমিটী—

গত ৩০শে নভেম্বর: বহরমপুরে জনাব আবুল হোসেনের সভাপতিত্বে ইউ-পি-বির একটী কেন্দ্রীয় সাধারণ সভায় শ্রীনির্ম্মাল্য বাগচী, সনৎ রাহা, নিতাই গুপ্ত (আহ্বায়ক) দীলিপ সিংহ, ডাঃ রাধাপদ প্রামাণিক, দেবেন্দ্রনাথ দত্ত, রাজসিং দুগড়, শৈলেন্ অধিকারী ক্ষিতীশ ভট্টাচার্য্য, শশাঙ্কশেখর সান্যাল ও আবুল হোসেনকে লইয়া একটি ইউ-পি-বি'র জেলা কার্য্যকরী কমিটি এবং জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লইয়া একটি কেন্দ্রীয় যুক্ত নির্ব্বাচন অভিযান কমিটি গঠিত হইয়াছে। সভায় ইউ-পি-বি গঠনের বিস্তৃত আলোচনা ও সাফল্যের সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন সনৎ রাহা, ত্রিদিব চৌধুরী, নিতাই গুপ্ত ও সভাপতি মহাশয়। শ্রীছত্রপতি রায় সভাপতিরূপে এবং শ্রীনিতাই গুপ্ত, সনৎ রাহা ও দেবেন দত্ত সম্পাদক মণ্ডলীরূপে এই নির্ব্বাচন অভিযান কমিটিতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীক্ষীরোদরঞ্জন চ্যাটার্জ্জির বহির্ব্বাটীতে জেলা ইউ-পি-বি'র অফিস স্থাপিত হইয়াছে।

—সয়দাবাদ:—

গত ২রা নভেম্বর শ্রীশোভেন্দ্রমোহন সেনের বাটীতে ইউ-পি-বি'র সৈদাবাদ ওয়ার্ড কমিটী গঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক রামগোপাল ব্যানার্জি। কমিটীতে সভাপতি রূপে শ্রীনন গোপাল চক্রবর্ত্তি এবং সম্পাদক মণ্ডলীর সভ্যরূপে শ্রীসন্তোষ ভট্টাচার্য্য, শ্রীনির্ম্মল দত্ত এবং শ্রীশোভেন্দ্র মোহন সেন নির্ব্বাচিত হন। কমিটীতে শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন সেন, শ্রীশঙ্করদাস মজুমদার, প্রফুল্ল বসু, নৃপেন্দ্রনাথ সমাদ্দার, প্রফুল্ল মজুমদার, সুধীন সেন, রণজিত গুপ্ত, সুশীল ঠাকুর, গোবিন্দ রাজপেরী দেবী ব্যানার্জি অন্নপূর্ণা ভট্টাচার্য্য, বিমল রায় চৌধুরী প্রভৃতি আছেন। স্বেচ্ছাসেবক গঠনের ভার শ্রী পাতু সিং ও রাধাশ্যাম চক্রবর্ত্তিকে দেওয়া হইয়াছে। সভায় ইউ-পি-বি'র প্রচার পদ্ধতি, নীতি ও কর্ম্ম সূচী সম্পর্কে সন্তোষ ভট্টাচার্য্য, শোভেন্দ্র

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

—জেলা ইউ-পি-বির কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়—

সহর বহরমপুরের প্রধান রাস্তায় শ্রীযুক্ত তারাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের বহির্বাটীতে ইউ-পি-বির কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় খোলা হইয়াছে। অবিলম্বে উক্ত কার্য্যালয়ের সহিত ইউ-পি-বি'র সমর্থক, কর্ম্মী, হিতাকাঙ্ক্ষী ও ভোটদাতাগণকে যোগাযোগস্থাপন করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

নলিনী বাগচীর মুর্শিদাবাদ কংগ্রেসী দুঃশাসনকে পরাস্ত করিবে

—বিষাক্ত কংগ্রেসী সাপকে আর কামড়াইতে দিব না—

বহরমপুর সহরে ইউ-পি-বি'র প্রথম নির্ব্বাচনী সভায় ঘোষণা

বহরমপুর, গত ৪ঠা ডিসেম্বর জেলা যুক্ত প্রগতিশীল ব্লকের উদ্যোগে ইউ, পি, বি, নির্ব্বাচন অভিযান কমিটির সভাপতি শ্রীছত্রপতি রায়ের সভাপতিত্বে প্রথম নির্ব্বাচনী সভায় ভৈরবতলাঘাটে সহস্রাধিক লোক সমাগম হয়। ইউ, পি, বি'র আহ্বায়ক নিতাই গুপ্তের বক্তৃতার পর অধ্যাপক নির্ম্মাল্য বাগচী কংগ্রেসী দুঃশাসনের সাড়ে চার বছরের কুকীর্ত্তির বর্ণনা করিয়া বলেন, এই নির্ব্বাচনের মুখে বামপন্থী ঐক্য আগামী দিনের বিপ্লবের মধ্যে বিভিন্ন পার্টির মধ্যে মতপার্থক্য মিলাইয়া দিয়া ঐতিহাসিক ঐক্য গঠনের সূচনা করিতেছে।

নীরব সাধক—

কংগ্রেসী প্রার্থী শ্রীবিজয় ঘোষ সম্পর্কে তিনি বলেন, "কংগ্রেসীরা বলে যে তিনি নাকি নীরব সাধক। হ্যাঁ, এই সাধকটি আনেন কেমন করিয়া নীরব যাদুমন্ত্রে কাশিমবাজারের গুদামে চাষীর শ্রমের হাজার হাজার মণ পাট মজুত করা যায় এবং সুযোগ বুঝিয়া ছাড়িলে লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফার পাহাড় জমান যায়।" লোক-সভায় কংগ্রেসী প্রার্থী ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যালের সরকারী ঠিকাদারীর কুকিত্তীর কথা, বহরমপুরে সতন্ত্র প্রার্থী রায় বাহাদুর খানল চ্যাটার্জি এম, বি, ই'র ইংরাজ প্রীতির কথা, কংগ্রেসের পার্টনার দক্ষিণপন্থী সোস্যালিষ্ট নেতৃত্বের মাকিন দালালীর কথা উল্লেখ করিয়া সোস্যালিষ্ট প্রার্থী বৈদ্যনাথ বন্দোপাধ্যায়ের পার্টির প্রতিক্রিয়াশীল নীতির সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে বলেন এবং ইউ, পি, বি'র মনোনীত আজীবন স্বদেশসেবী আর এস, পি, নেতা শ্রীত্রিদিব চৌধুরী এবং ইউ, এস, ও'র সদস্য শশাঙ্কশেখর সান্যালকে ভোট দিয়া ইউ, পি, বি'র কর্ম্ম সূচীকে জয়ী করিতে আহ্বান জানান।

শ্রীত্রিদিব চৌধুরী কংগ্রেসী দুঃশাসনের বিস্তৃত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া বলেন, নলিনী বাগচীর মুর্শিদাবাদ কংগ্রেসী পাপকে পরাস্ত করিবে।

শ্রীশশাঙ্ক সান্যাল স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সম্বন্ধে, সজাগ থাকিতে বলেন এবং বিষাক্ত কংগ্রেসী সাপকে আর কামড়াইতে দিবেন না বলেন।

শ্রীদেবী ব্যানার্জী, শোভেন্দ্রমোহন সেন, অজিত মজুমদার, তারকনাথ বসু ও সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন।

সুধীন সেনের স্বরচিত 'ভোটের গান' এবং সলিল সেনের দুইটি গান উৎসাহের সৃষ্টি করে।

—কৃষকের ঘরে ঘরে অনাহার—

হাজিডাঙ্গা, ২৬শে নভেম্বর: ছয়ঘড়ি মদনপুর ইউনিয়নের হাজিডাঙ্গা গ্রামে খাদ্যাভাব ও অনাহার প্রকটভাবে দেখা দিয়াছে। গত কয় দিন যাবৎ মহরুদ্দিন সেখ চৌকিদার, রঞ্জিৎ সেখ, জুম্মার সেখ কমলা বিবি, আবদুল সেখ, আক্রম সেখ, ও চাঁদু সেখ, প্রভৃতি পরিবার অনশন ও অর্দ্ধাশনে কাটাইতেছেন। জুম্মার সেখের চৌকিদারী ট্যাক্স ৸০ আনা হওয়া সত্ত্বেও তিনি রেশন পান না। এই ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের পুত্র শ্রীভূপেন মৈত্রের রেশনের দোকান। অব্যবস্থার ফলে জিনিষপত্র আনা হয় না। ফলে বহু লোক কাপড় ও রেশনের দ্রব্যাদি হইতে বঞ্চিত হয়; অথচ পাশের ৪ নং ডাঙ্গাপাড়া ইউনিয়নে রেশন দ্রব্যাদি ঠিকমত আনিবার কোনই অসুবিধা দেখা যায় না।

—নিজস্ব

সং গঠন

২০শে অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার

অভিনন্দন

মুর্শিদাবাদ জেলায় ইউনাইটেড ফ্রণ্টের সিভিক ব্লক সংযুক্ত প্রগতিশীল দল সৃষ্টি হইয়াছে। উক্ত দলের মনোনীত প্রার্থীগণের নামও প্রচারিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। সংযুক্ত প্রগতিশীল দলের প্রার্থীগণ আইন সভার ভিতরে ও বাহিরে কার কোন কার্য্যসূচি গ্রহণ করিবেন তাহাও ঘোষিত হইয়াছে। এককথায় কার্য্য সূচির ভিত্তিতে মুর্শিদাবাদ জেলা সংযুক্ত প্রগতিশীল দল গঠিত হইয়াছে। গত দেড় মাস যাবৎ জেলা তথা সারা বাংলার জনসাধারণ যে সংযুক্ত প্রগতিশীলতার প্রতীক্ষায় দিন গণনা করিতেছিলেন অবশেষে সেই সংযুক্ত প্রগতিশীলতা মুর্শিদাবাদ জেলায় গঠিত হইয়াছে মুর্শিদাবাদ জেলা সারা পশ্চিম বাংলাকে পথ প্রদর্শন করিল সন্দেহ নাই। আমরা সংযুক্ত প্রগতিশীলদলকে বৈপ্লবিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

ঃ ঘটনা প্রসঙ্গে ঃ

হাটে, বাজারে, ক্লাবে, দোকানে, চায়ের আড্ডায় সর্ব্বত্রই আগামী নির্ব্বাচনের আলোচনা। ভোটের বাজার ক্রমশঃই জমিয়া উঠিতেছে। সেদিন এক চায়ের দোকানে জনৈক ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা দাদা! আপনারা কী সত্যই রামরাজ্য?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কেন বলুন তো? আপনার কি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ আছে?" ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, "বিলক্ষণ। তা'নাহলে আপনারা দক্ষিণ পন্থী কংগ্রেসীদের প্রতি 'বাম' হচ্ছেন না কেন? নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে, আপনারা কী কংগ্রেসীদের সত্যিই না ছিড়িয়ে ছাড়বেন না? রামরাজত্বে আরও কিছুদিন আমাদের বাস করতে হোল দেখছি! ইত্যাদি।" ভদ্র লোকের মুখে শুনাইলাম যে আমাদের জেলার রামপন্থী দলগুলি নির্ব্বাচন উপলক্ষে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে এবং বিভিন্ন কেন্দ্রে রামপন্থীদের একটি মাত্র প্রার্থীই থাকিবে, তখন তিনি মনের আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, "রাম-রাজত্বে হনুমানের উপদ্রব তাহলে এবার শেষ হোল"।

* * * * * *

'রাম-রাজত্ব' এবং 'হনুমানের' কথা যখন উঠিলই তখন আপনাদের একটা ভাল খবর দিই। অবশ্য এই সংবাদ প্রচারে রামপন্থীদের অপেক্ষা কংগ্রেসীদেরই নির্ব্বাচনী প্রচারে সুবিধা হইবে। এখনও পর্য্যন্ত যদি স্থানীয় কংগ্রেসী জহ্লাদ "পরিক্রমা" এই সংবাদ প্রচারকরিয়া না থাকেন, তাহা হইলে অবিলম্বে ফলাও করিয়া ইহা প্রচার করার ব্যবস্থা করুন। নির্ব্বাচনে জয়লাভের পক্ষে ইহা তাঁহাদের একটা প্রধান অস্ত্র হইবে। সংবাদটি জানিবার জন্য আপনারা অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। তাহা হইলে বলিয়াই ফেলি। অবশেষে সত্যই হনুমান নিধনের ব্যবস্থা হইয়াছে। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় জনৈক ব্যক্তি বন্দুক লইয়া প্রত্যহ এই মহুরের আশে পাশের জঙ্গলে কয়েকটি করিয়া হনুমান বধ করিতেছে। সরকার বাহাদুরের জয় হোক।

* * * * * *

দুঃখলোকেরা বলিতেছে যে ইহাত হইল মুখপোড়া ও লেজপোড়া হনুমান বধ। কিন্তু, রাম রাজত্বে লেজ বিহীন ও সুন্দর মুখ বিশিষ্ট হনুমানেরাও নাকি প্রচুর সংখ্যায় আছে। এই লেজ পোড়া হনুমানদের ত কথা, মূল, শাক-পাতা খাইয়াই দিব্যিটি সন্তুষ্ট করা যায়। বছরের বাকির সময় কিছু বড়ি, আমের সময় গোটা-কতক আম পাইলেই ইহারা পরম পরিতুষ্ট। কিন্তু, লেজবিহীন হনুমানদের খায়েস নাকি কিছুতেই মিটে না। তাহারা নাকি চাল, কাপড় হইতে সুরু করিয়া যাবতীয় জিনিষই গ্রাস করিয়া বসিতেছে। আর তাহার ফলেই নাকি দেশে এত হাহাকার। রাম-রামেশ্বর রাম-লক্ষ্মণের দলও ইহাদের জোরেই রাজত্ব চালাইতেছেন। চায়ের দোকানের সেই ভদ্রলোকের সাথে আবার দেখা হইতেই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "দাদা, আপনি যে রাম-রাজত্বে হনুমানের কথা বলছিলেন, সেটা কি এঁদের সম্বন্ধেই?" তিনি উত্তরে "ওটা কেন করিয়া, হাসিয়া উঠিলেন।"

* * * * * *

সেদিন নির্ব্বাচনের প্রচার কার্য্যে একটি গ্রামে গিয়াছিলাম। জনৈক বৃদ্ধলোক আমাদের অন্যত্রকে পল্লীগ্রামে উপস্থিত হইতে দেখিয়া ছুটে কহিলেন "ওঃ! বাবা! তোমরা ত রামপন্থী এখানে আস! ভোটের আগে আস, পরেও আস! কিন্তু যারা এ গাঁয়ে বসবাস আগে না, মনের চোরাগোপ্তে কখনও দেখিনি, তারা ঠিক কথায় মটরগাড়ি চড়িয়া আমাদিকে জ্বালাতন করছে কাল বল দিকিনি! যে সব ছোটখাপ্পা বাবুরা মটর গাড়ী কিনছে, তারা সে টাকাতে রাস্তাটা বাঁধিয়ে দিলেই ত পারে, নইলে মটরগাড়ী যে উল্টাইয়া যাবে।" বৃদ্ধের উক্তিগুলি আমি নির্ব্বাচনের মুখ হইতে দেশ-দরদীদিগকে উপহার দিলাম।

* * * *

কা ব্রুকের দেশের বাবুর একটি পত্র মঃ সমাচারে প্রকাশ হইয়াছে এ বিষয়ে আমাদের সংবাদ এই যে বেলডাঙ্গার আসন নইয়া ডাঃ রাধারাণ গ্রামবাসিকের প্রতিবার প্রত্যাহার সম্পর্কে আমরা সংবাদ পাইয়াছি যে এই আসনটি লইয়া প্রাদেশিক কমিউনিষ্ট পার্টি ও প্রাদেশিক মার্ক্সবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের মধ্যে সমঝোতা হয় তদনুযায়ী কমিউনিষ্ট প্রার্থী (ইউ, পি, নির প্রার্থী) জনাব ফয়েজুদ্দিনের পক্ষে মঃ কা ব্রু প্রার্থী ডাঃ রাধারাণ গ্রামবাসিক প্রার্থীর প্রত্যাহার করেন। এই মধ্যে তিনি প্রাদেশিক ফরওয়ার্ড ব্লক হইতে তাহাও পত্রিকা-ছিলেন। আমাদের মনে হয় বর্ত্তমানে এমন অবস্থার সৃষ্টি হওয়া উচিত না যে ইউ-পি-বি-র অন্তর্ভুক্ত পার্টি গুলির মধ্যে পরস্পর অসাম্য সৃষ্টি হয়।

—কার্ত্তিকপূজা উপলক্ষে চিত্তাকর্ষক প্রহসন—

জঙ্গীঃ গত ৮ই অগ্রহায়ণ শনিবার বৈকাল ৫টায় চোয়াপাড়া হিন্দু-মিলন মন্দির হইতে বাহির পুস্তার একটী বিরাট মিছিল বাহির হয়। ঐ মিছিলের সহিত যে কয়েকটি আধুনিক প্রহসন প্রদর্শিত হয় তাহার মধ্যে 'সরকারী সরবরাহ বিভাগের উদাসীনতা ও 'বর্ত্তমান পরিস্থিতি' নামক প্রহসনটি দর্শকগণের চিত্ত সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আকর্ষণ করিয়াছিল ও জনসাধারণের প্রতি সরকারের উদাসীনতা উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। —নিজস্ব

অবশেষে রেশন ও কন্‌ট্রোলের কাপড় মিলিল

[রামনগর গ্রামের ক্ষেত মজুরদের জয়লাভ]

বেলডাঙ্গা, ২৭শে নভেম্বর— রামনগরের অন্তর্গত রাধীর বাড়ডা ও বেনেরী বাড়বার কৃষি মজুরেরা প্রায় দুইবৎসর হ তে রেশন অথবা কন্‌ট্রোলের কাপড় পাইতেছিলেন না। কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের জোরে সম্প্রতি স্থানীয় জিলার তাহাদের প্রাপ্য রেশন এবং দুই কোটার কাপড় দিতে বাধ্য হইয়াছেন। শোনা যাইতেছে, এখান হইতে এই সমস্ত মজুরদের রেশন দেওয়ার দায়িত্ব বাড়বার জমিদার রামনগর মিলের সাহেবের পক্ষ হইতে লওয়া হইয়াছে।

নিজস্ব—

বেলডাঙ্গা থানা প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন

বেলডাঙ্গাঃ গত ২৫শে নভেম্বর বেলডাঙ্গা বাণীপীঠ বালিকা বিদ্যালয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক নির্ম্মলা বাগচী মহাশয়েরা সভাপতিত্বে বেলডাঙ্গা থানা প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলনে প্রায় ৪০জন প্রাথমিক শিক্ষক ছাড়া বিকলনগর হাই স্কুলের মাধ্যমিক শিক্ষক, দেব কৃষ্ণ জুনিয়ার মাদ্রাসার শিক্ষক এবং অন্যান্যকে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীহরেকৃষ্ণ খাঁ সম্মেলনের কাজে নানা ভাবে সহায়তা ও উৎসাহ দান করেন।

শ্রীসচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়, জোনার ভিত্তার রহমান, শ্রীজগন্মোহন রায়, শ্রীভোলানাথ মণ্ডল, জোনার আবুল হোসেন, মোঃ আবদুর্রহমান প্রভৃতি শিক্ষকগণ শিক্ষক সমাজের দুঃখের জন্য দায়ী সরকারের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শপথ লন।

প্রাথমিক শিক্ষক আন্দোলনের প্রিয় নেতা জনাব ফয়েজ উদ্দিন তাঁর ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষকগণের দুঃখের জন্য দায়ী এই বাক-বাদশা জমিদারের আজ্ঞাবহ কংগ্রেসী সরকারকে পদচ্যুত করার সংগ্রামে মেচনদী মাস্তের পাশে দাঁড়াইতে শিক্ষকদের আহ্বান জানান।

সভাপতি মহাশয় ভাষণ দিতে উঠিলে উৎসাহের সৃষ্টি হয়। তিনি তথ্যপূর্ণ দলিল সমক্ষে শিক্ষকদের দুঃখ দুর্দশার কথা তুলে ধরেন এবং দুর্নীতি, বনিয়াদি শিক্ষার ধ্বংসের মুখোস খুলিয়া দেন।

তিনি প্রাথমিক শিক্ষক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা ও ইতিহাস বর্ণনা করিয়া শিক্ষকদের উদ্যম ও সংগ্রামী মনোভাবের জন্য অভিনন্দন জানান।

সম্মেলনে বাণীপীঠ বালিকা বিদ্যালয়ের হেড-মিস্ট্রেস, শিক্ষয়িত্রী এবং ছাত্রীগণকে সশেষ ধন্যবাদ জানান হয়। সম্মেলনের কাজে তাঁহারা প্রচুর উৎসাহ প্রদর্শন করেন। —সংবাদদাতা

—জনসভা—

পাশলা (নবগ্রাম) ঃ গত ১৯ই অগ্রহায়ণ নবগ্রাম থানার জড়া-পাশলা ইউনিয়নে স্থানীয় যুবক ও ছাত্রদের উদ্যোগে এক জনসভা হয়। সভায় ছাত্র, শিক্ষক মধ্যবিত্ত ও কৃষক জনতা যোগদান করেন। সভাপতিত্ব করেন থানা খাদ্য অভিযান কমিটি সম্পাদক নিশ্বল মৃধাঁ। জেলার কম্যুনিষ্ট নেতা কমরেড চৌধুরী ভট্টাচার্য্য বক্তৃতা প্রসঙ্গে কংগ্রেস শাসনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া বলেন এই ক্ষয়িষ্ণু সরকার এখনো নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় লইয়া নানান রকম বিভেদমূলক পন্থায় জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ধ্বংস করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। তিনি কম্যুনিষ্ট পার্টির নীতি ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, "তাই আজ বাঁচার লড়াই মানেই জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে এবং বৃটিশ পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াই। এই লড়ায়ে কৃষক জনতার সমর্থনে এগিয়ে আসতে হবে মধ্যবিত্ত, ছাত্র-শিক্ষক এমন কি দরীচাষীকেও তাঁহাদের নিজেদের স্বার্থে। শিবাজী রায়, কৃষক সমিতির বীরেন বাগ সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে কৃষক সমিতি মারফৎ সংগঠিত আন্দোলনের আহ্বান জানান। সভাপতি নিশ্বল মৃধাঁর বক্তৃতা প্রসঙ্গে রাজবন্দীদের মুক্তি জন্য ব্যাপক গণ-আন্দোলন গড়িবার ডাক দেন। সভায় বন্দীমুক্তির দাবীতে ১১০টি সহি উঠে। মধুসূদন বাগের নেতৃত্বে গণনাট্য সংঘের "মারুটবাটের মঙ্গল কাব্য" গীত হয়। "কৃষক সমিতি কি জয়" অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা দাও" "রাজবন্দীদের মুক্তি চাই" প্রভৃতি ধ্বনি দিয়া জনতা তাহাদের দাবী জানান। সভাশেষে একটি মিছিল পাশলা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। —নিজস্ব

শহীদ রামেশ্বর দিবস

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ২১শে নভেম্বর জঙ্গিপুর মহকুমা ছাত্র কংগ্রেস, শহীদ রামেশ্বর পাঠচক্রের যুক্ত উদ্যোগে 'শহীদ রামেশ্বর দিবস' পালিত হয়। প্রত্যুষে প্রভাত ফেরী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে মালা দানের পরে সন্ধ্যায় বঘুনাথগঞ্জ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে এক ছাত্র এবং জনসভা হয়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক শ্রীশিবদাস গঙ্গোপাধ্যায়। সভায় বঘুনাথগঞ্জ উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীশরদিন্দুভূষন পাণ্ডে, জঙ্গিপুর ছাত্র কংগ্রেসের সম্পাদক অমর সিংহ, শহীদ রামেশ্বর পাঠচক্রের সম্পাদক নিশ্বপতি চট্টোপাধ্যায়, কেন্দ্র ছাত্র কংগ্রেসের তুলাল চক্রবর্ত্তী, দেবব্রত ঘোষ এবং দেবী ব্যানার্জি বক্তৃতা করেন। সংবাদ—

খড়গ্রাম ডাকবুটের মোকর্দ্দমা

খড়গ্রাম ডাকবুটের মোকর্দ্দমায় ধৃত বিপ্লবী সামাবাদী কর্ম্মী শ্যামাপদ মণ্ডল, সমদি পাল, ধ্রুবাধারী কর এবং মনকৃষ্ণ পালকে পুলিশ গত ২৪শে আগষ্ট তারিখ হইতে জহরনগর কেন্দ্রীয় কারাগারে বিচারাধীন বন্দী হিসাবে আটক রাখিয়াছেন। এ সময় সরকার তাঁহাদের বিরুদ্ধে থানীক অভিযোগের জন্য শেষ করিয়া কোনও চার্জ সিট দাখিল করে নাই এবং তাহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দিবার অথবা প্রথম শ্রেণীর বিচারাধীন বন্দী হিসাবে গ্রাহ্য করিবার জন্য আবেদন করা হয় অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আসামী পক্ষে উকিল শ্রীমৃক্ত দিজেন্দ্রকুমার গুপ্ত ও শ্রীকিষ্টেটের নিকট এর দরখাস্তে হয় জাতীয়তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের জন্য শেষ করিয়া অবিলম্বে চার্জসিট দাখিল করিতে আর না হয় তাহাদিগকে প্রথম শ্রেণীর বিচারাধীন বন্দী হিসাবে গণ্য করিতে আদেশ দিয়াছেন।

প্রকাশ আসামীপক্ষের সকলেই উচ্চ শিক্ষিত এবং ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দী। আসামী শ্রীশ্যামাপদ মণ্ডল মুর্শিদাবাদ জেলা হইতে এক সময় প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। —নিজস্ব

হরিহরপাড়া নির্ব্বাচন কেন্দ্র

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার হরিহরপাড়া নির্ব্বাচন কেন্দ্রে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী জনাব আবদুল হামিদ এর বিরুদ্ধে সি, ইউ, এর একের মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত হিমাংশু ঘোষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন বলিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

—মহল্লা সংবাদ—

গত ৭ই অগ্রহায়ণ নূতন মহল্লা নিবাসী ডাক্তার শিবরাম নাথের বাল্যবধূ কন্যা শ্রীমতী মেনকা রাণীর নাথের (১৭) পুনর্ব্বিবাহ হইয়া গিয়াছে। শ্রীরসকুমার রায় শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ দত্ত ও শ্রীহরিহরের মণ্ডল পৌরহিত্য করেন। ঐ অঞ্চলে অল্প দিনেই তিনটী বিধবা বিবাহ সংঘটিত হইল। —নিজস্ব

ঔষধ কিনিতে হইলে
সর্ব্বাগ্রে
গৌরী ফার্ম্মেসী-তে
(নেতাজী রোড ঃঃ খাগড়া পোঃ)
আসুন।

টাকার বদলে মাছে খাজনা আদায়

রামজোয়ানি বিলে মৎস্যজীবিদের উপর জমিদারের জুলুম

বেলডাঙ্গা, ২৭শে নভেম্বর ঃ দাদপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত রামজোয়ানি বিলের জমিদার টাকায় খাজনা নেওয়ার পরিবর্ত্তে অর্দ্ধেক মাছের ভাগ দাবী করিতেছেন। এ বৎসর জলাভাবের দরুন বিলে অথবা স্থানীয় অন্যান্য জলাশয়ে সামান্যই মাছ আছে। মৎস্যজীবিরা বিল হইতে প্রতিদিন যে সামান্য পরিমাণ মাছ পান তাহার অর্দ্ধেক খাজনা স্বরূপ দিতে হইলে তাঁহাদের জীবন ধারণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। এ বিষয়ে ইউনিয়নের অন্যান্য গ্রামের মৎস্যজীবি ও কৃষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে। —নিজস্ব

—কেরোসিন তেলের দোকান বন্ধ—

জলঙ্গীঃ ৩ঠা ও ৫নং জলঙ্গী ইউনিয়নের অন্তর্গত নিম্নলিখিত গ্রামগুলির নিকটবর্ত্তী ১গ্রামে কেরোসিন তৈলের দোকান সিভিল সাপ্লাই বিভাগ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় হোগলাবড়ইডুব, চোরপাণ্ডা, ডুলীডের পাড়া, কীর্ত্তনের পাড়, মধুবোনা, দিঘুপুর, খড়ের দিয়ার, সরকার পাড়া প্রভৃতি গ্রামের অধিবাসিগণকে ৩ মাইল ৩॥ মাইল দূরবর্ত্তী জলঙ্গী বাজার হইতে কেরোসিন আনিতে হইতেছে। তাহাছাড়া দেশবাসের চিরমন পাওয়া যায় না। ইহাতে উক্ত গ্রামসমূহে লোকের কষ্টের শেষ নাই। উক্ত অঞ্চলের অধিবাসিগণ মনে করেন এই অঞ্চলে পূর্ব্ববর্ত্তী দোকানে পুনরায় কেন্দ্র খোলার অনুরোধ জানাইলে নূতন কেন্দ্র খুলিয়া কেরোসিন বিতরণের ব্যবস্থা করা যাইবে। —সংবাদদাতা

— লালগোলা সংবাদ —

লালগোলা, ১৫ই অগ্রহায়ণ— স্থানীয় লালগোলা বাজারে চায়ের দোকানদারেরা জানাইতেছেন যে তাঁহারা আজ দুইমাস পূর্ব্বে বনটোলে চিনি পাইতেছিলেন। এ পর্য্যন্ত আর দোকানের জন্য বনটোলে চিনি পাননি। কারণ পাইলেন ঠিক নাই। দোকান দুইটীকার দের বাজারে চিনি কিনিয়া চায়ের দোকান চালান অসম্ভব হইতেছে। প্রায় আনুমানিক এই বাজারে ৮০টি চায়ের ঠেল আছে। সংবাদদাতা—

—প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষকের অবস্থা —

লালগোলা ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্তবর্ত্তী লালগোলা থানার অধীন পাতাডুপুর গ্রামে একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। উক্ত বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক স্থানীয় হাই স্কুল আজ প্রায় ৫মাস হইল চলিয়া গিয়াছেন। স্কুল-কমিটি হইতে জনৈক উমেদার undergraduate কে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে বহাল করা হয়। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার নাম শিক্ষক তালিকায় নাই বলিয়া বরখাস্ত করেন এবং স্থানীয় ইউ, বি, প্রেসিডেন্ট ও স্কুলের প্রধান শিক্ষকের ব্যবহারে উক্ত ভদ্রলোক বিদ্যালয় হইতে চলিয়া আসেন। ফলে দ্বিতীয়শিক্ষকের স্থান এখনও শূন্য পড়িয়া আছে। উক্ত বিদ্যালয়টি সরকার কর্ত্তৃক অবৈতনিক প্রাথমিক পরিকল্পনা গ্রহণের বহু পূর্ব্বে স্থানীয় সমবেত পাড়েদের মুষ্টিভিক্ষা সম্বল করিয়া অবৈতনিক বিদ্যালয় রূপে চলিয়া আসিতেছে। এই সর্ব্বোত্তম বিদ্যালয়ের অবস্থা হইয়াছে এইরূপ। সংবাদদাতা—

সুলভে বিক্রয় নোটিশ

১২ এইচ, পি, জাম্মান, এইচ, এম, ডি, তৈল ইঞ্জিন ও ৫ গ্রাম তাঁতের মিলের যাবতীয় সাজ সরঞ্জাম খোলা অবস্থায় রহিয়াছে। নিচের ঠিকানায় খোঁজ করুন— শ্রীজগদীশ চন্দ্র দত্ত
ডেভিস রোড, মোরাবাজার পোঃ বহরমপুর

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

মাননীয় সম্পাদক মণ্ডলী 'সংগঠন'

প্রিয় সাথী!

দীর্ঘ চার বৎসরের কংগ্রেসী রাম রাজত্বের শাসনে জেলাবাসী হতাশ হয়ে পড়েছিল, এমন সময় 'সংগঠন' বাহির হ'য়ে ভেঙ্গে পড়া জেলাবাসীকে ভবিষ্যৎ পথ সম্পর্কে আশা দিতে পারিতেছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। এই কাগজ জনসাধারণের ও ছাত্র সমাজের হিতে দীর্ঘজীবি হউক এবং দীর্ঘ স্থায়ীত্ব লাভ করুক তাহার কামনা করি। সর্ব্বশেষে উদ্যোগী কর্ম্মীদিগকে এবং সম্পাদক মণ্ডলীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

সুনীল কুমার বন্দোপাধ্যায়
সম্পাদক, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ ছাত্র ফেডারেশন।

মহাশয়, (১)

আমরা বেলডাঙ্গা থানার সোমপাড়া ইউনিয়নের লাহারপাড়া গ্রামের গরীব কৃষক প্রজা। আমাদের গ্রামে একটি মাত্র টিউবওয়েল। দুইশত ঘর লোকের এই গ্রামে একটি টিউবওয়েল, উহাও আবার দীর্ঘ ১২ মাস হইতে মেরামত অভাবে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। উহার সংস্কারের জন্য গ্রামবাসিগণ বার বার দরখাস্ত করিলেও কোন ফল লাভ হয় নাই। তাই গত ৮।১১।৫২ তারিখে আমরা এস, ডি,ও অফিসে উপস্থিত হইয়া একখানা দরখাস্ত দিই। ইহার তদবীরের জন্য পুনরায় ২৪।১১।৫১ তারিখে সন্ধান লইলে বলেন, আপনার দরখাস্ত হারাইয়া গিয়াছে। পুনরায় দরখাস্ত করুন। এস, ডি, ও কে সমস্ত কথা বুঝাইয়া আবেদন করিলে তিনি বলেন, বর্ত্তমানে সরকারের তহবিলে টাকা নাই। সুতরাং এখন ঝামেলা করিয়া লাভ হইবে না। এক্ষনে প্রশ্ন—ইহার প্রতিকার কি?

ইতি— মোহাম্মদ সেকাতেত

মহাশয়, (২)

এখানে মন্টিফাইড রেশন চালু আছে। এখানে বেশনের দোকানে ভাল খাবার বন্ধ করিয়াছেন এই কংগ্রেস সরকার! এরকম খাবার কোন স্বাধীন দেশের লোক খাইতে পারে না! এই কংগ্রেস সরকার এইবার 'বিয়াল্লু' হইয়াছেন তাই গত মন্ত্রিসভা খাবার গরমার বীজন ১৪৯৩ দরে এখানে ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমরা এখানে দেখি যে গরমার বীজন চাষীরা বাজার হইতে কিনিয়া লইয়া যান জমিতে লাগাবার জন্য, গাছ হইলে গরুর খাবার হয়। এই কংগ্রেস সরকার হয়তো ভাল বুঝিয়াছেন যে গরমার গাছ খাইয়া যখন গরুর স্বাস্থ্য ভাল থাকে, তখন গরমার বীজন খাইয়া মানুষের স্বাস্থ্যও গরুর মত হইবে। আর এই কংগ্রেস সরকারের স্বাধীন রাজ্যে রামনগর ধাওয়ার ক্ষেতমজুরের কি দুরবস্থা! এই দুর্মূল্যের বাজারে তাদের এখনও দিন ॥০ আনা ॥৵০ আনা মজুরী আছে। যদি তারা বলে আমাদের মজুরী বাড়িয়া দিতে হবে তখন মিলের বাঙ্গালী সহের কর্ত্তারা বলেন তোমরা না হলে কি এবার কমিউনিষ্ট হবে? ক্ষেত মজুরের দাবী করলে কি কমিউনিষ্ট হয়? ইতি—শিক্ষকের মণ্ডল (শ্রীকিপুর)

(পৃথিবীর ইতিহাস একথাই বলে যে প্রতিক্রিয়া শক্তি শোষণের বিরুদ্ধে মানুষের আন্দোলনকে বিভক্ত করার উদ্দেশ্যে প্রথম কমিউনিষ্টদের উপর আঘাত সুরু করে; পরে সমস্ত শ্রমিক এবং জনসাধারণও বেহাই পায় না। কাজেই রামনগরের দেশী সাহেব কর্ত্তারাও ঐ কৌশল গ্রহণ করলে তার আর আশ্চর্য্য কী? —সঃ সং)

—বন্দীমুক্তির দাবী করার অপরাধ—

নির্ব্বাচনের মুখে রাজনৈতিক কর্ম্মীর সাজা

১৯৫০ সালের ২১শে জানুয়ারী বন্দীমুক্তির দাবীতে মিছিল করার অভিযোগে অভিযুক্তদের মধ্যে শ্রীশঙ্কর মণ্ডল ও পূর্ণেন্দু সরকারের ১মাস করিন কারাদণ্ড হয়। হাইকোর্টে আপীল করিলেও পূর্ব্ব আদেশ বাহাল থাকে। তাঁহাদের ডিভিসনের সুবিধাও দেওয়া হয় নাই। নির্ব্বাচনের মুখে তাঁহাদের শীঘ্রই জেলে ঢুকিতে হইবে। নির্ব্বাচন সংগ্রামে এখন হইতেই তাঁহাদের হাত পা বাঁধা পড়িল। নিজস্ব—

ভুখমিছিলের জের
সরকারী মামলা টিকিল না

১৯৫০ এর ৫ই আগষ্ট বহরমপুর সহরে ভুখমিছিল করার অভিযোগে অভিযুক্ত শ্রীলীলিপ সিংহ, নির্ম্মল বাগচী প্রভৃতি নয় জনের নিম্ন আদালতে প্রত্যেকের ২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। জেলা জজের নিকট আপীল করিলে তাহারা সকলেই মুক্তি পাইয়াছেন। নিজস্ব—

গরীবের চাঁদায় তৈরী হাঁসপাতালে
রাঘব বোয়ালের পৌষ মাস

বোগারা, পোঃ দম্পতগঞ্জ হইতে জনৈক দুঃখ ভঞ্জন সূত্রধর জানাইতেছেন, "আজ আমি অনেক দিন হইতে জ্বর ব্যারামে ভুগিতেছি। দেশে ডাক্তার দেখাইয়া কোন ফল না পাইয়া অবশেষে ভিক্ষা করিয়া ৫৲ টাকা সংগ্রহ করি। কোন মতে বহরমপুর হাসপাতালে আসিয়া পৌছাইলাম। ভাবিলাম হয়ত বা একটা কিনারা হইবে। কিন্তু হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হচ্ছে, হবে বলিয়া তিন দিন কাটিয়া গেল। ভর্ত্তির কোন ব্যবস্থাই হইল না। অবশেষে আমাকে জানান হইল ৯৲ টাকা দিলে তবে ভর্ত্তি করা হইবে। নয় টাকা দিতে পারি নাই, তাই ভর্ত্তি না হইয়া মরিবার জন্য পুনরায় গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছি।" .....পত্র লেখক লিখিয়াছেন—"গরীবের বলিবার মুখ নাই, কেননা টাকা নাই, ধান নাই, চাল নাই, লোকবল নাই, বিদ্যা নাই! রোগ আছে—প্রতিকার নাই। দেশে দেশে এক আনা করিয়া টিকিট বিক্রয় করিয়া হাঁসপাতাল হইতেছে—কি এই সব রাঘববোয়ালদের উদর পূর্ত্তির জন্য? দেশবাসীর ফাঁসী কাষ্ঠের বিনিময়ে নেতারা কি এই স্বাধীনতা আনিয়া দিয়াছেন?"

—দিকে দিকে নির্বাচনী অভিযান—

(১ম পাতার পর)

মোহন সেন, শশাঙ্কশেখর সান্যাল বক্তৃতা করেন শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন সেন ঐ সভাতে সরকারী ভাবে কংগ্রেস হইতে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত এবং ইউ-পি-বি'র কমিটীতে থাকিবার পূর্ণ সম্মতি ঘোষণা করেন। একজন উদ্বাস্তু কংগ্রেসী সরকারের অবসান কামনায় তাঁহাদের কলোনীতে ইউ-পি-বি গঠিতে নেতৃবৃন্দের সাহায্য প্রার্থনা করেন। পাড়ার যুবক ও কিশোরগণ স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে আলোচনা সভায় যোগ দিয়া উৎসাহের সৃষ্টি করে।

গোরাবাজার

গত ৩রা ডিসেম্বর ,গোরাবাজার ইউ-পি-বি'র একটি সভায় গোরাবাজার শাখার প্রতিষ্ঠা হয়। এই কমিটির সভাপতিরূপে প্রবীন চিকিৎসক ডাঃ শশীভূষণ দত্ত এবং সম্পাদকরূপে শ্রীবিজয় গুপ্ত নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীবিজয় গুপ্তের গৃহে ইউ-পি-বি অফিস খোলা হইয়াছে।

বলরামপুর—

গত ৩রা ডিসেম্বর বলরামপুরের সভায় শ্রীত্রিদিব চৌধুরী, শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যাল প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। ইউ-পি-বি'র সমর্থনে প্রচুর সাড়া পাওয়া যায়।

বেলডাঙ্গা :—

বেলডাঙ্গা ইউ-পি-বি'র প্রার্থী বিধান পরিষদে জনাব ফয়েজউদ্দিন ও লোকসভায় শ্রীত্রিদিব চৌধুরীর সমর্থনে প্রবীন দেশকর্ম্মী শ্রীহরেকৃষ্ণ খাঁ কমিউনিষ্ট পার্টির সনৎ রাহা, বদ্রীনারায়ণ খাঁ, আর-এস পি'র বানীন রায়, অনিল ঘোষ, ফরওয়ার্ডব্লকের ভাঃ রামানন্দ প্রামাণিক, শ্রীশৈলেন বিশ্বাস প্রভৃতি নির্বাচনী অভিযান সুরু করিয়াছেন। গত ১লা শ্রীহরেকৃষ্ণ খাঁর সভাপতিত্বে বেলডাঙ্গা ইউ-পি-বি গঠিত হয়। প্রতি ইউনিয়নের হিন্দু-মুসলীম প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় শ্রীসনৎ রাহা, বানীন রায়, নিতাই গুপ্ত, এবং সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন। ইউ-পি-বির প্রার্থীদের পক্ষে উৎসাহ ও উদ্দীপনা পূর্ণ সমর্থন দেখা যায়।

কাশিমবাজার :—

গত ২রা ডিসেম্বর কাশিমবাজারে ইউ-পি-বি'র প্রার্থীদের পক্ষে শ্রীসতীশচন্দ্র করের সভাপতিত্বে নির্বাচনী সভা হয়। বক্তৃতা করেন শ্রীসন্তোষ ভট্ট চার্য্য সনৎ রাহা, ছত্রপতি রায়, ত্রিদিব চৌধুরী এবং শশাঙ্কশেখর সান্যাল।

কাঁদি-গোকর্ণ-বড়ঞা :—

শ্রীত্রিদিব চৌধুরী, ছত্রপতি রায়, শশাঙ্কশেখর সান্যাল প্রভৃতি কান্দী-গোকর্ণ-বড়ঞা অঞ্চলে নির্বাচনী প্রচারে যান। স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে জনতার সমর্থন দেখা যায়।

ছ'ঘড়ি-দলতেবাজার-ভাকুড়ি :—

ইউ-পি-বি'র নির্ব্বাচনী প্রচার ছ'ঘড়ি-দলতেবাজার-ভাকুড়ি প্রভৃতি এলাকায় ব্যাপক গণসমর্থন লাভ করে। সর্বত্রই এক কথা "আপনারা এক হইয়াছেন কিনা।" ঐক্য প্রতিষ্ঠার সংবাদে সকলের চোখে মুখে উৎসাহ ও আশার সৃষ্টি করে।

জিয়াগঞ্জ :—

জিয়াগঞ্জ, ২৮শে নভেম্বর : এখানে ইউ-পি-বি প্রার্থী শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ অধিকারীর পক্ষে সুষ্ঠু প্রচার কার্য্য ব্যবস্থা করিবার জন্য গত রাত্রে স্থানীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি, আর-এস-পি ও কে-এম-পি প্রতিনিধি দের এক যুক্ত সভার অধিবেশন হয়। সভায় প্রতি দলের দুইজন করিয়া প্রতিনিধি লইয়া যুক্ত নির্ব্বাচন অভিযান কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটিতে আছেন শ্রীরাজসিং দুগড়, শ্রীমহিমা গোস্বামী, শ্রীসমর অধিকারী, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি (আহ্বায়ক), শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমহিমা সান্যাল।

সাগরদীঘি :—

রাজ্য পরিষদের সাগরদীঘি কেন্দ্রের সাগরদীঘি ও রঘুনাথগঞ্জ অঞ্চল হইতে যে সকল সংবাদ আসিতেছে তাহাতে প্রকাশ যে ঐ দুই অঞ্চলের অধিকাংশ ভোটদাতাই নাকি আর-এস-পি সমর্থিত ও ইউ-পি-বি মনোনীত নির্ব্বাচন প্রার্থী শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় এবং সংরক্ষিত আসনের প্রার্থী শ্রীঅম্বিকা চরণ দাসকে ভোট দেওয়ার পক্ষপাতী। ঐ কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত, নবগ্রাম থানা হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে তথাকার স্থানীয় কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা ইউ-পি-বি মনোনীত প্রার্থীদ্বয়ের অনুকূলে জোর প্রচার কার্য্য চালাইতেছেন এবং কমিউনিষ্ট নেতা গৌরী-ভট্টাচার্য্য তথায় রওনা হইয়া গিয়াছেন।

নবগ্রাম, সাগরদীঘি ও রঘুনাথগঞ্জ সর্ব্বত্রই ঐ কেন্দ্রের কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য এবং অন্যতম স্বতন্ত্র প্রার্থী রায় সুরেন্দ্রনারায়ণ-সিংহ বাহাদুরের বিরুদ্ধে শত শত কারণে জনসাধারণের অবস্থা ইউ-পি-বি প্রার্থীদের ভোট সংখ্যা বৃদ্ধির বিশেষ সহায়তা করিতেছে।

শ্যামাপদ বাবু ও সুরেন্দ্র বাবু এই জেলার রাজনীতি ও সমাজসেবার প্রতিটি ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ব্যর্থতার পরিচয় দেন নাই— তাঁহাদের অযোগ্যতা, দুর্নীতি-পরায়ণতা এবং যথেচ্ছচারিতার ফলেই জেলাব্যাপী জনসাধারণের জীবনে নানাবিধ জটিল সমস্যারও সৃষ্টি করিয়াছে এবং উহার দৃষ্টান্তস্বরূপ জনসাধারণ কথায় কথায় শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য্যের আমলে বহরমপুর ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার এবং রায়-বাহাদুর সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহের হাত হইতে জেলা বোর্ডের কর্ত্তৃত্ব কাড়িয়া লওয়ার কথা উল্লেখ করিতেছেন?

এইভাবে কংগ্রেসী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে একদিকে শত-সহস্র অভিযোগ,— অপরদিকে ইউ-পি-বি'র প্রতি জনগণের অফুরন্ত সমর্থন দিকে দিকে উৎসারিত হইতেছে।

জঙ্গীপুর মহাবিদ্যালয় প্রথম বার্ষিক
—প্রীতি সম্মেলন—

জঙ্গীপুর, ২৬শে নভেম্বর — গত ২৪শে নভেম্বর, শনিবার সন্ধ্যায় জঙ্গীপুর মহাবিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদের পক্ষ হইতে প্রথম বার্ষিক প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

সভার প্রারম্ভে বাণী সরকার ও ইলা চ্যাটার্জ্জির প্রযোজনায় উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হয়। বাড়ালা উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত গাঢ়ুগোপাল মুখোপাধ্যায় সভায় পৌরহিত্য করেন এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত মনোজ বসু মহাশয়।

জঙ্গীপুর মহাবিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সহকারী সম্পাদক শ্রীবিশ্বপতি চট্টোপাধ্যায় গত একবৎসরের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে এক বিবরণী পাঠ করেন।

শ্রীঅতীন্দ্র মজুমদার, যূথিকা চক্রবর্ত্তি, সলিল ভৌমিক ও জ্যোতি সরকার সভায় গান করেন। সভাপতি মহাশয় বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করিয়া এক বক্তৃতা করেন। বাণী সরকারের সমাপ্তি সঙ্গীতের পর সভার কাজ শেষ হয়। সংবাদদাতা—

কবির লড়াই থামাইয়া কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী
— প্রচারে ফ্যাসাদ —

জলঙ্গী, ৩০শে নভেম্বর— জলঙ্গী উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে কবি শ্রীনগেন্দ্রের চক্রবর্ত্তি মহাশয়ের সহিত কবি শেখ গোমানী দেওয়ান সাহেবের তিন দিন ধরিয়া যে লড়াই চলিল তাহাতে লড়ায়ের বিষয় ছিল "ভারতসরকার ও তার প্রজাবৃন্দ" "ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম" "লাঙ্গল ও কলম" গানের সময় প্রতি দিন দশ বার হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল। অধিক লোকের জন্য মাইকের ব্যবস্থা ছিল। বহু লোকের সমাগম শুনিয়া জলঙ্গী থানার পশ্চিমবঙ্গ মহাসভার আসন্ন নির্ব্বাচনে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী জনাব এ, এম, এ, জামাল সাহেব হঠাৎ আনন্দ থামাইয়া সমাগত জনসাধারণের নিকট নানা প্রসঙ্গ তুলিয়া ভোট প্রার্থনা করেন। পরে স্থানীয় প্রার্থী গোলাম সোলেমান সাহেবও সুযোগ বুঝিয়া ভোট সম্বন্ধে দুই এক কথা বলেন। কবির লড়ায়ের মধ্যে কিছু সময় ধরিয়া নির্ব্বাচনের লড়াই চলিল। গানের আনন্দের মধ্যে জামাল সাহেব ভোটের কথা তুলায় সাধারণের চিত্তে চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। সংবাদদাতা—

সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে শ্রীবিজয় গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত ও **প্রতিভা প্রিন্টিং ওয়ার্কস** (নাগড়া) হইতে জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত

Vill. Khoshbachpur
P.O. Gokarna
Dist. Murshidabad

মৌঃ আব্দুর রহমান কেরোসী—
খোশবাসপুর—

সাপ্তাহিক সংগঠন

মুর্শিদাবাদ জেলার প্রগতিশীল মুখপত্র

সম্পাদক মণ্ডলী
শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী
অধ্যাপক নির্ম্মাল্য বাগচী
শ্রীবিজয় গুপ্ত।
শ্রীসনৎ রাহা
শ্রীশৈলেন অধিকারী

প্রথম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা | ২৭শে অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৮, ইং ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৫১। | মূল্য ⁄০ এক আনা

কংগ্রেসী বুলেটের ফসল :—
সাড়েচার বছরে সারা-ভারতে কংগ্রেসী শাসকেরা গুলী চালাইয়াছে ১৯০২ বার
হত্যা করিয়াছে :— ৩৭৮৪ জনকে
জেলে হত্যা করিয়াছে :— ৮২ জনকে
জখম করিয়াছে :— ১০,০০০ জনকে
আটক রাখিয়াছে :— ৫০,০০০ জনকে

হাজার হাজার জনসমাবেশে ইউ-পি-বি'র মনোনীত প্রার্থীদের অভূতপূর্ব্ব সমর্থন

কংগ্রেসী রাজ খতম করিতে সারা-জেলা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ

কংগ্রেসী ভীতি প্রদর্শন ব্যর্থ করিয়া সহস্র সহস্র মুসলমান জনতাও আগাইয়া আসিয়াছেন

বহরমপুর, ১০ই ডিসেম্বর : প্রায় ১২ দিন সুসংবদ্ধ ও মিলিত নির্ব্বাচনী অভিযান চালাইয়া মুর্শিদাবাদ জেলা ইউনাইটেড প্রগেশিভ ব্লকের কর্মিগণ জেলার সর্ব্বত্র ইউ-পি-বি'র নির্ব্বাচনী সংগঠন গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইউ-পি-বি'র কর্মিগণ জেলার সর্ব্বত্র ইউ-পি-বি'র সংগঠন গড়িয়া তোলা মাত্র ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল প্রমুখ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ ভীত হইয়া পড়িয়াছেন এবং মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ মুর্শিদাবাদ জেলায় সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই দেখিয়া অধুনা কংগ্রেসী ও ভূতপূর্ব্ব লীগ নেতা সাহেবজাদা কাজিমআলি মির্জা প্রমুখ সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলীম নেতৃবৃন্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মুসলিম জনতাকে বিভ্রান্ত করিতে সুরু করিয়াছেন।

"কংগ্রেসকে ভোট দাও, নইলে পাকিস্তান অথবা জাহান্নমে যাইবে।"

গত ৬ই ডিসেম্বর তারিখে ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল ও শ্রীগোলবদন ত্রিবেদী কান্দী থানার মহালন্দী গ্রামে এক সভায় সমবেত হন। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন লালগোলা কেন্দ্রের বিধান সভার জন্য কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী সাহেবজাদা কাজিমআলী মির্জা। সভায় সাহেবজাদা উপস্থিত মুসলিম জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলেন "যদি বাঁচিতে চাও তবে কংগ্রেসকে ভোট দাও, অন্যথায় হয় পাকিস্তানে আর না হয় জাহান্নমে যাইতে হইবে।" উপস্থিত মুসলিম জনতার মধ্য হইতে সাহেবজাদাকে কয়েকটি প্রশ্ন করা হইলে তিনি মোটর গাড়ী চড়িয়া পলায়ন করেন।

৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

কারান্তরাল হইতে মুর্শিদাবাদের প্রিয় নেতা রাজবন্দী অনন্ত ভট্টাচার্য্যের ইউ-পি-বি কে জয়যুক্ত করার আহ্বান

'সংগঠনের' সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম ঈসনৎ রাহার নিকট মুর্শিদাবাদের প্রিয় নেতা রাজবন্দী অনন্ত ভট্টাচার্য্য দমদম সেনট্রাল জেল হইতে লিখিতেছেন—

"...আশা করি মুর্শিদাবাদের অধিবাসীরা এই ব্লকের সমর্থিত প্রার্থীদের জয়যুক্ত করবে। সরকারের কারাগারের সেলের মধ্যে আবদ্ধ থেকে আমার কণ্ঠস্বর তো আর জেলার অধিবাসীদের কাছে পৌঁছতে পারছে না। তবুও আমি জানি আমার মন দেশবাসীর সাথে রয়েছে।"

ষ্টাফ—

ফেউ

কিছুদিন পূর্ব্বে বামগন্থী ব্লকের নির্ব্বাচন প্রার্থী শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ অধিকারী (জয়বাবু) ২নং ভগবানগোলা ইউনিয়নে ভোট প্রচারের জন্য যাইলে আই, বি, ওয়াচার তাঁহার পিছনে সব সময়ই লাগিয়া থাকে। সর্ব্বত্র এডভাইসরী বোর্ডের কর্ম্মকর্ত্তা ও আধাসরকারী ব্যক্তিরা কংগ্রেসের পক্ষে অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করিয়া ভোট আদায় করিবার চেষ্টা করিতেছে।

নিজস্ব—

নির্ব্বাচন প্রার্থী কমিউনিষ্ট রাজবন্দীর পেরোলে মুক্তিলাভ

বহরমপুর : গত ১০ই ডিসেম্বর বহরমপুর সেনট্রাল জেল হইতে মালদা কেন্দ্রে নির্ব্বাচন প্রার্থী কমিউনিষ্ট রাজবন্দী নরেশ চক্রবর্ত্তি পেরোলে মুক্তিলাভ করিয়া মালদা রওনা হইয়া গিয়াছেন। নির্ব্বাচন শেষে ১লা ফেব্রুয়ারী বেলা ১০টার মধ্যে তাঁহাকে আবার জেলে পুরিবার জন্য জেল গেটে হাজির থাকিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। কংগ্রেসী দুঃশাসনকে খতম করিবার জন্য শ্রীচক্রবর্ত্তির প্রতি জনতার সমর্থনের কথা মালদা হইতে আগত যাত্রীদেরও মুখে মুখে শোনা যায়।

—নিজস্ব

জেলা ইউ, পি, বি'র কর্ম্মসূচী

১। কমনওয়েলথের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ।

২। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ এবং বিনা মূল্যে চাষীদের হাতে জমি অর্পণ।

৩। বৃটিশ ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী মূলধন বাজেয়াপ্ত করা এবং বৃটিশ পুঁজি অবিলম্বে রাষ্ট্রের হাতে আনা।

৪। পাট, কয়লা লৌহ, ইস্পাত, চা বাগান প্রভৃতি মূল ও বৃহৎ শিল্প রাষ্ট্রের আয়ত্বাধীনে আনা।

৫। দেশের জাতীয় শিল্প ও ছোট শিল্পকে রক্ষা

৪র্থ পাতায় দেখুন

বেইমান কংগ্রেস রাজকে খতম করুন

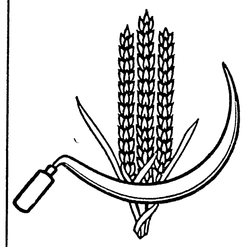

ইউ-পি-বি'র মনোনীত কয়েকজন প্রার্থীর প্রতীক চিহ্ন

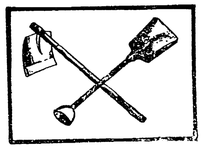

বহরমপুর লোকসভায় **ত্রিদিব চৌধুরী** (আর-এস-পি)
বিধান সভায় **শশাঙ্কশেখর সান্যাল** (ইউ-এস-ও)

বেলডাঙ্গায় **ফয়েজুদ্দিন** (কমিউনিষ্ট)

ইউ-পি-বি'র উল্লিখিত প্রার্থীদের উপরের চিহ্নিত বাক্সে ভোট দিয়া জয়ী করুন

স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার

মত প্রকাশের স্বাধীনতাও আমাদের জন্মগত অধিকার। সংবিধানে তাহা সম্পূর্ণতঃ সুনিশ্চিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হইব না।

সংগঠন

২৭শে অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার

ইউ-পি-বি'কে জয়যুক্ত করুন

নির্ব্বাচন আসিয়া পড়িয়াছে। দেশবাসীর সম্মিলিত দাবী অগ্রাহ্য করিয়া শত শত দেশপ্রেমিককে কারাগারে আটক রাখিয়া, মতামত প্রকাশের অধিকার সংকুচিত করিয়া কংগ্রেসী শাসক শ্রেণী পুলিশ আই-বি জমিদার জোতদার ও মুনাফাখোরদের সাহায্যে নির্বাচন পাড়ি দিতে অগ্রসর হইতেছেন। অথচ গণআন্দোলনকে স্তব্ধ করিবার জন্য তাঁহারাই অগ্রণী প্রগতিশীল দলগুলির বিরুদ্ধে বলিয়া বেড়ান—ইহারা গণতন্ত্র মানে না। মুখে শান্তি-শৃঙ্খলা ও গণতন্ত্রের বুলি কপচাইলেও শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক উপায়ে কংগ্রেসী শাসন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধনের পথে সর্ব্বপ্রকারে বাধা দিতে তাঁহারা যে বদ্ধ পরিকর তাহার জীবন্ত প্রমাণ হইলেন বিনা বিচারে কারারুদ্ধ শত শত দেশপ্রেমিক।

তথাপি নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও জনসাধারণ ঘোষণা করিয়াছেন—কংগ্রেস সরকারের এই ভোট ভোট খেলাও তাহার পক্ষে কাল হইবে। ইতিমধ্যেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুর্শিদাবাদে সংযুক্ত প্রগতিশীল ব্লক (ইউ, পি, বি) গঠিত হইয়াছে। জনসাধারণের নিকট যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল তাহার প্রত্যেকটি ভঙ্গ করিয়া কংগ্রেস নিজেকে বিশ্বাসঘাতক প্রমাণ করিয়াছে। এই বিশ্বাসঘাতকতা আকস্মিক নয়। পরাধীনতার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের জনসাধারণের জীবন পণ সংগ্রামের গতিপথে একমাত্র সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেও, কংগ্রেসের মধ্যে বরাবর একই সঙ্গে পাশাপাশি দুইটি স্বতন্ত্র নীতি ও কার্য্যক্রম চলিয়া আসিয়াছে। একটি দেশের সাধারণ মানুষের নীতি—যে মানুষ কারাগারে অথবা লোক চক্ষুর অন্তরালে তিলে তিলে জীবন দিয়াছেন, সাম্রাজ্যবাদের সহিত আপোষ বা তাহার নিকট আত্মসমর্পনের কথা কল্পনাও করেন নাই। আর একটি হইল গান্ধী-প্যাটেল-জহরলাল-রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ কংগ্রেসী নেতৃত্বের নীতি—যাঁহারা গণআন্দোলনের ভয়ে এবং দেশীয় শোষক শ্রেণীর স্বার্থে বার বার সাম্রাজ্যবাদের সহিত আপোষের দিকে ঝুঁকিয়াছেন। সাম্রাজ্যবাদী শাসক গণ আন্দোলনের প্রত্যেকটি স্তরে এই দুই ধারাকে লক্ষ্য করিয়া দুই রকম অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছে। একদিকে সংগ্রামী জনতার প্রতি প্রচণ্ড দমন নীতি প্রয়োগ করিয়াছে, অন্যদিকে একই সঙ্গে গণ-আন্দোলন বিরোধী নেতৃত্বের সহিত আপোষ আলোচনা চালাইয়া কংগ্রেসকে বিপ্লবের বিরুদ্ধে "সেফটি ভেলভ" হিসাবে ব্যবহার করিয়াছে। নেতারাও জেলে গিয়াছেন, গান্ধিজীকেও আগা খাঁ'র প্রাসাদে আটক থাকিতে হইয়াছে। কিন্তু জনসাধারণের আত্মত্যাগের সহিত তাহার তুলনা হয় না। কত সংসার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সাম্রাজ্যবাদের বিষ-নিশ্বাসে কত তরুণ-জীবন ঝরিয়া গিয়াছে—কিন্তু ভারতবর্ষের মৃত্যুঞ্জয়ী জনতা আত্মসমর্পণের কথা চিন্তাও করেন নাই। কংগ্রেসী নেতৃত্ব কিন্তু বার বার আত্মসমর্পণ করিয়াছে। রাজনীতিকে আধ্যাত্মিকতা ও অলৌকিকতার সংমিশ্রণে ঘোঁয়াটে করিয়া গান্ধিবাদী নেতারা সংগ্রামী কর্ম্মসূচী হইতে জনতাকে দূরে রাখিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কংগ্রেসী নেতৃত্বকে বিমূঢ় করিয়া দিয়া জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ঘৃণা ফাটিয়া পড়িয়াছে বড়দৌলি, চৌরিচৌরা, মেদিনীপুর, চম্পারণ, বলিয়া। ১৯০৯ সালে মর্লে মিন্টো সংস্কার আসিয়াছে, ১৯১৯সালে রাউলাট আইন এবং জালিওয়ানাবাগ হত্যাকাণ্ডের মত ঘটনা ঘটিয়া যাইবার পরও স্বয়ং গান্ধিজী মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার সমর্থন করিয়াছেন, অহিংসার দোহাই দিয়া ১৯২১ এর বিরাট গণ-আন্দোলনকে চৌরিচৌরার ঘটনার জন্য বন্ধ করিয়া দিয়া গান্ধিজী গণ-আন্দোলনকে পিছন হইতে ছুরিকাঘাত করেন। তবুও জনসাধারণ আগাইয়া গিয়াছে। লাহোর প্রস্তাবের পর '৩০ সালের আন্দোলনে জনতার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিক্ষোভ আপোষকামী কংগ্রেসী নেতৃত্বের সংকীর্ণ সীমারেখ ছাপাইয়া অগ্রসর হইল, বাংলার যুবকেরা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল করিলেন, যুক্তপ্রদেশে কৃষকেরা খাজনা বন্ধ আন্দোলন সুরু করিলেন, পেশোয়ারের অধিবাসীরা দশদিন ধরিয়া পেশোয়ার দখল করিয়া রাখিলেন, সাম্রাজ্যবাদের কূট কৌশল ব্যর্থ করিয়া গাড়োয়ালী হিন্দু ফৌজ পেশোয়ারের মুসলমান জনতার উপর গুলি চালাইতে অস্বীকার করিল। কংগ্রেসের অহিংস নেতা গান্ধিজী ইহাতে খুসী হইলেন না। তিনি প্রকাশ্যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এই গৌরবময় ঘটনার নিন্দা করিলেন এবং গান্ধি-আরউইন চুক্তিপত্রে সহি দিবার সময় এই বীর সৈনিক ও অগণিত দেশ প্রেমিককে আটক রাখার সাম্রাজ্যবাদী সর্ত্ত মানিয়া লইলেন। বীর ভগত সিং এর ফাঁসির রদ হইল না। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণ-আন্দোলনের মধ্যে যাঁহারা প্রতি পদে 'হিংসা'র গন্ধ পাইতেছিলেন তাঁহাদেরই মন্ত্রীত্বের আমলে ১৯৩৮ সালে বোম্বাই এর রাজপথ শ্রমিকের রক্তে লাল হইয়া গেল। ১৯৪৬এ বোম্বাই এর বন্দরে হিন্দু মুসলমান নৌ-সৈন্য মিলিতভাবে বিদ্রোহের পতাকা উড়াইয়া দিল। দেশবাসী আর একবার মর্ম্মাহত হইয়া দেখিল হিন্দুমুসলমান ঐক্যের প্রতীক গান্ধিজী এই সংগ্রামী ঐক্যকে 'অসাধু মিলন' বলিয়া ব্যঙ্গ করিলেন এবং 'লৌহ মানব' সর্দ্দারজী মুক্তিকামী নৌ-সেনাদের আত্মসমর্পণের নির্দ্দেশ দিলেন। মুক্তি যোদ্ধাদের প্রতি এই ভাবে আত্মসমর্পণের নির্দ্দেশ দিয়া নিজেদের আত্মসমর্পণের পটভূমি রচনা সম্পন্ন হইল। ইহাই ইতিহাস!

দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া লাভ নাই। এই আপোষকামী নীতিরই পরিণতি ঘটিল ১৯৪৭ সালে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনায় চূড়ান্ত আত্মসমর্পণে। সাম্রাজ্যবাদের সহিত আপোষ ও আত্মসমর্পণের কলঙ্কটুকু মুছিয়া করিয়া আজ কংগ্রেস দেশবাসীর সামনে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া আছে। সেই জন্যই কংগ্রেস জনতা হইতে বিচ্ছিন্ন এবং জনসাধারণ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে।

জাতীয় আন্দোলনের গতিপথে যে সমস্ত বামপন্থী দল জন্মলাভ করে তাহারা কংগ্রেসের এই আপোষ-নীতি ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বরাবর সংগ্রাম করিয়াছে, বার বার তাহার বিরুদ্ধে এক হইয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে। সেই গৌরবময় ঐতিহ্য ও অস্পষ্ট প্রেরণা আজ স্পষ্টতররূপ পাইতেছে সাম্রাজ্যবাদ এবং তাহার তল্পিবাহী কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া। জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম আজ নূতন স্তরে পৌঁছিয়াছে। (৩) আজ কংগ্রেস-বিরোধী রাজনৈতিক মঞ্চে বিভিন্ন প্রগতিশীল বামপন্থীদলের সহিত সহস্র সহস্র হিন্দু ও মুসলমান নূতন সমাজ ব্যবস্থা পত্তন করিবার জন্য ইউ-পি-বি'র কর্ম্মসূচীর প্রতি অভিনন্দন জানাইতেছে। ধূলিয়ান, অরঙ্গাবাদ সীমান্ত এলাকাতেও সহস্র সহস্র পশ্চাদপদ স্থানীয় জনতাও এই ঐক্যবদ্ধ যুক্ত ফ্রন্টকে আশীর্ব্বাদ জানাইয়া কংগ্রেসী শাসনের অবসান করিবার প্রতিজ্ঞা লইয়াছেন। সংগ্রামী ঐতিহ্য ও সাফল্যের নূতন সম্ভাবনা হইয়া যে অঙ্কুরটি জন্মলাভ করিয়াছে তাহাই ইউ-পি-বি। জনতার ইচ্ছা ও আন্দোলনের মধ্য দিয়া রূপান্তরিত হইয়া এই অঙ্কুর একদিন মহীরুহে পরিণত হইবে! সুতরাং ইউ-পি-বি'র জয়লাভ অতীত ও ভবিষ্যতের যাহা কিছু শুভ ও কল্যাণকর তাহারই জয়লাভ।

—বন্দী-মুক্তির দাবীতে গণ-সহি—

আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনে দেশের প্রতিটি মানুষকে সমান অধিকার দেওয়ার গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী দেশে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর অবিলম্বে মুক্তি দাবী করিয়া এবং রাজনৈতিক বন্দীদের গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহারের দাবী জানাইয়া নবগ্রাম থানার কৃষক, মধ্যবিত্ত, ছাত্র, মহিলা, শিক্ষক সকল শ্রেণীর মানুষ পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রীর নিকট এক খানি গণদরখাস্ত পাঠাইবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্যাবধি পাঁচ শত সহি উঠিয়াছে। এই দরখাস্তে সহি তুলিতে আগাইয়া আসিয়াছেন নবগ্রাম থানার মারেরা। তাঁহাদের মধ্যে মহামায়া সরকার এবং বীণা সান্যাল একদিনে মুসলমান ঘরের মায়েদের সহিত সহি তুলিয়াছেন ৭৫টি। এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁহারা সহি দিয়াছেন তাঁহারা হইতেছেন —শ্রীনরেন্দ্রনাথ চৌধুরী (সভাপতি, থানা শান্তি কমিটি) শ্রীবিশ্বনাথ সান্যাল, (হেড মাষ্টার অমৃতকুণ্ডু বিদ্যামন্দির) অমূল্যরতন ঘোষ, (কংগ্রেস), নির্ম্মল মৃধাজী, (সম্পাদক, থানা খাদ্য অভিযান কমিটি), ধরেন বাগ, (সম্পাদক, কৃষক সমিতি ৭নং ইউনিয়ন) অতির বেহারা, (সভাপতি, কৃষক সমিতি), কৃষ্ণপদ রায় চৌধুরী, (হেডমাষ্টার গুড়োপাশলা শিক্ষা-নিকেতন), সরোজ রায় চৌধুরী প্রভৃতি।

—নিজস্ব

প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন

কান্দি : আগামী ২৩শে ডিসেম্বর রবিবার কান্দি সহরে কান্দি, খড়গ্রাম, বড়ঞা ও ভরতপুরের কিয়দংশের প্রাথমিক শিক্ষকদের লইয়া প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। এই সম্মেলন উপলক্ষে বিভিন্ন থানার প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রতিনিধি নিয়ে একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হইয়াছে এবং সম্মেলনের জন্য শিক্ষকদের মধ্যে অপূর্ব্ব সাড়া সৃষ্ট হইয়াছে।—নিজস্ব

ইসলামপুর

আগামী ১৯শে ডিসেম্বর বুধবার ইসলামপুর হাইস্কুলে রাণীনগর থানা প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। —নিজস্ব

প্রাথমিক শিক্ষক

জিয়াগঞ্জ আমাইপাড়া রিফিউজি প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক শ্রীকিশোরীমোহন দে ঐ স্কুলে ৮ মাস যাবত কাজ করিতেছেন! অথচ আজ পর্য্যন্ত কোন বেতন পাইতেছেন না। শ্রীযুক্ত দে মহাশয় ম্যাট্রিক পাশ এবং যোগ্যতার সহিত শিক্ষকতা করিয়া আসিতেছেন। অথচ সরকারী দীর্ঘসূত্রতার জন্য আটমাস যাবত বিনা বেতনে কাজ করিতে বাধ্য হইতেছেন। কিশোরী বাবু অত্যন্ত হীন অবস্থায় পড়িয়াছেন। আশু তাঁহার বেতনের ব্যবস্থা না করিলে উপবাসে দিন কাটাইতে হইবে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের নিকট সকল অবস্থা জানাইয়া তার পাঠাইয়াছেন। নিজস্ব—

কংগ্রেসী কৃতিত্ব

কল্যাণকর কোন কাজ কংগ্রেসের মাধ্যমে ব্যতীত সম্পন্ন করা সম্ভব নয় ...বলেছেন শ্রীনেহেরু।

প্রধান মন্ত্রীর এই উক্তি যুক্তি দিয়ে সমর্থন করেছেন "হোমা", যথা—

গৌরী সেনের এক কোটী টাকা দেয়ালের খেসারত হিসাবে খরচ করা হয়েছে এবং তা' সম্ভব হয়েছে প্রিফ্যাবরিকেসন ফ্যাক্টরীর সৌজন্যে।

চোরাধীনতায় গেছে এক কোটী টাকা সিন্ধ্রির তৈরির কারণানাতে।

জীপ্ কেলেঙ্কারীর জাঁতা কলে গেছে এক কোটী হুইস্কিতে হাওয়া হয়েছে এক কোটী।

নলকূপের ঠিকাদার-জামাইবরণের ইসের মধ্যে এক কোটী।

আর, জুট কনট্রোলের জুয়াচুরিতে গেছে একশো কোটী টাকা।

আন্তর্জাতিক খ্যাতি কিনতে খরচ হয়েছে দশকোটী এবং গভীর সমুদ্রে মাছধরার জন্য জলে ফেলা হয়েছে এক কোটী টাকা।

—আত্মাপিত' এই লীলা করে গৌর রায়
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।

বলদকে ভোট!

জিয়াগঞ্জ, ভগবানগোলা থানার ৮নং ইউনিয়নে কংগ্রেসীরা ভোট চাইতে গেলে সেখানকার যুবক সম্প্রদায় সোজাসুজি বলিয়া বসেন "মহাশয় আমরা বলদকে ভোট দেব না।" ইহাতে কংগ্রেসীরা ক্ষিপ্ত হইয়া পুলিশের ভয় দেখাইতেছে। নিজস্ব—

"জনশিক্ষা অনুষ্ঠান"

গত ১।১২।৫১ তাং সন্ধ্যায় মিকী ইউনিয়নবোর্ড অফিস প্রাঙ্গনে ইটোর ও পলষণ্ডা বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র এবং নৈশ বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রগণের এক অনুষ্ঠানে কিরীটেশ্বরী ও নারায়ণপুর ইউনিয়নের প্রায় তিন হাজার লোকের সমাগম হয়। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন মাননীয় ডি, এস, ই, ও মহোদয়। জনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক শ্রীমদন মোহন ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং সভাপতি মহাশয় সরল ভাষায় বুঝাইয়া দেন। নৈশ বিদ্যালয় গুলির জন্য বিনোদ বাবুকে অভিনন্দিত করা হয়। সাঁওতাল নৃত্য, গান নাচ ও কীর্ত্তন ইত্যাদি নানাবিধ আমোদ প্রমোদ দ্বারা উপস্থিত সকলে মুগ্ধ হন। কবি শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাস ও শ্রীঅনাদিভূষণ মণ্ডলের কবিগান পরদিন বেলা ১১টা পর্য্যন্ত হয়। ইহাতে জনসাধারণের মধ্যে জনশিক্ষার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। ডি, এস, ই, ও মহোদয় "ইটোর বিনোদ পাঠাগার" পরিদর্শন করেন। সংবাদদাতা—

অম্বিকা স্মৃতি কপাটী প্রতিযোগীতা

গত ২রা ডিসেম্বর নশীপুরে অম্বিকা স্মৃতি কপাটী প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত খেলায় জিয়াগঞ্জ টাউন ক্লাব দেবীপুর ক্লাবকে ৩—২ হালে পরাজিত করিয়া জয়ী হইয়াছেন। পারিতোষিক বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠন পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম শ্রীশৈলেন্দ্র অধিকারী। নিজস্ব—

ইতিহাস বিশ্রুত স্থান পরিদর্শনকারী স্পেশ্যাল ট্রেণ

মুর্শিদাবাদ জেলার ইতিহাস বিশ্রুত স্থান সিরাজ-উদ্দৌলার কবর, মহারাজ নন্দকুমারের কুঞ্জঘাট রাজবাড়ী, বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী মিজ্জাফরের হীন ষড়যন্ত্রের ঘোর আপত্তিকারী প্রাতঃ স্মরণীয়া রাণী ভবানীর বড়নগরস্থিত বাটী, কালীবাড়ী, ভবানীশ্বর শিব মন্দির, চার শিবমন্দির প্রভৃতিস্থান পরিদর্শনের জন্য গুজরাট অঞ্চল হইতে একটি স্পেশ্যাল ট্রেণ মুর্শিদাবাদে আগমন করে। সংবাদদাতা—

প্রশ্নবানে নাজেহাল হইয়া কংগ্রেসী সেক্রেটারীর পলায়ন—

[বিদায়কালে শক্তি পরীক্ষার অফালন]

আমডহরা, ২১শে অগ্রহায়ণ— গত ২০শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার, মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস সম্পাদক শ্রীদুর্গাপদ সিংহ আমডহরা ইউনিয়নে জিপ যোগে প্রদক্ষিণ করেন। সাথী হিসাবে ছিলেন স্থানীয় কংগ্রেস কর্ম্মীরা। রাত্রি দশটায় চৌকিদার প্রভৃতি রাজ কর্ম্মচারীদের সাহায্যে স্থানীয় জনসাধারণকে জমায়েৎ করেন। শ্রীদুর্গাপদ সিংহ কংগ্রেসের আদর্শ সম্বন্ধে প্রায় দেড় ঘণ্টা যাবৎ বক্তৃতা দেন। শেষে তিনি মন্তব্য করেন কংগ্রেসই একমাত্র মুসলমান জনসাধারণের বাঁচবার প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেসের মত সাম্প্রদায়িকতাশূন্য প্রতিষ্ঠান সারা ভারতে তথা বিশ্বে আর দ্বিতীয় নাই। তারপর জনসাধারণের মতামত জিজ্ঞাসা করিলে "আমডহরা জেনারেল মার্চ্চেন্টেরস্ এসোসিয়েশনের সম্পাদক এম, ইয়াকুব হোসেন প্রতিবাদচ্ছলে জানান "শ্রীদুর্গাবাবু আপনাদেরকে যে ভাবে যে কথাগুলি বলে গেলেন তাহা মোটেই সত্য নহে। আমাদের এলাকায় যেখানেই নিরীহ জনসাধারণের উপরঃঅত্যাচার ও নির্যাতনের অভিযান চলেছে, সেগুলো করেছে একমাত্র কংগ্রেসীরাই। কংগ্রেস কর্ম্মীরাই আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িকতা বীজ ছড়িয়ে দিয়েছেন।" জনসাধারণের ভিতর একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় কৃষক মজদুর কর্ম্মী জনাব আবুল খায়ের শ্রীদুর্গাবাবুর বক্তৃতার প্রতিবাদে বলেন, "যখন আমাদের মুসলমান জনসাধারণের উপর কংগ্রেসীদের নানান অত্যাচার জুলুম চলিতেছিল তখন দুর্গাবাবু কোথায় ঘুমিয়েছিলেন।" তার পর তিনি স্থানীয় প্রতিবাসীদের উপর কংগ্রেসী ও পুলিশ জুলুমের করুণ কাহিনী ব্যক্ত করিয়া বলেন, "তখন দুর্গাবাবু স্বয়ং অত্যাচারী কংগ্রেসীদের পক্ষেই তদবীর করিয়াছিলেন।" তখন নানানভাবে বচসা আরম্ভ হইলে দুর্গাবাবু সেখান থেকে বিদায় গ্রহণকালে বলেন, তোমাদের ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ ব্লকের শক্তি পরীক্ষা হবে 'বুলেট বাক্সে।' জনাব এম, ইয়াকুব হোসেন তদুত্তরে বলেন, "মহাশয় জনসাধারণ কংগ্রেসের ধাপ্পাবাজী অনেকটাই বুঝে ফেলেছে। বুলেট বাক্সে শুধু আমাদের শক্তিই পরীক্ষা হবে না, জনসাধারণ কংগ্রেসকে সমুচিত শিক্ষাও দিবেন।

সংবাদদাতা

ঔষধ কিনিতে হইলে
সর্ব্বাগ্রে
গৌরী ফার্ম্মেসী-তে
(নেতাজী রোড ঃঃ খাগড়া পোঃ)
আসুন।

সুলভে বিক্রয় নোটীশ
১২ এইচ, পি, জার্ম্মান, এইচ, এম, জি, তৈল ইঞ্জিন ও ৫ খানা তাঁতের মিলের যাবতীয় সাজ সরঞ্জাম খোলা অবস্থায় রহিয়াছে। নিচের ঠিকানায় খোঁজ করুন—
শ্রীজগদীশচন্দ্র দত্ত
ডেভিস রোড ঃঃ পোঃ বহরমপুর
গোরাবাজার

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

গৌরী বরদিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের মহাকর্ম্মীদের ধাপ্পাবাজি

মহাশয়,

আমি আজ ৬ বৎসরকাল ঐ বিদ্যালয়ে চাকুরী করিতেছিলাম। হঠাৎ শুনিলাম আমাকে বরখাস্ত করা হইয়াছে। কিন্তু আমার বকেয়া ২৯৷০ মাসের স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক প্রদত্ত মাসিক ৫৲ হিঃ যে বেতন, দেন নাই তাহার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। ইহার দাবী করিলে আশ্বাস দেন যে যতদিন বেতন পরিশোধ না হইবে ততদিন আমাকে কাজে রাখা হইবে। উহা ১লা সেপ্টেম্বর এর কথা। আমি ১লা স্কুলে কাজ করি। ২রা রবিবার ছিল। ৩রা গিয়া দেখি নূতন লোক, সেক্রেটারী মহাশয়ের ১৭।১৮ বৎসরের যুবক পুত্র রাতারাতি বহাল হইয়া গিয়াছে। আমার বকেয়া মাহিনার কথা কি হইল জিজ্ঞাসা করিলে আমাকে ৫৭৷০ টাকার মধ্যে ৩০৲ দেন। বাকী পাওয়া যাবেনা বলেন। আমি বিচার দেখিয়া হতবাক। যাহারের ৫৲ হিঃ মাসিক বেতন দিবার সামর্থ্য নাই তাহারা যখন তখন যোগ্য শিক্ষককে ছাড়াইবার সাহস রাখেন কিরূপে? ইহাই কি রাতারাতি খদ্দরধারী কংগ্রেসসেবী টিকু রাজার আদর্শ? ইহাই কি মা বাবার স্মৃতি রক্ষার প্রতীক? ইতি, শ্রীভূজঙ্গভূষণ ঘোষ, ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক

—জনৈক উদ্বাস্তুর অনশনে মৃত্যু—

গত ২৭শে নভেম্বর ২২ডাউন লালগোলা প্যাসেঞ্জারে জনৈক উদ্বাস্তু অনশনে প্রাণ ত্যাগ করেন। খোঁজ লইয়া জানা গেল, সে সেইদিন সকালে আসিয়া বেলডাঙ্গায় চাকরীর জন্য চেষ্টা করিতেছিল, কেবল পেটে খাওয়ার পরিবর্ত্তে যে কোন কাজের খোঁজ করিতেছিলেন; কিন্তু না পাইয়া তিনি লালগোলায় যাইবার সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু পথেই মারা যান। তাঁহার মৃত্যুর একমাত্র কারণ, অনশন, শীতবস্ত্রের অভাব।

সংবাদদাতা—

সংগঠনের নিয়মাবলী

১। "সংগঠন" প্রতি বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হয়।

২। "সংগঠনের" প্রতি সংখ্যার মূল্য একআনা বার্ষিক সডাক তিনটাকা ও ষান্মাষিক দেড়টাকা। ভি, পি, যোগে কোন কাগজ পাঠান হইবে না।

৩। বিজ্ঞাপনের দরের জন্য অবিলম্বে পত্র লিখুন।

৪। সমস্ত টাকাকড়ি, সংবাদ, চিঠিপত্র ইত্যাদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। অবিলম্বে এজেন্সি ও নিজস্ব সংবাদদাতা নিযুক্ত হইবার জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

—সুদীন সেন
ম্যানেজার 'সংগঠন'
সৈদাবাদ, পোঃ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

(কংগ্রেসী-রাজ খতম করিতে সারা-জেলা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ)

—১ম পাতার পর—

—ডাঃ সান্যাল এক ঘরে কেন ?—

ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল বহরমপুর সহরের অধিবাসী বলিয়া দাবী করেন ; কিন্তু এযাবৎ নিজের দুই একজন আত্মীয় ব্যতীত তিনি একজনও বহরমপুর বাসীকে তাঁহার ভোট ভিক্ষার সহায়তার পথে বাহির করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে বহরমপুর কেন্দ্রের ডাঃ সান্যালের প্রতিদ্বন্দ্বী ইউ, পি, বি মনোনীত প্রার্থী আর, এস, পি নেতা ত্রিদিব চৌধুরীর পক্ষে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিনন্দন ও সাহায্য সর্ব্বত্রই পাওয়া যাইতেছে। বহরমপুর কেন্দ্রের বিধান সভার কংগ্রেসী প্রার্থী সহরের বিখ্যাত পাট ও চাউল ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার ঘোষের যে দুই একজন সমর্থক আছে তাঁহারাও ডাঃ সান্যালকে সমর্থন করিতে নারাজ। তাই ডাঃ সান্যাল বেচারী বড়ই মুস্কিলে পড়িয়াছেন।

বহরমপুর কেন্দ্রের বিধান সভার ইউ-পি-বি মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত শশাংকশেখর সান্যালের পক্ষে মাত্র গত দুই দিন যাবত নির্বাচনী প্রচার কার্য্য সুরু হওয়া মাত্র চারিদিক হইতে স্বতঃস্ফূর্ত্ত সমর্থন পাওয়া যাইতেছে। জনসাধারণ একবাক্যে ঘোষণা করিতেছে "—আর যাই বলুন, চালের কারবারীকে ভোট দিলে প্রকিওরমেণ্ট ও কর্ডন কখনই উঠিবে না এবং চালের দর কি ভাবে বাড়ান যায় তাহার ব্যবস্থাই হইবে।" এতদ্ব্যতীত জনসাধারণ বিজয় ঘোষ মহাশয়ের ১৯৩৭ সাল হইতে '৪২ সাল পর্য্যন্ত তিন তিনবার বহরমপুর মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধাচরণ করিয়া পরাজিত হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন 'বিজয় ঘোষকে কংগ্রেস সমনোনয়ন কে দিল ? তিনি ত চিরকাল কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধাচরণ করিয়াই আসিয়াছেন! আর তাহা ছাড়া তাঁহাকে ভোট দিয়া দেখা গিয়াছে যে তিনি জয়লাভ করিতে পারিবেন না। মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে যিনি পারেন না, তিনি রাজ্য পরিষদের সদস্যপদে ভোট পাইবেন কেমন করিয়া !"

ইউ-পি-বি'র নির্ব্বাচনী অভিযান

জেলার সর্ব্বত্র কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীগণ যখন কোনঠাসা হইতেছে তখন ইউ, পি, বি'র মনোনীত প্রার্থীগণের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ মিলিত নির্ব্বাচনী অভিযান দিকে দিকে কংগ্রেসী রাজত্ব খতম করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া দুর্ব্বার গতিতে অগ্রসর হইতেছে। ইউ-পি-বি' মনোনীত প্রার্থী ও তাঁহাদের সমর্থকগণের টাকা পয়সা নাই, প্রয়োজন মত যানবাহনও নাই, দূর-দূরান্তরে শীতের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এবং মশার কামড় হইতে রক্ষা পাইবার মত উপযুক্ত বাসস্থানও তাঁহারা সকল সময় পাইতেছেন না ! তাঁহাদের পক্ষে প্রচার কার্য্য চালাইবার জন্য ভাড়াটে তথাকথিত মৌলভী মহান্তদের সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ নির্ব্বাচনী ফতোয়া নাই, নাই কোন কন্‌ট্রোল ডিলার, পারমিটহোল্ডার ও ঠিকাদারের রক্ত চক্ষুর সমর্থন। কিন্তু তাঁহাদের প্রতি সর্ব্বত্রই আছে শোষিত জনতার অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহানুভূতি।

সেই সমর্থন ও সহানুভূতিকে আশ্রয় করিয়াই ইউ, পি, বি'র কর্মি ও নেতাগণ জেলার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছেন এবং দিকে দিকে অনুষ্ঠিত হইতেছে ইউ, পি, বি'র মনোনীত প্রার্থীদের সমর্থনে বিরাট বিরাট জনসভা।

ভরতপুর : গত ৫ই ডিসেম্বর তারিখে জনাব আবদুল গণির সভাপতিত্বে ভরতপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত ত্রিদিব চৌধুরী ও জনাব মকসুদল হোসেনের সমর্থনে স্থানীয় ইউ-পি-বি'র উদ্যোগে একজনসভা হয়। সভায় শ্রীযুক্ত দীলিপ সিংহ, শশাংক সান্যাল, ত্রিদিব চৌধুরী প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

কান্দী : গত ৬ই ডিসেম্বর কান্দীতে শ্রীযুক্ত জিতেশচন্দ্র লাহিড়ীর সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রীযুক্ত ত্রিদিব চৌধুরী, সনৎ রাহা, বিজয় গুপ্ত, অরুণ ভট্টাচার্য্য, ছত্রপতি রায় প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

ধুলিয়ান : গত ৭ই ডিসেম্বর তারিখে ধুলিয়ান হাতিছাতরা বাগানে ৪০০০ জনতার সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জঙ্গীপুর মহকুমার সুতি নির্ব্বাচন কেন্দ্রের বিধান সভার মনোনীত ইউ, পি, বি প্রার্থী জনাব লুৎফল হক। সভায় বক্তৃতা করেন শ্রীযুক্ত সনৎ রাহা, ত্রিদিব চৌধুরী, শশাংক সান্যাল, জনাব বদরুদ্দোজা, ছত্রপতি রায় এবং ফোরাক্কা কেন্দ্রের ইউ, পি, বি, মনোনীত প্রার্থী জনাব আবুল হোসেন। সভার পূর্ব্বে কংগ্রেসী দালাল ও মৌলভীরা প্রচার করিয়াছিল যে বামপন্থীরা কমিউনিষ্ট, ধর্ম্ম মানে না ; কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দিলে পাকিস্তানে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ হইতে শ্রীসনৎ রাহা এই প্রচারের জবাব দিয়া এই ভাড়াটে প্রচারকদের হুঁসিয়ার করিয়া দেন —"বাহারা পাকিস্তানে পাঠ ইবার কথা বলেন জনসাধারণ তাহাদের চিনিয়া রাখুন—জনগণের আদালতে তাহাদের সাজা দেওয়া হইবে" উপস্থিত জনতার শতকরা ৯০ জন ছিলেন মুসলমান কংগ্রেসের ভীতি প্রদর্শন ব্যর্থ করিয়া তাঁহারাও এই কংগ্রেসী দুঃশাসনকে খতম করিতে দৃঢ় সংকল্প।

সুতী : গত ৮ই ডিসেম্বর ঔরঙ্গাবাদ বাজারে জনাব আবুল হোসেনের সভাপতিত্বে সুতী নির্ব্বাচন কেন্দ্রের ইউ, পি, বি মনোনীত প্রার্থী জনাব লুৎফল হকের সমর্থনে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তৃতা করেন শ্রীযুক্ত নিতাই গুপ্ত, শশাংক সান্যাল, সৈয়দ বদরুদ্দোজা, জনাব লুৎফল হক, জনাব মসলেমুদ্দিন প্রভৃতি। সভার ৭০০০ হাজার জনসমাবেশে অভূতপূর্ব্ব সমর্থন দেখা যায়।

কাশিমবাজার : গত ৯ই ডিসেম্বর কাশিমবাজারে ইউ, পি, বি অফিস উদ্বোধন উপলক্ষে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত দীলিপ সিংহ, বিজয় গুপ্ত প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

দৌলতাবাদ : গত ৯ই ডিসেম্বর দৌলতাবাদে শ্রীহরিচরণ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এক জনসভায় সৈয়দ বদরুদ্দোজা, শ্রীশশাংকশেখর সান্যাল, সন্তোষ ভট্টাচার্য্য, ত্রিদিব চৌধুরী ও সুব্রহ্মণ্য চৌধুরী প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

বেলডাঙ্গা : গত ১১ই ডিসেম্বর মঙ্গলবারের হাটে সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে ইউ-পি-বি'র মনোনীত প্রার্থী বেলডাঙ্গা কেন্দ্র হইতে রাজ্য পরিষদে ফয়েজউদ্দিন ও লোকসভায় ত্রিদিব চৌধুরীর সমর্থনে মাইক যোগে প্রচার করা হইলে হাজার হাজার হিন্দু মুসলমান জনতা তাঁহাদের সমর্থন জানান। বেলডাঙ্গার পথে পথ সভা এবং বারোয়ারী তলায় মাইকযোগে প্রচার করা হয়।

গোয়েন্দা বিভাগের তৎপরতা

ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ ব্লকের সমর্থক ও কর্মিবৃন্দ যখন জেলার সর্ব্বত্র সভাসমিতি ইত্যাদি করিয়া বেড়াইতেছেন তখন গোয়েন্দা বিভাগের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণ ঐ সকল সভায় উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতার রিপোর্ট গ্রহণ করিতেছে এবং নানা ব্যক্তিকে নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে।

সম্পাদিত ও প্রকাশিত ও প্রতিভা প্রিন্টিং ওয়ার্কস (খগেড়া) হইতে জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত

সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে শ্রীবিজয় গুপ্ত কর্ত্তৃক

জেলা ইউ, পি, বি'র কর্ম্মসূচী

(১ম পাতার পর)

করিয়া দেশকে শিল্পোন্নত করা।

৬। চোরাবাজারকে কঠোর হস্তে দমন ও জীবন যাত্রার ব্যয়ভার হ্রাস করা।

৭। কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের দুর্নীতিপূর্ণ কনট্রোল ব্যবস্থার অবসান ও আমূল পরিবর্ত্তন সাধন।

৮। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর সর্ব্বপ্রকার আমলাতান্ত্রিক বিধি-নিষেধ রদ ও সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

৯। ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রদেশ বা রাজ্য সমূহের সীমা নির্দ্ধারণ।

১০। কৃষক, মজুর মধ্যবিত্ত ও অভাবী মানুষের জন্য জীবিকা, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা ; শ্রমজীবী জনসাধারণের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দাবী এবং বে-পরোয়া ছাঁটাই ও বেকারী দশা বন্ধ করা। শিক্ষকদের জন্য মানুষের মর্য্যাদা লইয়া বাঁচিবার মত বেতনের ব্যবস্থা।

১১। কৃষিকাজে নিয়োজিত প্রত্যেক পরিবারের জন্য জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী পর্য্যাপ্ত জমি এবং ক্ষেত মজুরদের বাঁচার মত মজুরীর ব্যবস্থা।

১২। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের ফলে দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্ত যাহাদের জীবিকার অন্য কোন সংস্থান থাকিবে না, রাষ্ট্র কর্ত্তৃক তাহাদের উপযুক্ত পুনর্বাসন ও প্রয়োজন হইলে কৃষি কার্য্যের জন্য জমি দেওয়া।

১৩। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন।

১৪। সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামিকে কঠোর হস্তে দমন।

১৫। মুর্শিদাবাদ জেলাকে ঘাটতি অঞ্চল বলিয়া সরকারীভাবে ঘোষণা এবং জেলার সীমান্তের বাহিরে এ জেলার উৎপন্ন ধানচাল চালান দেওয়া বন্ধ করা।

১৬। জেলার ভিতরে কর্ডন প্রথা তুলিয়া দেওয়া।

১৭। কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান শোষণমূলক গদ্য-শস্য "প্রকিওরমেণ্ট" নীতির আমূল পরিবর্ত্তন, মজুতদার, ও চোরাইচালানদারদের বাড়তি ধান বাজেয়াপ্ত করিয়া জনসাধারণের আস্থাভাজন নির্ব্বাচিত আঞ্চলিক কমিটীর মারফৎ তাহা ক্রয়সাধ্য মূল্যে সকলের ভিতর বণ্টন করিবার ব্যবস্থা ; ধান্য ও খাদ্য শস্য উৎপাদনকারী চাষীরা সরকারী নীতির ফলে যাহাতে নিজেদের উৎপন্ন ফসলের ন্যায্য মূল্য ও পারিশ্রমিক হইতে বঞ্চিত না হয় তাহার বন্দোবস্ত।

জেলা ইউ-পি-বি'র প্রার্থী

—ইঁহাদের জয়যুক্ত করুন—

লোকসভা :—

বহরমপুর—শ্রীত্রিদিব চৌধুরী (আর-এস-পি)

বিধান পরিষদ :—

বহরমপুর—শ্রীশশাংকশেখর সান্যাল (ইউ-এস-ও)

বেলডাঙ্গা—জনাব ফয়েজুদ্দিন (কমিউনিষ্ট)

মুর্শিদাবাদ—শ্রীশৈলেন অধিকারী (কে-এম-পি)

লালগোলা—জনাব আবদুর রউফ „

খরগ্রাম-বরঞা—শ্রীগঙ্গানারায়ণ রায় „

শ্রীঅভয়পদ সাহা (তপঃ) „

ভরতপুর—জনাব মকসুদল হোসেন (জুমাইমিয়া)

নওদা—শ্রীবিশ্বনাথ বাজপেয়ী

রাণীনগর—সৈয়দ বদরুদ্দোজা

জলঙ্গী—সৈয়দ বদরুদ্দোজা

ফারাক্কা—জনাব আবুল হোসেন (ইউ-এস-ও)

সুতী—জনাব লুৎফল হক

সাগরদীঘি—শ্রীমুক্তিপদ চ্যাটার্জী

শ্রীঅম্বিকা দাস (তপশীল)

Vill. Khoshbashpur
P.O. - Gokarna.
Dist. Murshidabad.

Regd. No. C 3435.

সাপ্তাহিক সংগঠন

মুর্শিদাবাদ জেলার প্রগতিশীল মুখপত্র

প্রথম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা | ১১ই পৌষ বৃহস্পতিবার, ১৩৫৮, ইং ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৫১ | মূল্য ⁄০ এক আনা

ইউ-পি-বি মনোনীত কয়েকজন প্রার্থীর প্রতীক চিহ্ন

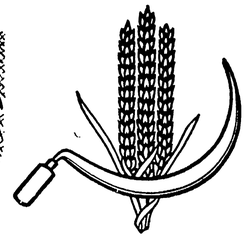

কংগ্রেসী দুঃশাসনের অবসানের ধ্বনিতে মুখর বহরমপুর সহর

—ইউ-পি-বি'র উদ্যোগে সহস্রাধিক জনতার শোভাযাত্রা—

গত ২৫শে ডিসেম্বর সহস্রাধিক জনতার এক শোভাযাত্রা ইউ-পি-বি কেন্দ্রীয় অফিস হইতে বাহির হইয়া কোতয়ালী রোড, নেতাজী রোড, মেন রোড ও সহরের অন্যান্য রাস্তা প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। প্রধান শোভাযাত্রা বাহির হইবার পূর্ব্বে সয়দাবাদ ও গোরাবাজার হইতে দুইটি এবং মহিলাদের একটি শোভাযাত্রা আসিয়া মিলিত হয়। 'নারীহন্তা, শিশুহন্তা, চোরাকারবারীর বন্ধু, বেইমান কংগ্রেসকে এক ভোটও না'—এই ধ্বনিতে এবং নির্ব্বাচনের পূর্ব্বেই রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে সারা সহর মুখর হইয়া ওঠে।

ইউ-পি-বি প্রার্থীদের নির্ব্বাচনী অভিযান

ভাবতায় সহস্রাধিক জনসমাবেশ

গত ২১শে ডিসেম্বর ভাবতা গ্রামে কমিউনিষ্ট পার্টির ডাকে ইউ-পি-বি'র প্রার্থিদের সমর্থনে সহস্রাধিক জনতার সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন শ্রীহরেকৃষ্ণ খাঁ। কমিউনিষ্ট পার্টির সনৎ রাহা, গৌরী ভট্টাচার্য্য, ফয়েজুদ্দিন, আর-এস-পির অনিল ঘোষ প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বহরমপুরে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ

"অহল্যা" ব্যালেনৃত্য, গান ও নতুন নাটক "নাগপাশ"

স্থান : মীরা টকী হাউস, তারিখ : ৩১ শে ডিসেম্বর সোমবার, সময় : সন্ধ্যা ৬টা ও রাত্রি ৯টা

টিকিটের হার : ২৲, ১৲ ও ৷৹ আনা

প্রাপ্তিস্থান : গোরাবাজার : শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সাহা, শ্রীরামচন্দ্র সাহা, কাদাই : শ্রীননীগোপাল ধর (বাঁটুল বাবু), রাধারঘাট : শ্রীশৈলেন বিশ্বাস, 'আমাদের দল' দিলীপ মজুমদার, মণীন্দ্র ব্যাঙ্ক : নির্ম্মল রায় (তারু বাবু), ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক : সমর ভট্টাচার্য্য, বহরমপুর রেডিও সিণ্ডিকেট, খাগড়া : মুর্শিদাবাদ আয়ুর্ব্বেদ ফার্ম্মেসী, নিরঞ্জন দে (রিলায়েবল ওয়াচ কেং, ঘাটবন্দর : নৃপেন সমাজদার (মোক্তার), সয়দাবাদ : শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, 'সংগঠন' অফিস : সুধীন সেন, শ্রীপাতু সিং।

গ্রামবাসীদের প্রশ্নবাণে কংগ্রেসপ্রার্থী নাজেহাল

বেলডাঙ্গা : গত ১০ই ডিসেম্বর বৈকালে কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী প্রচারের উদ্দেশ্যে সুজাপুর ইউনিয়নে সুজাপুর কুঠির সম্মুখে একটি আলোচনা সভার আয়োজন হয়। বিভিন্ন গ্রামের দুইশতাধিক লোক যোগদান করেন। এই কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ ওরফে পচু বাবু, জমিদার রেজু মিঞা, হাজি সাহেব, রামকমল ঘোষ প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়ে সভায় উপস্থিত হন। উপস্থিত জনতার মধ্যে ইউ-পি-বি মনোনীত প্রার্থী জনাব ফয়েজ উদ্দিন এবং কম্যুনিষ্ট কর্ম্মী গৌরী ভট্টাচার্য্যকে ব'সে থাকতে দেখে পচুবাবু একটু বিমূঢ় হয়ে পড়েন। তিনি আমতা আমতা ক'রে কংগ্রেসী প্রার্থীদের ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার জন্য আবেদন জানান। কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতি ইঙ্গিত ক'রে পচু বাবু বলেন : যে দল আজ তোমাদের বিভ্রান্ত ক'রছে তারা কিছু দেয় নি, কংগ্রেস তবু দেশকে কিছু দিয়েছে। একথার জবাবে গৌরী ভট্টাচার্য্য যখন জিজ্ঞাসা করেন গত পাঁচ বছরে কংগ্রেস দেশকে কী দিয়েছে; তখন জনতা চারি দিক থেকে ঘোষণা করেন— কংগ্রেসী রাজত্বে আমাদের অবস্থা কর্ডনের অত্যাচারে ভাত-কাপড়ের অভাবে আগের চেয়েও খারাপ হয়ে পড়েছে। শ্রীভট্টাচার্য্য কংগ্রেস-সরকারের নরহত্যার খতিয়ান সম্বলিত একটি সংবাদ পত্র প'ড়ে শোনালে পচু বাবু বলেন— "এডমিনিষ্ট্রেশন চালাবার জন্য ওরকম গুলি চালাতে হয়।" শক্তিপুরের ক্ষুদিরাম মণ্ডল অথবা কুচবিহারের কবিতা বকুল-বন্দনা শাসন ব্যবস্থার কি ক্ষতি ক'রেছিল জিজ্ঞাসা করলে পচু বাবু নীরব থাকেন। সুজাপুরের অধিবাসীরা কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে নিজেদের দুঃখ দুর্দ্দশার বিরুদ্ধে যে গৌরবময় লড়াই ক'রেছিলেন তার বর্ণনা দিয়ে এবং ক্ষমতার গদিতে আসীন কংগ্রেস সরকার এই সব ছোট-খাটো দাবীও কি ভাবে পদদলিত করছে তার উল্লেখ করে কমরেড ফয়েজ উদ্দিন কংগ্রেসী শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেন।

ব্যাপার বেগতিক দেখে কংগ্রেসীরা মোটর যোগে সরে পড়েন।

বেলডাঙ্গার ফয়েজুদ্দিনকে, শিষ-কাস্তে মার্কা বাক্সে ও মুর্শিদাবাদে শৈলেন অধিকারী, লালগোলায় আবদুর রৌফ, খরগাঁ-বরঞায় গঙ্গানারায়ণ রায়কে চালাঘর মার্কা বাক্সে এবং বহরমপুর লোকসভায় ত্রিদিব চৌধুরী এবং বিধান সভায় শশাঙ্ক শেখর সান্যালকে কোদাল বেলচা চিহ্নিত বাক্সে ভোট দিয়া কংগ্রেস রাজকে খতম করুন।

পাঁচশত উদ্বাস্তু গ্রেপ্তার

বেলডাঙ্গায় শিশু-নারী সমেত পশুর মত খোঁয়াড়ে আটক

ট্রেণের চলমান আদালত বেলডাঙ্গা ষ্টেশনে গত ২৩শে ডিসেম্বর রাত্রিতে ধুলুলিয়া ক্যাম্প, রাণাঘাট প্রভৃতি স্থান হইতে যে সমস্ত উদ্বাস্তুগণ চাল লইতে আসেন তাদের গ্রেপ্তার করে। সারারাত ষ্টেশনসেডের খোঁয়াড়ে পশুদের মত আটকাইয়া রাখা হয়—পরদিন বৈকাল পর্য্যন্ত স্নানাহারের ব্যবস্থা হয় নাই। পরিশেষে প্রায় দেড়শত শিশুদের-মায়েদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কিন্তু মায়েদের ছাড়া হয় না। ৬।৭ বৎসর হইতে ১২।১৩ বৎসরের পর্য্যন্ত শিশুরা মায়েদের কাছে যাইবার জন্য কাঁদিতে থাকে। ওধারে মায়েদের ক্রন্দন শোনা যায়। খবর পাইয়া বেলডাঙ্গা অঞ্চলের কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের একটি প্রতিনিধি দল আসিয়া প্রতিবাদ জানাইলেও কোনও ফল হয় না। তখন তাহারা শিশুদেরকে মায়েদের সহিত রাখার অনুরোধ জানাইলে তাচ্ছিল্যের সহিত বলা হয় উহারাও ইচ্ছা করিলে যাইতে পারে। দ্বিতীয় দিনে তাহাদের মালগাড়ীতে পুরিবার সময় কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা বলেন যে তাহাদের এত বেলা পর্য্যন্ত খাওয়ার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই কেন। উত্তরে তাঁহারা বলেন—'আপনারা এখানে খাওয়ার কোন বন্দোবস্ত করিতে পারিলেন না বলিয়াই ত বহরমপুরে লইয়া যাইতেছি।' চমৎকার! গ্রেপ্তার করিলেন তাঁহারা, আর খাওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে জনসাধারণকে। ট্রেণের উপর হইতে মায়েদের এবং এধারে শিশুদের করুন ক্রন্দন কংগ্রেসী শাসনের উপর অভিসম্পাত-স্বরূপ শোনা যাইতে লাগিল। —নিজস্ব

স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার

মত প্রকাশের স্বাধীনতাও আমাদের জন্মগত অধিকার। সংবিধানে তাহা সম্পূর্ণতঃ সুনিশ্চিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হইব না।

সংগঠন

১৩ই পৌষ, বৃহস্পতিবার

নির্ব্বাচনের মুখে

তিন সপ্তাহের মধ্যেই পশ্চিম বঙ্গে সাধারণ-নির্ব্বাচন সুরু হইবে। বড়, মাঝারি, ছোট কংগ্রেসী কর্ত্তারা আসরে নামিয়া পড়িয়াছেন। কংগ্রেস শাসনের মাহাত্ম্য প্রচারে তাঁহাদের শ্রীমুখে খৈ ফুটিতেছে। সকলেই সাধ্যমত চীৎকার করিয়া প্রচার করিতেছেন কংগ্রেস ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আনিয়াছে, কংগ্রেস সামন্ত রাজাদের স্বৈরশাসন বিলোপ করিয়া দেশকে শক্তিশালী করিয়াছে, কংগ্রেস দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধন করিয়াছে, বিদেশে ভারতের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছে, কংগ্রেসই দেশের একমাত্র সুপ্রতিষ্ঠ দল,—সুতরাং একমাত্র কংগ্রেসই ভারতকে রক্ষা করিতে পারে,—গড়িয়া তুলিতে পারে। মোটামুটি সারীগুলি এই। দেশের জনসাধারণের এই দাবীগুলি বিচার বিশ্লেষণ করিবার সময় আসিয়াছে। দেশের লোককে বোকা ভাবিবার কারণ নাই। বিচার বুদ্ধি তাঁহাদের আছে। কেহ বিচার করেন যুক্তি তর্ক দিয়া, কেহ বিচার করেন মনের অনুভূতি দিয়া।

প্রথমতঃ ভাবিয়া দেখা দরকার ভারতবর্ষ বলিয়া কোন দেশ আর নাই। যে দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনই কংগ্রেসের সঙ্কল্পের প্রথম সূত্র ছিল ক্ষমতার লোভে তাহার অঙ্গচ্ছেদ করা হইয়াছে। দেশমাতৃকার কর্ত্তিত অঙ্গ হইতে যে শোণিতস্রাব হইতেছে তাহাতেই জননীর প্রাণশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীয়মান হইয়া আসিতেছে। কে এই সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে? মুখ মুখান্ত খুঁজিয়া ইতিহাস উত্তর দিবে ক্ষমতা লোভী কংগ্রেসী চক্রান্ত। কংগ্রেসী নায়কদের এই নির্লজ্জ আত্মসমর্পণের ফলে আমরা কি পাইয়াছি? পাইয়াছি স্বাধীনতার নামে সাম্প্রদায়িক বর্ব্বরতার ভিতরকার ব্যবস্থা পাইয়াছি বুকের রক্তে বৈদেশিক স্বার্থের পরিপোষণ, মুষ্টিমেয় অধিক স্বার্থের উদর পূরণ,—আর সাধারণ মানুষের অনশন ও মরণ।

এইবার বিচার করা যাক,—কংগ্রেসের দাবীগুলি। যতটুকু স্বাধীনতা আসিয়াছে তাহার জন্য বর্ত্তমানের কংগ্রেস কতটুকু কৃতিত্বের দাবী করিতে পারে? মুর্শিদাবাদের ক্ষেত্র দিয়াই বিচার করা যাক। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের পূর্ব্বে এই জিলায় পূর্ণ স্বাধীনতার যে অগ্নিসলিলা আন্দোলন ছিল তাহার তেজ ছিল মুর্শিদাবাদের যুব সমাজ। সাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে তাহারা যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে,—কারাগার, নির্য্যাতন, অন্তরীণে আপনাকে তিলে তিলে বিলাইয়া দিয়াছে, বৃটিশের গুলীর মুখে প্রাণ দিয়াছে সেই নীরব আত্মত্যাগের উপর স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তিগুলি রচিত হইয়াছে। ১৯২১ সাল হইতে আসিল মহাত্মার নেতৃত্ব। সেই ডাকে সাড়া দিয়া যাহারা লাঠি খাইয়াছেন, জেলে গিয়াছেন, ভবিষ্যতের সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়া আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন—মা বোন, স্ত্রী, পুত্রের দিকে ফিরিয়াও চান নাই। সেই আত্মত্যাগী তপস্বীদের কংগ্রেস কি আজ আছে? কংগ্রেসের সেই দুঃখ-পূত গৌরবময় যুগে কোথায় ছিলেন হিন্দু কাঙ্গেমালী মীর্জা, জনাব খোদাবক্স, টিকুরাজা, শীগোলবক্স, জনাব হামিদ, জনাব আমান শ্রীবিজয় ঘোষ ও ক্ষিতিশ ঘোষের দল? আজ তাঁহারা কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী,—আর যাঁহারা ছিলেন সেই দুঃখের দিনে কংগ্রেসের সেবক আজ তাঁহারা অধিকাংশই কংগ্রেসের বাহিরে। অর্থাৎ যাহারা সেবক তাহারা সেবাই করিল,—আর সুযোগ সন্ধানী নেপোর দল বৈ মারিল ও মালিকেতে।

কংগ্রেস রাজ্যভারের স্বৈরশাসন লোপ করিয়াছে! দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে বটে কিন্তু সামন্ততন্ত্র আজও চলিতেছে—স্বৈরশাসন অক্ষুণ্ণ রহিয়া বহাল তবিয়তেই আছে। ছিন্নভিন্ন জনসাধারণের সামনে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি। ইংরাজ এদেশ হইতে বৈদেশিক শাসন শোষণ এবং দেশীয় রাজাদের ভারতের আশ্রয় গ্রহণ প্রার্থীত উপরোক্ত কি ছিল? ভারতের কতটুকু ক্ষমতা দিলে তাহা যথাযথ করিবার শক্তি তাহাদের ছিল কি?

কংগ্রেস দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধন করিয়াছে!! ইহা দেশবাসী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে। একদিকে দুর্নীতির জয় জয়কার, আর একদিকে হাহাকার। কাপড়ের অভাবে দেশের নারী সমাজ লজ্জা দেয় অনশনে মানুষ মরিতেছে। মধ্যে, আত্মহত্যা করে, বেকার যুবকের দল ট্রেনের তলে, ট্রামের তলে পড়িয়া জীবনান্ত করে, অথচ বিলাস ও আবর্জ্জনা বিলাসের জন্য কোটি কোটি টাকার অপব্যয় হয়। চার বছরের কংগ্রেসী শাসন দেশকে এমন স্থানে আনিয়াছে যে বিরক্ত ক্ষুব্ধ দেশবাসী কাতর কণ্ঠ বলিতে বাধ্য হইতেছে আর ভাবিবার কাজ নাই। এবারে বিচার হউ আমরা ছাপ ফেলে বাঁচি।

বিদেশে ভারতের সম্মান নাকি বেশ্যই বাড়িয়াছে! যে নিজের ঘরে নিরন্ন, দুর্বল, বিদেশে তাহার সম্মান বৃদ্ধি কি করিয়া হইতে পারে? তাহা আমাদের সহজ বুদ্ধির অগম্য। ভারতের প্রধান মন্ত্রী ও ভারতের প্রতিনিধি দেশে ভাল ভাল নীতিকথার বক্তৃতা করিতে পারেন ইহাই কি ভারতের সম্মানের মূলসূত্র? যাহারা সাম্রাজ্যবাদের সহিত গাঁট ছড়া বাঁধা, ভিক্ষার ঝুলি ঘাড়ে করিয়া মার্কিনী দরজার দ্বারে উপনীত, তাহাদের মুখে নিরস্ত্রের বৈজ্ঞানিক নীতি ও তজ্জনিত সম্মানের কথা নির্লজ্জ ভণ্ড মি ছাড়া আর কি বলা যায়?

শেষ দাবী—কংগ্রেসই একমাত্র সংগঠিত দল! অন্যত্র দেশ শাসনের একমাত্র যোগ্য দল। ইহা অতিশয় ভয়ানক কথা। একটি বন্যা, একটি প্লাবনের অথবা একটি ঝঞ্ঝা আসিলে। বাঁধ হইলেও কতটা ভয়ঙ্কর নয়—কতটা ভয়ঙ্কর স্থিতি দরা, প্লাবক অথবা ঝঞ্ঝার দল।

সময় উপস্থিত। দেশবাসীকে ভোটের মারফত কংগ্রেসী শাসনের উপর রায় দিতে হইবে।

ঘটনা প্রসঙ্গে

বেলডাঙ্গা থানার স্বনকো গ্রামে একটি সরকারী ষাঁড় আছে। ষাঁড়টির খোরাকী বাবদ পূর্ব্বে মাসিক ১৫৲ টাকা বরাদ্দ ছিল। কোন অজ্ঞাত কারণে কিছু দিন থেকে ঐ টাকা বন্ধ আছে। রক্ষকের অসহায় অবস্থা দেখে ষাঁড়টি খুসী মত নিজের খাদ্য নিজেই সংগ্রহ করে বেড়ায়—সরিষা ও অন্যান্য চৈতালি ফসল কিছুই রেহাই পায় না। নিরুপায় গ্রামবাসী ভাবতায় 'ষাঁড়ের বাবু'র নিকট প্রতিকারের আবেদন করে। তিনি ঝাঁঝালো সুরে জবাব দিয়েছেন: খবরদার—সরকারী ষাঁড়ের যেন কোন অনিষ্ট না হয়; আর এ সম্পর্কে উপরে রিপোর্ট করলে আরও একটি ষাঁড় তোমাদের গাঁয়ে ছেড়ে দেব!

** ** **

ষাঁড়ের বাবুটি প্রভুভক্ত। কংগ্রেসী মুনিবদের জোড়া বলদ প্রতীক বোধ হয় তাঁর মনে ধরেছে এবং সেই জন্যই বোধ হয় আরও একটি ষাঁড় ছেড়ে দেওয়ার কথা তাঁর মনে হয়েছে। তবে আমাদের মনে জাগছে অন্য কথা। বিশ্বাসঘাতকতার জোয়াল কাঁধে দুইটি বলদ বিরক্ত ভারতবর্ষের দুই অংশে মেহনতী মানুষকে নিঃ উচিয়ে তাড়া করছে। কিন্তু পেছনে মিঃ মার্টিন বার্টনের ছবি না থাকলে প্রত্যেকটি কেমন যেন জোলো, জোলো লাগে।

** ** **

আরও একটি কথা। ষাঁড়ের দারোগা ও-দারোগা, আইনের মালিক তিনিই বা কম কিসে? চাষীর মাঠের ফসল খেয়েছে বলে রাষ্ট্রের ষাঁড়ের বিরুদ্ধে কথা বলা! এটা নির্লজ্জতা আইনের আওতায় পড়ে না—তার কোন নিশ্চয়তা আছে? সুতরাং ষাঁড় যা খেয়েছে তা খেয়েছে, সময় থাকতে ষাঁড়ের দারোগাকেও মুরব্বীটা মাতব্বর না মানতে হয় তো, ভাল।

** ** **

একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী ইস্তাহার পড়লাম—'মুর্শিদাবাদী হুসিয়ার,' 'বলাধীর মহাজনের কথা,' ইত্যাদি। অমনি থেকে স্বতন্ত্র এই প্রার্থীর হুশিয়ারীকে সাবাস! একদিকে ইউ-পি-বি জমানিকে কংগ্রেস—মাঝখানে তার মত স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরের ১৭ই ফেব্রুয়ারী নির্ব্বাচনের মাঠে 'পুতুলের মত' দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু ক্লাইভ ও মিরজাফরের মত কংগ্রেস ও স্বতন্ত্রদের দিন এবার ফুরিয়েছে। ইতিহাস ত আর পিছন দিকে ঘুরে যাবে না!

—:০:—

সুদিনের সাক্ষ্যপথ

শিক্ষক সম্মেলনে পার হইবার শপথ

বাদড়াঙ্গা (মেদুকোলা): গত ৬ই ডিসেম্বর বাদড়াঙ্গা ফ্রী প্রাইমারী স্কুল প্রাঙ্গণে উৎসাহ ও জনসমাবেশের মধ্যে এডামসেল গার্লস প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন জুডুমহর নিবাসী জনাব ফয়জউদ্দিন আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কর্ম্ম জীবনের মধ্যবর্ত্তী দুর্গম ঘাটিস্থান হিসাবে শিক্ষক সমিতিকে সবল ও সুদৃঢ় করিয়া গড়িয়া তোলার আহ্বানে নিয়া বক্তৃতা করেন সাহাদিয়াড় স্কুলের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ নুর মহম্মদ, বৃন্দাবনপুর স্কুলের মৌঃ ওবায়দুল্লাহ্ সাহেব, কুশাবেড়িয়া স্কুলের মোঃ মনিরুদ্দিন সাহেব কুচামোরা স্কুলের রহমতুল্লা সাহেব প্রভৃতি। মৌঃ মোঃ আবদুল মুক্তাদির সাহেব এই ঘোর দুর্দ্দিনের মধ্যেও অবহেলিত শিক্ষকদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে অগ্রসর হইবার দায়িত্বের কথা বলেন এবং জেলার প্রগতিশীল সাপ্তাহিক "সংগঠন" পত্রিকার গ্রাহক হইবার আবেদন জানাইলে সভাস্থলেই হর্ষধ্বনির মধ্যে শিক্ষকগণ চাঁদা জমা দিতে থাকেন। অধিবেশনে ১৯টি বিদ্যালয়ের মধ্যে সাইথ ডোমকলের ১৫টি স্কুলের শিক্ষকগণ ও অন্যান্য বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। —সংবাদদাতা

ইহা কি সত্য?

বেলডাঙ্গা থানার অন্তর্গত মহমদপুর গ্রামের আজর মল্লিক নামক জনৈক গরীব কৃষক গত চৈত্র মাস পর্য্যন্ত তাহার মজুরী বাবদ কংগ্রেস প্রার্থী জনাব খোদাবক্সের নিকট হইতে প্রাপ্য ৭০৲ টাকা আদায় করিতে পারিতেছেন না।

মুর্শিদাবাদ জেলার ইউ-পি-বি ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সম্পর্কে

জেলা কম্যুনিষ্ট পার্টির বিবৃতি

মুর্শিদাবাদ জেলায় সংযুক্ত প্রগতিশীল সংস্থা জেলার কমিউনিষ্ট পার্টি, অন্যান্য বামপন্থীদল ও প্রগতিশীল ব্যক্তিবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত। উক্ত সংযুক্ত প্রগতিশীল সংস্থার প্রার্থীবৃন্দের নাম ইউ-পি-বি'র নেতৃবৃন্দ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ইস্তাহারে ও জেলার প্রগতিশীল সাপ্তাহিক 'সংগঠন' এ প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় সংবাদে দেখা যায় যে স্থান বিশেষের স্বতন্ত্র প্রার্থীরা সুবিধামত নিজেদেরকে ইউ-পি-বি'র মনোনীত বা সমর্থিত বলিয়া প্রচার চালাইতেছেন। পুনরায় জানান যাইতেছে যে রাজ্য পরিষদে হরিহর পাড়া, কান্দী কেন্দ্রের জন্য এবং মুর্শিদাবাদ লোক সভা কেন্দ্রের জন্য কোন ইউ-পি-বির প্রার্থী নাই। প্রার্থীদের কেহ কেহ এমন কি স্থান বিশেষে নিজেদেরকে কমিউনিষ্ট পার্টির প্রার্থী বা কমিউনিষ্টের সমর্থিত প্রার্থী বলিয়া প্রচার চালাইতেছেন বলিয়াও মুর্শিদাবাদ কমিউনিষ্ট পার্টির জেলা কমিটি সংবাদ পাইয়াছেন। এই ধরণের বিভ্রান্তিকর অপকৌশলসমূহের বিরুদ্ধে মুর্শিদাবাদের জনসাধারণকে সজাগ ও সতর্ক করিবার উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদ জেলা কমিউনিষ্ট পার্টি সম্পাইভাবে জেলাবাসীকে জানাইতেছে যে বেলডাঙ্গা থানা-কেন্দ্রে জনাব ফয়েজুদ্দীনই মুর্শিদাবাদ জেলার একমাত্র কমিউনিষ্ট প্রার্থী এবং তিনি ইউ-পি-বি সমর্থিত। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্য কোন কেন্দ্রে কমিউনিষ্ট পার্টির প্রার্থী নাই এবং ইউ, পি, বি'র তরফ হইতে প্রচারিত ইস্তাহারে উল্লিখিত প্রার্থীবৃন্দ ভিন্ন অন্য কোন স্বতন্ত্র বা দলীয় প্রার্থীকে কমিউনিষ্ট পার্টি সমর্থন করেন না এবং কেহ যদি নিজেকে ইউ, পি, বি প্রার্থী বা কমিউনিষ্ট সমর্থিত প্রার্থী বলিয়া প্রচার করেন আশা হইলে তিনি নিজ স্বার্থের জন্যই এইরূপ করিতেছেন বলিয়া জানিতে হইবে—এবং কমিউনিষ্ট পার্টি এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত প্রার্থী সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করিয়া দিতে বাধ্য হইবে। —সং রাঃ ও

বহরমপুর ১৯-১২-৫১ —নির্ব্বাচন বাগুণী

মুর্শিদাবাদ জেলা নির্ব্বাচনী বোর্ডের পক্ষে।

পুরস্কার!

স্থানীয় শ্রীজীব চন্দ্র দাস দীর্ঘ ৩২ বৎসর সরকারী পোষ্টাল বিভাগে চাকরী করিয়া গত বৎসর চৈত্র মাসে পেন্সন লন। অথচ আজ ৮ মাস হইতে কোনও সরকারী পেন্সন পান না। ইহাতে তাহার পরিবারের দুর্দশা চরমে উঠিয়াছে—অন্যান্য দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া কোনও মতে চলিতেছে। পোষ্ট পেন্সনের টাকা না পাইলে তাঁহাকে তাঁহার পরিবারের সমস্ত লোক লইয়া পৃথিবী হইতে একেবারেই পেন্সন লইতে হইবে। —নিজস্ব

কেরোসিন তৈল বিক্রেতার উপর হইতে সরকারী মামলা প্রত্যাহৃত

জলঙ্গী: জলঙ্গী ৭নং ইউনিয়নের তুলভেরপাড়ার কেরোসিন তৈল বিক্রেতা শ্রীগোরাচাঁদ সাহার বিক্রয়ের খাতার ১২।১০।৫১ তারিখে লিখা গভাংশ-টিক থাকিলেও মোট টিকের ঘরে ।৷৹ সের স্থলে ।৷৹ সের থাকার জন্য সরবরাহ বিভাগ যে মামলা উক্ত বিক্রেতার নামে জারি করিয়াছিলেন তাহা প্রমাণ অভাবে ঠকিবার ভয়ে গত ১৪-১২-৫১ তারিখে উঠাইয়া লইয়াছেন। —সংবাদদাতা

—বহরমপুর জেলে রাজবন্দীদের বর্ত্তমান অবস্থা—

বক্সা হইতে সদ্য স্থানান্তরিত ছাত্র প্রশান্ত বসু কাণের অসুখে ভুগিতেছেন। প্রায় বধির হইবার উপক্রম। বাহিরের সদর হাসপাতালে তাহাকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল, অথচ এখানে কাণের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নাই।

বহরমপুর জেলে বর্ত্তমানে প্রায় দশ জন ডেটিনিউ আছেন, এত অল্পসংখ্যক বন্দী একই জেলে দীর্ঘ দিন আবদ্ধ থাকায় শরীর ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, যে দৈনিক ভাতার বরাদ্দ আছে তাহাতে দুর্মূল্যের বাজারে পুরা আহার জোটে না। চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয় না, মেডিকেল অফিসার বলিয়া যে অতিরিক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা রাজবন্দীদের জন্য করা হইত, তাহা সরকারী হুকুমে এ মাস হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। জলপাইগুড়ির রাজবন্দী জিতেন গুহ আজ তিন বছর হইল এই জেলে আবদ্ধ আছেন। বিগত ৬২ দিন ব্যাপী অনশন ধর্ম্মঘটের পর তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ওজন বর্ত্তমানে ১২৪ পাউণ্ড হইতে কমিয়া ১১০ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে। হার্টের অবস্থা খারাপ হইতেছে, এখানে যেটুকু চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে তাহা শেষ হইয়াছে। অথচ কলিকাতায় বা অন্য কোথাও পাঠাইয়া বিশেষজ্ঞ দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইতেছে না। জনসাধারণের রাজবন্দী সাথী দল দীর্ঘদিন যাবত পিঠে ও বুকে একটি তীব্র বেদনায় কষ্ট পাইতেছেন। ডাক্তারেরা রোগের কারণ স্থির করিতে পারিতেছেন না এবং উদাসীনতা অবলম্বন করিতেছেন আসামসোলের বিমল বসুর ও ইলামীর কষ্ট দেখা দিয়াছে। বীরভূমের বিপ্লবী সাম্যবাদী নেতা জলদ বরণ সরকার দীর্ঘদিন যাবত পেটের অসুখে ভুগিতেছেন, হজম হয় না। জিয়াগঞ্জের সাঁওতাল কৃষক নেতা ভুজ টুডুর শরীর ভাল নয়। তিন বছরের অধিক কাল সরকার তাহাকে বিনা বিচারে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। এই বন্দী অবস্থাতেই কয়েক মাস আগে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু ঘটিয়াছে।

সংঘ ও সংগঠন

— আণ্ডিরণ পল্লীশ্রী উন্নয়ন সমিতি —

বেলডাঙ্গা থানার অন্তর্গত আণ্ডিরণ (মুড়াগাছা) পল্লীশ্রী উন্নয়ন সমিতির এক অধিবেশন সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থানীয় জন সভা লইয়া কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়। উক্ত সমিতির সভাপতি শ্রীউমাপদ চক্রবর্ত্তী যুগ্ম সম্পাদক শ্রীসুজনকুমার ভট্টাচার্য ও শ্রীপ্রমথনাথ মণ্ডল, তত্ত্বাবধায়ক শ্রীঅরুণকুমার হালদার ও শ্রীধীর কুমার হালদার। সমিতির কার্য্য: নৈশবিদ্যালয়; শরীরচর্চ্চা; জনস্বাস্থ্য; পল্লী সংস্কার; বাতাস চিকিৎসালয়; সমাজ সংস্কার ও ধর্ম্মচর্চ্চা।

জনশিক্ষায় সরকারের ঔদাসিন্য

বাগোর (নবগ্রাম) গত ১৯৪৯ সাল হইতে নবগ্রাম থানার শিবপুর ইউনিয়নের বাগোর গ্রামে অভিজ্ঞ প্রাথমিক শিক্ষক শ্রীগুলাবরতন মণ্ডল (বি টী) এবং সহযোগী শ্রীমতিলাল সাহার উদ্যোগে একটি নৈশ বিদ্যালয় খোলা হয়। সরকারের বহুল প্রচারিত নৈশ বিদ্যালয় "স্কীমনের" উপর আশা করিয়াই বিদ্যালয়টি খোলা হইয়াছিল। কিন্তু পর পর চারিবার জেলা স্কুল বোর্ডের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট বিদ্যালয়টির প্রতি কৃপা দৃষ্টি প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত দেওয়া হইলেও অদ্যাবধি কোন সাহায্য তো দূরের কথা, তিনি উত্তরটি দেন নাই। আজ প্রায় তিন বৎসর ধরিয়া স্কুল চলিতেছে। ছাত্র সংখ্যা প্রায় ২০।২২ জন। নিজস্ব—

—শেয়াল পণ্ডিতের বিচার—

মহলন্দী: কান্দী মহকুমার অন্তর্গত ২নং মহলন্দী ইউনিয়নের দুইটি কন্ট্রোল কাপড়ের দোকান আছে। একটি ভাটপাড়া কেন্দ্র অপরটি জিবন্তী কেন্দ্র। অদ্যেকার জিবন্তী কেন্দ্রস্থ মহলন্দী গ্রামের ১৮০খানা রেশন কার্ড জিবন্তী কেন্দ্রে কাপড় লইব বলিয়া আপত্তি করে এবং এডভাইসরী বোর্ডের সম্পাদক মহাশয়কে জানান। তিনি উক্ত কেন্দ্র রদ বদলের অসুবিধা দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত কেন্দ্রে কাপড় লইতে বলেন। কিন্তু উক্ত ১৮০ খানা কার্ড এডভাইসরী বোর্ডের কথামত না চলে উক্ত ইউ, বি,এর নিকট সুবিচারার্থে যায়। সেকারণ ইউ, বি, উক্ত ১৮০খানা কার্ড জীবন্তী কেন্দ্র হইতে ভাটপাড়া কেন্দ্রে আনয়ন করেন। এইজন্য ভাটপাড়া কেন্দ্রস্থ লোকগুলি নিজ ভাগে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। কারণ দুইটী কেন্দ্রের কাপড় সমান অংশে বিভক্ত। ইহা কি উক্ত বোর্ডের পি, ইউ বি বিবেচনা করিয়া বিচার করিয়াছেন না শেয়াল পণ্ডিতের বিচার হইয়াছে। —সংবাদদাতা

=পচু ঘোষের পচা বুলি=

বিকলনগর, গত ২৯শে অগ্রহায়ণ শনিবার সকাল বেলায় বেলডাঙ্গা অঞ্চলের কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীক্ষিতীশ ঘোষ বেলডাঙ্গার ধনী মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী হেমসুন্দর বসু ও অপর সঙ্গীদের পোলিং এজেন্ট নিযুক্ত করার উদ্দেশ্যে বিকলনগর গ্রামের জনৈক ভদ্রলোকের বাড়ী আগমন করেন। তথায় স্থানীয় যুবসমাজের প্রতিনিধি স্থানীয় দু-একজনের প্রস্তাবাণে কর্ত্তৃক্ত হইয়া ক্ষিতীশ বাবু প্রথমতঃ মৌন অবলম্বন করেন; কিন্তু তাঁহার অপর সঙ্গী বার বার উষ্মা প্রকাশ করিতে থাকেন। অবস্থা আয়ত্বের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া ক্ষিতীশবাবু কংগ্রেসী গোপন অস্ত্র সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। মুসলমান প্রার্থীর (ইউ, পি, বি'র ফয়েজুদ্দিন) জন্য না হয় হিন্দুরের অসুবিধা তাহা করা উচিৎ বলিয়া তিনি উপস্থিত সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার বুলিতেও লোকের মন ভিজিল না দেখিয়া তিনি দলবলসহ মোটরযোগে স্থানত্যাগ করেন। —নিজস্ব

— জেলা সরকারী কর্ম্মচারী সম্মেলন —

গত ১১ই ডিসেম্বর বহরমপুর কলেজ কোর্টে বহরমপুরের সাংস্কৃতিকসমাজ মুমসেফ শ্রীকালীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল এর পৌরহিত্যে মুর্শিদাবাদ জেলার নিম্নতম সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দের এক সম্মেলনের অনুষ্ঠান হইয়াছে। বহরমপুরের সবজজ শ্রীকৃষ্ণসুন্দর ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল সভায় উদ্বোধন করেন এবং বিভিন্ন বক্তা সংস্থানের উপস্থিতি এবং নিম্নতম কর্ম্মচারীদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সব ডিভিসনাল মুনসেফ শ্রীচক্রবর্ত্তীকে সভাপতি করে কোর্টের বক্সরী শ্রীকালীপদচন্দ্র রায়কে সেক্রেটারী বহরমপুর কালেক্টারীর কেরাণীদের অফিস শিপন্ শ্রীগোপালচন্দ্র দেকে সহসেক্রেটারী এবং জেলার বিভিন্ন অফিসের আরও ১২জন সভ্য লইয়া একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হইয়াছে।

ঔষধ কিনিতে হইলে

সর্ব্বাগ্রে

গৌরী ফার্ম্মেসী-তে

(নেতাজী রোড :: খাগড়া পোঃ)

আসুন।

ভোটের গান

ও দেশবাসীর হাসি লুকাল কোথায়
(হায়) কেনরে এ আগুন দেশে জ্বলে কিসের দায় ॥
(ও মরি হায় হায়) বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় বুঝনু শেষে আঁতে।
(ঐ) ইংরাজ বাপের ব্যাটা কংগ্রেসী বাজত্বে ॥
ও কংগ্রেসী নেতা মশাই চোরব্যাপারী বাবু
বিনয় ভরা বুলি তোমার ভোটের সময় কাবু
মনে কি নাই দাপট তোমার মারলা যখন ভাতে ॥
কারখানা বানাইছ তুমি আখখিশানীকলের মত
হাড্ডি পিশা কল
(ও তোর) জোড়া ষাঁড়ে টানছে সে কল হয় কিনাটিক বল
(হায় হায়) বলদ জোড়ার শিং ভেঙ্গেছে পায়ে ধরেছে খুড়া।
ল্যাজ মুড়িয়ে কাম কি রে বল মরণ সামনে বুড়া।
(ও তোর) মরতে বসে শিং গুতান অন্তিমের এ রাতে ॥
ইংরাজেরি শাসনকলে সাইনবোর্ডটি পালটে দিলে
কিবা বদল হয়
ব্যবসা-লুঠে দেখি ব্রিটিশ আছে ছায়াময়
—কথা হয় কিনা হয়
মদের বোতল লেবেল ছিঁড়ে দাওয়াই লিখে খেলে পড়ে
মাতাল তবু হয়
(তোমার) অশোকচক্র লেবেল তলে ব্রিটিশ নিশান রয়
—কথা হয় কিনা হয়
কমন ওয়েলথ-অধীন স্বরাজ 'কাঁঠালের আমসত্ব'
হনুমানের ল্যাজের দাপট এই কি রামরাজত্ব!
(ও তোর) ব্রিটিশ বাপের উচ্ছিষ্ট পাস কি এঁটোপাতে ॥
তোমায় দেখি ওগো বাবু কর্ডনের পাশে,
তোমায় চিনি মা বোনদের ক্ষুধার নিঃশ্বাসে—
তোমায় চিনি মা বোনদের শ্বাসে।
তোমায় দেখি ট্রাকে চড়ি' চোরাই চালান দিতে
তোমায় দেখি মিথ্যা দেনায় চাষীর ভিটে নিতে
তোমায় চিনি গুদামজাত কাপড় নাহি পেয়ে
হাফ প্যান্টের উপদেশে দেখি তোমায় চেয়ে
হাফ প্যান্টের উপদেশে চেয়ে
তোমায় চিনি আমের আঁটি খাবার কথা শুনে
রুগ্ন দেহে কচু ঝোলাগুড়ের দাওয়াই গুনে
তোমায় চিনি ধান ধরা বাবুদের গুলির মুখে
চাষীর খোরাক কাড়ছ তুমি বুলেট নিয়ে বুকে
তোমায় চিনি বুলেট নিয়ে বুকে।
ঘর ভেঙ্গেছে—তাইত মরে বাস্তুহারার দল
তোমায় চিনি কাড়ছ তাদের ছিন্ন এ সম্বল
তোমায় চিনি কাড়ছ এ সম্বল
জবাব চাই বলরে বল তোরা বলরে
ভোটের লাগি ফের এসেছিস হত্যাকারীর দল ॥
কংগ্রেসী সাজ মাথায় পরে ভোটের ভিখারী
লম্বা কথায় ঢেকে রেখে কলঙ্ক হাঁড়ি
কাকের দেখি ময়ূর-পাখার বাহার তোলার ছল
তবে কেন দেশের ছেলে জেলখানাতে বল?
খাদ্য নাকি আনবি আমেরিকার ধান, চাল
তাদের পায়ে ঠুকলি মাথা আনলি এ আকাল
চাষীর ঘরের খাদ্য নিতে দেখাস গুলির বল
শক্তিপুরে ক্ষুদিরামে মারলি কেন বল?
ও দেশবাসী! কত দিন আর উপবাসী
কংগ্রেসী নাগের নিঃশ্বাস বিষে দিল নাশি'।
(তোমার) 'কাস্তে'টারে চালাও জোরে তোল 'ধানের শীষে'
চালাও জোরে 'বেলচা কোদাল' চালাও দিশে দিশে
'চালাঘরে' রেখো তুলে সোনার ধানের শীষে
মৃত্যু যন্ত্রনাতে কাঁপে কংগ্রেসী-নাগ-ফণা
নূতন সুখী জীবন হাসে খোলায় ভরা সোনা
চাষীর ঘরে জমির স্বপন শিশুর মুখে হাসি
বিভীষিকার কবর দিও দেশে ভালবাসি ॥

—সুধীন সেনা

—১ম পৃষ্ঠার পর—

দীর্ঘরাত্রি পর্য্যন্ত সভা চলে। কংগ্রেসের ভীতি প্রদর্শন উপেক্ষা করিয়া সভার অধিকাংশ মুসলমান জনতা সমাবেশে যোগ দেন। স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সম্পর্কে শ্রীরাহা বলেন, তাঁহাদের কোন কর্ম্মসূচী নাই। গণতান্ত্রিক ভোট ভাগ করিয়া তাঁহারা প্রতিক্রিয়াকেই সাহায্য করেন তাঁহারা জয়ী হইলে আবার কংগ্রেসে ঢুকিবেন শ্রীগৌরী ভট্টাচার্য্য বলেন যে তোরাবুদ্দিনের গাড়ী জয়ী হইলে কংগ্রেসী বলদে জুড়ে দেশের দেশের ধনদৌলত চালান দেবে। সভায় মফিজুদ্দিন ও কালুমিঞা জনসঙ্গীত করেন।

যদুপুর ঃ—

রাঙ্গামাটী চাঁদপাড়া ২৩শে ডিসেম্বর,

গত ২০শে ডিসেম্বর অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় ২নং রাঙ্গামাটী চাঁদপাড়া গ্রামের প্রবীন অধিবাসী শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে লোকসভার ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ ব্লকের বহরমপুর কেন্দ্রের মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত ত্রিদিব চৌধুরীর সমর্থনে এক জনসভা হয়। সভায় শ্রীযুক্ত তারাপদ বসু, সংগঠনের সম্পাদক মণ্ডলীর শ্রীযুক্ত বিজয় গুপ্ত প্রভৃতি আসন্ন নির্ব্বাচনে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীদের পরাস্ত করিয়া কেন জেলার সংযুক্ত প্রগতিশীলদলের প্রার্থীকে জয়যুক্ত করিতে হইবে তাহার প্রয়োজন বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করেন।

কাঁটাবাগান ঃ—

গত ২২শে ডিসেম্বর সদর মহকুমার হাতীনগর, নওদাপাড়ার ও ভাকুরী ইউনিয়নের জনসাধারনের উদ্যোগে ইউ, পি, বি মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত ত্রিদিব চৌধুরী ও শশাঙ্ক শেখর সান্যালের সমর্থনে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রীযুক্ত বিজয় গুপ্ত, জনাব হাফেজুদ্দিন, সনৎ রাহা, ত্রিদিব চৌধুরী, শশাঙ্ক শেখর সান্যাল প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

আঙ্কার মাণিক ঃ—

১নং রাধারঘাট ইউনিয়নের অন্তর্গত আঙ্কার মাণিক গ্রামে গত ২৩শে ডিসেম্বর শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক শেখর সান্যালের সমর্থনে এক জনসভা অনুষ্ঠীত হয়। সভায় শ্রীযুক্ত বিজয় গুপ্ত, জনাব হাফেজুদ্দিন, শাশঙ্ক শেখর সান্যাল প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

খাগড়া ঃ

গত ২৪শে ডিসেম্বর খাগড়া চাউল পট্টিতে ইউ-পি-বি'র উদ্যোগে শ্রীগুরুদাস সাহার সভাপতিত্বে এক জনসভায় বক্তৃতা করেন—সন্তোষ ভট্টাচার্য্য, নিতাই গুপ্ত, সুরেশ কর, শৈলেন বিশ্বাস প্রভৃতি। কংগ্রেসীরা গোলমাল করিতে গেলে জনতার মধ্যে বিরূপ মন্তব্য শোনা যায়। অতঃপর হর্ষধ্বনির মধ্যে সনৎ রাহা কংগ্রেসীদের জবাব দেন।

খড়গ্রাম ডাক লুঠের মামলা

বহরমপুর ২১শে ডিসেম্বর: গত ২০শে ডিসেম্বর বহরমপুর সেনট্রাল জেল হইতে খড়গ্রাম ডাকলুঠের মোকর্দ্দমায় সন্দেহক্রমে ধৃত বিপ্লবী সাম্যবাদী কর্ম্মি ধ্বজাধারী কর ও ধন কৃষ্ণ পালকে প্রমানাভাবে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। উক্ত মোকর্দ্দমার অপর দুইজন আসামী শ্যামাপদ মণ্ডল ও অনাদি পালের বিরুদ্ধে চার্জ্জসীট দাখিল হইয়াছে। বহরমপুরের উকিল শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার গুপ্ত আসামীপক্ষে মোকর্দ্দমা পরিচালনা করিতেছেন।

—পুলিশের বীরত্ব—

অজিমগঞ্জ, ১৪ই ডিসেম্বর: ফৈজুদ্দিন নামক একজন নিরক্ষর চাষী সারা বৎসর কঠোর শ্রম করিয়া যে সামান্য পরিমাণ পাট উৎপাদন করিয়াছিল তাহা নিজগ্রামে মেন্নাহাটিফলা রাণীনগর হইতে অন্যান্য চাষীগণের সহিত সিদ্ধিগঞ্জ বাজারে পাঁচ গরুর গাড়ী পাট লইয়া আসে। আড়তদারগণ ঐ পাট ধারে লয় ও কখন ঐ টাকা দিবে তাহার স্থিরতা না থাকায় তাহার অধিক রাত্রি হইয়া যায়। সে যখন গরুর গাড়ীতে চড়িয়া অন্যান্য চাষীগণের সহিত বাটী ফিরিতেছিল তখন দুইজন পুলিশ কর্ম্মরত অবস্থায় পুলিশের পূর্ণ পোষাকে সজ্জিত হইয়া তাহাদের নিকট যাহা ছিল তাহা পৌষ মাস আগত এই সময় পূজার পার্ব্বণী বলিয়া আদায় করিয়া লয়। জনৈক পথিক কৌতুহল বশতঃ জিজ্ঞাসা করিলে পুলিশের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলিলে পাছে সবংশে নির্ব্বংশ হইতে হয় এই জন্য ফৈজুদ্দিন ভয়ে ভয়ে স্বীকার করে সে স্বেচ্ছায় মুসলমান হইয়াও পূজার পার্ব্বণী দিয়াছে। শিকারের নিকট পুশ্ন করায় বীরবিক্রমে পুলিশদ্বয় পথিকের উপর চড়াও হইলে পথিক প্রাণভয়ে পলায়ন করে।

—নিজস্ব

বহরমপুর জেল কর্ত্তৃপক্ষের অন্যায়

—জুলুম—

মামলা হইতে হেডওয়ার্ডারের অব্যাহতি

বহরমপুর সেনট্রাল জেলের হেডওয়ার্ডার রামখেলারী সিং ও রাজেন্দ্র সিংকে বার বার পরীক্ষা গ্রহণের পরও পরিশেষে সাধারণ ওয়ার্ডারের পদে নামাইয়া দেওয়া হয়। ১৯৫১ সালের ১২ই জুন পর্য্যন্ত তাঁহারা অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ছিলেন। তাঁহাদের পদাবনতির খবরে তাঁহারা ১২ই জুন হইতে অনশন ধর্ম্মঘট সুরু করেন। ১৬ই জুন তাঁহাদের বরখাস্ত করিয়া ঘর ছাড়ার হুকুম দেওয়া হয়। তাঁহারা অনশনজনিত দুর্বলতার দরুণ অক্ষমতার কথা জানাইলে তাঁহাদের অনধিকার প্রবেশ (৪৪৮ ধারা) ও জেল আইনের ৫৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়।

বহুদিন মামলা চলার পর মিঃ চৌধুরীর এজলাসে গত ৮ই ডিসেম্বর তাঁহারা মুক্তি পান। আসামী পক্ষে শ্রীনৃপেন সমাজদার ও সত্যেন দাস মামলা পরিচালনা করেন।

—নিজস্ব

— ট্রেণে কাটা পড়িয়া মৃত্যু —

গত ১৭ই ডিসেম্বর শেষ রাত্রে ১৯নং আপ ট্রেণে জিয়াগঞ্জ ষ্টেশনে একটি মহিলা চাপা পড়িয়া কাটা যায়। তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ ট্রেণ থামিবার পূর্ব্বেই তিনি নাকি ট্রেণ হইতে নামিতে চেষ্টা করিতে ছিলেন। —নিজস্ব

সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে শ্রীবিজয় গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত ও **প্রতিভা প্রিন্টিং ওয়ার্কস** (খাগড়া) হইতে জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভোটের গান

ও দেশবাসীর হাসি লুকাল কোথায়
(হায়) কেনরে এ আগুন দেশে জ্বলে কিসের দায়॥
(ও মরি হায় হায়) বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় বুঝনু শেষে আঁতে।
(ঐ) ইংরাজ বাপের ব্যাটা কংগ্রেসী বাজত্বে॥
ও কংগ্রেসী নেতা মশাই চোরব্যাপারী বাবু
বিনয় ভরা বুলি তোমার ভোটের সময় কাবু
মনে কি নাই দাপট তোমার মারল্যা যখন ভাতে॥
কারখানা বানাইছ তুমি আখপিশানীকলের মত
হাড্ডি পিশা কল
(ও তোর) জোড়া ষাঁড়ে টানছে সে কল হয় কিনাটিক বল
(হায় হায়) বলদ জোড়ার শিং ভেঙ্গেছে পায়ে ধরেছে খুড়া।
লাঙ্ক মুড়িয়ে কাম কি রে বল মরণ সামনে বুড়া।
(ও তোর) মরতে বসে শিং গুতান অস্তিমের এ রাতে॥
ইংরাজেরি শাসনকলে সাইনবোর্ডটি পালটে দিলে
কিবা বদল হয়
ব্যবসা-লুঠে দেখি ব্রিটিশ আছে ছায়াময়
—কথা হয় কিনা হয়
মদের বোতল লেবেল ছিঁড়ে দাওয়াই লিখে খেলে পড়ে
মাতাল তবু হয়
(তোমার) অশোকচক্র লেবেল তলে ব্রিটিশ নিশান রয়
—কথা হয় কিনা হয়
কমন ওয়েলথ-অধীন স্বরাজ 'কাঠালের আমসত্ব'
হনুমানের ল্যাজের দাপট এই কি রামরাজত্ব!
(ও তোর) ব্রিটিশ বাপের উচ্ছিষ্ট পাস কি এঁটোপাতে॥
তোমায় দেখি ওগো বাবু কর্ডনের পাশে,
তোমায় চিনি মা বোনদের ক্ষুধার নিঃশ্বাসে—
তোমায় চিনি মা বোনদের শ্বাসে।
তোমায় দেখি ট্রাকে চড়ি' চোরাই চালান দিতে
তোমায় দেখি মিথ্যা দেনায় চাষীর ভিটে নিতে
তোমায় চিনি গুদামজাত কাপড় নাহি পেয়ে
হাফ প্যান্টের উপদেশে দেখি তোমায় চেয়ে
হাফ প্যান্টের উপদেশে চেয়ে
তোমায় চিনি আমের আঁটি খাবার কথা শুনে
রুগ্ন দেহে কচু ঝোলাগুড়ের দাওয়াই গুনে
তোমায় চিনি ধান ধরা বাবুদের গুলির মুখে
চাষীর গোরাক কাড়ছ তুমি বুলেট নিয়ে বুকে
তোমায় চিনি বুলেট নিয়ে বুকে।
ঘর ভেঙ্গেছে—তাইত মরে বাস্তুহারার দল
তোমায় চিনি কাড়ছ তাদের ছিন্ন এ সম্বল
তোমায় চিনি কাড়ছ এ সম্বল
জবাব চাই বলরে বল তোরা বলরে
ভোটের লাগি ফের এসেছিস হত্যাকারীর দল॥
কংগ্রেসী সাজ মাথায় পরে ভোটের ভিখারী
লম্বা কথায় ঢেকে রেখে কলস হাঁড়ি
কাকের দেখি ময়ূর-পাখার বাহার তোলার ছল
তবে কেন দেশের ছেলে জেলখানাতে বল?
খাদ্য নাকি আনবি আমেরিকার ধান, চাল
তাদের পায়ে ঠুকলি মাথা আনলি এ আকাল
চাষীর ঘরের খাদ্য নিতে দেখাস গুলির বল
শক্তিপুরে ক্ষুদিরামে মারলি কেন বল?
ও দেশবাসী! কত দিন আর উপবাসী
কংগ্রেসী নাগের নিঃশ্বাস বিষে দিল নাশি'।
(তোমার) 'কাস্তেটারে চালাও জোরে তোল 'ধানের শীষে'
চালাও জোরে 'বেলচা কোদাল' চালাও দিশে দিশে
'চালাঘরে' রেখো তুলে সোনার ধানের শীষে
মৃত্যু যন্ত্রনাতে কাঁপে কংগ্রেসী-নাগ-ফণা
নূতন স্বর্গ জীবন হাসে গোলায় ভরা সোনা
চাষীর ঘরে জমির স্বপন শিশুর মুখে হাসি
বিভীষিকার কবর দিও দেশে ভালবাসি॥

—সুধীন সেন।

—১ম পৃষ্ঠার পর—

দীর্ঘরাত্রি পর্য্যন্ত সভা চলে। কংগ্রেসের ভীতি প্রদর্শন উপেক্ষা করিয়া সভার অধিকাংশ মুসলমান জনতা সমাবেশে যোগ দেন। স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সম্পর্কে শ্রীরাহা বলেন, তাঁহাদের কোন কর্ম্মসূচী নাই। গণতান্ত্রিক ভোট ভাগ করিয়া তাঁহারা প্রতিক্রিয়াকেই সাহায্য করেন তাঁহারা জয়ী হইলে আবার কংগ্রেসে ঢুকিবেন শ্রীগৌরী ভট্টাচার্য্য বলেন যে তোরাবুদ্দিনের গাড়ী জয়ী হইলে কংগ্রেসী বলদে জুড়ে দেশের দেশের ধনদৌলত চালান দেবে। সভায় মফিজুদ্দিন ও কালুমিঞা জনসঙ্গীত করেন।

যদুপুর ঃ—

রাঙ্গামাটী চাঁদপাড়া ২৩শে ডিসেম্বর,

গত ২০শে ডিসেম্বর অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় ২নং রাঙ্গামাটী চাঁদপাড়া গ্রামের প্রবীন অধিবাসী শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে লোকসভার ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ ব্লকের বহরমপুর কেন্দ্রের মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত ত্রিদিব চৌধুরীর সমর্থনে এক জনসভা হয়। সভায় শ্রীযুক্ত তারাপদ বসু, সংগঠনের সম্পাদক মণ্ডলীর শ্রীযুক্ত বিজয় গুপ্ত প্রভৃতি আসন্ন নির্ব্বাচনে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীদের পরাস্ত করিয়া কেন জেলার সংযুক্ত প্রগতিশীলদলের প্রার্থীকে জয়যুক্ত করিতে হইবে তাহার প্রয়োজন বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করেন।

কাঁটাবাগান ঃ—

গত ২২শে ডিসেম্বর সদর মহকুমার হাতীনগর, নওদাপাঙ্গর ও ডাকুরী ইউনিয়নের জনসাধারনের উদ্যোগে ইউ, পি, বি মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত ত্রিদিব চৌধুরী ও শশাঙ্ক শেখর সান্যালের সমর্থনে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রীযুক্ত বিজয় গুপ্ত, জনাব হাফেজুদ্দিন, সনৎ রাহা, ত্রিদিব চৌধুরী, শশাঙ্ক শেখর সান্যাল প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

আন্ধার মাণিক ঃ—

১নং রাধারঘাট ইউনিয়নের অন্তর্গত আন্ধার মাণিম গ্রামে গত ২৩শে ডিসেম্বর শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক শেখর সান্যালের সমর্থনে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রীযুক্ত বিজয় গুপ্ত, জনাব হাফেজুদ্দিন, শাশঙ্ক শেখর সান্যাল প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

খাগড়া ঃ

গত ২৪শে ডিসেম্বর খাগড়া চাউল পট্টিতে ইউ-পি-বি'র উদ্যোগে শ্রীগুরুদাস সাহার সভাপতিত্বে এক জনসভায় বক্তৃতা করেন—সন্তোষ ভট্টাচার্য্য, নিতাই গুপ্ত, সুরেশ কর, শৈলেন বিশ্বাস প্রভৃতি। কংগ্রেসীরা গোলমাল করিতে গেলে জনতার মধ্যে বিরুদ্ধ মন্তব্য শোনা যায়। অতঃপর হর্ষধ্বনির মধ্যে সনৎ রাহা কংগ্রেসীদের জবাব দেন।

খড়গ্রাম ডাক লুঠের মামলা

বহরমপুর ২১শে ডিসেম্বর ঃ গত ২০শে ডিসেম্বর বহরমপুর সেনট্রাল জেল হইতে খড়গ্রাম ডাকলুঠের মোকদ্দমায় সন্দেহক্রমে ধৃত বিপ্লবী সাম্যবাদী কর্ম্মি ধ্রুবাধারা কর ও দন কৃষ্ণ পালকে প্রমানাভাবে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। উক্ত মোকদ্দমার অপর দুইজন আসামী শ্যামাপদ মণ্ডল ও অনাদি পালের বিরুদ্ধে চার্জ্জশীট দাখিল হইয়াছে। বহরমপুরের উকিল শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার গুপ্ত আসামীপক্ষে মোকর্দ্দমা পরিচালনা করিতেছেন।

—পুলিশের বীরত্ব—

অজিমগঞ্জ, ১৪ই ডিসেম্বর ঃ ফৈজুদ্দিন নামক একজন নিরক্ষর চাষী সারা বৎসর কঠোর শ্রম করিয়া যে সামান্য পরিমাণ পাট উৎপাদন করিয়াছিল তাহা নিজগ্রামে মেল্লাহাটফলা রাণীনগর হইতে অন্যান্য চাষীগণের সহিত সিদ্ধিগঞ্জ বাজারে পাঁচ গরুর গাড়ী পাট লইয়া আসে। আড়তদারগণ ঐ পাট ধারে লয় ও কখন ঐ টাকা দিবে তাহার স্থিরতা না থাকায় তাহার অধিক রাত্রি হইয়া যায়। সে যখন গরুর গাড়ীতে চড়িয়া অন্যান্য চাষীগণের সহিত বাটী ফিরিতেছিল তখন দুইজন পুলিশ কর্ম্মরত অবস্থায় পুলিশের পূর্ণ পোষাকে সজ্জিত হইয়া তাহাদের নিকট যাহা ছিল তাহা পৌষ মাস আগত এই সময় পূজার পার্ব্বণী বলিয়া আদায় করিয়া লয়। জনৈক পথিক কৌতুহল বশতঃ জিজ্ঞাসা করিলে পুলিশের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলিলে পাছে সর্ব্বশে নির্ব্বাশ হইতে হয় এই ভয় ফৈজুদ্দিন ভয়ে ভয়ে স্বীকার করে সে বেচ্ছায় মুসলমান হইয়াও পূজার পার্ব্বণী দিয়াছে। শিকারের নিকট পুশ্ন করায় বীরবিক্রমে পুলিশদ্বয় পথিকের উপর চড়াও হইলে পথিক প্রাণভয়ে পলায়ন করে।

—নিজস্ব

বহরমপুর জেল কর্ত্তৃপক্ষের অন্যায়

—জুলুম—

মামলা হইতে হেডওয়ার্ডারের অব্যাহতি

বহরমপুর সেনট্রাল জেলের হেডওয়ার্ডার রামগেলারী সিং ও রাজেন্দ্র সিংকে বার বার পরীক্ষা গ্রহণের পরও পরিশেষে সাধারণ ওয়ার্ডারের পদে নামাইয়া দেওয়া হয়। ১৯৫১ সালের ১১ই জুন পর্য্যন্ত তাঁহারা অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ছিলেন। তাঁহাদের পদাবনতির খবরে তাঁহারা ১১ই জুন হইতে অনশন ধর্ম্মঘট সুরু করেন। ১৬ই জুন তাঁহাদের বরখাস্ত করিয়া ঘর ছাড়ার হুকুম দেওয়া হয়। তাঁহারা অনশনজনিত দুর্ব্বলতার দরুণ অক্ষমতার কথা জানাইলে তাঁহাদের অনাধিকার প্রবেশ (৪৪৮ ধারা) ও জেল আইনের ৫৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়।

বহুদিন মামলা চলার পর মিঃ চৌধুরীর এজলাসে গত ৮ই ডিসেম্বর তাঁহারা মুক্তি পান। আসামী পক্ষে শ্রীনৃপেন সমাদ্দার ও সত্যেন দাস মামলা পরিচালনা করেন।

—নিজস্ব

— ট্রেণে কাটা পড়িয়া মৃত্যু —

গত ১৭ই ডিসেম্বর শেষ রাত্রে ১৯নং আপ ট্রেণে জিয়াগঞ্জ ষ্টেশনে একটি মহিলা চাপা পড়িয়া কাটা যায়। তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ ট্রেণ থামিবার পূর্ব্বেই তিনি নাকি ট্রেণ হইতে নামিতে চেষ্টা করিতে ছিলেন।

—নিজস্ব

সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে শ্রীবিজয় গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত ও **প্রতিভা প্রিন্টিং ওয়ার্কস** (খাগড়া) হইতে জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

Regd. No. C 3435.

সাপ্তাহিক সংগঠন

মুর্শিদাবাদ জেলার প্রগতিশীল মুখপত্র

প্রথম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা | ১৮ই পৌষ বৃহস্পতিবার, ১৩৫৮, ইং ৩রা জানুয়ারী ১৯৫২। | মূল্য ।০ এক আনা

ইউ-পি-বি মনোনীত কয়েকজন প্রার্থীর প্রতীক চিহ্ন

পৌষ মাসেই জঙ্গীপুর মহকুমায় দুর্ভিক্ষের চরণধ্বনি

সম্প্রতি এই মহকুমার সর্ব্বত্রই চাউলের দর মণপ্রতি ত্রিশ টাকা হইতে বত্রিশ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে এবং সাধারণ লোকের মধ্যে ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে।

বর্ত্তমান মাসে নূতন ধান ও চাল উঠিবার মরশুম এবং সেই সময় বাজারে প্রচুর ধান চাউল আমদানী হওয়ার পরিবর্ত্তে আমদানির পরিমাণ প্রতিদিন হ্রাস পাইতেছে। ইহার প্রধান কারণ এই বৎসর এতদঞ্চলে উপযুক্ত বৃষ্টির অভাবে ভাল ধান হয় নাই। তাহার উপর ধান ধরা বাবুদের জুলুম যদিও স্থানীয় কংগ্রেসীপ্রভুরা (নির্ব্বাচনে ভোটপ্রার্থী) ভোট গ্রহণের পূর্ব্বে এই জুলুমের বাহ্যিক প্রতিবাদ, সরকারী কর্ম্মচারীর হুসিয়ারী করিতেছেন তবুও গরীব চাষীদের ঘর হইতে ধান চলিয়া যাইতেছে সরকারী গুদামে বাজারে আমদানী অভাবের সুযোগে চাউল ব্যবসায়ী মহল মুনাফার অংক যথেচ্ছভাবে বৃদ্ধি করিতেছেন কিন্তু স্থানীয় সরকারী খাদ্য বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে উদাসীন।

জঙ্গীপুর মহকুমাবাসীর পক্ষ হইতে মহকুমা এবং জেলা কর্ত্তৃপক্ষকে এই বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে এবং ১৯৫০ সালের দুর্ভিক্ষের মত না খাইয়া মরার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে দিতে মহকুমাবাসী রাজী নয় বলিয়াও সাবধান করিয়া দিয়াছে।

—সংবাদদাতা

গোরাবাজার ভদ্রপল্লীতে দুর্ব্বৃত্তগণের হানা

শিশুপুত্রসহ চারজন স্ত্রীলোক আহত

দুইজন দুর্ব্বৃত্ত গ্রেপ্তার

বহরমপুর ঃ গত ২৮শে ডিসেম্বর রাত্রি প্রায় ৭ ঘটিকার সময় গোরাবাজার এলাকায় শশীকুমার রায় মহাশয়ের বাড়ীতে কতিপয় দুর্বৃত্ত অতর্কিতে হানা দেয় এবং বাড়ীর লোকজনদের আক্রমণ করিয়া পলায়ন করে। সংক্ষিপ্ত প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে উক্ত রাত্রিতে রায় মহাশয়ের বাড়ীতে নাকি কোন বয়স্ক পুরুষ ছিল না। দুর্বৃত্তগণ এই সুযোগে রায় মহাশয়ের বাড়ীতে চড়াও করিয়া সামনেই একজন ঝিকে দেখিতে পায় এবং কোদাল দিয়া তাহার ঘাড়ে আঘাত

দিকে দিকে ইউ-পি-বি'র বিজয় অভিযান

ধূলিয়ানে পাঁচজন ইউ-পি-বি কর্ম্মী ছুরিকাহত

পশ্চিম বাংলা কংগ্রেস সভাপতি মুর্শিদাবাদ জেলার দ্রুত নিমজ্জমান কংগ্রেস প্রার্থীগণকে অকূলে কূল দেখাইবার জন্য মুর্শিদাবাদ জেলায় নির্ব্বাচনী সফরে আসিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলার মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলি পরিভ্রমণ করিয়া ছলে-বলে কৌশলে মুসলিম জনতাকে বিভ্রান্ত করিবার উদ্দেশ্যে জেলার বিভিন্ন মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলিতে কয়েকটি জনসভায় বক্তৃতা করাই তাঁহার আসল উদ্দেশ্য ছিল। তাই বেলডাঙ্গা নির্ব্বাচন কেন্দ্রে যেখানে বেলডাঙ্গার বিখ্যাত ধনী জমিদার, জোতদার ও ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ ঘোষ জেলা ইউ-পি-বি'র কমিউনিষ্ট পার্টির মনোনীত প্রার্থী জনাব ফয়েজুদ্দিনের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন সেই মুসলিম প্রধান অঞ্চলটি অতুল্য বাবু তাঁহার নির্ব্বাচনী সফরের প্রথম ঘাঁটি হিসাবে বাছিয়া লন। সভার কার্য্য আরম্ভ হয় ক্ষিতিশ বাবুর নিজস্ব মহল্লায়। মাত্র দুইশত লোককে বহু কষ্টে উক্ত সভায় একরকম জোড় করিয়া ডাকাইয়া আনান হয়। সভার কার্য্য সুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীযুক্ত গোপাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবলরাম কবিরাজ শ্রীঅনিল ঘোষ প্রমুখ বেলডাঙ্গার অনিবাসীগণ শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষ মহাশয়ের নিকট একটি প্রশ্নে 'গোদাবরুসের ন্যায় সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন চির কংগ্রেস বিরোধী ও সরকারী অর্থের অপব্যবহারকারী ও হিসাব দানে অক্ষম ব্যক্তিকে কেন কংগ্রেস মনোনয়ন দেওয়া হইল' —তাহা জিজ্ঞাসা করিলে অতুল্য বাবু উত্তর দেন 'গোদাবরুসের মধ্যে আমরা দেশবন্ধু ও নেতাজীকে খুঁজিয়া পাইয়াছি।' অতুল্যবাবুর উক্ত উত্তর 'নেতাজী ও দেশবন্ধুর প্রতি অপমাননা কর' এইরূপ মন্তব্য করিলে এবং অবিলম্বে গোদাবরুসের নিকট হইতে সরকারী অর্থের হিসাব লওয়ার দাবী উত্থাপন করিলে অতুল্যবাবু অপ-

৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন

করে। আহতা ঝি'র চিৎকারে বাড়ীর মধ্যস্থ আরও কয়েকজন স্ত্রীলোক ছুটিয়া আসে এবং সামনেই রক্তাক্ত অবস্থায় ঝি ও দুর্বৃত্তগণ তাঁদের মারাত্মকভাবে আক্রমণ করিয়া পলায়ন করিবার কালে সামনে একটি শিশুকে দেখিতে পাইয়া তাহাকেও মারাত্মকভাবে আহত করিয়া পলায়ন করে। পুলিশ মোট দুইজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এবং বাকী দুর্বৃত্তগণকে গ্রেপ্তারের জন্য জোর অনুসন্ধান কার্য্য চলিতেছে। —ষ্টাফ

"এখনই এত জুলুম, নির্ব্বাচনে জিতলে না জানি আরও কি করবে"

নবগ্রাম থানার বাগোড় গ্রামটি ও কান্দী থানার অন্তর্গত ভাটপাড়া গ্রামটি পাশাপাশি অবস্থিত। ঐ দুই গ্রামের জনসাধারণ যেমন পাশাপাশি বাস করে, ঠিক তেমনি তাদের ভাটপাড়া ও বাগড় মাঠের জমিগুলিও পুরুষানুক্রমে পাশাপাশি আবাদ হইয়া আসিতেছে। বিপদ বাধিয়াছে কংগ্রেসী রাম রাজত্বের বেআইনী ধান সিজ, প্রকিওরমেন্ট ও কর্ডন নীতির ফলে। সম্প্রতি এক ঘটনার মধ্য দিয়া উভয় গ্রামের লোকেরাই কংগ্রেসী সরকারের 'ধান ধরা' নীতি হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করিতেছে। বাগড় গ্রামের চাষী গাজল মিস্ত্রী চিরদিন যেমন তাহার জমি চাষ করিয়া ফসল ঘরে আনিত ঠিক তেমনি ভাবে এবারও আনিতেছিল। অকস্মাৎ খাকি কোর্ত্তা পরা পেট্রল ক্যাম্পের লোক আসিয়া তাহার গাড়ী ধরিয়া তাহাকে ক্যাম্পে লইয়া গেল। তাহাকে অনেক গালা গালির পর একটি সাদা কাগজে টিপ দিতে বলা হইল। সে তাহাতে অস্বিকার করিলে ও পেট্রলম্যানদের সাদা কাগজে টিপ দিতে বলার ন্যায় ও অন্যায় ও অপরাধ জনক কার্য্যের প্রতিবাদ করিলে বাহাদুর পেট্রলম্যানেরা তাহার হাতে পায়ে দড়ি বাঁধিয়া তাহার উপর অকথ্য অত্যাচার চালাইতে থাকে। বাগড়, উগড়ে, ভাটপাড়া প্রভৃতি গ্রামের উপস্থিত জনতা ইহাতে বিক্ষুব্ধ হইয়া ওঠে। অবশেষে জনতা ব্যাপারটি থানা অফিসারের গোচরে আনিলে থানা অফিসার মহোদয় তদন্তে আসেন। উপস্থিত জনতা দারোগা বাবুকে তদন্ত কার্য্যে সাহায্য করিতে আসিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন ও তাহাদের জবানবন্দী যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া অবিলম্বে প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে আবেদন জানাইলে দারোগাবাবু উদ্ধতভাবে

(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)

বেলডাঙ্গার ফয়েজুদ্দিনকে, শিষ-কাস্তে মার্কা বাক্সে ও মুর্শিদাবাদে শৈলেন অধিকারী, লালগোলায় আবদুর রৌফ, খরগাঁ-বরঞায় গঙ্গানারায়ণ রায়কে চালাধর মার্কা বাক্সে এবং বহরমপুর লোক সভায় ত্রিদিব চৌধুরী এবং বিধান সভায় শশাঙ্কশেখর সান্যালকে কোদাল বেলচা চিহ্নিত বাক্সে ভোট দিয়া কংগ্রেস রাজকে খতম করুন।

স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার

মত প্রকাশের স্বাধীনতাও আমাদের জন্মগত অধিকার। সংবিধানে তাহা সম্পূর্ণতঃ সুনিশ্চিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হইব না।

সংগঠন

১৮ই পৌষ, বৃহস্পতিবার

একগ্রাস ভাত, একঢোক জল আর একখানি কাপড়

একগ্রাস ভাত, একঢোক জল আর একখানি কাপড়—কত সামান্য আমাদের দাবী! চার বছরের কংগ্রেসী রাজত্বে দেশবাসীর এই সামান্য দাবীটুকুও পূর্ণ হ'ল না— দেশের কোথাও না, মুর্শিদাবাদেও না। ভাতের অভাবে না নওদা থানার চাঁদপুরের বায়েনরা বাসন পত্র, এমন কি বাস্তুভিটের উঠোনটুকুও বিক্রি করলেন, বাগ্দীপাড়ার গোপালের বৌ'এর সংসার ভাঙ্গলো, শাক আর তাড়ি খেয়ে দিন কাটালেন নবগ্রাম-দফরপুরের মানুষ, অভাবে উপবাসে হা হুতাশ করতে লাগলেন শক্তিপুরের মৎস্যজীবিরা—তবু বাংলদেশের বিধান রাজত্বে একমুঠো ভাতের ব্যবস্থা হ'ল না। ভাতের দাবীর জবাবে সরকারী অফিসাররা দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন : ধান চাল কি আমি পকেটে করে এনেছি?

এক ঢোক জল? তারও অভাব এই পৌষ মাসেই দেখা দিচ্ছে। আছরা, অমরকুণ্ডু, চয়ণডাঙ্গা, মাধুনিয়া প্রভৃতি গ্রামে এখনই জলাভাব। টিউব ওয়েলের দরখাস্ত করায় এস, ডি, ও, সাহেব বোর্ডকে দেখিয়েছেন, বোর্ড দেখাবে এস, ডি, ও'কে। আগামী দু'এক মাসের মধ্যে পুকুরের তলানি পাঁকটুকুও শুকিয়ে যাবে—চোখের জলে তৃষ্ণা মেটাতে হবে নবগ্রামের মানুষকে।

একটুকরো কাপড়ের অভাবে দশ বার বছরের মেয়ে এই শীতের দিনেও এদেশে উলঙ্গ হয়ে দিন কাটায়, গামছা পড়ে আমাদের মা বোনেরা ঘরের কোনে লুকিয়ে থাকেন ওদিকে জাহাজ ভরা কাপড় বিদেশে চালান দেবার অনুমতি দেওয়া হয় ভুঁড়ি মোটা মুনাফাখোরদের স্বার্থে। লজ্জা নিবারণের দাবীটুকু জানালে মন্ত্রীত্বের গদি থেকে উপদেশ আসে—তোমরা বরং হাফপ্যাণ্ট পড়।

জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করতে যে সরকারের এত গড়িমসি তার সৈন্যদল লেলিয়ে দেওয়া হয় তেলেঙ্গার কৃষকদের জমি থেকে উচ্ছেদ করার জন্য। কলিকাতার বুকে সাজানো হাসপাতাল ভেঙ্গে কোরিয়ায় ঔষধ চালান দেওয়া হয় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য, বিদেশী শোষণের বন্দোবস্ত কায়েমরাখা আর বাস্তুহারা উচ্ছেদ করার আইন প্রণয়ন হয় পাশাপাশি। মেহনতী মানুষের বাঁচার দাবীকে লাঠি গুলি টিয়ারগ্যাস দিয়ে দাবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। দৈনন্দিন অভাব অনটনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই সমস্ত ঘটনা মিলিয়ে দেশবাসী এক নূতন চেতনা লাভ করছেন। কংগ্রেসী শাসন পাঁচ বছরে যা পারেনি পঞ্চাশ বছরেও তা পারে না—কংগ্রেসী রাস্তায় জনতার দাবী মিটবে না। কংগ্রেসের রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা আজ দেশবাসীর নিকট ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তাই একা একা ক্ষীণ কণ্ঠে অন্ন ভিক্ষা আর নয় মিলিত মানুষের সংগঠন বজ্রকণ্ঠে ঘোষনা করুক—না, আমরা মরবো না, কংগ্রেস শাসনের অবসান করবো।

আর কত শুনব!

সম্প্রতি পশ্চিমবাঙলার কংগেস প্রধান শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষ নির্ব্বাচনী সফরে বেলডাঙ্গায় আসিয়াছিলেন। জনতার পক্ষ হইতে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল—"সরকারী অর্থের অপব্যবহারকারী আজন্ম কংগ্রেস বিরোধী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদের ধারক বাহক ও রক্ষক জনাব গোদাবক্স সাহেবকে কেন কংগ্রেস মনোনয়ন দেওয়া হইয়াছে?" অতুল্য বাবু জবাব দিয়াছেন "আই, সি, এস পরীক্ষায় পাস করা সুভাষচন্দ্রের ও মাতাল ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জনের প্রতিচ্ছবি আমরা গোদাবক্স সাহেবের মধ্যে অবলোকন করিয়া ধন্য হইয়াছি।" ধন্য অতুল্য বাবু! ধন্য তাঁহার কংগ্রেস সেবা। আজ বৈষ্ণব কবিরা বাঁচিয়া থাকিলে গাহিতেন "মেরেছ কলসীর কানা তাই বলে কি প্রেম দেব না।" অতুল্য বাবু ও তাঁহার কংগ্রেসী সাথীরা আজ যখন ভোটের বাজারে প্রেম বিলি করিতে ব্যস্ত এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদের ধারক, বাহক ও রক্ষক গোদাবক্স সাহেবকে সম্মুখে রাখিয়া বিভ্রান্ত মুসলিম জনতার ভোটের সাহায্যে নির্ব্বাচনী বৈতরণী পারি দিবার উদ্দেশ্যে দেশবন্ধু ও নেতাজীর স্মৃতিকেও কলুষিত করিতে কুণ্ঠিত নহেন তখন মুর্শিদাবাদ জেলার হিন্দু-মুসলমান গরীব জনতার পক্ষ হইতে আমরা কংগ্রেস প্রধান অতুল্য ঘোষ ও তাঁহার অঙ্গুলীহীত শ্যামাপদ-নলিনাক্ষ্য-দুর্গাসিংহের দলকে নিম্নলিখিত প্রশ্নাবলী করিতেছি :—

১। গোদাবক্স সাহেব মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস অফিস চেনেন ত? সহযোগী মুর্শিদাবাদ সমাচার কিছুদিন পূর্ব্বে গোদাবক্স সাহেবদের কংগ্রেস অফিস চেনার সাহায্য কল্পে কংগ্রেস সভাপতির বহির্বাটিতে একটি বহরমপুর সহরের নক্সা সমেত কংগ্রেস অফিসের নক্সা 'টানাইয়া' দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, অতুল্য বাবু তাহা জানেন ত?

২। গোদাবক্স সাহেবদেরকে আজ নেতা বানাইয়া তাঁহারা যখন সাম্প্রদায়িকতাবাদকে উস্কানি দিতেছেন, তখন মুর্শিদাবাদ জেলায় বিশেষ করিয়া বেলডাঙ্গা অঞ্চলে ভবিষ্যতে কোন সাম্প্রদায়িক গোলযোগ হইলে গরিব হিন্দু-মুসলমানের ধন ও প্রাণের দায়িত্ব তাঁহারা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন ত?

অতুল্য বাবুদেরকে আমরা স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, ভোটের গরজে আজ তাঁহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, কিন্তু ভোটটাই সব কিছুর শেষ কথা নহে। ভোটের বাজারে যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ-বুদ্ধির বিষবৃক্ষ তাঁহারা আজ স্বহস্তে রচনা করিতেছেন সেই বৃক্ষের বিষফল ভক্ষণ করিয়া একদিন তাঁহাদিগকেই মৃত্যুপথে যাত্রা করিতে হইবে। গরিব হিন্দু-মুসলমান জনতার পক্ষে আমরা সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াই এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করিতেছি।

** ** **

আজ সবাই যখন ভোটের নেশায় মত্ত তখন মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে এই পৌষ মাসেই চাউলের আকালের ক্রমবর্দ্ধমান সংবাদ আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছাইতেছে। অভাবী জেলা মুর্শিদাবাদকে যাঁহারা একদা বাড়তি অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন তাঁহাদের ধানবরা নীতি ও কৌশলও চরমে উঠিয়াছে। আমরা ভাবিতেছি অতঃ কিম্! জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও জেলা খাদ্য বিভাগ এ বিষয়ে কি ভাবিতেছেন জানি না, তবে আমরা আমাদের এই সংখ্যায় প্রকাশিত চাউলের আকাল, ক্রমবর্দ্ধমান চাউলের দর ও অপ্রত্যাশিত ধানবরা নীতির চাঞ্চল্যকর তথ্যগুলি উপহার দিলাম।

চিনির বস্তা কোথায় যায়?

স্থানীয় রেশন দোকানদারের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংবাদ হইতে প্রকাশ যে, উক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেশন দোকানদারগণ যখন চিনির হোলসেলার শ্রীযুক্ত-মোহনলাল জৈনের নিকট হইতে চিনি আনিতে যান তখন চিনির বস্তা তাহাদিগকে দেওয়া হয় না। ফলে প্রত্যেকটি ছোট দোকানদারকে চিনির দাম বাবদ প্রদত্ত টাকা ছাড়াও বস্তার দাম বাবদ কোথাও ১৬৲ কোথাও বা ২৲ খরচ করিতে হয়। আমরা কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষন করিতেছি।

'টাকা পয়সা দিয়াও বলদের সঙ্গী পাচ্ছেন না'

লালবাগ, ২১শে নভেম্বর—আসন্ন নির্ব্বাচনে লালবাগের চতুর্দ্দিকে ইউ, পি, বি'র প্রার্থী শৈলেন অধিকারীকে ভোট দিবার জন্য সকলেই আগ্রহে দিন গুনছেন। চতুর্দ্দিকে সভা সমিতি, দেওয়ালে দেওয়ালে, পোষ্টার, চায়ের দোকানে, পথে, ঘাটে সকলেরই মুখে এক কথা কংগ্রেসী রাজত্বের অবসান চাই। এমতবস্থায় কংগ্রেসী প্রার্থী দুর্গাপদ সিংহের ক্যানভাসের জন্য কাহাকেও পাওয়া যাচ্ছে না। লালবাগের একমাত্র দুর্গাশিষ্য গিরিজা মজুমদার (কিছুদিন পূর্ব্বে জিয়াগঞ্জে অনুষ্ঠিত জেলা কংগ্রেস সম্মেলনে কল্কে না পেয়ে মনের দুঃখে কাগজে বিবৃতি দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য দুর্গা সিং নিমন্ত্রণ করে) ছেলে ভোলাবার জন্য এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছেন। সিনেমা, রেষ্টুরেন্ট, নগদ টাকার লোভও দেখাচ্ছেন বলে শোনা যাচ্ছে, কিন্তু তাতেও না পেয়ে কলকাতা থেকে ছেলে আনাবেন বলে ভাবছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে অদ্যাবধি লালবাগে ভারত স্বাধীন হবার পর থেকে কংগ্রেসীদের কোন সভাসমিতি হয় নাই, অদূর ভবিষ্যতে হবারও কোন লক্ষণ নাই। —সংবাদদাতা

— জমিদারের অত্যাচার —

লালবাগের জনৈক ভাগিদার কিরিটেশ্বরীতে পতিত জমি আছে, সেইগুলি চাষ করিবার জন্য বর্গাদার আসিলে তাহাদের নিকট উচ্চহারে সেলামী চান, জনৈক জমিদার কোন রকমে ১৫০৲ টাকা জোগার করিয়া জমিদারকে নজর দেন, কিন্তু জমিদারবাবু তাহাকে কোন রসিদ দেন নাই, বর্ত্তমানে পুনরায় আরেক জনের কাছ থেকে ২৫০৲ টাকা আদায় করে তাকে জমি দিবেন বলে শোনা যাচ্ছে। —সংবাদদাতা

স্কুলগৃহ পুড়িয়া যাওয়ায় বিদ্যালয়ের কার্য্য বন্ধ।

গত ১৬।১২।৫১ তারিখে বেলা তিনটার সময় জলঙ্গী থানার অধীন খাশমহাল ফ্রী বোর্ড, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একমাত্র খড়ের ঘড়খানা যাবতীয় জিনিষপত্রসহ হঠাৎ পুড়িয়া যাওয়ায় উক্ত অঞ্চলের কয়েকখানা গ্রামের ছেলে মেয়েদের শিক্ষালাভের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে। জেলা স্কুল বোর্ড অবিলম্বে উক্ত স্কুলের গৃহপ্রস্তুত ও আসবাবপত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করিলে জনসাধারণ উপকৃত হইবে। —সংবাদদাতা

— সাইকেল ভ্রমণ —

বহরমপুর, গত ১১ই পৌষ বহরমপুর হইতে রাধাগোবিন্দ ধর, কালাচাঁদ ধর, অমরেন্দ্রনাথ সরকার সলিলকুমার রাহা, অনিলকুমার ঘোষ ও কাশীনাথ দাস নামীয় ছয়জন যুবক সাইকেলে বিহার অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। ইহারা বিহারের আকর্ষণীয় স্থানগুলি পরিদর্শন করিয়া যুক্তপ্রদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে। সেখান হইতে কলিকাতায় গমণ করিবে। কলিকাতা পরিদর্শন করিয়া এই মাসের মধ্যেই ফিরিয়া আসিবে। —সংবাদদাতা

দুর্গাবাবুর চেয়ে আমরা বেশী দেশভক্ত

টিনের পারমিট দিয়েও ভোট পাওয়া যায় না

আমডহরা, ২৫শে ডিসেম্বর : গত ২২শে ডিসেম্বর সরলপুর ইউনিয়নে স্থানীয় কংগ্রেস কর্ম্মীদের একটি রহস্যজনক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ভাড়াটিয়া কংগ্রেসী জনাব মৌলভী নুরমহম্মদ সাহেব। সভার বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করেন জেলা কংগ্রেস সম্পাদক, শ্রীদুর্গাপদ সিংহ, সভার আলোচ্য বিষয় ছিল, সরলপুরে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংস্থাপনের পরিকল্পনা। সভা আরম্ভ হইলে দেখা যায়, কংগ্রেসী ভোট প্রচারই একমাত্র আলোচ্য বিষয়। জনসাধারণের ভেতর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইলে জনসাধারণের পক্ষ হইতে 'আমডহরা জেনারেল মার্চ্চেন্টস এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক, এম, ইয়াকুব হোসেন আলোচ্য বিষয় পালটিয়ে দেবার তীব্র প্রতিবাদ জানান। শ্রীদুর্গা বাবু বাক্তি স্বাধীনতার প্রশ্ন উপস্থাপিত করিলে এম, ইয়াকুব সাহেব বলেন, 'যিনি আজ ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রশ্নে আত্মহারা, তিনিই ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণের একটি প্রতীক ছাড়া আর কিছুই নহেন। তার পরিচয় জনসাধারণ পেয়েছেন বেণী পুরের বিরাট জনসভায় নষ্টপুরের সমাগত ৫০০০ পাঁচ হাজর জনসাধারণের মিটিং ভাংবার ভিত্তিতে। কাজেই জনসাধারণের চোখে ধূলা দিয়ে আজ আবার নূতন করে ব্যক্তি স্বাধীনতার দাবী তোলা কংগ্রেসী ভোট প্রচারের ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নহে।" সমাগত ৩০৪০ জন লোকের ভেতর প্রায় অর্দ্ধেক অংশ দুর্গাবাবুর ধৃষ্টতার তীব্র প্রতিবাদ জানান। সূর্য্যাস্তের সময় আবার নূতন করিয়া সভা আরম্ভ হইলে শ্রীদুর্গাবাবুর সমাগত জনসাধারণ সেখানে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংস্থাপনের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইতে আহ্বান জানান। সর্ব্বশেষে তিনি দশ বাণ্ডিল টিনের ব্যাবস্থার জন্য জনসাধারণকে প্রতিশ্রুতি দিয়া বলেন, "এগুলোই আমার জীবনের একমাত্র কর্ম্ম, এজন্য আমি গৌরবান্বিত আমি আপনাদের আশীর্ব্বাদে সত্যিই মহৎ। আমি কংগ্রেসের আদর্শ সেবক। আমি সত্যিই জনসাধারণের ভোট পাবার যোগ্য।" জনসাধারণের পক্ষ হইতে স্থানীয় কৃষাণ-মজদুর-প্রজা-পার্টির সম্পাদক, (সরলপুর ইউনিয়ন) জনাব গিয়াসউদ্দিন আহমদ জনসাধারণের অট্টহাসি ও করতালির সংমিশ্রণে হাস্যজনক প্রতিবাদ জানান। শ্রীদুর্গাবাবু উত্তেজিত হইয়া বলেন, "যাঁহারা আপনাদেরকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে পথভ্রষ্ট করবার অপচেষ্টা করছে, তাদের আদর্শ গত কোন প্রতিষ্ঠান নাই। জনাব এম্, ইয়াকুব হোসেন তার তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া বলেন, "একবারে কংগ্রেস সত্যই আদর্শ প্রতিষ্ঠান। কেননা কংগ্রেসের আদর্শ একমাত্র কাগজের অক্ষরেই সাজান থাকে; আর কৃষাণ-মজদুর-প্রজা-পার্টির আদর্শ জনসাধারণের কাজে লাগাইবার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে। "প্রতিবাদে নাজেহাল দুর্গাবাবু তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলে সভা ভঙ্গ হয়। স্থানীয় সরলপুর ইউনিয়ন বোর্ড অফিসে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীদুর্গাবাবু ইয়াকুব হোসেনের যোগ্যতার বিচার করিতে গেলে, জনাব ইয়াকুব হোসেন বলেন, "শ্রীদুর্গাবাবুর চেয়ে আমার যোগ্যতা এই হিসাবে বেশী যে আমি দেশকে ভালবাসি, কংগ্রেসীর ধৃষ্টতা আমার নাই। জনসাধারণ আমার সহায়, আমার সাথী।

—সংবাদদাতা

—প্রতিবাদ—

গৌরীবরদেশু বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান পণ্ডিত শ্রীঅনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের বিগত ২৭শে অগ্রহায়ণ তারিখের 'সংগঠনে' উক্ত বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক শ্রীভুজঙ্গভূষণ ঘোষের বিবৃতির প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন যে উক্ত ভুজঙ্গবাবুকে জবরদস্তি করিয়া চাকুরি হইতে বরখাস্ত করা হয় নাই এবং তাঁহার যে সামান্য টাকা বেতন পাওনা আছে তাহা স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ সকল সময়েই দিতে প্রস্তুত আছেন; তিনি বেতন লইতে আসেন নাই বলিয়াই বেতন দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

* শিক্ষয়িত্রী চাই *

মহাকালী পাঠশালা প্রাথমিক বিভাগের জন্য শিক্ষয়িত্রী প্রয়োজন। পদপ্রার্থীনির অবশ্যই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া চাই। বেতন নূন পক্ষে মাসিক ৩০৲ টাকা ও তৎসহ স্কুল ডি, এ, পাইবেন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় ৮ই জানুয়ারীর মধ্যে আবেদন পত্র পাঠাইতে হইবে।

ডাঃ কালীচরণ চৌধুরী এম, বি,
সম্পাদক
মহাকালী পাঠশালা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।
পোঃ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।

ঔষধ কিনিতে হইলে
সর্ব্বাগ্রে
গৌরী ফার্ম্মেসী-তে
(নেতাজী রোড : : খাগড়া পোঃ)
আসুন।

স্বাধীন রাজ্যে ঘুষ না দিলে

নিজের জমির ধানকাটা যায় না

শক্তিপুর ২৯শে ডিসেম্বর : জেলার বেলডাঙ্গা থানার বহু কৃষক প্রজার কর্ডন এলাকার পশ্চিম পারে নিজ জমির আবাদ আছে। কিন্তু কর্ডন আইন বলবৎ থাকায় উক্ত জমির ধান কৃষকেরা আনিতে পারিতেছে না। সকলেই জানেন এই বৎসর বাগড়ী অঞ্চলে মোটেই ধান হয় নাই। যার ফলে বাগড়ী অঞ্চলে ইতিমধ্যে হাহাকার উঠিতেছে। এমত অবস্থায় আবাদী জমির ধান আনিতে না পারিলে কৃষক সম্প্রদায় আরও বেশী অন্নাভাবের ফলে অনতি বিলম্বে দারুণ দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হইবে। এদিকে জমির ধান কাটিয়া তুলিয়া লইতে না পারায় পাকিয়া ঝরিয়া পড়িয়া নষ্ট হইতেছে। জানা গেল সরকারী ভাবে ব্যবস্থা না হওয়ায় কর্ডন অফিসার গত বৎসর নানা ভাবে মোটা টাকা ঘুষ লইয়া ধান ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এই বৎসর কৃষকেরা একপয়সা ঘুষ দিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছে। —সংবাদদাতা

পরলোকে বিশিষ্ট প্রবাসী বাঙ্গালী

ডাঃ বি, কে, সিংহ রায় বি, এস, সি, এম্, বি বি, এস, গত ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে ৫১ বৎসর বয়সে বৃন্দাবনধামে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বৃন্দাবনধামে মুর্শিদাবাদ প্রবাসী চিকিৎসক হিসাবে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি ১৯২৯ সাল হইতে লুপলাইন যাত্রী সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, পুত্র ও অসংখ্য বন্ধুবান্ধব রাখিয়া গিয়াছেন। সংবাদদাতা

সংগঠনের নিয়মাবলী

১। "সংগঠন" প্রতি বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হয়।

২। "সংগঠনের" প্রতি সংখ্যার মূল্য একআনা বার্ষিক সডাক তিনটাকা ও ষান্মাষিক দেড়টাকা। ভি, পি, যোগে কোন কাগজ পাঠান হইবে না।

৩। বিজ্ঞাপনের দরের জন্য অবিলম্বে পত্র লিখুন।

৪। সমস্ত টাকাকড়ি, সংবাদ, চিঠিপত্র ইত্যাদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। অবিলম্বে এজেন্সি ও নিজস্ব সংবাদদাতা নিযুক্ত হইবার জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

—সুধীন সেন
ম্যানেজার—'সংগঠন'
সৈদাবাদ, পোঃ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

পাকিস্তানী পুলিশের অত্যাচার

গত ৩রা পৌষ পশ্চিমবঙ্গের জলঙ্গী থানার চোয়াপাড়া গ্রমের কয়েকজন মৎসজীবি পদ্মা নদীতে মাছ ধরিবার সময় পাকিস্তান সীমান্ত চিলমারী চরে পাকিস্তানী কয়েকজন পুলিশ নৌকাযোগে আক্রমণ করিয়া ঝড়ু হালদার, পূর্ণচন্দ্র হালদার দিগরের নিকট হইতে নগদ ১০৲ টাকা প্রবং প্রতি নৌকা হইতে একটি করিয়া ইলিশ মাছ আদায় করে। এইভাবে প্রায় পাকিস্তানী পুলিশ হানাদারেরা পশ্চিমবঙ্গ সীমানায় ঢুকিয়া উৎকোচ গ্রহণ করিয়া থাকে। —সংবাদদাতা

নবগ্রাম থানার, শিবপুর ইউনিয়নে

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চৌধুরী কে সভাপতি এবং নির্ম্মল মৃগাঙ্কি ও রাধেশ্যাম মণ্ডলকে যুগ্ম আহ্বায়ক করিয়া ১১ জন সভ্য লইয়া একটি ইউ-পি-বি শাখা গঠন করা হইয়াছে। ইউ-পি-বির মধ্যে রহিয়াছেন ডাঃ জীতেন্দ্র ঘোষ (সহ সভাপতি) নারায়ণ দাস, শুধাংশু শেখর খাঁ (অফিস সম্পাদক) নিরঞ্জন মণ্ডল, শিবাজী রায় প্রভৃতি।

(১ম পাতার পর)

জবাব দেন—'আমার যাহা ইচ্ছা আমি লিখিব, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব, তোমরা ইচ্ছা করিলে আমার বিরুদ্ধে কেস্ করিতে পার।' ইহাতে জনতা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠেন। পরদিন এস, পি ঘটনা স্থল পরিদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু এযাবৎ কোন প্রতিকার পাওয়া যায় নাই।

এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য এই যে বাগড় গ্রামের পূর্ব্বদিকে ভাটপাড়া গ্রামটি কান্দী থানার অন্তর্ভুক্ত। তেলকার বিল হইতে বাগড়ের চাষীরা ধান তুলিয়া গ্রামের ভিতর দিয়া আসিলে 'সিজ' করা হইতেছে। তেলকার বিল হইতে বাগড় গ্রামে ধান লইয়া যাইবার আর অন্য পথ নাই।

আরও প্রকাশ যে অমৃতকুণ্ডু বিদ্যা মন্দিরের বোর্ডিংয়ের ছাত্ররা বাড়ী হইতে বোর্ডিংএর খরচের জন্য চাউল আনিলে কংগ্রেসী সরকারের পেট্রল গার্ডেরা তাহাও সিজ করিতেছে।

জনসাধারণ বলা বলি করিতেছে নির্ব্বাচনের কয়েক দিন তো এখনও বাকী রহিয়াছে, এখনই যদি [illegible] সিজের এইরূপ চোট হয় তবে কংগ্রেস নির্ব্বাচনে জিতিলে না জানি কি করিবে।

সরকারী শিক্ষানীতির অব্যবস্থা—
গ্রামে গ্রামে শিক্ষা ব্যবস্থার শোচনীয় অবস্থা

কংগ্রেসীরা প্রায়ই শিক্ষা পরিকল্পনার মাইনা ঘোষণা করে। এদিকে গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে তাকালেই তার নগ্ন বাস্তব চিত্র পাওয়া যাবে। নরসিংহপুর ফ্রী বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা ৭০জনের অধিক। এই বিদ্যালয়ে বহুদিন ধরিয়া প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। এই বিদ্যালয়ের অপর দুইজন শিক্ষকের ১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাসের বেতন বাকী আছে।

হরেকৃষ্ণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় বাধ্যতামূলক বিদ্যালয়ে পরিনত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। এই বিদ্যালয়েও কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য আছে।

কাজিপাড়া ফ্রি, বোর্ড, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা বর্ত্তমানে ১০৮ জনেরও বেশী কিন্তু শিক্ষক মাত্র একজন। এখনও অন্ততঃ ২জন শিক্ষকের প্রয়োজন।

সরকার পাড়া ফ্রি বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪র্থ শিক্ষক গত মে মাসে হঠাৎ মারা যাওয়ায় ঐপদ এখনও শূন্য আছে। এই বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা বর্ত্তমানে দেড়শতেরও বেশী।

ফরাজিপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়েও কয়েকবৎসর ধরিয়া প্রধান শিক্ষকের পদ খালি আছে।

গাশমহাল প্রাথমিক বিদ্যালয়টির গৃহ আসবাব পত্রসহ হঠাৎ পুড়িয়া যাওয়ায় শিক্ষাদান কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহাছাড়া ঐ বিদ্যালয়েও ২য় শিক্ষকের পদ এখনও খালি আছে।

কেবল তাহাই নহে— জলঙ্গী থানার অধীন প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলির অধিকাংশ গৃহেরই মেরামতি বিশেষ প্রয়োজন চালে খড় নাই, দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। চেয়ার টেবিল, বেঞ্চ, ইত্যাদি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। —সংবাদদাতা

দিকে দিকে ইউ-পি-বির বিজয় অভিযান

১ম পৃষ্ঠার পর

স্তুত হইয়া পড়েন ও জনতা তাঁহাকে আরও অনেক প্রশ্নবানে ব্যতিব্যস্ত করিলে অতুল্য বাবু জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক দুর্গা সিংহ প্রভৃতির সহিত সদলবলে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন।

গত ২৭শে ডিসেম্বর অতুল্যবাবুর বহরমপুর সদর নির্ব্বাচন কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত দৌলতাবাদ গ্রামে যাওয়ার কথ ছিল। কিন্তু বেলডাঙ্গার সভা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া অতুল্যবাবু আর দৌলতাবাদ রওনা হইলেন না। বাধ্য হইয়া পূর্ব্ব ঘোষিত কার্য্যসূচী বাহাল রাখিবার জন্য জেলা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য ১৫।২০ জন লোক লইয়া সভা সুরু করিলেন। স্থানীয় ইউ-পি-বি'র কর্ম্মী অবিনাশ চক্রবর্ত্তি কিছু বলিতে চাহিলে তাহাকে কিছুই বলিতে দেওয়া হয় না। সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের পক্ষে নানা প্রশ্ন উঠিতে থাকে। বেগতিক দেখিয়া কংগ্রেসী নেতারা ১৫ মিনিট সভা করিয়া সরিয়া পড়েন।

গত ২৭শে ডিসেম্বর অতুল্যবাবুর উপস্থিতিতে ধুলিয়ান সহরে প্রতিক্রিয়াশীল ও ভোটের বাজারের হালি কংগ্রেস নেতা মণীন্দ্রনাথ পাল, ফোরাঙ্কা কেন্দ্রের কংগ্রেস মনোনীত বিধান সভার প্রার্থী জনাব গিয়াসুদ্দিন প্রভৃতির উদ্যোগে দুইশত আন্দাজ ব্যক্তির এক বৈঠক আহ্বান করা হয়। জনসাধারণের তরফ হইতে কংগ্রেসীরাজত্বের সাড়ে চার বৎসরে হিন্দু মুসলমান গরীব জনতাকে কি সুখে রাখা হইয়াছে এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে কংগ্রেসী গুণ্ডাদল উপস্থিত হিন্দু মুসলমান শিক্ষিত যুবকগণের উপর লাঠি, ইট ও ছুরিকাঘাত চালায়। এই সকল আহত যুবকগণের মধ্যে আবদুল সালামের অবস্থা বিপজ্জনক। অন্যান্য আহত যুবকগণের নাম অমিয়কুমার রায়, মুরারীমোহন চক্রবর্ত্তি, সত্যদেব গুপ্ত ও মজু।

এইভাবে কংগ্রেস প্রার্থীগণ মুর্শিদাবাদ জেলার সর্ব্বত্রই যখন কোনঠাসা হইয়া পড়িতেছে তখন ইউ-পি-বি'র নির্ব্বাচনী অভিযান মুর্শিদাবাদ জেলার দিকে দিকে কংগ্রেসী রাজত্বকে খতম করিবার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করিতেছে। কোনঠাসা কংগ্রেস—"খুনী আসামী ধরা পড়িলে যেমন করিয়া মৃত্যু বিভীষিকায় শিহরিয়া ওঠে—উন্মাদ হইয়া সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহার ভাবী-মৃত্যু পরোয়ানাকে রুখিতে চেষ্টা করে—কখনও বা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া নিজেরই হাত পা কামড়াইতে থাকে—শিশু-হত্যা, নারী-হত্যা, চোরাবাজারী কংগ্রেসীরা জনমতের কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া আজ তেমনি আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন কিন্তু জনমতের কাছে জবাবদিহি করিবার সাহস তাঁহাদের নাই—তাই তাঁহারা সভা ডাকিতেছেন সন্ধ্যার অন্ধকারে গোপনে—তাহাতে ফল না হইলে গ্রামের যুবক সমিতি বা স্কুলকে নির্ব্বাচনের সাহায্যের বিনিময়ে টাকা ঘুষ দেওয়ার প্রস্তাব করিতেছেন—টাকা দিয়াও যেখানে ভোট কেনা যাইতেছে না সেখানে উনকানি দেওয়া হইতেছে সাম্প্রদায়িকতাকে। কিন্তু তাহাদের সেই অপচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া বজ্র কঠিন সঙ্কল্পে দৃঢ় মুর্শিদাবাদের জনতা চরম মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

সিমুলিয়া ঃ

লোক সভার প্রার্থী ত্রিদিব চৌধুরী ছত্রপতি রায় প্রমুখ ইউ-পি-বি'র নেতাগণ মুর্শিদাবাদ জেলার বর্দ্ধমান সীমান্তে অবস্থিত সিমুলিয়া গ্রামে উপস্থিত হইলে জনতা তাঁহাদিগকে স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। প্রকাশ্য সভায় জনতার স্থানীয় প্রিয় নেতা প্রেম ভট্টাচার্য্য ত্রিদিব বাবুর পরিচয় জ্ঞাপন করিলে জনতার মধ্যে হইতে হর্ষধ্বনি উত্থিত হয়।

সাটুই ঃ

ইউ-পি-বি'র নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সদর মহকুমার সাটুই গ্রামে উপস্থিত হইলে দানবরা বর্গীদের গুলিতে নিহত শহীদ ক্ষুদিরাম মণ্ডলের ভাই উত্তেজিত হইয়া প্রকাশ্যজনসভায় ঘোষণা করেন—'আমার ভাইকে ওরা গুলিকরে মেরে ফেলেছে ওদের আমরা ভোট দেব কেন?.

মালিহাটী ঃ

মালিহাটীর জনসভায় বিপ্লবী নেতা ত্রিদিব চৌধুরী ঘোষণা করলেন—'আমি আপনাদের পুকুর কেটে দেওয়ার, রাস্তা গড়িয়ে দেওয়ার, ভাত কাপড়ের সমাধান করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে এখানে আসিনি। কারণ, যতদিন নিজেদের কব্জির জোরে আপনারা নিজেদের সরকার তৈরী করতে না পারেন ততদিন সে প্রতিশ্রুতি মুখের কথা মাত্র। তবে আপনাদের দাবী যাতে লোক সভার মারফত সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে তার ভার আমি নিচ্ছি।'

নিশ্চিন্তপুর ঃ—

গত ২৮শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে বহরমপুর থানার অন্তর্গত ১নং রাধারঘাট ইউনিয়নের অধীন নিশ্চিন্তপুর গ্রামের উক্ত রাধারঘাট ইউনিয়নবোর্ডের সভাপতির সভাপতিত্বে শ্রীযুক্ত ত্রিদিব চৌধুরী ও শশাঙ্ক শেখর সন্ন্যালের সমর্থনে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রীযুক্ত বিজয় গুপ্ত, শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্ন্যাল, শ্রী ত্রিদিব চৌধুরী শ্রীযুক্ত ছত্রপতি রায় প্রভৃতি কংগ্রেসী দুঃশাসনের অবসান ঘটাইয়া ইউ-পিবিকে জয়যুক্ত করিবার জন্য আবেদন জানান।

জঙ্গীপুর ঃ—

বিধান সভার সাগরদীঘি নির্ব্বাচন. কেন্দ্রের ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ ব্লকের প্রার্থী শ্রীযুক্ত মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নির্ব্বাচনী সফরে সর্ব্বত্রই বিপুল জনসমর্থন পাওয়া যাইতেছে। ইউ-পি-বির কর্ম্মীরা সহরে ও গ্রামে স্কোয়ার্ড মিটিং করিয়া ভাত কাপড়, শিক্ষা ও বাসস্থানের দাবীর লড়াইকে আইন সভায় পৌঁছাইয়া দিবার জন্য ইব-পি-বির প্রার্থীকে সমর্থন করিবার জন্য আহ্বান জানাইতেছে।

ইউ-পি-বির কর্ম্মীরা এতদঞ্চলে দীর্ঘদিন যাবৎ জনসাধারণের সঙ্গে আপদে ও বিপদে যোসূত্র রাখিয়াছে। গত বৎসর দুর্ভিক্ষের সময় একমাত্র ইউ-পি-বির কর্ম্মীরা হাজার হাজার দুঃস্থ জনসাধারণকে অনাহার মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য লড়াই করিয়াছে। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে চক্রান্তকারী জনসঙ্ঘ মার্কা দাঙ্গা বাধাইবার প্রচেষ্টাকে ইউ-পি-বির কর্ম্মীরাই কঠোর হস্তে দমন করিয়াছেন। সেইজন্য আজ ভোট পাইবার একমাত্র অধিকারী ইউ,-পি-বির প্রার্থী (প্রতীক চিহ্ন রেল ইঞ্জিন) মার্কা বাক্সে ভোট দিয়া ইউ-পি-বি প্রার্থীকে জয়যুক্ত করার জন্য সকলেই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

দয়ারামপুর ঃ

গত ২৯শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে জঙ্গীপুর মহকুমার অন্তর্গত দয়ারামপুর ইউনিয়নের অধীন কালীতলা-বাজারে জঙ্গীপুর মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার হাসিমুদ্দিন সেখের সভাপতিত্বে ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ ব্লকের মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত মুক্তিপদ চ্যাটার্জী ও অম্বিকা দাসের (তপশীল) সমর্থনে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রীযুক্ত শশ শ্কশেখর সান্যাল, শ্রীগৌরী সেন, শ্রীমতীন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত মুক্তিপদ চ্যাটার্জী, শ্রীঅম্বিকা দাস ও সমর সিংহ বক্তৃতা করেন

পাটিকাবাড়ী ঃ

গত ৩০শে ডিসেম্বর পাটিকাবাড়ী বাজারে অনুষ্ঠিত সাতহাজার জনতার এক সভায় শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর সান্যাল, ইপ্সিতা বিশ্বাস, জনাব হাফেজুদ্দিন, নিতাই গুপ্ত প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

গোরাবাজার ঃ

গোরাবাজার কলেজ ময়দানে প্রায় দেড় হাজার জনতার এক সভায় শ্রীযুক্ত ছত্রপতি রায়, শ্রীদীলিপ সিংহ, শ্রীবিজয় গুপ্ত, শ্রীশশাঙ্ক সান্যাল প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

ধানধরা পুলিশের হাতে গ্রামবাসীর লাঞ্ছনা

কুমারপুর, (বেলডাঙ্গ) গত ১১ই নভেম্বর কুমারপুর গ্রামের অভয়পদ মণ্ডল এবং জ্বালালপুর গ্রামের একজন চৌকিদার অনুকুল হাজরা তাহাদের নবান্নের জন্য কিছু আতপ চাউল মানিতে কর্ডন এলাকার বাহিরে যায়। তাহারা মাত্র ৩সের করিয়া চাউল আনিতেছিল। এমন সময়ে ধান ধরা পুলিশের হাতে পরে। পরে পুলিশ তাহাদের চাউল কাড়িয়া লয় উবরন্ত তাহাদিগকে এমনভাবে মারে যে একব্যক্তি অদ্য পর্য্যন্ত শয্যাগত হইয়া আছে। এক ব্যক্তি বলে "বাবু আমরা নবান্নের জন্য আতপ আনিতে আসিয়াছি।" পরে পুলিস বলে বেটা তুই কোন মুখে নবান খাবি এই বলিয়া তাহার মুখে এমন ভাবে বাড়ি মারে যে তাহার দন্মুখের দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। —সংবাদদাতা

সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে শ্রীবিজয় গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত ও প্রতিভা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, (খাগড়া) হইতে জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

Regd. No. C 3435.

কংগ্রেসী বুলেটের ফসল ঃ—
সাড়েচার বছরে সারা-ভারতে কংগ্রেসী শাসকেরা গুলী চালাইয়াছে ১৯০২ বার
হত্যা করিয়াছে :- ৩৭৮৪ জনকে
জেলে হত্যা করিয়াছে :— ৮২ জনকে
জখম করিয়াছে :— ১০,০০০ জনকে
আটক রাখিয়াছে :— ৫০,০০০ জনকে

সাপ্তাহিক সংগঠন
মুর্শিদাবাদ জেলার প্রগতিশীল মুখপত্র

সম্পাদক মণ্ডলী
শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী
অধ্যাপক নির্ম্মাল্য বাগচী
শ্রীবিজয় গুপ্ত।
শ্রীসনৎ রাহা
শ্রীশৈলেন অধিকারী

প্রথম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা | ৩রা মাঘ বৃহস্পতিবার, ১৩৫৮, ইং ১৭ই জানুয়ারী ১৯৫২। | মূল্য ./০ এক আনা

মজুরী বৃদ্ধির দাবীতে ১০,০০০ ক্ষেত-মজুর ও গাড়ী চালকের ধর্ম্মঘট
মুর্শিদাবাদ রামনগরে বিলাতী চিনিকল মালিকদের নিকট ১৪ দফা দাবী পেশ ঃ
মালিকের সাহায্যে সশস্ত্র পুলিশ

বেলডাঙ্গা, ৯ই জানুয়ারী ঃ মজুরী ও আখ ঝুরানোর রেট বৃদ্ধির দাবীতে রামনগর চিনিকলের বিস্তীর্ণ আখের আবাদগুলিতে গত ৬ দিন যাবৎ ব্যাপক ধর্ম্মঘট শুরু হইয়াছে।

এই আবাদে এখন আখ কাটার মরশুম। এই কাজে ক্ষেতমজুর গাড়ী চালক প্রভৃতি লইয়া প্রায় ১০,০০০ লোকের খাটার প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিলাতী চিনি কলের কর্ত্তৃপক্ষ আখ ঝুরানির জন্য মজুরী দিতেছেন মাত্র মণ প্রতি সাড়ে চার পয়সা; ইহাতে সারাদিন খাটিয়াও সাধারণ শ্রমিকের দৈনিক ছয় সাত আনা হইতে বড়জোর দশ এগার আনা মাত্র পড়িয়া পড়ে। শ্রমিকেরা ইহার দ্বিগুণ রেট দাবি করিতেছেন।

জানা গেল চিনিকলের অধীনে সাহেবের যে খাস কুলীরা রহিয়াছেন, তাঁহাদেরও মজুরী নিতান্ত অল্প — মেয়েদের জন্য আট আনা ও পুরুষদের জন্য দশ আনা।

সমস্ত রেট দ্বিগুণ, জনৈক অত্যাচারী অফিসার বাবুর অপসারণ প্রভৃতি ১৪ দফা দাবি পেশ করিয়া এই শ্রমিকরাও আগামী ১৫ই জানুয়ারী হইতে ধর্ম্মঘটের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

ক্ষেতমজুর ও অন্যান্যদের এই সংগ্রামে চতুষ্পার্শ্বের গ্রামবাসীগণ ব্যাপকভাবে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে সাহেবের গাড়ী প্রভৃতি লোকের ব্যক্তিগত জমির উপর দিয়া যাইতে গেলে গ্রামবাসীরা সঙ্ঘবদ্ধভাবেই বাধা দেন। গাড়ীচালকদের ঘর হইতে জোর করিয়া বাহির করার জন্য একদল সশস্ত্র পুলিশ সাহেবের লোকের সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভীতি প্রদর্শন করিতে শুরু করিয়াছে।

অবিভাগীয় ডাক-কর্ম্মী সম্মেলন

বহরমপুর ১২ই জানুয়ারী, অদ্য মুর্শিদাবাদ জেলা ডাক-তার কর্ম্মীগণের এক সভায় আগামী ২৪শে ফেব্রুয়ারী বহরমপুর গ্র্যাণ্ডহলে অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় বিভাগ বহির্ভূত ডাক-তার কর্ম্মীগণের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া চূড়ান্ত ভাবে স্থিরিকৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার গুপ্তকে সভাপতি ও শ্রীযুক্ত সুরীরেন্দ্রনারায়ণ সিংহকে সম্পাদক নির্ব্বাচিত করিয়া একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করা হইয়াছে।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মহিলা নেত্রী ২৪পরগণা জেলার লোকসভার সভ্যা প্রতিনিধি শ্রীযুক্তা বেণুকা চক্রবর্ত্তি, শ্রীযুক্ত শৈল রায় ও শ্রীনত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সম্মেলন সভাপতিত্ব করিবার জন্য প্রস্তাবিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত ত্রিদিব চৌধুরী অধ্যাপক নির্ম্মাল্য বাগচীর নাম প্রধান অতিথির পদ অলঙ্কৃত করিবার জন্য প্রস্তাবিত হইয়াছে।

সম্মেলন সংক্রান্ত তথ্যাদি অবগত হইবার জন্য অবিলম্বে অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরীরেন্দ্র নারায়ণ সিংহের সহিত বহরমপুর কোতয়ালী রোডে অবস্থিত ইউ, পি, টি, ডব্লিউ অফিসে যোগাযোগ করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসী জেলে এখন ২৫০ জন রাজবন্দী বিনা বিচারে আটক; আপনার নিকট কংগ্রেস প্রার্থী ভোট চায় কোন সাহসে ?

সংগঠনের এজেণ্ট ও গ্রাহক
— গণের প্রতি —

এতদ্বারা সংগঠনের প্রত্যেক এজেণ্ট ও গ্রাহক গণের প্রতি অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন অবিলম্বে তাঁহাদের নিকট হইতে সংগঠনের পাওনা টাকা অত্র অফিসে প্রেরণ করেন।

❋ ত্রুটী স্বীকার ❋

আমরা সকলে নির্ব্বাচনের কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় এবং 'সংগঠনে'র ম্যানেজার হঠাৎ তাঁহার পিতার আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইতে বাধ্য হওয়ায় সংগঠনের বিগত ২৫শে পৌষ সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভবপর হয় নাই। আমরা এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটীর জন্য আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পাঠক পাঠিকাগণের নিকট মার্জ্জনা চাহিতেছি।

স্বাধীন দেশের কারাগাড়ের লৌহযবনিকার অন্তরালে
সদ্যমুক্ত বিচারাধীন বন্দী ধ্বজাধারী কয়ের বিবৃতি

আমি সদ্য বহরমপুর সেনট্রাল জেল হইতে মুক্তি পাইয়া সেখানকার রাজনৈতিক বন্দীদের দুরবস্থার খুবিবরণ বিবৃত করিতেছি।

বীরভূমের মৌরেশ্বর ও রামপুরহাটের কৃষকনেতা কমরেড মনাদি পাল এবং মুর্শিদাবাদের কান্দী ও ভরতপুর অঞ্চলের জন্য ৩য় কৃষকনেতা বিপ্লবী কমিউনিস্ট কমরেড শ্যামাপদ মণ্ডলকে পাঁচ মাস যাবৎ বিচারাধীন অবস্থায় রাখা হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহাদের বিচার হইল না। এমন কি ডিভিশন রাজনৈতিক বন্দীর মর্য্যাদাটুকু দিতেও জেল কর্ত্তৃপক্ষ কুণ্ঠিত। তাহাদিগকে যে সেলে রাখা হইয়াছে তাহার পাশে পাগল ও কুষ্ঠরোগীদের সেল। পাগলদের দিবারাত্র অবিশ্রাম চিৎকার সাধারণ মানুষকেও পাগল করিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছে। কুষ্ঠরোগী ও রাজনৈতিক বন্দীদের একই জলের চৌবাচ্চা ব্যবহার করিতে হয়। সেলগুলি অন্ধকার একই সেলে সাতজনকে কোন রকমে মাথা গুঁজে থাকতে হয়। ফলে, ঘরটি খুবই অপরিচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধযুক্ত। ফিনাইল বা ব্লিচিং পাউডার পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয় না।

মুর্শিদাবাদের বড়োয়ান ও বীরভূমের মহুরেশ্বর অঞ্চলের জনপ্রিয় কৃষকনেতা কমরেড ধাঙ্গেল মণ্ডলকে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী হিসাবে রাখা হইয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, কমরেড মণ্ডলকে হলদি কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব করার জন্য অভিযুক্ত করা হইয়াছে। তিনি পেটের অসুখে বহুদিন যাবৎ ভুগিতেছেন কিন্তু আজ পর্য্যন্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় নাই। ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

এছাড়া পুলিসের অত্যাচার চরমে উঠেছে, রাত্রে বারংবার ডাকাডাকি করিয়া ঘুমের যথেষ্ট ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হয়। ডোর পাঁচটা হইতে দুই লাইনে সারি দিয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য করা হয়। ডেলের ঠাণ্ডায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা জোড়হাত করিয়া বসিয়া থাকা অসহনীয়। খাদ্য হিসাবে যা দেওয়া হয় তাহাকে অখাদ্য বললে অত্যুক্তি হয় না।

(৬ষ্ঠ পাতায় দেখুন)

বার্থ কনট্রোলের বহু পরিক্ষীত
একমাত্র ঔষধ
সেফটি
বিশেষ বিবরণের জন্য রিপ্লাই কার্ড লিখুন
ঠিকানা:
বাবুল রিসার্চ ওয়ার্কস
পোঃ গ্রাঃ সালার ঃঃ মুর্শিদাবাদ

স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার
মত প্রকাশের স্বাধীনতাও আমাদের জন্মগত অধিকার। সংবিধানে তাহা সম্পূর্ণতঃ সুনিশ্চিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হইব না।

সংগঠন
৩রা মাঘ, বৃহস্পতিবার

নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে

মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে লোক সভা ও বিধান সভার নির্ব্বাচন পর্ব্ব প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ফলাফল ঘোষিত হইবে। এই সংখ্যার স্থানান্তরে প্রকাশিত নির্ব্বাচন সংক্রান্ত প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, জেলার প্রায় প্রত্যেকটি ভোট কেন্দ্রে ইউ-পি-বি মনোনীত প্রার্থীদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীতা হইয়াছে। ফলাফ অনিশ্চিত। নির্ব্বাচন পর্ব্ব সুরু হইবার প্রাক্কালে যে উন্মাদনা, আশা-আকাঙ্খা ও উদ্দীপনা লইয়া উভয় পক্ষ নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইয়াছিল আজ তার অবসান ঘটিয়াছে। তাই আজ জেলার প্রত্যেকটি প্রগতিশীল কর্ম্মি ও মানুষকে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে যে নির্ব্বাচনের মাধ্যমে আমরা কি শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছি! আমরা বার বার ঘোষণা করিয়াছি যে, নির্ব্বাচনটাই রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক জীবনের সব কিছুর শেষ কথা নহে। দীর্ঘ সাড়ে চার বৎসরকাল ধরিয়া যে কংগ্রেসী কু-শাসন ও শোষন আমাদের বুকের উপর জগদ্দল পাথরের ন্যায় চাপিয়া বসিয়া আছে তাহার সমাপ্তি কেবলমাত্র বর্ত্তমান রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামো ও সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তের দ্বারাই সম্ভব এবং সেই আমূল পরিবর্ত্তন সাধন কার্য্যের অগ্রগতির পথে আজিকার নির্ব্বাচন একটি পদক্ষেপ মাত্র। তাই সেই ভাবেই আমরা আমাদের নির্ব্বাচনী অভিযানকে গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং নির্ব্বাচন শেষে নির্ব্বাচনের শিক্ষাকে আমাদের আগামী দিনের গণ-আন্দোলনের সংগঠনগুলিকে আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিবার কার্য্যে ব্যবহার করিব। কোনও কোনও ক্ষেত্রে নির্ব্বাচনে জয়লাভে আমরা উৎফুল্ল হইব না এবং পরাজয়ের গ্লানিও আমাদের জয়যাত্রার পথরোধ করিতে পারিবে না।

কতকগুলি কার্য্যসূচীর মাধ্যমে মুর্শিদাবাদ জেলা ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ ব্লক গঠিত হইয়াছিল। একথা অস্বিকার করিয়া লাভ নাই যে, নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বের প্রত্যেক পদক্ষেপে আমরা যে কার্য্যসূচীগুলিকে জনসাধারণের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন হইতে নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বটিকে উপলব্ধি করাইতে পারি নাই। সকল ক্ষেত্রে আমাদের ইচ্ছার অভাবই যে উক্ত উপলব্ধি বোধ জাগ্রত করাইতে সক্ষম না হওয়ার জন্য দায়ী তাহা নহে। প্রথমতঃ পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অনেক জেলা অপেক্ষা মুর্শিদাবাদ জেলার রাজনৈতিক সংগঠন অনেক পরিমানে দুর্ব্বল। দ্বিতীয়তঃ কিছুদিন পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ জেলার কয়েকজন বিশিষ্ট হিন্দুমহাসভা ও মুসলীম লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি অনেক ক্ষেত্রে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী হিসাবে কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দুমহাসভা ও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে স্ব স্ব আঞ্চলিক প্রভাব প্রতিপত্তির উপর মাত্র নির্ভর করিয়া নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হওয়ায় হিন্দু এবং মুসলিম উভয় পক্ষের ভোটদাতা ও জনসাধারণ প্রথম দৃষ্টিতেই নির্ব্বাচনটিকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোন হইতে বিচার করিয়া নিজ নিজ মতামত স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং ইউ, পি, বি গঠিত হইবার পর সামান্য কিছু বিলম্বে ইউ, পি, বি'র কর্ম্মিরা যখন তাঁহাদের যুক্ত কার্য্যসূচী লইয়া জনসমক্ষে উপস্থিত হন তখন তাঁহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে জনসাধারণের মনে বিশেষ কোন সাড়া জাগাইতে পারেন নাই এবং সাড়া জাগাইবার মত প্রচার কার্য্যের জন্য অনেক ক্ষেত্রে কর্ম্মিদের আন্তরিক ইচ্ছা, গাড়ী, অর্থ ও লোক বল ছিল না। তাই নির্ব্বাচনে আমাদের সংগঠনমূলক পরাজয় অবশ্যই ঘটিয়াছে এবং নির্ব্বাচন শেষে আমাদিগকে পূর্ব্ব উদ্যমে মুর্শিদাবাদ জেলায় আমাদের বিভিন্ন সংগঠনগুলিকে সর্ব্ব প্রথম আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু করিতে হইবে।

আমরা বিশ্বাস করি সারা ভারতে অনুষ্ঠিত আজিকার এই নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া হায়দ্রাবাদ, মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন রাজ্য ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন দিকে সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদ কায়েম করিবার যে অভিযান দ্রুত প্রসারিত হইতেছে তাহা অতি সত্বর সংগ্রামী ভারতবর্ষের চিন্তাশীল মানুষের চিন্তাধারাকে আচ্ছন্ন করিবেই। চাষীর ক্ষেত-খামার, মজুরের বস্তি ও মধ্যবিত্তের অসহনীয় অভাবের সংসারকে কেন্দ্র করিয়া যে অভিযান আজ সুরু হইয়াছে তাহারই একটি মাত্র ধারা আইন সভার মধ্য হইতে যখন চাষীর হাতে জমি, মজুরের হাতে ফ্যাক্টরীর পরিচালনা ভার ও প্রধান প্রধান শিল্পের জাতীয় করণের দাবী উত্থাপন করিবে তখন কোন কংগ্রেস ও কোন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পক্ষেই সম্ভব হইবে না আমাদের অগ্রগতিকে ব্যাহত করিবার।

তাই আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলা হইতে কয়জন ইউ-পি-বি মনোনীত প্রার্থী জয়যুক্ত হইয়াছে তাহার সংখ্যাতত্ত্বের মাধ্যমে আমরা আমাদের জয় বা পরাজয়কে বিচার করিতে সচেষ্ট হইব না। ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন ও হায়দ্রাবাদ হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভা হইতে ও দিল্লীর লোক সভা হইতে চাষীর হাতে জমি, শ্রমিকের হাতে ফ্যাক্টরীর পরিচালনা ভার, বেকারীর অবসান ও প্রধান প্রধান শিল্প জাতীয় করণের যে দাবী উত্থাপিত হইবে সেই দাবীগুলিকে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রত্যেকটি চাষীর ক্ষেতে-খামারে, মধ্যবিত্তের কুটীরে ও শ্রমিকের বস্তিতে যাহাতে আমরা পৌছাইয়া দিতে পারে তাহারই আয়োজনের ইঙ্গিত আমরা পাইয়াছি এই নির্ব্বাচনের শিক্ষা হইতে।

ঘটনা প্রসঙ্গে

আমরা ইতিপূর্ব্বে জেলায় দ্রুত বর্দ্ধমান চাউলের মূল্যের কথা ও অপ্রত্যাশিত দামবৃদ্ধি নীতির চাঞ্চল্যকর বহু তথ্য আমাদের সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছি ও কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করিয়াছি; কিন্তু কোন সুফল ফল নাই। উপরন্তু বিভিন্ন স্থানে ধানবরা পেট্রলগার্ডদের জুলুম আরও বাড়িয়া গিয়াছে এবং গত বৎসর এই সময় মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন স্থানে চাউলের যে দর ছিল তদপেক্ষা মণ প্রতি কোথাও ৭৲ কোথাও বা ৮৲ বেশী রহিয়াছে। অথচ রামপুরহাট, সাঁইথিয়া প্রভৃতি স্থানে গত বৎসর এই সময় চাউলের যে দর ছিল এ বৎসর ঠিক সেই প্রকারই রহিয়াছে। কান্দীর বাজারে চাউলের আমদানী গত বৎসর অপেক্ষা যে কম তাহা বলা চলে না। তথাপি আজ এই মাঘ মাসের প্রথমেই চাউলের দর এইরূপ ভাবে কেন চড়িল তাহা অনুসন্ধান করা বিশেষ প্রয়োজন সরকারী খাদ্য বিভাগের স্থানীয় কর্ত্তারা এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন কি?

* * * *

আমাদের এই সংখ্যায় প্রকাশিত একটি সংবাদে প্রকাশ যে, রামনগড় চিনিকলের দশ হাজার ক্ষেত মজুর ও গাড়ীচালক আগামী ১৫ই জানুয়ারী হইতে ধর্ম্মঘটের নোটীশ দিয়াছেন! প্রস্তাবিত ধর্ম্মঘট তাহাদের কাছে অপরিহার্য্য কারণ সারাদিন খাটিয়া তাঁহারা ছয় সাত আনা হইতে দশ এগার আনা মাত্র পয়সা রোজকার করেন। শ্রমিকরা বহু আবেদন নিবেদন করিয়াও কোন প্রতিকার পান নাই বলিয়াই আজ ধর্ম্মঘটের পথে পা বাড়াইতে ও চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বলা বাহুল্য এই আগকাটার মরশুমে যদি রামনগড় চিনিকলে ধর্ম্মঘট সুরু হয়, তবে জেলাব্যাপী একটী ভীষণ বিপর্য্যয় সৃষ্টি হইবে। আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি।

* * * *

লোকসভা ও বিধান সভার নির্ব্বাচন পর্ব্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহরমপুর পৌরসভা ও মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ডের নির্ব্বাচনের দামামা বাজিয়া উঠিয়াছে। আমরা শুনিয়া বিস্মিত হই নাই যে, বিগত বিধান সভা লোক সভার নির্ব্বাচনে অনেক স্বতন্ত্র প্রার্থী যাঁহারা তাঁহাদের পরাজয় একপ্রকার অবশ্যম্ভাবি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন তাঁহারা ইতি মধ্যে চুড়ান্তভাবে ফলাফল ঘোষিত হইবার পূর্ব্বেই বহরমপুর পৌর সভা ও মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ডের নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ড সরকারী আদেশে বাতিল ঘোষিত হইবার পর জেলা বোর্ডে 'রায়বাহাদুর চক্রের' অপসারণ সম্ভব হইয়াছে এবং সকলপ্রকার দুর্নীতি, জালিয়াতি ও জুয়াচুরী ফাঁস হইয়া গিয়াছে। আগামী জেলা বোর্ড নির্ব্বাচন সেই 'রায়বাহাদুর চক্র' যাহাতে আবার ঘিরকির দড়কা দিয়া জেলা বোর্ডে প্রবেশ পত্র না পায় সেদিকে জনসাধারণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বহরমপুর পৌর সভার নির্ব্বাচনও এবার নূতন নিয়মে অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে এবং পৌর সভার সভ্য সংখ্যাও অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। তাই ভোটদাতা ও করদাতাগণের দায়িত্বও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইংরাজ আমলে যে বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহার দ্বারা পৌর সভাগুলির উপর দারিত্ব ন্যস্ত হইয়াছিল অগাধ; কিন্তু পৌর সভাপতি ও পৌর সভাগণের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল অতি সামান্য। আজ সাড়েচার বছরের কংগ্রেসী শাসনে সেই মিউনিসিপ্যাল আইনের কোন সংশোধন হয় নাই। তথাপি সেই স্বল্প পরিসর ক্ষেত্রে অত্যন্ত সঙ্কুচিত ক্ষমতা ও ব্যবহার মধ্যে সহরবাসীর জীবনযাত্রা প্রণালীকে কি ভাবে আরোও সুখী ও সমৃদ্ধশালী করিয়া তোলা যায় একদিক দিয়া তাহা যেমন বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখা প্রয়োজন ঠিক তেমনি অপর দিক দিয়া বর্ত্তমান প্রচলিত মিউনিসিপ্যাল আইনের অবিলম্বে সংশোধন করিবার দাবীও উত্থাপিত হওয়া উচিত। পুরাতন নিয়মে ১৯৪৭ সালের মার্চ্চ মাসে বহরমপুর পৌর সভার যে বিগত নির্ব্বাচন হইয়া ছিল আজ পরিবর্ত্তিত অবস্থায় নির্ব্বাচনের নিয়ম কানুন বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তিত না হইলেও ভোট দাতা ও করদাতাগণের দায়িত্ব যে বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহারা দলমত ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্ব স্ব এলাকা হইতে যোগ্যতম প্রার্থীদিগকে পৌর সভায় প্রেরণ করুন ইহাই আমাদের অনুরোধ।

নির্ব্বাচন পর্ব্ব সমাপ্তির পথে

বহরমপুর ১১ই জানুয়ারী: মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রের বিধানসভা ও লোকসভার নির্ব্বাচন পর্ব্ব প্রায় সমাপ্তির পথে অগ্রসর হইয়াছে। বিধানসভার নির্ব্বাচন সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যে সকল সংবাদ আমাদের অফিসে আসিয়া পৌছাইয়াছে তাহা হইতে সহজেই প্রতিয়মান হয় যে, প্রায় প্রত্যেক কেন্দ্রেই পশ্চিম বঙ্গের বিধান সভার জন্য কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী ও ইউ-পি-বি মনোনীত প্রার্থীগণের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছে। ভরতপুরে ইউ-পি-বি মনোনীত প্রার্থী জনাব মকসুদাল হোসেনের সহিত কংগেস মনোনীত প্রার্থী শ্রীবিজয়েন্দ্রনারায়ণ রায়ের, কান্দীতে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী শ্রীগোলবদন ত্রিবেদীর সহিত স্বতন্ত্র প্রার্থী অরুন ভট্টাচার্য্যের, বহরমপুর কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর সান্যালের সহিত কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার ঘোষের এবং বেলডাঙ্গা কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষের (কংগ্রেস) সহিত ইউ-পি-বি মনোনীত প্রার্থী ফয়েজউদ্দিন সেখের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতা হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে জেলা কংগেস সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ সিংহ এবং সাগরদীঘি কেন্দ্রে জেলা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্যের পরাজয় এক প্রকার সুনিশ্চিত। সাগরদীঘি কেন্দ্রে সোসালিষ্ট পার্টির মনোনীত প্রার্থী পঙ্কজ পঙ্কজ দাস, ইউ, পি, বি'র মনোনীত প্রার্থী মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী আলিবুদ্দামান ও সুরেন্দ্রনারায়ন সিংহের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতেছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। জঙ্গীপুর মহকুমার ফোরাক্কা নির্ব্বাচন কেন্দ্রে ইউ, পি, বি, মনোনীত প্রার্থী জনাব আবদুল হোসেন ও কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী গিয়াসুদ্দিন বিশ্বাসের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছে। সুতি নির্ব্বাচন কেন্দ্রে জঙ্গীপুর মহকুমা কংগেস সম্পাদক ঝকঝলাল দাসের পরাজয় ও ইউ, পি, বি মনোনীত প্রার্থী জনাব লুৎফল হকের জয় অনিবার্য্য বলিয়া, আমরা সংবাদ পাইয়াছি। লোক সভার মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে কংগেস মনোনীত প্রার্থী জনাব গোলাবকস ফাঁকা মাঠ পেয়ে দিতেছেন, কারণ তাঁহার বিরুদ্ধে ইউ, পি, বি, মনোনীত প্রার্থী জনাব বদরুদ্দোজার মনোনয়ন পত্র বিশেষ পরীক্ষার সময় বাতিল হইয়াছে। লালগোলা নির্ব্বাচন কেন্দ্রে বিধানসভার কংগেস মনোনীত প্রার্থী সাহেবজাদা কাজিম আলী মির্জ্জাকে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে এবং তথাকার তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী লালগোলার মহারাজকুমার বীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের জয় একপ্রকার সুনিশ্চিত।

সর্ব্বাপেক্ষা মসকিলে পড়িয়াছেন বহরমপুর কেন্দ্রের লোকসভার কংগেস মনোনীত প্রার্থী ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল। ইউ, পি, বি, মনোনীত প্রার্থী আর, এস, বি'র নেতা শ্রীযুক্তত্রিদিব চৌধুরীর সহিত কেবল মাত্র অর্থের জোরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে যে অক্ষম তাহা বহু পূর্ব্বেই ভালভাবে বুঝিয় সুজিয় হালি কংগেস ও প্রাক্তন লীগ নেতা সাহেবজাদা কাজেমালী মির্জ্জা, জোনাব খোদাবকস প্রভৃতির সাহায্যে মুসলমান ভোটদাতাগণ হাত করিয়া তিনি মুসলিম ভোটে নির্ব্বাচনী বৈতরণী পারি দিবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে এ, কে, এম, জাকেরিয়া সাহেব স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে উক্ত কেন্দ্রে ভোট প্রার্থী হওয়ায় তিনি মুসলিম সমর্থন হইতে বঞ্চিত হইয়া হা হুতাশ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ইতি মধ্যে উক্ত কেন্দ্রের ভরতপুর, কান্দী; বহরমপুর, বেলডাঙ্গা ও নওদা থানার ভোটগ্রহন কার্য্য শেষ হইয়াছে। কেবলমাত্র খড়গ্রাম ও নওদা কেন্দ্রের ভোটগ্রহণকার্য্য বাকী আছে। উক্ত কেন্দ্রেও ইউ, পি, বি, মনোনীত প্রার্থী ত্রিদিব চৌধুরীই যে অধিক সংখ্যক ভোট পাইবেন তাহা এক প্রকার সুনিশ্চিত তবে ত্রিদিববাবু জিতিবেন না জাকেরিয়া সাহেব জিতিবেন তাহা অনুমান করা কঠিন।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

স্কুলকর্ত্তৃপক্ষের জুলুম

মহাশয়, মুর্শিদাবাদ জেলার শক্তিপুর গ্রামে কাশিমবাজার মহারাজার প্রতিষ্ঠিত কুমার মহিমচন্দ্র ইন্‌স্টিটিউসন নামে একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় আছে। উক্ত বিদ্যালয়ে স্কুলকর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ অবহেলায় হতে ২।৩ বছরের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফলাফলও খুবই খারাপ, ছাত্রদের মাহিনার রসিদ পথে এখানেও আছে। কিন্তু ১০ম শ্রেণীর ছাত্রদের মাহিয়ানার পরিবর্ত্তে অক্টোবর হইতে এপর্য্যন্ত কোন রসিদ দেওয়া হইতেছে না। মাহিয়ানা দিবার তারিখের মধ্যে মাহিয়ানা জমা না দিলে পরের দিন হইতে এক আনা করিয়া জরিমানা দিতে হইবে। অথচ মাহিয়ানা গরমিল হইলে আমাদের রসিদ দেখাই বার উপায় থাকে না। এই সমস্ত ব্যাপারে একটা প্রবাদ মনে পড়ে "ভাত দিবার কেউ নয় কিল মারবার গোঁসাই।" অভিভাবকগণ দুর্দ্দিনের বাজারে সময় মত দুটি অন্নের সংস্থান করিতে পারেন না। সময় মত মাহিয়ানা দেওয়া অথচ মাহিয়ানার সাথে দৈনিক এক আনা করিয়া জরিমানা দেওয়াও অসম্ভব।

গত ২১শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার স্কুলে একটা অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটিয় যাওয়ায় ছাত্রদের মনে দারুণ দুশ্চিন্তার ছাপ পড়িয়াছে। ৮ম শ্রেণীর অংক Matric suggestion with answers for 1952 by a board of Examiners হইতে প্রশ্ন করা হয় সে সমস্ত অঙ্কের ধারাই হয়ত ক্লাশে করানো হয় নাই। অধিকাংশ ছাত্রই উক্ত প্রশ্নের উত্তর দানে সমর্থ হন না। ফলে পরীক্ষার পরদিন তাঁহারা পুনরায় অংক পরীক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিলে ছাত্রভাইদের ভিতর হইতে শ্রীনিতাব্রত চক্রবর্ত্তী (উদ্বাস্তু) শ্রীধীতিশ কুমার সাহা রায় (উদ্বাস্তু) শ্রীমহাদেব মণ্ডল এবং শ্রীমজহারুল সাহা নামক ৪টি নিরীহ ছাত্রকে দলের নেতা মনোনীত করা হয় এবং প্রত্যেককে ২৲টাকা জরিমানা করিয়া স্কুল সে টীশ দেওয়া হয়। নিতাব্রত "টাকা নাই," বলিলে সন্ধ্যায় তাঁহাকে ঘাড় ধরিয়া বোর্ডিং হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু তখন নিতাব্রত কতিপয় বোর্ডিং ছেলেদের সহযোগে গোপনে অন্যাহারে বোর্ডিংএ শুইয়া থাকেন এবং শনিবারে পরীক্ষা দিয়া জিয়াগঞ্জ বাসায় চলিয়া যান। ইহাতে উক্ত কতিপয় ছাত্রকে শাসান হয় যে, যদি তাঁহারা পরীক্ষায় পাশ করেন তবুও তাঁদের প্রমোশন দেওয়া হইবে না। তাহা ছাড়া নিতাব্রতর দাদা প্রিয়ব্রতকেও শাসান হইয়াছে যে টেষ্ট পরীক্ষায় এলাও করা হইবে না। এবং টেষ্ট পরীক্ষার পরেই স্কুল ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে। এই ব্যাপারে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছি।

এই সমস্ত ব্যাপারে আমি সরকারের এবং স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করি। যদি তাঁহারা এ বিষয়ে কিছু না করেন তবে আমাদের লেখাপড়া করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া পড়িবে। —ইতি

জনৈক ভুক্তভোগী ছাত্র

আমার স্বামী শ্রীযুক্তকালিপদ দাস মহাশয় পশ্চিম বঙ্গ সরকারের কৃষি দপ্তরের জনৈক নিম্নবেতনভুক্ত কর্ম্মচারী। দেশ বিভাগে তিনি বদলি হইয়া বহরমপুরে আসিয়াছেন। গত এক বৎসর যাবৎ তিনি ঐ বিভাগের একজন কর্ম্মচারী হিসাবে বহরমপুর কৃষি দপ্তরে যুক্ত আছেন। কিঞ্চিতাধিক এক বৎসর হইল বহরমপুর কৃষি দপ্তরের উর্দ্ধতম কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের অর্থ আত্মসাৎ ও সরকারী অর্থের অপব্যবহারের অভিযোগে দুর্নীতি দমন বিভাগ হইতে ধৃত ও আবিদ্ধত হইয়া বর্ত্তমানে সেই অভিযোগের বিবরণী কেন্দ্রীয় সরকারের তদন্তের অধিন রহিয়াছেন। দুঃখের বিষয় নিতান্ত অমূলক সন্দেহের বশে দুর্নীতি পরায়ন সংশ্লিষ্ট উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীগণ নিজেদের দোষ স্খালনের জন্য আমার স্বামীকে ঐ সকল তথ্য সরকারে দুর্নীতি দমন বিভাগের কর্ম্মচারীদের নিকট ব্যক্ত করার অমূলক সন্দেন করিয়া নানাভাবে নির্য্যাতন করিতেছেন। আজ প্রায় তিনমাস হইতে চলিল, তাঁহারা আমার স্বামীর বেতন বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। আমার স্বামী কার্ব্বঙ্কল রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী ছিলেন এবং আমার ৪ বৎসরের অধিক বয়স্কা একটি মেয়ে ঐ সময়েই টায়ফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়। ডাক্তারের সার্টিফিকেট দাখিল করিয়া ছুটির আবেদন করিলে স্থানীয় উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীগণ তাহার ছুটি মঞ্জুর করিতে অস্বীকৃত হন এবং ঐরূপ অবস্থায়ই তাহাকে অবিলম্বে মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল সাবডিভিজানে কার্য্যে যোগদান করিতে আদেশ করেন। বর্ত্তমানে আমাদের এমত অবস্থায় কোথাও যাওয়া সম্ভব নহে। তদুপরি আজ তিনমাস যাবৎ আমার বেতন না পাওয়ায় অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইতেছি। আর অধিক দিন এইভাবে চলিতে হইলে আমাকে স্বপুত্র-কন্যা লইয়া অনাহারে আত্মহত্যা করিতে হইবে। সেই হেতু ইহার প্রতিকারকল্পে স্বাধীন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষনের জন্য আপনার শরনাপন্ন হইলাম। ইতি

শ্রীমতী পারুল দাসী
বহরমপুর, গোরাবাজার

ভোটদাতার উপর জুলুম

বেলডাঙ্গা: গত ৯ই জানুয়ারী সন্ধ্যার সময় স্থানীয় জমিদার কংগ্রেসী প্রার্থী ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ (পচু ঘোষ) মহাশয়ের ভ্রাতা চিত্তরঞ্জন ঘোষ (২০) স্থানীয় এক বিড়ি ব্যবসায়ী তারাপদ সাহা (পচু) কে তাঁহাদের বন্ধু বৈদ্যনাথ হাজরার দোকানে গলায় কাপড় দিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া তাঁহার দাদাকে ভোট না দেওয়ায় কিল চড় ও লাথি মারিয়াছেন এবং অপর যাহারা ভোট দেয় নাই তাহাদেরও এই গতি করিব বলিয়া শাসাইয়াছেন। উক্ত তারাপদ সাহা স্থানীয় মাতব্বরদের নিকট বিচার না পাইয়া থানায় ডাইরী করিয়াছে। উক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় স্থানীয় কংগ্রেস পঞ্চায়েতের সভাপতি।

ঔষধ কিনিতে হইলে
সর্ব্বাগ্রে
গৌরী ফার্ম্মেসী-তে
(নেতাজী রোড : : খাগড়া পোঃ)
আসুন।

মার্কিন যুদ্ধশিবিরে নেহরুর প্রকাশ্য যোগদান

অবশেষে নেহেরু নিজেই নিজের নিরপেক্ষতার মুখোস ছিঁড়ে প্রকাশ্যভাবে মার্কিন যুদ্ধ শিবিরে যোগ দিলেন। মার্কিন সরকারের কাছ থেকে পঁচিশ কোটি টাকা ঋণ পেয়ে নেহেরু ভারতস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত চেষ্টার বাউলেসের সঙ্গে এক চুক্তি-পত্র স্বাক্ষর করে নিম্নলিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

"মার্কিন সরকার ও ভারত সরকার একযোগে আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য বর্দ্ধিত করতে ও বিশ্বশান্তি রক্ষা করতে সম্মত হচ্ছেন। আন্তর্জাতিক অশান্তির কারণ দূর করার জন্য যে সকল ব্যবস্থা উভয়ের মধ্যে স্বীকৃত সেগুলি অবলম্বন করতে উভয় প্রতি-শ্রুতি দিচ্ছেন।

ট্রু ম্যানের চতুর্থ পয়েন্ট অনুসারে আগেকার ২৫।৩০ কোটি টাকার সঙ্গে আরও মাত্র ২৫ কোটি টাকা যোগ হতেই নেহেরুর ও ভারতের একচেটিয়া ধনিকদের মুখোস খুলে গেল। নেহেরুর "নিরপেক্ষতা" নীতির বহু ব্যবহৃত পর্দাটা ক্রমশঃই পাতলা হয়ে আসছিল, এইবার সেটা একেবারেই খুলে গিয়ে যুদ্ধবাজ মার্কিন রাষ্ট্রের তাঁবেদার হিসাবে তাঁর আসল চেহারাটা নগ্ন বীভৎসতার সহিত প্রকাশ হয়ে পড়ল।

মার্কিন সরকারের "বিশ্বশান্তি রক্ষার নীতিটা হলো সোবিয়েত ইউনিয়ান, নূতন চীন ও লোকায়ত্ত গণরাষ্ট্র গুলিকে ধ্বংস করার জন্য ও সমগ্র পৃথিবীতে মার্কিন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য তৃতীয় মহাযুদ্ধের পরিকল্পনা। 'শান্তি' কথাটার জায়গায় জায়গায় 'যুদ্ধ' কথাটি বসিয়ে দিলেই মার্কিন-বিশ্ব-শান্তি পরিকল্পনাটি সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। এই পরিকল্পনায় নেহেরু ভারতকে সামিল করতে চান।

যে ২৫ কোটি টাকা নেহরু পেয়েছেন তা যে ভাবে খরচ করা হবে তার শর্ত এইরূপ। ভারতস্থ মার্কিন টেকনিক্যাল সহযোগীতার ডিরেকটর সাহেবের উপদেশে অর্থাৎ আদেশে ভারত সরকারের মন্ত্রী ও কর্মচারীরা এই টাকা খরচ করবেন। কোন পরিকল্পনা সম্বন্ধে যদি ভারত সরকার মার্কিন উপদেষ্টার সহিত একমত হতে না পারেন তাহলে সেই টাকা ফেরত দিতে হবে। ভারত সরকারকে প্রতি বৎসর মার্কিন সরকারের কাছে একটি রিপোর্ট পেশ করিতে হবে। মার্কিন ডিরেক্টর সাহেব এবং তাঁর কর্মচারীবৃন্দ রাষ্ট্রদূতের পূর্ণ সুযোগ পাবেন অর্থাৎ ভারতের আইন তাঁদের উপর কোন মতে প্রযুক্ত হবে না এবং তাঁদের আবাসস্থল ও দপ্তরখানা মার্কিন রাষ্ট্রের এলাকাভুক্ত বলে পরিগণিত হবে। ঋণের টাকা খরচ করার মার্কিন সরকার একদল বিশেষজ্ঞকে মনোনীত করে ভারতে পাঠাবেন এবং এই বিশেষজ্ঞ দলকে সমস্ত পরিকল্পনা তদারক করার সমস্ত সুযোগ ভারত সরকার দেবেন। মার্কিন টাকা কোনমতে ভারত সরকার বা কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারবে না।

মার্কিন সাহায্যের এই দাস পরিকল্পনায় দস্তখত করে নেহরু ভারতকে মার্কিন গুপ্তচরের লীলা-ভূমিতে পরিনত করতে চান এবং ভারতের শিল্প, বানিজ্য, কৃষি ইত্যাদিতে মার্কিন সরকারের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চান। এই আধিপত্যের ফলে ভারতের কৃষির ও শিল্পের উন্নতি সম্পূর্ণ বন্ধ হবে। ভারতের সম্পদকে মার্কিন সরকারের কাছে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সস্তায় অবাধে বিক্রী করা হবে এবং সমগ্র ভারত মার্কিন যুদ্ধবাজদের ঘাঁটিতে পরিনত হবে।

ট্রুম্যানের যে চতুর্থ পয়েন্ট অনুসারে নেহরু এই টেকনিক্যাল 'সাহায্য' পেলেন সে সম্বন্ধে মার্কিন রাষ্ট্রের সাম্প্রতিক "পারস্পরিক রক্ষা আইন" (Mutual security Act) নামক দলিলে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিকে স্বাক্ষর করে 'না মানিলে কোন রাষ্ট্র মার্কিন টেকনিক্যাল সাহায্য পাবে না'। অথচ নেহরু এখনও বলছেন যে তিনি 'নিরপেক্ষ' এবং তাঁর মিতা চেষ্টার বাউলস্ সাহেব বলছেন যে টেকনিক্যাল সাহায্যের উপর কোন রাজনৈতিক শর্ত্ত নেই।

এই সর্ব্বনাশা ও বিশ্বাসঘাতক চুক্তিকে ভারতের জনগণ টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলবে। এবিষয়ে নেহরু নয়, ভারতের জনতাই শেষ কথা বলবে।

হরিহরপাড়া নির্ব্বাচন কেন্দ্র

নির্ব্বাচন সংক্রান্ত সর্ব্বশেষ প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, হরিহরপাড়া নির্ব্বাচন কেন্দ্রে পি, ইউ, এস, এফ'এর মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত হিমাংশু ঘোষ স্বতন্ত্র প্রার্থী শ্রীযুক্ত সুরক্ষণ্য চৌধুরী ও কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী জনাব আবদুল হামিদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছে।

ধ্বজাধারী কয়ের বিবৃতি

(১ম পাতার পর)

মহলা চাল কাঁকড় ও ধান সমেত দেওয়া হয় এবং বরাদ্দমাফিক দেওয়া হয় না। জেলে উৎপাদিত শাকশব্জী বিক্রীত হয়, ফলে কয়েদীদের মধ্যে একটুও অবশিষ্ট থাকে না। কয়েদীরা এই সকল অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাইলে অমানুষিকভাবে প্রহৃত হয়।

আমি কংগ্রেসী সরকারের এই অকথ্য অত্যাচারের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি এবং অবিলম্বে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবীতে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি।

সংগঠনের নিয়মাবলী

১। "সংগঠন" প্রতি বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হয়।

২। "সংগঠনের" প্রতি সংখ্যার মূল্য একআনা বার্ষিক সডাক তিনটাকা ও ষান্মাসিক দেড়টাকা। ভি, পি, যোগে কোন কাগজ পাঠান হইবে না।

৩। বিজ্ঞাপনের দরের জন্য অবিলম্বে পত্র লিখুন।

৪। সমস্ত টাকাকড়ি, সংবাদ, চিঠিপত্র ইত্যাদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। অবিলম্বে এজেন্সি ও নিজস্ব সংবাদদাতা নিযুক্ত হইবার জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

—সুধীন সেন
ম্যানেজার 'সংগঠন'
সৈদাবাদ, পোঃ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে শ্রীবিজয় গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত ও **প্রতিভা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,** (খাগড়া) হইতে জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি কর্ত্তৃকমুদ্রিত

"নিরপেক্ষ" নির্বাচনের মহিমা !

কংগ্রেস সরকারের স্বাধীন ও সাধু নির্বাচন ক্রমেই পরিহাসে পরিণত হচ্ছে। রাষ্ট্রের ক্ষমতা অপব্যবহার করে যে কোন উপায়ে জয়লাভ করাই কংগ্রেসের সুস্পষ্ট লক্ষ্য বলে ক্রমশঃই প্রতীয়মান হচ্ছে। আমরা নিচে তাহারই কয়েকটি নমুনা দিলাম।

কলিকাতা ২নং ওয়ার্ডে কমিউনিষ্ট পার্টি নির্বাচনী প্রচারের জন্য পুলিশের কাছে মাইক ব্যবহারের অনুমতি চাইলে তা দেওয়া হয়নি, অথচ ১৬ই ডিসেম্বর রাত্রে কুমারটুলি ষ্ট্রীটে মাইক বসিয়ে কংগ্রেসীরা নির্বাচনী প্রচার চালায়। উহার পাশেই শ্যামপুকুর থানার পুলিশ ভ্যান দাঁড়াইয়াছিল।

২৪ পরগণার সন্দেশখালী থানায় কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে কয়েকটি সভা হওয়ার পর গোয়েন্দা পুলিশ প্রতি দিন প্রতিগ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং মুসলমান জনসাধারণকে ভীতি প্রদর্শন করছে।

শোনা গেল, সরবেড়িয়া লাটে এই সকল গোয়েন্দারা বলে বেড়াচ্ছে, 'আবার মেতে উঠেছ? এবারে তোমাদের পাকিস্থানে যেতে হবে।'

গত ২১শে ডিসেম্বর মেটিয়াবুরুজ ফতেপুর এলাকার লালঝণ্ডা প্রার্থীর নির্ব্বাচন কর্মী শ্রীনিরঞ্জন বিশ্বাসকে তিন বৎসরের পুরনো এক মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়।

গত ২৪শে ডিসেম্বর ৬২ জন কাঁচ-কল শ্রমিকসহ হাওড়ার বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড পতিতপাবন পাঠককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

হাওড়ার আমতা থানার বিশিষ্ট কৃষক নেতা জলধর হাজরাকে গত ২০শে ডিসেম্বর চারিমাস কারাদণ্ডের পর মুক্তি পাওয়া মাত্র জেল গেটেই পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

৫ই জানুয়ারী ভোরে পুলিশ নৈহাটির কমিউনিষ্ট প্রার্থী কমরেড গোপাল বসুর বাড়ীতে ও অন্যান্য স্থানে ব্যাপকভাবে খানাতল্লাসি চালায় এখানে উল্লেখযোগ্য যে সরকারী হামলা স্বত্বেও নির্ব্বাচনে কমরেড গোপাল বসু ভোটারদের বিপুল সমর্থন লাভ করেন।

আরামবাগ কোন পোলিং অফিসার কংগ্রেস বিরোধী প্রার্থীকে ভোটের বাক্সে সীলমোহর লাগাইতে দেন নি। জলপাইগুড়িতে কমিউনিষ্ট প্রার্থী কমরেড শচীন দাসগুপ্তকে পোলিং বুথে প্রবেশ করিতে পোলিং অফিসার বাধা দিয়েছিলেন।

২৪ পরগণার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট নোটীশ জারি করেছেন যে নির্ব্বাচনী প্রচারে মাইক ও লাউড স্পীকার ব্যাবহার করা চলিবে না। অথচ ২৪ পরগনার বরানগর কেন্দ্রে কমরেড জ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে বারাকপুর W. B. B. 5433. নং গাড়ীতে মাইক ও লাউডস্পীকার লাগিয়ে অবিরাম প্রচার চালাচ্ছে।

'ক্রসরোডস' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যে সাধারণ নির্ব্বাচনে সৈন্য বাহিনীর স্বাধীনভাবে ভোটের অধিকারকে খর্ব্বকরা হচ্ছে। সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ এক নির্দ্দেশ জানিয়েছেন যে, সৈন্যদের দ্বারা ভোটপত্র চিহ্নি হওয়ার পর কম্যাণ্ডিং অফিসার কিংবা কোনও ভারপ্রাপ্ত সামরিক কর্ম্মচারীর দ্বারা অনুমোদন করাতে হবে যে সব ঠিক আছে কিনা। যদি কোন সৈনিক ভোটার নিরক্ষরতা বা শারীরিক অক্ষমতার জন্য ভোটপত্র পূর্ণ করতে নিজে অক্ষম হন তাহলে তিনি নিজের ভোটপত্র ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে পূর্ণ করিতে অনুরোধ করতে পারবেন। এই ভাবে ২ লক্ষ সৈন্যের স্বাধীন ভোট দেওয়ার অধিকার প্রহসনে পরিণত হচ্ছে।

Regd. No. C 3435.

কংগ্রেসী বুলেটের ফসল :—
সাড়েচার বছরে সারা-ভারতে কংগ্রেসী শাসকেরা গুলী চালাইয়াছে ১৮০০ বার।
হত্যা করিয়াছে :— ৩৭৮৪ জনকে
জেলে হত্যা করিয়াছে :— ৮৮১ জনকে
জখম করিয়াছে :— ১২,০০০ জনকে
আটক রাখিয়াছে :— ৫০,০০০ জনকে

সাপ্তাহিক সংগঠন
মুর্শিদাবাদ জেলার প্রগতিশীল মুখপত্র

সম্পাদক মণ্ডলী
শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী
অধ্যাপক নির্ম্মাল্য বাগচী
শ্রীবিজয় গুপ্ত।
শ্রীসনৎ রাহা
শ্রীশৈলেন অধিকারী

প্রথম বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা | ১০ই মাঘ বৃহস্পতিবার, ১৩৫৮, ইং ২৪শে জানুয়ারী ১৯৫২। | মূল্য ।০ এক আনা

প্রাচ্যের কমিউনিষ্টদের প্রতি লেনিন

আজ আপনারা এমন এক দায়িত্বের সম্মুখীন যে দায়িত্ব ইতিপূর্ব্বে কোনদিন বিশ্বের কমিউনিষ্টদের সম্মুখে আসে নাই। কমিউনিজমের সাধারণ তত্ত্ব ও ব্যবহারের উপর নির্ভর করিয়া আপনাদের এমন এক বিশেষ অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াইতে হইবে, যে অবস্থা ইউরোপের কোন দেশে নাই এবং এই তত্ত্ব ও ব্যবহারকে প্রয়োগ করিতে হইবে এমন এক অবস্থায় যেখানে প্রধান জনতা কৃষক-সমাজ, যেখানে পুঁজির বিরুদ্ধে নয়, মধ্যযুগের ধ্বংসাবশেষের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সমস্যাই সমাধান দাবি করিতেছে।

* * * * *

রাশিয়া, ভারত, চীন প্রভৃতি দেশে পৃথিবীর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টির বাস। এই ঘটনাটিই শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রামের জয়পরাজয় নির্দ্ধারণ করিবে এবং ঠিক এই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমাজই মাত্র গত কয়েক বৎসরের মধ্যেই অভূতপূর্ব্ব ক্ষিপ্রতার সহিত মুক্তিসংগ্রামের আবর্ত্তের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাই বিশ্বসংগ্রামের চূড়ান্ত পরিণতি কি হইবে সে সম্পর্কে অণুমাত্র সন্দেহেরও আর অবকাশ নাই। এই অর্থে সমাজতন্ত্রের পরিপূর্ণ জয়লাভ সম্পূর্ণভাবে অনিবার্য্যভাবে সুনিশ্চিত।

—লেনিন।

লেনিন দিবস

২১শে জানুয়ারী লেনিন দিবস। মার্কসবাদের প্রকৃত নেতা কমরেড লেনিন হচ্ছে কলম মারকসবাদী পথে রুশিয়ার মুক্তি—পরিপূর্ণ শ্রমিক শোষণ হীন সমাজ গঠনের ভিত্তি সৃষ্টি করিয়া গেলেন। মার্কসবাদের ঐতিহাসিক অগ্রগতি আজ আর এক দেশ, এক নেতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নাই। দিকে দিকে লেনিনের দল লেনিনবাদকে অগ্রে বহন করিয়া চলিয়াছেন। মার্কসবাদ, লেনিনবাদ আজ সারা জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। কমরেড ষ্ট্যালিনের রুশে, কমরেড মাওএর চীনে এবং পূর্ব্ব ইউরোপের মাঠে কল কারখানায় চাষী ও মজুর, শোষিত শ্রেণী আজ লেনিনবাদী সমাজের পত্তন সুরু করিয়াছেন। মার্কসবাদের এই জয় যাত্রা দুর্দ্দমনীয়। ভবিষ্যৎ আজ জয়মাল্য লইয়া ভাবী শোষণ হীন সমাজের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান। তার জন্যই দিকে দিকে, দেশে দেশে মহাসৃষ্টির জন্য, নূতন জন্মের জন্য কাতর বেদন সুরু হইয়াছে; দৈন্য পীড়িত ধরণীর প্রসব বেদনা আজ নূতন শিশুর জন্ম দিবে—জন্ম দিবে কোরিয়ার সংগ্রামে, মালয়ের জঙ্গলে, বর্ম্মায়, ইন্দোচীনে, মিশরের, লড়াই এ সাম্রাজ্যবাদীর চরম পরাজয়ে।

ভারতের বুকে আন্ধ্র মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, হায়দ্রাবাদ নূতন চেতনা, নূতন প্রেরণার, নূতন আদর্শের, নূতন কর্ম্মসূচীর জয় যাত্রা সুরু করিয়াছে—লেলিনবাদের পথেই এই যাত্রা। লেনিন দিবসে আমরা এই সব উত্থানকে অভিনন্দন জানাই—পশ্চিম বঙ্গেও এই জাগরণকে সাগত জানাই। জয় কমরেড লেনিনের পথের জয়!

—ষ্টাফ

নেতাজী দিবস

২৩শে জানুয়ারী নেতাজী দিবস এই দিনে পুণ্য তিথিতে কলিকাতার ২৬টী ভোট কেন্দ্রে ভোটারগণ উপস্থিত হইবেন। নেতাজীর নামে যে কংগ্রেস এক দিন ভোট বৈতরণী পার হইয়াছিল আই, এন, এ'র নামে যে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ একদিন ভোট ভিক্ষায় সফলতা অর্জন করিয়াছিলেন আজিকার দেশ ভুলে নাই সেই কংগ্রেস তাহার পর গদীতে আসীন হইয়া বন্দনা বকুল, অহল্যা সরোজিনী লতিকা, প্রতিভা, গীতা প্রভৃতি কত নারী, পুরুষ বালক ও শিশুকে হত্যা করিয়াছে। আজ বিপ্লবী কলিকাতা নেতাজী দিবসে তাহারই জবাব দিবে কংগ্রেসকে শাসনের গদী হইতে হটাইয়া বামপন্থীদের কর্ম্মসূচীকে সমর্থন জানাইয়া ও বামপন্থীদের সমর্থন ভোট দিয়া।

২৩শে জানুয়ারী, বহরমপুর—অদ্য সকাল ৯টার সময় গান্ধী পার্কে নেতাজীর জন্মদিবস উপলক্ষে বিভিন্ন ক্লাব ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে একই সাথে পতাকা উত্তোলন উদ্‌যাপিত হয়। প্রথম নাণ্টুদ ও তার সম্প্রদায়ের একটি উদ্বোধন সঙ্গীত গাওয়া হইলে শ্রীমতী সুষমা গোস্বামী পতাকা উত্তোলন করেন এবং নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা দেন। ষ্টুডেন্টস্ কাংগ্রেসের পক্ষ থেকে বীরেন্দ্র রায়চৌধুরী আই, এন, সি'র পক্ষ থেকে শ্রীসুশীল ঠাকুর, কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে শ্রীসুনীতি বিশ্বাস এবং ফরওয়ার্ডব্লকের পক্ষ থেকে দেবেন দত্ত নেতাজীর এক খানি তৈলচিত্রের উপর মালাদান করেন। ইহার পর একখানি সঙ্গীত হইলে পতাকা উত্তোলন কার্য্য শেষ হয়।

নেতাজী উৎসব উপলক্ষে কুচকাওয়াজ

শক্তি মন্দির ও ভ্রাতৃ সংঘের সভ্যদের উদ্যোগে সকাল বেলা একটি শোভাযাত্রা কুচকাওয়াজ করিয়া সহর প্রদক্ষিণ করে।

প্রগতি ক্লাব ও অন্যান্য ক্লাব সুন্দর সুন্দর নেতাজী তোরণ তৈয়ারী করিয়া নেতাজীর জন্ম দিবস উদ্‌যাপিত করে।

— নানাস্থানে নেতাজী দিবস —

বহরমপুর, ২৩শে জানুয়ারী—মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্নস্থান হইতে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে নেতাজী দিবস অনুষ্ঠিত হইবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলার অনেকস্থানে এখনও নির্ব্বাচনের জের মেটে নাই। কোথাও কোথাও আজও নির্ব্বাচন পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হইতেছে। বহু কর্ম্মী আজও নির্ব্বাচনের কার্য্যে বাহিরে রহিয়াছেন। স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের সকলেই আজ নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করিয়া হয় পরিশ্রান্ত আর না হয় পরীক্ষার জন্য ব্যস্ত। তথাপি ২৩শে জানুয়ারীর রাত্রি প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমন্ত বহরমপুর সহর প্রভাত ফেরীর স্বতঃস্ফূর্ত্ত সঙ্গীতে ও নেতাজীর জয়ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল। বিভিন্ন দোকানপাট গৃহ বারান্দা, গৃহশীর্ষস্থান সমূহে রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলিত হইল। বিভিন্ন মহল্লায় ছাত্র ছাত্রী, যুবক যুবতী ও নাগরিকেরা, নেতাজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করিয়া, দ্বিপ্রহরে শঙ্খধ্বনি করিয়া, সন্ধ্যায় নিজ নিজ গৃহ ও দোকানপাট আলোক মালায় সুসজ্জিত করিয়া নেতাজীর জন্মদিন প্রতিপালন করিলেন।

সংযুক্ত প্রগতিশীল দলের উদ্যোগে পূর্ব্বঘোষিত কার্য্যসূচী অনুসারে বহরমপুর গান্ধী পার্কে প্রত্যুষে বিপুল উদ্দীপনা ও জয়ধ্বনির মধ্যে পতাকা উত্তোলন কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্নে ৪।০ ঘটিকায় বহরমপুর ভৈরবতলা ঘাটে অধ্যাপক বিভূতিভূষণ ভট্টের সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন বক্তা নেতাজীর জীবনাদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

সকাল আটটা সময় গোরাবাজার নিমতলায় বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য বাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

গোরাবাজার আমাদের দলের উদ্যোগে সারাদিবসব্যাপী একটি গৃহীত কার্য্যসূচী অনুসারে গোরাবাজার শিবতলায় নেতাজী দিবস অনুষ্ঠিত হয়।

বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ, জিয়াগঞ্জ, লালগোলা, ধুলিয়ান, জঙ্গিপুর, কান্দী, সালার প্রভৃতি স্থান হইতেও নেতাজী জন্মদিবস অনুষ্ঠিত হইবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

নির্ব্বাচন অফিসারের দায়িত্ব

খড়গ্রাম-বরোক্র কেন্দ্রের মারগ্রাম এম, ই, স্কুলে ভোট গ্রহনের পরে যখন ভোট বাক্সগুলি বহরমপুর নির্ব্বাচন আধিকারিকের নিকট আসে তখন দেখা যায় লোক সভার ভোট বাক্সগুলির 'সীল' খোলা, মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক উক্ত নির্ব্বাচন কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট এ সম্বন্ধে কৈফিয়ত তলব করিয়াছেন।

—নিজস্ব

স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার
মত প্রকাশের স্বাধীনতাও আমাদের জন্মগত অধিকার। সংবিধানে তাহা সম্পূর্ণতঃ সুনিশ্চিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হইব না।

সংগঠন

১০ই মাঘ, বৃহস্পতিবার

নির্ব্বাচনের শিক্ষা

মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রের নির্ব্বাচন গত ১৯শে শেষ হইয়াছে এখন ফলাফল বাহির হইতে চলিতেছে। হার জিতের গবেষণা না করিয়া আমরা নির্ব্বাচনের মাধ্যমে কি দেখিলাম, কি শিখিলাম এবং জনতার কি শিক্ষা হইল তাহাই বিচার করা যাউক।

প্রথমতঃ গ্রামের পর গ্রাম গাঁয়ে হাঁটিয়া চলিয়াছি ভোটের প্রচারে। কি দেখিয়াছি— দেখিয়াছি সাধারণ মানুষ যতক্ষণ প্রচারককে নিজের দরদী বলিয়া মনে না করিয়াছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে তাহার মনের কথা বলে নাই। কিন্তু গণতান্ত্রিক চেতনা তাহার ছিল না তাহা নহে। তবু সে তার মন খুলিয়া সব কথা বলিতে পারে না কেন? এ প্রশ্ন স্বভাবতই জাগে। এ প্রশ্নের উত্তর সাধারণ মানুষই দিয়াছে গরীব জনসাধারণ তাহার অভিজ্ঞতায় জানিতে শিখিয়াছে যে যাঁহাকে বিমুখ ও অসন্তুষ্ট করা হইবে তিনি যদি সমাজের বিত্তশালী তথাকথিত 'ধনীমানী' হন অথবা তাঁহাদের কোন এজেন্ট বা দালাল হন তবে সে ক্ষেত্রে গরীব ভোটার অনেক সময় মনের কথা বলিতে সাহস করে নাই। যেখানে এইরূপ সাহস দেখা গিয়াছে সেখানে তাহাকে জব্দ করিবার জন্য মণ্ডল মাতব্বর মৌলবীর দল উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। সমাজে যতদিন শোষক শ্রেণীর প্রভাব থাকিবে যতদিন চাষীকে জমিদার, জোতদার, মহাজনের নিকট আবদ্ধ থাকিতে হইবে ততদিন স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচন সম্ভব হইবে না— একথা চাষী, মজুর, মধ্যবিত্ত, গরীব মধ্যে মধ্যে বুঝিতে পারিয়াছে। মজুরকে ভাবিতে হয় মালিক সম্পর্কে, সরকারী কর্ম্মচারীকে ভাবিতে হয় সরকারের নীতি সম্পর্কে, শিক্ষককে ভাবিতে হয় সেক্রেটারীর কথা বা হেড মাষ্টারের কথা; এইভাবে গোটা সমাজটাকে এতদিন জমিদার, পুঁজিপতির দল হাতের মুঠার মধ্যে রাখিবার জন্য চিরদিন ধরিয়া চেষ্টা করিয়াছে এবারেও ভোটে সে দৃষ্টান্ত অসংখ্য মিলিবে।

সঙ্গে সঙ্গে দেখা গিয়াছে প্রগতিশীল মিলিত শক্তির কি অপূর্ব্ব ফল। যেখানে বড় বড় জনসভা, শোভাযাত্রা জমায়েৎ হইয়াছে বামপন্থীরা ঠিক ঠিক রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রচার চালাইতে পারিয়াছেন, জনসাধারণের মনের প্রশ্নের জবাব দিতে পারিয়াছেন সেখানেই মোড়ল, মাতব্বরেরা শত ষড়যন্ত্র করিয়াও ব্যর্থ হইয়াছেন। প্রগতির লেশ মাত্র নাই বলিয়া কংগ্রেসীদল ও স্বতন্ত্রদল এবং হিন্দু মহাসভা বা জনসঙ্ঘ প্রকাশ্য জনসভা করিতে সাহস পায় নাই। কংগ্রেসীরা কোন কোন ক্ষেত্রে সভা ডাকিলেও তাহাতে জনসাধারণ যোগদান করে নাই বা সভায় প্রশ্নবাণে কংগ্রেসী নেতাকে জর্জ্জরিত হইতে হইয়াছে যেমনটি হইয়াছিলেন বেলডাঙ্গার সভায় পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয়।

যেখানে বামপন্থী কর্ম্মীগণ ঠিক ঠিক রাজনীতিক ভাবে প্রচার চালাইতে পারেন নাই সেখানে আদিম কুসংস্কার ও প্রতিক্রিয়া অচেতন মানুষকে সাম্প্রদায়িকতার পথে ঠেলিয়া দিয়াছে। আমাদের জেলায় এ দৃষ্টান্ত ও অভিজ্ঞতাও আছে। বামপন্থী ঐক্যের প্রধানতম কাজ ছিল বামপন্থী ঐক্যের কার্য্যসূচীর ভিত্তিতে রাজনীতিক প্রচার সঠিকভাবে পরিচালনা করা। যেখানে এইরূপ সঠিক নেতৃত্ব দেওয়া হইয়াছে সেইখানেই অচেতন মানুষের মনের সাম্প্রদায়িক বিষকে হটান সম্ভব হইয়াছে।

ভোট লড়াইএ সব চেয়ে সুবিধাবাদী নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। স্বতন্ত্র দলও একটিমাত্র মিলিত প্রগতিশীল ফ্রন্ট গঠনের বিরোধীরাই (সোস্যালিষ্ট) এবারে কংগ্রেসকে জয়মাল্য পড়াইয়াছেন। কংগ্রেসী প্রতিক্রিয়া পিছন হইতে ইহাদের সাহায্য করিয়া নিজের পথ পরিষ্কার করিয়া লইয়াছেন। বহরমপুর কেন্দ্রে স্বতন্ত্র ও সোস্যালিষ্ট দল যে কংগ্রেস বিরোধী ভোটকে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে একথা অস্বীকার করবার কারণ নাই। তেমনি বেলডাঙ্গার স্বতন্ত্র ও হিন্দুমহাসভার দল কংগ্রেস বিরোধী ভোটকে নষ্ট করিয়াছে তাহাও অস্বীকার করিবার কারণ নাই।

অনেক ক্ষেত্রে প্রার্থী বিচার করিয়া ভোটদাতাগণ আরও অধিক সংখ্যায় ভোট দিতে উৎসাহ লাভ করে নাই। এদিকেও প্রগতিশীল দলের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। রাজনৈতিক ভাবে যেমন প্রচার চালাইতে হইবে প্রার্থী সম্পর্কেও ঠিক তেমনি বিচার করিতে হইবে; ভোটদাতার অধিকাংশের নিকট তিনি গ্রহণযোগ্য কিনা? ইহাও সাফল্যের একটি মাপকাঠী। কোন 'পন্থী' বলিয়াই কংগ্রেসীযুগের মত লাঠিকে দাঁড় করান আজ আর যাইবে না— আজিকার জনতার স্তর অনেক উচ্চ।

সাধারণ মানুষ একদিন রাজা, মহারাজা তস্য দালাল, জমিদার, মহাজনকে ভোট দিয়া বারবার ঠকিয়াছে। সুবিধাবাদীর দল, পদ লোভীর দল দেশের গরীবকে বার বার ধোকা দিয়া গদীতে বসিয়াছে জনতার এই অভিজ্ঞতা হইতে আজ সাধারণ মানুষ বলিতেছে ভোট দিব কাকে? ভোট যাকে দিব সেই ত ঠকাইবে। গরীব মানুষ যেখানে সামন্য কিছু উপকার পাইয়াছে সেইখানেই বিশ্বাস রাখিয়াছে। আসল কথা, আজ সাধারণ মানুষ ভোট দিতে চাই কিন্তু কাকে দিব এই প্রশ্নই তাহাকে ভাবিতে হয় বার বার। বিভিন্ন দল ও উপদল, স্বতন্ত্র দল নানাভাবে প্রচার চালাইয়া সাধারণ মানুষকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে ভোট দিবেন কাকে? সাময়িক ভাবে বহুজন যে বিভ্রান্ত হয় নাই তাহা নহে তবু শেষ পর্য্যন্ত ভোটারকেই চিন্তা করিতে হইয়াছে ভোট কাহাকে দিবে। যাহারা সমাজের শিক্ষিত ও তথাকথিত উচ্চ সম্প্রদায় ভুক্ত তাঁহারা বলিয়াছিলেন হোমরা চোমরা ব্যক্তি জাঁক জমকশীল (glamour) ব্যক্তি ইত্যাদি ব্যাপার ভোটের সম্পর্কে 'factor' হিসাবে গণ্য হইবে। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি সাধারণ মানুষ ধনী লোককে ভয় করে এবং যথাসাধ্য তাঁকে এড়িয়ে চলিবার চেষ্টা করে, মনের মত দরদীবন্ধু পাইলে, সাধারণ মানুষ শুধু এইটুকুই বিশ্বাস করে যে সে তাহার সহিত বেইমানী করিবে না। বিশ্বাসঘাতকতার পথে পা না বাড়াইলেই গরীবের বিশ্বাস পাওয়া যায়। আজকের মানুষের এই চেতনাকে রাজনীতিক জ্ঞান দিয়া আরও উচ্চস্তরে তুলিতে পারিলে সফলতা অবশ্যম্ভাবী। রাজনীতিকজ্ঞান ও আন্দোলনের ও সংগঠনের অভাবে সাধারণ মানুষকে মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িকতার পথে তথাকথিত যে সমস্ত শিক্ষিত ও "উচ্চ সম্প্রদায়ভুক্ত" স্বার্থান্ধ ব্যক্তি টানিয়া বাহির করিয়াছেন তাঁহাদের স্বরূপকে আজ প্রকট করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। কোন কোন ক্ষেত্রে ভোট সাম্প্রদায়িক ভাবে বিভক্ত হওয়ায় অনেকের মধ্যেই অসন্তোষ বিক্ষোভের রূপ লইতেছে সাম্প্রদায়িক অবিশ্বাসকে তাঁহারা দৃঢ়তর করিতেছেন। আমাদের বুঝিতে হইবে রাজনীতির জ্ঞান, আন্দোলন ও সংগঠন না থাকিলে আমাদের ভিতরকার অন্ধ শক্তি (Dark force) আদিম কুসংস্কারাচ্ছন্ন মতি বার বার সাম্প্রদায়িকতার রূপ লইয়া দেখা দিবে এবং বার বার আমাদের রক্তের গড়া ঐক্য আন্দোলন ও মজুর কৃষকের সংগঠনকে এই সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত শক্তি তছনছ করিয়া দিবে। বামপন্থী ঐক্য এই দিকে ঠিক ঠিক নজর দিলে তাহাই দীর্ঘস্থায়ী ও দৃঢ়তর হইবে।

ভোটের মধ্যে আর একটী দিক বেশ চোখে পড়িয়াছে তাহা হইল বামপন্থীদের প্রচার সংগঠন ব্যতিরেকে কার্য্যকরী ভোট রেকর্ডের সংগঠনের দুর্ব্বলতা। আমরা মোটা মুটি বড় বড় পিচ ও সরক রাস্তা ধরিয়া প্রচার চালাইয়াছি। শত শত মাইক, চোং, বক্তৃতা ও আওয়াজ (slogan) রাস্তার দুই পার্শ্বের লোককে ব্যস্ত করিয়াছে কিন্তু গরীব, বস্তিবাসী, দুঃস্থ পল্লী, গরীব পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে সভা, বৈঠক আলোচনা তদনুরূপ করি নাই। অথচ এইরূপ সামান্য বস্তীবাসীই আমাদের প্রকৃত সমর্থক। কোথাও কোথাও একাভাবে প্রচার করিয়াছি যাহা সম্পূর্ণ রাজনীতি বর্জিত, নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপারের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে মানুষের দৃষ্টি ভঙ্গিকে ব্যক্তি কেন্দ্র হইতে রাজনীতি কেন্দ্রে উঠাইতে পারে নাই। ইহাতে লোকসান হইয়াছে বামপন্থীদেরই।

গরীব জনসাধারণ যাঁরা শতকরা ৮০।৯০ জন তাঁহাদের সঠিক ও সবল নেতৃত্ব না দিয়া যেখানে স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রীতি, বন্ধুত্ব, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও ব্যক্তিগত ঘরোয়া আলোচনার মধ্যেই ভোটের campaign বা প্রচার চালান হইয়াছে সেইখানেই বামপন্থী রাজনীতির পরাজয় অনিবার্য্য হইয়াছে। সেইখানেই উগ্র সাম্প্রদায়িকতা সাময়িক জয়লাভ করিয়াছে।

শত সহস্র বৎসর ধরিয়া সমাজে মানুষের মনের মধ্যে সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদী শিক্ষা (কুশিক্ষা) যে ভাবে বাসা বাঁধিয়াছে তাহাকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিবার জন্য ধৈর্য্য না হারাইয়া সঠিক রাজনীতিক পথ লইয়া চলিলে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রতিক্রিয়ার আবর্জ্জনাকে দ্রুত দূর করা সম্ভব হইবে। সহজে কিস্তী মাত করিবার পথ রাজনীতি নহে কারণ অসংখ্য মানুষের অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও সংগ্রামের মধ্যেই বামপন্থীর জয় সুনিশ্চিত। জয়লাভ কোন পার্টির বা কোন ব্যক্তির মনে করিলে ভুল হইবে। কর্ম্মসূচী ও জনতা এই দুইটী শক্তিই বামপন্থীদের আসল শক্তি। জনতার সেবা, তাহার জন্য উপযুক্ত সংগঠন, ও কর্ম্মসূচীর ভিত্তিতে সংগ্রাম এই তিনের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ প্রগতিশীল ফ্রন্ট আজ দিন দিন ব্যাপক ভাবে প্রসার লাভ করিতেছে অদূরে সেই একমাত্র পথেই ভারতের গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ সম্ভব।

ঐক্যবদ্ধ প্রগতিশীল ফ্রন্ট একদিন যেমন মহাচীনের সাধারণ মানুষকে সঠিক নেতৃত্ব দিয়া পরিপূর্ণ মুক্তির পথে পরিচালিত করিয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ও সমগ্র দেশে তারই সূচনা দেখা দিয়াছে। এই সংযুক্ত ফ্রন্টের মধ্যে ত্রুটী বিচ্যুতি দেখিয়া আমরা যেন ধৈর্য্য না হারাই বা যুক্ত ফ্রন্টের উপর বিশ্বাস না হারাই একমাত্র যুক্ত ফ্রন্ট ব্যতীত ভারতে বিদেশী শক্তির অবলুপ্তি ও দেশীয় প্রতিক্রিয়া

(৩ পাতায় দেখুন)

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

বংকুবাবু কি ইউ-পি-বি সমর্থিত প্রার্থী?

মহাশয়,

আমি একজন অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, বাংলার অসংখ্য সাধারণ মেয়ের মত আমি কোন দলীয় রাজনীতির ধার ঘেঁসিনা কিন্তু পাঁচ বছরের কংগ্রেসী দুঃশাসনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে আমি কংগ্রেসী দুঃশাসনের পরাজয় অন্তরের সংগে কামনা করি তাই ভালবাসি সংগ্রামী বামপন্থীদের।

জেলার বামপন্থী দলগুলি এবং ব্যক্তিরা যখন নির্ব্বাচনে কংগ্রেসকে পরাজিত করার জন্য এবং জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার জন্য নিজেদের দলীয় সংকীর্ণতা ত্যাগ করে ইউনাইটেড প্রগেসিভ ব্লক গঠন করেন এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কেন্দ্রে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করবার উপযুক্ত প্রার্থী মনোনীত করেন তখন অন্যান্য সাধারণ মানুষের মত আমিও আশা ও উৎসাহ পাই এবং স্বতঃ প্রণোদিতভাবে আমি ইউ, পি, বি, মনোনীত প্রার্থীদের জন্য আমার সামান্য ক্ষমতানুযায়ী প্রচারে অংশ গ্রহণ করি।

নওদা কেন্দ্রে ভোট গ্রহণের পূর্ব্বে আমাকে নওদায় যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয় এবং আমিও ঐ কেন্দ্রে যেতে রাজী হই ও ইউ, পি, বি, কর্ম্মীদলের সংগামী হই। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে আমরা নওদার পরিবর্ত্তে হরিহরপাড়া কেন্দ্রের ভগীরথপুরে পৌঁছাই। এখানে লোকসভায় বা বিধানসভায় ইউ, পি, বির কোন প্রার্থী না থাকা সত্ত্বেও এই কেন্দ্রে বিধানসভায় আসনের জন্য সুব্রহ্মণ্যকৃষ্ণ চৌধুরীর (বংকুবাবু) প্রচার চালানো হয় ইউ, পি, বি, কর্ম্মীদলের তরফ থেকে। আমার যতদূর জানা ছিল যে ঐ কেন্দ্রে বিধান সভায় ইউ, পি, বি, মনোনীত প্রার্থী ছিল না, অথচ ঘটনাস্থলে ইউ, পি, বি, কর্ম্মীদল বংকুবাবুর প্রচারে অংশ গ্রহণ করায় আমিও বংকুবাবুকে ইউ, পি, বি, মনোনীত প্রার্থী হিসাবে মনে করি এবং ইউ, পি, বির অন্যান্য কর্ম্মীদের সঙ্গে প্রচারে অংশগ্রহণ করি। কিন্তু আমার মনে সংশয় দেখা দেয় বংকুবাবুর মনোনয়ন সম্পর্কে। কারণ আমার ধারণা ইউ, পি, বি, এমন লোককেই মনোনীত করতে পারে যে সত্যকার প্রগতিশীল ও জনতার দৈনন্দিন জীবনের ও দাবী আন্দোলনে কমবেশী জড়িত এবং জনতার দুঃখ দুর্দ্দশার অংশীদার। এই গুণ কটীর একটীও বংকুবাবুর আছে কি না সন্দেহ। আমার সংশয়ের আরও কারণ যে আমাকে নওদা কেন্দ্রের নাম করে ভগীরথপুরে নিয়ে আসা হয় অথচ এই কেন্দ্রে আসার কথা আমাকে ঘুণাক্ষরেও জানানো হয়নি।

এই কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ শেষে আমি বহরমপুরে ফিরি এবং পাড়ার ইউ, পি, বির কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের জিজ্ঞাসা করি যে বংকুবাবু ইউ, পি, বি, সমর্থিত প্রার্থী কি না? তাঁরা জানান যে বংকুবাবু ইউ, পি, বি, সমর্থিত প্রার্থী নন। আমি প্রশ্ন করি তাহলে ইউ, পি, বি,র কর্ম্মীরাতাঁর প্রচার চালালো কেন? তাঁরা বলেন যে ইউ-পি-বির কোনো কর্ম্মী বা কর্ম্মীদল বা ইউ, পি, বি,র ভিতরকার বিভিন্ন দলের কর্ম্মীরা ইউ-পি-বির সমর্থিত প্রার্থী ছাড়া ইচ্ছামত যে কোন প্রার্থীকে সমর্থন করতে পারবেন না। যদি কেউ এ রকম কাজ করেন তা হোলে তাঁরা ইউ-পি-বির চুক্তি বিরোধী ও ঐক্য বিরোধী কাজ করবেন এবং তিনি আমার প্রশ্নের সমাধানের জন্য ইউ-পি-বি সম্পাদকের নিকট পত্র মারফৎ প্রশ্নের সমাধান করে নিতে বলেন।

এখন ইউ-পি-বির নিকট এই খোলা চিঠি মারফৎ আমার জিজ্ঞাস্য—

(১) বংকুবাবু কি ইউ-পি-বি সমর্থিত প্রার্থী যদি তিনি ইউ-পি-বির সমর্থিত প্রার্থী হন তা হোলে ইউ-পি-বির মনোনীত অন্যান্য প্রার্থীদের সঙ্গে অথবা পরে ইউ-পি-বি কর্ত্তৃক সরকারীভাবে তার নাম ঘোষণা করা হয়নি কেন?

(২) যদি বংকুবাবু ইউ-পি-বি সমর্থিত প্রার্থী না হন তা হোলে ইউ-পি-বি কর্ম্মীদল তাঁর প্রচারে অংশ গ্রহণ করলো কেন? ইউ-পি-বি কর্ত্তৃক প্রচারে বংকুবাবুর সম্পর্কে জনসাধারণের যে বিশ্বাস জন্মাবে সে বিশ্বাসের দায়িত্ব (বংকুবাবুর সম্পর্কে) ইউ-পি-বি নিতে পারবেন কি?

আশা করি ইউ-পি-বি নেতৃত্ব আমার এই প্রশ্নের সমাধান করবেন।

—বিনীতা:—
আভা মৈত্র, নৈদাবাদ।

(নির্বাচনের শিক্ষা)

(২য় পাতার পর)

উচ্ছেদ সম্ভব নহে ইতিহাসের বর্ত্তমান অধ্যায়ের এই শিক্ষা যেন আমরা না ভুলি। এই শিক্ষা ভুলিলে হয় সঙ্কীর্ণতাবাদের পাকে পড়িতে হইবে নতুবা সংস্কারবাদের দিকে পা বাড়াইতে হইবে। জনতার সচেতন দৃষ্টির কাছে আজ পরীক্ষা দিতে হইবে সমস্ত বামপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিকে যে তাঁহারা সত্যঃ গণতান্ত্রিক ও দেশ সেবক। জনসাধারণ সুবিধাবাদীকে ঘৃণা করিতেছে, বিশ্বাসঘাতকদের চিনিয়া রাখিতেছে বিশ্বাসী নেতৃত্বকে চোখের মনির মত রক্ষা করিতেছে। শত সহস্র বাধা বিঘ্ন অপপ্রচার, দমননীতি, জেল, হত্যালীলা অনুষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও সাম্রাজ্যিক শক্তির সম্মুখেই হাতুড়িবাদের কৃষক মজুর মধ্যবিত্ত, ত্রিবর্ণের কোচীন মাদ্রাজের গরীব মেহনতকারী জনতা ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টের পথে কংগ্রেসী প্রতিক্রিয়াকে পরাজিত করিয়া চলিতেছে। এই পথেই পশ্চিমবঙ্গ ও সমস্ত দেশ উদ্বেলিত হইতেছে—এই পথেই জয় অবশ্যম্ভাবী। বিপ্লবী জনতার উপর বিশ্বাস ও সংগঠন শক্তির উপরই আমাদের সব কিছু নির্ভর করিতেছে। সুবিধাবাদ যেন আমাদের আচ্ছন্ন না করে, সস্তায় মহৎ কাজ সাধন করার পথে যেন আমরা আকৃষ্ট না হই। বামপন্থীদের এই পথেই পরীক্ষা দিতে হইতেছে বার বার।

— ::•:: —

ঔষধ কিনিতে হইলে
সর্ব্বাগ্রে
গৌরী ফার্ম্মেসী-তে
(নেতাজী রোড :: খাগড়া পোঃ)
আসুন।

বন্দীমুক্তি আন্দোলন

তোমাদের ভুলিব না!

দু'বছর পার হ'য়ে গেল,—বহরমপুরের তরুণ ছাত্রকর্ম্মী প্রশান্ত বসু আজও মুক্তি পেল না। প্রশান্ত, সত্যেন, সনজিৎ—এই তিনজন তরুণ নৈদাবাদের সমস্ত সাধারণ মানুষের স্নেহ ও ভালবাসা অর্জ্জন করে। প্রশান্ত ও সত্যেন কংগ্রেস সরকারের স্বৈরাচারী আদেশে আজ বন্ধায় নির্ব্বাসিত আর বিভক্ত বাংলার অপরাংশে পাকিস্তানে লীগ শাসনে বিচারের প্রহসনে সনজিত রাজনৈতিক অপরাধে চার বৎসর কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত। নৈদাবাদের সাধারণ মানুষ, সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলার গণতান্ত্রিক জনতা এই তিনজন তরুণ কম্যুনিষ্ট কর্ম্মীর কথা ভুলিবে না। কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা ও স্বৈরাচারের প্রথম বলি ইহারাই।

দশ বছর বয়সে প্রশান্ত তার মা'কে হারায়। বাপ ভাই আর পাড়াপ্রতিবাসীর অকুণ্ঠ স্নেহ ভালবাসায় সে মানুষ হয়। ছোট থেকেই সে মানুষকে ভালবাসতে শেখে। জেলখানা থেকে সে লিখেছে:

প্রতীক্ষা আর প্রত্যাশা ভরা কোটী মানুষের চোখ
রুদ্ধ কারায় ভোলায় আমার সকল দুঃখ শোক।

সত্যেনও ছোট থাকতে তার মা মারা যান, সঞ্জিৎ হারায় তার বাবাকে। নৈদাবাদের সাধারণ মানুষের স্নেহ ভালবাসার সমান অংশীদার এই তিন জনেরই মনে ছিল কবিতা ও কল্পনার ছোঁয়াচ। সকলের কবিতার উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া গেল না, হাতের কাছে না থাকার ফলে। কাজ আর কবিতা নিয়ে তারা নিজেদের জীবন গ'ড়ে তুলতে চেয়েছিল। নৈদাবাদে কিশোর পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা হয় তাদেরই উদ্যোগে। জনসাধারণের সেবা করার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত ঘরের আর পাঁচজন ছেলের মতই লেখাপড়া শিখে নিজেদের ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তোলারও স্বপ্ন ছিল তাদের চোখে। কিন্তু পরাধীন ও শ্রেণী শোষিত সমাজে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ কত বিপন্ন তা বুঝতে তাদের দেরী হয় নি। তাই তারা স্কুল জীবনেই ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেয়। এ সম্পর্কে প্রশান্ত'র লেখা ক'টি লাইন উল্লেখযোগ্য:

যদিও আমার চোখেতে আজকে নাই কোন মিছে মায়া
মুক্ত মাটিতে সোনালী ফসল, দেখি আজ তার ছায়া
দূর-দিগন্তে কাল মেঘ জমে মুক্ত আকাশ তলে
অশ্রু আঁধার চোখে চোখে আজ বিদ্যুৎ শিখা জ্বলে।

১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে 'স্বরাজ' এল, ঘর জ্বালানো লোক ভোলানো স্বরাজ। লাট সাহেব শ্রী রাজাগোপাল বহরমপুর সহরে এসে কুঞ্জঘাটায় মহারাজ নন্দকুমারের প্রাসাদ পরিদর্শন করতে এলেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা নন্দকুমারকে হত্যা করার পর থেকে ইংরেজ লাটরা এই এটিকেট মেনে আসছেন। এটিকেটের সেই রেওয়াজ মেনে রাজাজীকেও আসতে হ'ল। প্রশান্ত সে সময় প্রশ্ন তোলে:

বিস্মৃত এই নির্জ্জনতায়
নন্দকুমার আজিও ঘুমায়
জীবন কাঠি কী এনেছ?
এ দেশের যিনি শ্রেষ্ঠ পূজারী
তাঁহাকে যাহারা ক'রেছে ভিখারী
শোধ কী তাহার নিয়েছ?

দু'বছরও পার হ'ল না। কৃষকের জীবনের সরীক হওয়ার ব্যাকুলতা নিয়ে প্রশান্ত যখন নবগ্রাম থানার কৃষকদের মধ্যে আত্মগোপন ক'রে কাজ করছিল সেই সময়—'৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসী পুলিশ

(৪ পাতায় দেখুন)

তোমাদের ভুলিব না

(৩ পাতার পর)

তাকে গেপ্তার করে। তার উপর প্রচণ্ড অত্যাচার চলে। ১২ই এপ্রিল চিকীৎসার জন্য তাকে আলিপুর পাঠানো হয়। ট্রেনেই তার জ্বর এসে পড়ে। আগষ্ট মাসে মেডিকেল বলেজ থেকে ফেরার পথে 'প্রিজন-ভ্যানে'র ভিতরে সে বমি ক'রে অজ্ঞান হ'য়ে যায়। তখন তার দৈনিক জ্বর হ'তে সুরু ক'রেছে। তারপর থেকে তার স্বাস্থ্য আরও ভেঙ্গে গিয়েছে। ১৯৫০ সালে তার উপর দিয়ে দীর্ঘ অনশন গিয়েছে।

প্রশান্ত ধরা পড়ার আগেই সত্যেনকে নিরাপত্তা আইনে আটক করা হয়। ওদিকে পাকিস্তানে ছাত্র-ফেডারেশনের অন্যান্য কর্ম্মীদের সঙ্গে সঞ্জিৎ গুপ্তকেও লীগ সরকার গ্রেপ্তার করে। পুলিশ ও আনসার বাহিনী তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। নৈদাবাদের যুবক ও ছাত্রদের গর্ব্ব প্রশান্ত, সত্যেন ও সঞ্জিৎ আজও বগুড়ায় এবং লীগ সরকারের কারাগারে বন্দী। অথচ কী ই বা তাদের অপরাধ? তারা ব'লেছিল:

গঙ্গার ধারে চটকলে আজও কাহাদের ভেঁপু বাজে?
'জাতীয়' পণ্যে আজিও মুনাফা লুটিছে বিদেশী রাজে
চা বাগানে আজো বিদেশী বেনের লোলুপ হস্ত কেন?
শয়তান তারা দুষমণ তারা তাদের ভুলোনা যেন।
তাদের ভুলোনা, ক্ষমতার লোভে যাহারা আত্মহারা
ভুলোনা তাদের আপোষের পথে দেশকে ডুবালো যারা।

—প্রশান্ত

রাজবন্দীদের জন্য কংগ্রেস সরকার যে লোক দেখানো 'এডভাইসারী বোর্ড' খাড়া ক'রেছেন তার সামনেও প্রশান্ত বা সত্যেনকে হাজির করা হয় নি। তাদের বিরুদ্ধে নানা ধরণের হাস্যজনক অভিযোগ খাড়া করা হ'য়েছে। প্রশান্ত নাকি এক বক্তৃতায় বলে '—পণ্ডিতজীর মত নেতাদের রাজনৈতিক ভূমিকা পরিনামে বিপর্য্যস্ত হ'তে বাধ্য'—কী ভীষণ (! অপরাধ!

একটানা দীর্ঘ কারাজীবন এই সব তরুণদের অমর আদর্শবোধ ও আশাবাদকে একটু ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। প্রশান্ত জেল থেকে লিখেছে:

তবু আঁকি আজ আগামী কালের সোনালী দিনের ছবি
আজও সবুজের হাতছানি দেখি, আমি যে তরুণ কবি
আমি জানি 'আজ' হবে 'গতকাল' আসিবে আগামী দিন
আজি প্রতীক্ষা; নীঃসম রাত নয়কো অন্তহীন!

না, আর প্রতিক্ষা নয়। শেকল ভাঙ্গার মুক্তি সেনা যারা মুর্শিদাদের সেই মেহনতী মানুষ ও ছাত্র-সম্প্রদায়কে এগিয়ে যেতে হবে বন্দীমুক্তির দুর্ব্বার আন্দোলন গ'ড়ে তুলতে।

সরকারী কৃতিত্ব

জনৈক সরকারী কর্ম্মচারী গত ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রায় এক ডজন থানেক দরখাস্ত, জরুরী ডেমি অফিসিয়াল চিঠি, টেলিগ্রাম, রিপ্রেজেনটেশন এবং ছুটির দরখাস্ত ইত্যাদি করিয়াও কোন উত্তর পান নাই। এই গরীব কর্ম্মচারীটি বর্ত্তমানে সপরিবারে প্রায় অনশনে দিনাতিপাত করিতেছেন। তিন মাস দরিয়া তিনি কোন বেতনাদি পান নাই। 'গণতান্ত্রিক' সরকারের মহিমার ইহা একটি চুরান্ত দৃষ্টান্ত। এ সম্পর্কে কোন কোন পত্রিকায় ও সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই কর্ম্মচারীর পক্ষে পত্রাদি প্রকাশিত হইয়াছে। সরকার তবু এক ইঞ্চিও নড়েন নাই। ইহাই সরকারী মহত্ত্ব।

— জম্ব

চাউলের দর এখনি আগুন

বহরমপুর সহরে চাউলের মূল্য এখনি ২৭।২৮৲ টাকা মণ। সবে নূতন চাউল বাজারে বিক্রয় হইতেছে। এবৎসর জেলায় অজন্মা সামনে, গ্রীষ্ম ও বর্ষায় কি অবস্থা হইবে গরীব সে চিন্তা করিয়া কুল কিনারা পাইতেছে না। গত বৎসর এই সময় মণ প্রতি চাউলের দর বর্ত্তমানের তুলনায় ৮।১০৲ টাকা কম ছিল। খাদ্যমন্ত্রী বলিয়াছিলেন ২৫৲ টাকার উপর দর উঠিলে কনট্রোল দরে চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইবে। বহরমপুরবাসী ও মুর্শিদাবাদের অধিবাসীকে আজ সস্তায় চাউল সরবরাহ করিবার জন্য এবং এবৎসর জেলা হইতে চাউল যাহাতে অন্যত্র চালান না যায় তজ্জন্য জোরজার দাবী তুলিতে হইবে। আমরা জেলার কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি।

সংগঠন পাঠকগণের প্রতি

নির্বাচন ব্যাপারে আমাদের বহু কর্ম্মী নানা ভাবে ব্যস্ত থাকায় সংগঠনের পাঠকগণের নিকট সবরকম সংবাদ আমরা ঠিকমত পরিবেশন করিতে পারি নাই। নির্বাচন অন্তে 'সংগঠন'কে সংবাদ বহুল ও নিয়মিত করিবার জন্য আমরা সচেষ্ট হইতেছি। সংগঠনের পাঠক, গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও সংবাদদাতাগণের সহায়তায় আমরা সংগঠকে যাহাতে লোকপ্রিয় ও প্রগতিশীল মুখপত্র রূপে প্রতিষ্ঠা করিতে পারি তজ্জন্য আবেদন জানাইতেছি।

—নিঃ ম্যানেজার

জেলার শেষ ভোট

খড়গ্রাম ও নবোগ্রা কেন্দ্রে শতকরা প্রায় ৫০জন ভোট দেন। পার্লামেণ্টের আসনে ইউ-পি-বি প্রার্থী ত্রিদিব চৌধুরী ও জনাব জ্যাকেরিয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। রাজ্য পরিষদের আসনে কংগ্রেস প্রার্থীর জয় আশা করা যায় না।

* * *

সাগরদীঘি কেন্দ্রে নির্ব্বাচনে আঠারো জন প্রার্থীর মধ্যে কার জয় হইবে কেহ বলিতে পারেন না। এ দিকে কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য শ্রীকুবের হালদার অপর পক্ষে আলিমুজ্জমান আর একদিকে ইউ-পি-বি প্রার্থী শ্রীমুক্তি চ্যাটার্জ্জি'র জয়ের সম্ভাবনার কথা শুনা যাইতেছে। নবগ্রাম ও রঘুনাথগঞ্জে ইউ-পি-বি প্রার্থির পক্ষে ভোট বেশী হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ভোটদানে অসাধুতা

বহরমপুর ২১শে জানুয়ারী, সংবাদে প্রকাশ যে, বিগত সাধারণ নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে বিভিন্ন ভোট গ্রহণ কেন্দ্র হইতে নিম্নলিখিত ভোটদানে অসাধু পন্থা অবলম্বনের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে:

বহরমপুরে

বহরমপুর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে ভোট কেন্দ্রে অবিনাশ মজুমদার নামক জনৈক ব্যক্তিকে মিথ্যা ভোট দেওয়ার সন্দেহে পোলিং বুথে এক ঘন্টা আটক রাখা হয়। প্রকাশ উক্ত ছোট দাতা কংগ্রেস পক্ষে ভোট দিতে যাইতেছিলেন।

হরিহরপাড়ায়

হরিহর পাড়া ৪নং রুকুনপুর ইউনিয়নে প্রতাপপুর পোলিং বুথ এ পচু সেখ নামক জনৈক ব্যক্তি মিথ্যা পরিচয়ে ভোট দিতে আসায় পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছেন। প্রকাশ তিনি কংগ্রেস পক্ষে ভোট দিতে যাইতেছিলেন।

আজিতুল্লা সেখ নামক অপর ব্যক্তিও উক্ত কারণে গ্রেপ্তার হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

নওদায়

নওদা থানার ভোট গ্রহনকালে অসাধু পন্থা অবলম্বনের জন্য আফাজুদ্দিন, হাফিজুদ্দিন ও মোক্তার সেখ নামক তিনজন ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

ভরতপুরে

ভরতপুর থানার উজ্জয়িণী ভোট গ্রহন কেন্দ্রেও এক জন ব্যক্তি ভোট দানকে অসাধু পন্থা অবলম্বনের জন্য গ্রেপ্তার হইয়াছে।

—নিজস্ব

প্রস্তুতিভাগের স্থাপনের আলোচনা

গত ১লা মাঘ বৈকাল ৫ ঘটিকায় হরিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে হরিসভা মাঠের আখড়া প্রাঙ্গনে একটি সভা হয়। সভায় বহু সংখ্যক নারী ও পুরুষ অধিবাসীবৃন্দ যোগদান করেন। গণগুরাতে এক প্রসূতি দাতব্য প্রসূতি চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য সভায় আলোচনা হয়। কতকগুলি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ও সভাপতি, কয়েকজন ডাক্তার এবং মুর্শিদাবাদ সমাচার পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়কে লইয়া একটি অস্থায়ী সমিতি গঠন করার প্রস্তাব সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু, সভাপতি সবুজ সঙ্ঘ, সম্পাদক প্রগতি ক্লাব, সম্পাদক স্বর্গগ্রাম সেবক সংঘ, সম্পাদক হিন্দুস্থান সেবা সমিতি, সভাপতি দোকান কর্ম্মচারী সমিতি, ডাঃ সুধাকর বড়াল, ডাঃ শিবসুন্দর ঘোষাল, ডাঃ অনাথবন্ধু মজুমদার এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিককে লইয়া উক্ত সমিতি গঠিত হইয়াছে।

গণতান্ত্রিক অধিকার

গ্রামের নিরক্ষর সরল চাষীদের মধ্যে ভোট দেওয়ার যেমন আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে শিক্ষিত সহরবাসীদের মধ্যে তার যথেষ্ট অভাব দেখা গিয়েছে। গত ৮ই জানুয়ারী বেলডাঙ্গা কেন্দ্রে ভোট গ্রহনের দিন দেখা গেল দুপুরুর কেন্দ্রে বৈকাল ৪ ঘটিকার সময় একজন অসুস্থ ৭০ বৎসরের বৃদ্ধ গরুর গাড়ী করে এসেছেন তাঁর গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন "মনে করেছিলাম আসব না, পরে ভাবলাম ভোটটা নষ্ট হয়ে যাবে, তাই শেষ মুহূর্ত্তে চলে এলাম।"

ঐ দিনই শক্তিপুর হাইস্কুল কেন্দ্রে সকাল ৮-৩০ মিঃ সময়ে দেখা গেল একজন বৃদ্ধা মহিলা শাকের ডালী মাথায় ভোট গহন কেন্দ্রে এসে উপস্থিত হন। একজন স্বেচ্ছাসেবক তার নাম জিজ্ঞাসা করে ক্রমিক সংখ্যাটা খুজতে আরম্ভ করলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে উক্ত বৃদ্ধাটির নাম ভোটার লিষ্টে উঠে নাই। আবার খোঁজ করা হল, কিন্তু পাওয়া গেল না। বৃদ্ধা তখন ক্ষুন্ন মনে বাড়ীর দিকে চলল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি শাক বিক্রী করতে গেলে না"—সে তার উত্তরে বলল, 'আমার ভোট হারিয়ে গেছে, বাবু, আজ আর শাক বিক্রি করতে যাব না!'

—নিজস্ব

বার্থ কন্ট্রোলের বহু পরিক্ষীত
একমাত্র ঔষধ
ফেমকেক্ট
বিশেষ বিবরণের জন্য রিপ্লাই কার্ড লিখুন
ঠিকানা
বাবুল রিসার্চ ওয়ার্কস
পোঃ গ্রাঃ সালার ঃঃ মুর্শিদাবাদ

সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে শ্রীবিজয় গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত ও প্রতিভা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, (খাগড়া) হইতে জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি কর্ত্তৃকমুদ্রিত

Regd. No. C 3435.

স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার
মত প্রকাশের স্বাধীনতাও আমাদের জন্মগত অধিকার। সংবিধানে তাহা সম্পূর্ণতঃ সুনিশ্চিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হইব না।

সাপ্তাহিক সংগঠন

মুর্শিদাবাদ জেলার প্রগতিশীল মুখপত্র

সম্পাদক মণ্ডলী
শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী
অধ্যাপক নির্ম্মাল্য বাগচী
শ্রীবিজয় গুপ্ত।
শ্রীসনৎ রাহা
শ্রীশৈলেন অধিকারী

প্রথম বর্ষ, ১৫শ সংখ্যা। ১লা ফাল্গুন বৃহস্পতিবার, ১৩৫৮, ইং ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫২। মূল্য ৴০ এক আনা

--নিষ্ঠুর সরকারী ঔদাসীন্যের আর একটি বলি--

গোরাবাজারে শ্রীমতী পারুল দাসীর আত্মহত্যার কাহিনী

সরকারের মধ্যবিত্ত-দরদের নমুনা!

স্থানীয় সরকারী কৃষি বিভাগের কর্ম্মচারী শ্রীকালিপদ দাসের স্ত্রী শ্রীমতী পারুলবালা দাসী গত ৭ই ফেব্রুয়ারী ভোর রাত্রে অভাবের তাড়নায় উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছেন। আত্মহত্যার কিছুদিন পূর্ব্বে দৈনিক 'স্বাধীনতা,' জেলার সাপ্তাহিক কাগজ 'সংগঠন' ও 'মুর্শিদাবাদ সমাচারে' "—আত্মহত্যাই কি আমার একমাত্র পথ" নামে একটি করুণ বেদনাদায়ক পত্রের মধ্য দিয়া তিনি এই বেদনা-পূর্ণ ভবিষ্যতের স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছিলেন।

১৯৪১ সালের মাঝামাঝি সময়ে সরকারী কৃষি বিভাগের কয়েকটি দুর্নীতিপূর্ণ ক্রিয়া-কলাপ ফাঁস হইয়া যায় যাহার সহিত সরকারী কৃষি বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টর প্রমুখ প্রধান কর্ত্তারাও জড়িত ছিলেন বলিয়া জানা যায়। এই গোপন তথ্য প্রকাশের ব্যাপারে শ্রীমতী পারুলের স্বামী শ্রীকালিপদ দাসকে সন্দেহ করা হয় এবং তাঁহাকে ঐ সময় বহরমপুর সার্কিট হাউসে ডাকিয়া লইয়া গিয়া রুদ্ধ দ্বার কক্ষে উপরোক্ত সংবাদের প্রকাশ সম্পর্কে জেরা করা এবং ভীতি প্রদর্শন করা হয়। এর পর হইতে তাঁর উপর নানা জুলুম সুরু হয়। এবং তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা হয়। এই সময় তিনি কার্য্যস্থল রোগে আক্রান্ত হইয়া ছুটীর দরখাস্ত করেন কৃষি বিভাগের ডাইরেক্টরের নিকট। এবং এই ছুটীর প্রয়োজনীয়তা স্থানীয় লাইফষ্টক অফিসার ও সুপারিটেণ্ডেণ্ট অনুমোদন করেন, কিন্তু তিনি দিনের পর দিন অপেক্ষা করিয়াও কোনো উত্তর পান না। এই সময় তাঁহার শিশুপুত্রও কঠিন টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়। তিনি ডেপুটী ডাইরেক্টরের নিকট পুনরায় ছুটীর আবেদন জানান কিন্তু উত্তর তিনি পান না এবং সংগে সংগে তাঁর প্রাপ্য মাসিক বেতনও তিনি পান না। মন্ত্রী যাদবেন্দ্র পাঞ্জার নিকট তিনি ছুটির আবেদন জানাইয়া তার করেন কিন্তু সেখানে বিভাগীয় ডাইরেক্টরের উত্তর মিলে না সেখানে মন্ত্রীর নিকট হইতে উত্তর অসম্ভব। অর্থাভাবে সমগ্র পরিবার অনশনের মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছে। বেতন না পাওয়ায় বাজারে প্রচুর দেনা সংসার চালাইবার জন্য তাঁর স্ত্রীকে শেষ অলংকারটুকুও বিক্রয় করিতে হইয়াছে।

মাত্র ১০।১২ দিন পূর্ব্বে 'স্বাধীনতায়' শ্রীমতী পারুল দাসীর পত্র প্রকাশিত হয় এবং পরে তাঁহার স্বামীর উপর সরকারী কৃষি বিভাগের অন্যায় জুলুমের কথা এবং অনশনকারী পরিবারের মর্ম্মান্তিক অবস্থার সংবাদ দেন। ঐ পত্রেই তিনি "আত্মহত্যাই কি আমার একমাত্র পথ" এই প্রশ্নের মধ্য দিয়া বেদনাপূর্ণ ভবিষ্যতের ইংগিত দেন! **মুর্শিদাবাদ জেলা ব্যক্তি স্বাধীনতা সংঘ এবং মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের সভাপতি শ্রীযুক্ত শশাংকশেখর সান্ন্যাল —কোন্ ঘটনাচক্রে পড়িয়া পারুল দাসী আত্মহত্যার শেষ পন্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন—তাহারই করুণ বর্ণনা দিয়া একটি বিবৃতি দিয়াছেন।**

সভাসমিতি

অবিভাগীয় ডাক-কর্ম্মী সম্মেলন

স্থান: বহরমপুর, গ্র্যাণ্ডহল, সময়: ৪॥০ টা
তাং ২৪শে ফেব্রুয়ারী '৫২

সভানেত্রী—শ্রীরেণু চক্রবর্ত্তি (এম, পি)
উদ্বোধন করিবেন—শ্রীত্রিদিব চৌধুরী (এম-পি)
শ্রীবিজয় গুপ্ত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি

বিপ্লবী সাম্যবাদী দল

আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী হরিহর পাড়ার অধীন বেহারা গ্রামে বিপ্লবী সাম্যবাদী দলের একটি কর্ম্মী সম্মেলন হইবে। শ্রীসুধীর দাশগুপ্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকিবেন।

যাদুকর নরেন বোস

বহরমপুর: আগামী ১৯শে ফেব্রুয়ারী ভারতের বিশিষ্ট যাদুকর নরেন বোস কেন্দ্রীয় "আমাদের দলের" সাহায্যকল্পে বহরমপুরে ছাত্রগণসহ আগমন করিতেছেন। আগামী ১৯শে স্থানীয় গ্র্যাণ্ডহলে বেলা ৩টা ও সন্ধ্যা ৬টায় এই অনুষ্ঠান। শ্রীযুক্ত বোস আমেরিকা ও জাপানে খেলা দেখানোর পর সর্ব্বপ্রথম বহরমপুরে আসিতেছেন।

ধান সীজের জুলুম

কান্দী মহকুমার সর্ব্বত্রই ব্যাপক সরকারী ধান সীজ সুরু হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নাকি এই মহকুমা। তাই সরকারেরও শ্যেন দৃষ্টি এখানে একচুল নড়চড় হইবার নয়। সারা বছর কর্ডন এলাকাভুক্ত করিয়া রাখিয়া মহকুমার কৃষক, মধ্যবিত্ত এমনকি বিধবার ঘর হইতেও ধান নিঃশেষ করিয়া লইতে সরকারের একটুও বাধে না। মহলন্দী ইউনিয়নের জিয়াদারার সাবিত্রী দাসী নামীয়া জনৈকা বিধবার মাত্র ২০ বিঘা জমি আছে। তাঁর এই জমির উপর পোষ্য হইতেছে ৫জন। তাহার উপর এবার জলাভাবে সর্ব্বত্রই ধানের উৎপাদন গড়ে বিঘাপ্রতি প্রায় ২/০ মণ। এই অবস্থাতে উক্ত বিধবার ধানসীজ করা হইয়াছে ১৫/০। ঐ গ্রামেরই নান্টু মণ্ডলের ২৫/০ বিঘা জমি পোষ্য ৫জন। তাহারও সীজ করা হইয়াছে ৫০/০ মণ।

—সংবাদদাতা

আশুগ্রাম গ্রামে তালেবর সেখের অনুপস্থিতিতে তাহার বাড়ী হইতে মড়াই ভাঙ্গিয়া ২০/০ ধান সীজ করিয়া ডি, পি, এজেণ্ট লইয়া যাইতে একটুও দ্বিধা বোধ করেন না। যদিও সে ১৬বিঘা জমির মালিক এবং ৯জন তাহার বাড়ীতে পোষ্য অথচ ঐ গ্রামের বড় জোতদার (২০০ বিঘার উপর জমির মালিক) বাশেদ সেখের প্রথমে মাত্র ১০০/০ মণ ধান সীজ করার সিদ্ধান্তের পরেও ১০/০ মণ রেহাই দিয়া ৯/০ করা হয়। এইভাবে সরকারী সীজ প্রথার মহিমায় গ্রামের চাষী গৃহস্থকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইতেছে এবং বড় বড় জোতদার শ্রেণী পাইতেছে বিশেষ সুবিধা।

প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্ম্মী গুরুতর পীড়িত

প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্ম্মী শ্রীবি চৌধুরী দীর্ঘদিন যাবৎ প্লুরোসী রোগে ভুগিতেছেন। দীর্ঘকাল কংগ্রেসী জেলে থাকায় তাঁহার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কংগ্রেস সরকার তাঁহার জীবিকা অর্জ্জনে যাবতীয় পন্থা অবরুদ্ধ করিয়া দিয়া প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পথও রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

—নিজস্ব

বন্দী মুক্তির দাবীতে দেশব্যাপী আন্দোলনের ঝড় তুলুন

সংগঠন

১লা ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার

জবাব চাই !!

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিবেলায় স্থানীয় সরকারী কৃষি বিভাগের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত কালীপদ দাস মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীমতী পারুল দাসী, তাঁহাদের গোয়াড়াজারস্থ বাসায় উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছেন। প্রকাশ দীর্ঘদিনযাবৎ অর্দ্ধাশন এবং অনশনের মর্ম্মান্তিক জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি এই ভাবে তাঁহার জীবন আহুতি দিয়াছেন। অনশন, অর্দ্ধাশন এবং তজ্জনিত আত্মহত্যার খবর, আজকাল সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠায় খুব বেশী বিরল নহে। কিন্তু, পারুলের আত্মহত্যার কারণের যে কাহিনী আমরা জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে যেকোনও সৎ ব্যক্তিই স্তম্ভিত হইয়া যাইবেন। যাহাদের অমানুষিক হৃদয়হীনতার জন্য এই অমূল্য জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিল, সেই কংগ্রেসী সরকারের আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঘৃণায় ও ক্রোধে ফাটিয়া পড়িবেন।

আমরা যতটুকু জানিতে পারিয়াছি তাহা হইতেছে এই যে শ্রীকালীপদ দাস মহাশয় সরকারী কৃষি বিভাগের একজন নিম্নবেতনভুক্ত কর্ম্মচারী। দেশ বিভাগে বদলী হইয়া তিনি বহরমপুরে আসিয়াছেন এবং গত এক বৎসর যাবৎ তিনি স্থানীয় কৃষি দপ্তরে কাজ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত দাস স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন পুরাতন কর্ম্মী এবং ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি কারাবরণ এবং নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন। প্রকাশ যে প্রায় বর্ষাধিক পূর্ব্বে, স্থানীয় কৃষি বিভাগের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে সরকারী অর্থ আত্মসাৎ ও অপব্যবহারের অভিযোগে, দুর্নীতি দমন বিভাগ কর্ত্তৃক এক তদন্ত হইয়াছিল এবং বর্ত্তমানে উক্ত অভিযোগসমূহ সরকারের বিবেচনাধীন। গত ১৯৪৮ সালে, জিলার কংগ্রেসী সাপ্তাহিক 'গণরাজে'ও উক্ত বিভাগের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা যাতায়াত-ভাতা (টি, এ, বিল) গ্রহণের অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং কৃষি বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর মহোদয় স্বয়ং এই বিষয়ে তদন্ত করিয়াছিলেন। স্থানীয় উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীপুঙ্গবদের সন্দেহ হয় যে শ্রীযুক্ত দাস মহাশয় এই সব বিভাগীয় দুর্নীতির কাহিনী ফাঁস করিয়া দিয়াছেন এবং তাহার পর হইতেই এই নিরীহ ও সৎ ভদ্রলোকটির উপর নানারূপ জুলুম নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিতে থাকে। ঘটনার বিবরণে আরও প্রকাশ যে চারি পাঁচ মাস যাবৎ শ্রীদাস অসুস্থতা নিবন্ধন ছুটিতে ছিলেন এবং ঐ সময়েই তাঁহার উপর মেদিনীপুরে বদলীর হুকুম হয়, যাহা চাকুরীর আইনের সম্পূর্ণ বিরোধী। শুধু ইহাই নয়। এত করিয়াও এই ক্ষুদে হিটলারদের আক্রোশ চরিতার্থ হয় নাই। কোন কারণ না দেখাইয়া, আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া, এই ভদ্রলোকের পাঁচ মাস যাবৎ বেতন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া এই সৎ ও নিরীহ ভদ্রলোকটি অনাহারে দিন কাটাইতে লাগিলেন। কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বার বার আবেদন নিবেদন করা হইল, "বদলীর হুকুম রদ কর, বেতন দাও।" কিন্তু যাহাদের হৃদয় বলিয়া কোনও পদার্থ নাই, মনুষ্যত্ব বলিয়া কোনও বস্তু নাই, তাহাদের নিকট আবেদন করা বৃথা। সব কিছু ব্যর্থ হইল।

নিরুপায় হইয়া, শ্রীমতী পারুল সংবাদ পত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। "সংগঠনের" গত ৩রা মাঘ, বৃহস্পতিবারের সংখ্যায় তাঁহার করুণ আবেদন প্রকাশিত হইল। সেই আবেদনে তিনি পরিস্কার ইঙ্গিত দিয়াছিলেন যে অবিলম্বে তাঁহার স্বামীর অবস্থার কোনও প্রতিকার করা না হইলে আত্মহত্যা ছাড়া তাঁহার আর অন্য কোনও পথ নাই। 'সংগঠন' ছাড়াও স্থানীয় 'মুর্শিদাবাদ সমাচার,' কলিকাতার প্রসিদ্ধ দৈনিক 'স্বাধীনতা' প্রভৃতি কাগজেও তাঁহার আবেদন প্রকাশিত হইল। কিন্তু অহঙ্কার মত্ত, দুর্নীতিপরায়ণ পাষাণ আমলাতন্ত্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল না। অবশেষে যাহা অনিবার্য্য তাহাই ঘটিল। চোখের সামনে পারুল দেখিলেন পাঁচ মাস ধরিয়া তাঁহার স্বামী বেতন পাইলেন না। চোখের সামনে তিনি দেখিলেন—তাঁহার পুত্র-কন্যার শুষ্ক দৃষ্টি অসহায় মাতার নিকট কাতর ভাবে চাহিয়া আছে। চোখের সামনে তিনি দেখিলেন তাঁহার অসহায় স্বামী কোন অদৃশ্য হস্তের চক্রান্তে তাঁহার পুত্র-কন্যার বিশীর্ণ মুখে এক গ্রাস অন্ন তুলিয়া দিতে পারিতেছেন না। সংবাদ পত্রে সকল জানাইয়াও পারুল পথ পাইলেন না পারুল আত্মহত্যা করিলেন। কংগ্রেসী স্বাধীনতার অপার মায়াময়ী উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, নেহরু ও ডাঃ রায়ের গণতন্ত্রের অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকে উপেক্ষা করিয়া পারুল চলিয়া গেলেন।

পারুল চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ক্ষুধিত আত্মা দেশবাসীকে চিনাইয়া দিয়াছে—"এই নারীঘাতীকে চিনিয়া লও।" মাতৃহারা শিশুর ক্রন্দনে আর শোকার্ত্ত স্বামীর দীর্ঘশ্বাসে এই অপূর্ব্ব গণতন্ত্রের আমলাতান্ত্রিক কদর্য্য মূর্ত্তি আরও নগ্নরূপে আমাদের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পারুল চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অতৃপ্ত আত্মা জেলার সর্ব্বময় প্রভু জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট জবাব চাহিতেছে—তিনি কি জানেন না যে গত দুই বছর ধরিয়া স্থানীয় কৃষি বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ কতজন কর্ম্মচারীকে ছাঁটাই করিয়াছেন? কি কি দুর্নীতি ও অনাচার এই বিভাগে ঘটিতেছে? ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর ত সব খবরই রাখেন; —কিন্তু তিনি কি স্থানীয় পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত শ্রীমতী পারুলের আবেদন পড়েন নাই? বা পড়িয়া থাকিলেও এই বিষয়ে কোনও অনুসন্ধান করার সময় পান নাই? পারুল জীবন দিয়া ইহারই জবাব চাহিয়াছেন।

পারুলের শেষ নিশ্বাস কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জবাব চাহিতেছে— সংবাদপত্রে অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশ করিলে কর্ত্তৃপক্ষ সংবাদ পত্র সম্পাদককে সতর্ক করিতে ভুলেন না, প্রেসনোট বাহির করিয়া ঘটনাকে লঘু করিয়া সরকারী দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টার ত্রুটি হয় না; কিন্তু পারুলের মৃত্যুর দায়িত্ব তাহারা কী ভাবে এড়াইয়া যাইবেন?

পারুল মরেন নাই; পারুলকে হত্যা করা হইয়াছে। তাই যখন উদ্বন্ধনের রজ্জু তাঁহার কণ্ঠনলীর খাসকে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে তাঁহার ঠিকরাইয়া পড়া জলন্ত দৃষ্টির অভিশাপ ঘাতকদের উপর বর্ষিত হইতেছে। আমরাও তাঁহার চোখে চোখ রাখিয়া এই নারী হত্যার বিচার চাহিতেছি। জবাব চাই এই অমানুষিক উপেক্ষা ও উদাসীনতার! জবাব চাই জনতার বিচারালয়ে বে-সরকারী তদন্তের মারফৎ। পারুলের এই ক্রুদ্ধ অভিশাপের সহিত দেশবাসীর জলন্ত ক্রোধ মিলিত হউক। সারা দেশ এই হত্যার বিচার চাহিতেছে। চরম দণ্ডের লিখন তাই দেয়ালে দেয়ালে অঙ্কিত হইতেছে।

ঘটনা প্রসঙ্গে

নির্ব্বাচন শেষ হইয়া গেল। নির্ব্বাচনের পূর্ব্বেও যে সকল রাজবন্দী বিনা বিচারে অন্ধ কারায় পচিতেছিলেন আজও তাঁহাদের গারদের দরজা রুদ্ধ হইয়া আছে। এই জেলার নির্ব্বাচনেও যেখানে কংগ্রেস অধিকাংশ আসন লাভ করিয়াছে সেখানেও কংগ্রেসের পক্ষে মাত্র শতকরা ৪১ ভোট এবং কংগ্রেসের বিপক্ষে ভোট পড়িয়াছে অনেক বেশী। দেশের প্রতি বিশ্বাস ঘাতক কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনতার এই রায়কে সংগঠিত করিতে হইলে দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান রাজবন্দীদের বাহিরে আসা দরকার। কংগ্রেস সরকার ইহাদের জেলে রাখিয়া নির্ব্বাচন পর্ব্ব সারা করিলেন। যাঁহারা নির্ব্বাচনের জন্য পেরোলে মুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের আবার জেলে পুরিতেছেন। নির্ব্বাচনের পরে জনসভা শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়াছেন এবং গত সংখ্যার 'সংগঠনে' প্রকাশিত হইয়াছে যে বন্দীমুক্তি ও খাদ্য বস্ত্রের দাবীতে কমিউনিষ্ট পার্টি যে জনসভার আয়োজন করিয়াছিলেন — তাহারও অনুমতি দেওয়া হইল না। ইহাই কংগ্রেস সরকারের গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতা?

* * *

নির্ব্বাচনের পিছন দিয়া খাদ্য সংকট মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে। রাঢ় অঞ্চলে এবার বহুস্থানে অজন্মা তাহার উপর দুর্নীতিপূর্ব্ব সরকারী ধান সীজ ও চাল বন্টন। সংবাদে প্রকাশ ২৪ পরগণার মথুরাপুরে সূর্য্যকান্তকে এই দুর্নীতির প্রতিবাদে গুলি খাইয়া মরিতে হইল, মহঃ মহম্মদ কে গুরুতর আহত হইতে হইল। এক বছর আগে এই লুণ্ঠনের প্রতিবাদে মরিতে হইয়াছিল এ জেলারই সেকেন্দারপুরে কৃষক সমিতির কর্ম্মী শহীদ ক্ষুদিরাম মণ্ডলকে। নির্ব্বাচন শেষে আবার সুরু হইয়াছে জুলুমও লাঞ্ছনা। নির্ব্বাচনের মধ্যে বহু দল, বহু প্রার্থী (স্বতন্ত্র ও দলীয়) বহু প্রতিশ্রুতি লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। নির্ব্বাচিত হউন বা না হউন— তাঁহাদের সেই প্রতিশ্রুতির মূল্য দিবার সময় আসিয়াছে, জুলুম লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে দাড়াইবার যে সব কথা তাঁহারা দিয়াছিলেন, যদি সেই কথার পিছনে তাঁহাদের আন্তরিকতা থাকে, তবে আজ তাঁহাদের সকলকে একত্র হইয়া এই অত্যাচারকে রুখিতে হইবে।

ভবঘুরের ডায়েরী

রাজবাড়ীতে মরল ঘুঘু,—মওা খাবে লোকে।
হরু ঠাকুরের চোখে জল ঘুঘুকন্যার শোকে॥

আমাদের এই স্বাধীন দেশের রাজবাড়ী আছে বিলেতে। সাত সমুদ্দুর তের নদী পারে সেখানে কমনওয়েল্থের চূড়া! তার সভায় পণ্ডিত-মৌলবীরা যান। সে সভার মিলন-চিহ্ন হচ্ছেন আমাদের রাজা... যেমন তেমন দেশী রাজা নয়—একেবারে খাস বিলিতি রাজা। কী গণতান্ত্রিক রমণীয় সে দৃশ্য! পণ্ডিত ঠাকুরদের চোখে আনন্দাশ্রু ঝড়ে। কিন্তু হায়! সেদিন এই মিলনের প্রতিভূ এজগত থেকে বিদেয় নিলেন। তাইত এই শোক! আমাদের (নে)-হরু ঠাকুরকে জানান হ'ল, এক মিনিটেই... ঠাকুরমশাই পাঁজি খুলে বল্লেন,— "শোক কর ভাই, শোক কর।" সরকারী দপ্তর, অফিস, ঠাকুরভক্ত সওদাগরী অফিস বন্ধ হ'য়ে গেল... নিশান অর্দ্ধনমিত হ'ল।

* * *

মুখ্যু লোকেরা বলে: আমাদের পণ্ডিত কি রাজার এই রত্নভায় মিলনের প্রতীক হ'তে পারেন না? গণতান্ত্রিক ব্যাপার ট্যাপার বটেত! কিন্তু মুখ্যু লোকেরা কি আর শাস্ত্র জানে? হরে ঠাকুর রাজ সভায় গিয়ে ব'লে এলেন: হুঁ', গণতান্ত্রিক শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় ওসব "নিয়মো নাস্তি"। রাজা মলে প্রতীক হবে রাজার ব্যাটা;— না হ'লে রাজকন্যা। এবার নতুন প্রতীক হলেন আমাদের রাজকন্যা এলিজাবেথ। তাঁর অভিষেক ও জন্মদিনেও

(তিন পাতায় দেখুন)

—ভবঘুরের ডায়েরী—

(দুই পাতার পর)

দুমদারকা... অফিস দপ্তরে ছুটী, তোপধ্বনি, তেরঙ্গা পতাকার সঙ্গে ওড়াও রাজার নিশান। রাজার দেশের প্রথা, একেবারে সনাতন— একে কি বদলান যায়? সে চিন্তা করাও যে পাপ! সেই পাপেই ত কতকগুলা অশাস্ত্রজ্ঞ লোক জেলখানায় পচ্ছে!

* * *

আমাদের হরে ঠাকুর ভোটের ব্যাপারে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত ঘুরে ঘুরে শাস্তর ব্যাখ্যা ক'রে এসেছেন। তিনি ব'লে এসেছেন: রাজার দেশের বাবন', বাবা! খবরদার তার বিরুদ্ধে কেউ টুঁ শব্দটি ক'রো না রাজার সেনাপতিরা আছেন এদেশে!... তাদের দেশ পাঠানর কথা কেউ মুখে বলেছ কি—গুড়ুম্! হুঁ হুঁ বাবা! স্বাধীন দেশ গর্জ্জে উঠবে! আর নিজাম-নবাব-জমিদাররা? তারা থাকলেই বা ক্ষতি কি? এই দেশ পাঠানর পরিকল্পনা... এই দেশ কাশ্মীরের, প্লান... সব ঠিক। বক্তৃতার ঘোরে আর পুষ্পক রথে উড়ে দেশ ফুর্ত্তিতে কাটচিল হবে ঠাকুরের। কিন্তু খবর আসতে পারল সেন্সরো যেন। ভক্তপ্রবর কালাচেহ্নর, কুমারস্বামী, কালী মুখুজ্জে, নীহারেন্দু, ভূপতি, বিমল, মোরারজী... একে একে সব কুপোকাৎ! কী সর্ব্বনাশ! যত সব অশাস্ত্রজ্ঞ চাষা মজুরের দল— তারা আবার আইন করবে নাকি? ডাক পড়ল পণ্ডিত সভার। হবে ঠাকুর নিজেই তার সভাপতি। দিল্লীতে জল্পনা কল্পনা চলল —কীভাবে ভক্তদের আবার প্রতিষ্ঠা করা যায়।

* * *

সেদিন সৈদাবাদের গঙ্গায় গেছি স্নান করতে। হঠাৎ দেখাল হ'ল গঙ্গা ত আর গঙ্গানদী নাই;— এ যে বিল হয়ে গেছে। দামে অ.র শেওলায় প্রকৃতির শোভা বর্দ্ধন করে চলেছে। নয়াচীনের কথা মনে পড়ল সেখানেও ত ছিল বন্যা; সেখানেও যেত নদী রুদ্ধ হয়ে; সেখানেও ছিল আকাল ভুক্ষিক। নতুন বাঁধ, ক্যানেল, সেচ, ভূমি সংস্কার... একি যাদুমন্ত্রের স্পর্শ? হরে ঠাকুরকে বলা বৃথা। সে বলবে: ও হচ্ছে জড়-বিজ্ঞানের দেশ চীন। আর এ দেশ হচ্ছে আধ্যাত্মিকের দেশ, আত্মার উন্নতি করলেই চলবে। তাই ঘুরে বেড়াচ্ছি— নয়াব্যবস্থায় বিজ্ঞানের ভগীরথ আবার কবে আসবে ভাগীরথীর ঢেউ নিয়ে— তারই প্রতীক্ষায়, তার উদ্দাম তরঙ্গে পুরানো দাম শৈবালের ক্লেদাক্ত ঐরাবত কবে যাবে ভেসে— তারই প্রতীক্ষায়।

বন্দীমুক্তি দাবী দিবস

আজিমগঞ্জ, ৫ই ফেব্রুয়ারী: বন্দীমুক্তি দাবী দিবস পালন সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য কমিউনিষ্ট পার্টির আব্দুস শহীদ, বিড়ি মজদুর ইউনিয়নের কমরেড সমর অধিকারী, খাদ্য অভিযান কমিটির শ্রীকরুণা দে, ছাত্র নেতা শ্রীশোভানাথ বসু, শ্রীসুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র খাঁ, সাহিত্যিক শ্রীকেদারনাথ দাস, শ্রীচারু ঘোষ, মিষ্টান্ন বিক্রেতা সমিতির শ্রীকালী রায়, শ্রীনারায়ণ দাস, শ্রীগোপাল ঘোষ, যুব-ছাত্র শান্তি সম্মেলনের শ্রীসুবাস্তু শেখর গুপ্ত, ডাঃ আশুতোষ গুপ্ত, ফেরীওয়ালা সমিতির শ্রীবামন দাস প্রভৃতি বিভিন্ন দলের নেতা ও কর্ম্মীগণের ভিতর আলোচনা হয়। বন্দীমুক্তি দাবী সম্বলিত পোষ্টার লিখন, পার্শ্বস্থ পল্লীসমূহের ভিতর প্রচার উদ্দেশ্যে ঐ দিবস পালনের তারিখ পিছাইয়া দেওয়া হয়।

—নিজস্ব

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

চিঠিপত্র এক পৃষ্ঠায় ও পরিস্কার করে লিখিবেন সঃ সঃ

মৃতদেহ সৎকারের কাপড় মেলে না

মহাশয়,

গত ২৯-১২-৫১ তারিখে বেলা ৮ ঘটিকার সময় আমার কেষ্ঠো মহাশয়ের মৃত্যু হয়। মৃত সৎকারের এবং শ্রাদ্ধি পরিধানের নিমিত্ত কাপড়ের জন্য একখানা দরখাস্ত লিখিয়া প্রথমতঃ ইনসপেক্টর মহাশয়ের অফিসে গিয়া দেখিলাম যে অফিস তালাবন্ধ। পার্শ্ববর্ত্তী লোকের নিকট খোঁজ লইয়া অবগত হইলাম যে, ইনসপেক্টর মহোদয় কান্দি গিয়াছেন। ওখান হইতে বরাবর ইউনিয়নবোর্ডের প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের অফিসে গমন করি। তিনিও সে সময় উপস্থিত ছিলেন না। অতঃপর নিরুপায় হইয়া খাদ্য উপদেষ্টা বোর্ডের সেক্রেটারীর নিকট যাই। তিনি আমার দরখাস্ত পাঠ করিয়া সহি করিয়া দিলেন এবং আমাদের গ্রামের বরাদ্দ কৃত 'ট্রেজরী তাগিদী বহু ভাণ্ডার' হইতে কাপড় লইতে আদেশ করিলেন। তাঁহার কথামত উক্ত দোকানে আসিয়া দরখাস্তখানা দিলাম। দোকানে তখন বাবু বংকিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার মধ্যম পুত্র বাবু শিবরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় ছিলেন। তাঁহারা আমার দরখাস্ত দেখিয়া বলিলেন যে, খাদ্য উপদেষ্টা বোর্ডের সেক্রেটারী কে, যে তাঁহার আদেশে কাপড় দিতে হইবে? এই বলিয়া আমার দরখাস্ত ছেঁড়ে দিলেন। মৃত সৎকারের কাপড় না হইলে চলে না বলিয়া পুনরায় ইউনিয়ন বোর্ড অফিসে আসিলাম। এইরূপ ঘোরাঘুরি করিতে করিতে মৃত লইয়া ততক্ষণ শ্মশানবন্ধুরা গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়াছিল। বোর্ডের কেরাণী আমাকে পুনরায় আসিতে দেখিয়া উক্ত দরখাস্তের উপর বোর্ডের শীলমোহর অঙ্কিত করিয়া দিয়া বলিলেন যে এই দরখাস্ত এবার দেখাইলে কাপড় দিবে। তাঁহার উপদেশ মত পুনরায় দোকানে আগমণ করিয়া দরখাস্ত দিলাম। তাঁহারা দেখিয়া বলিলেন 'এরূপ শীল মোহর আমরা করিতে পারি হে' এবং 'বঙ্কিমবাবু বলিলেন এরূপ দরখাস্তে কাপড় পাইবে না, আমাকে বিরক্ত করিও না।' অগত্যা 'প্যাওয়ারলুম'এর কাপড় বেশী দাম দিয়া ক্রয় করিয়া সৎকারের কার্য্য সমাধা করি। এই ভাবে কংগ্রেস সরকারের অধীনে বসবাস করিয়া মৃত সৎকারের কাপড়ের জন্য ঘন্টা ৩।৪ চেষ্টা করিয়াও বিফলে ফিরিতে হইলে লোকে কিরূপে এই সরকারের উপর আস্থা রাখিবে? অবশ্য এই ঘটনা দৃষ্টে আমার মনে যেটুকু কংগ্রেসের প্রতি অনুরক্তি ছিল তাহা একেবারে বিলীন হইল। এই সব বিষয়ের প্রতিকারের জন্য জেলা কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইতি—

গ্রাম: বেনাদহ শ্রীকেদার হালদার

মহাশয়,

আমরা ইউ, পি, বি'র পক্ষে নির্ব্বাচনে মনপ্রাণে খাটিয়াছি। ভরতপুর থানার ইউ, পি, বি'র মনোনীত প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার জন্য আমরা যথাসাধ্য প্রচার ও সংগঠন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলাম। রাজনীতি করা আমাদের পেশা বা নেশা নয়। তবুও নির্ব্বাচনের সময় এইরূপ প্রচারে অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছিলাম। আমাদের বিশ্বাস দেশকে সুখী ও স্বাধীন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে ইহা ভিন্ন অন্য কোন পথ নাই।

কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় ইউ-পি-বি'র কিছু কিছু দোষ ত্রুটী আমাদের মনে অত্যন্ত আঘাত দিয়াছে। ইউ-পি-বি'র নেতা ও কর্ম্মীদের মধ্যে যদি এইরূপ নীতি বিরোধী মনোভাব দেখা যায় তবে আমরা সাধারণ মানুষ আবার বিভ্রান্ত হইব না কি?

ভরতপুর থানায় বিধান সভায় ইউ-পি-বি মনোনীত প্রার্থী মুকসুদুল হোসেন (জুমাই মিঞা)। কিন্তু সৈয়দ বদরুদ্দজা সাহেব উক্ত ইউ- পি-বি'র একজন বিশিষ্ট নেতা হইয়া কেমন করিয়া জুমাই মিঞা বিরোধীতা করিয়া উক্ত থানায় স্বতন্ত্র প্রার্থী নজরুল হক সাহেবকে সমর্থন করিয়া ইস্তাহার প্রকাশ করিলেন আমরা ভাবিয়া স্তম্ভিত হইলাম।

আমরা ভাবিয়াছিলাম এইবার রাজনীতির ভিত্তিতে সমাজের বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রাম হইবে কিন্তু ফলাফল যাহা হইল উহাতে হতাশ না হইয়া পারি না। আমরা যতদূর লক্ষ্য করিয়াছি তাহাতে মনে হয় ইউ-পি-বি এই বিষয়ে সুবিধাবাদ অত্যন্ত প্রশ্রয় দিয়া কাজ করিয়াছেন।

আজ নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে। ইউ-পি-বি'র নেতা ও কর্ম্মীদের সভা ডাকিয়া এই সব ভুল ত্রুটী সম্বন্ধে পরিস্কার আলোচনা করুন। যাহাতে নির্ব্বাচনের পরবর্ত্তী কাজগুলি ইউ-পি-বি নেতৃত্বে নির্ভুলভাবে পরিচালিত হইতে পারে। ইতি—

পোঃ মালিহাটি মহাম্মদ আহাদ রজা

সরস্বতী পূজা উপলক্ষে...

সরস্বতী পূজা উপলক্ষে আমরা 'অমৃতকুণ্ড বিদ্যামন্দিরের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ,' 'কৃষ্ণনাথ কলেজ স্কুলের ছাত্রবৃন্দ,' 'বহরমপুর ইউনাইটেড ক্লাব,' 'আমাদের দল,' 'বিবেকানন্দ ব্যায়ামাগার,' 'পূর্ব্বাচল ব্যায়াম সমিতি,' 'আজিমগঞ্জ নেতাজী ক্লাব' প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে আমন্ত্রণ পত্র পাইয়াছি।

সরস্বতী পূজার কয়টি দিন বহু ক্লাব, সমিতির পক্ষ হইতে নাচ, গান, অভিনয়, কবিগান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামাঞ্চলেও উৎসাহের সহিত বহু অনুষ্ঠান হইয়াছে। সাঁকুরিয়া 'কীর্ত্তিপথ সঙ্ঘ' কর্ত্তৃক 'বঙ্গেবর্গী' অভিনয়, অমৃতকুণ্ড বিদ্যামন্দিরে যাত্রাগান অভিনয় আজিমগঞ্জ 'নেতাজী ক্লাবে' ও জিয়াগঞ্জ শ্রীপৎ সিং কলেজে জলসার আয়োজন হইয়াছিল। জিয়াগঞ্জ কলেজে অভিনেত্রী শ্রীরাধারাণী গান গাহিয়া দর্শকদের আনন্দ দেন। 'নেতাজী ক্লাবে' অন্যান্য গানের মধ্যে সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের 'রাণার,' 'আন্তর্জ্জাতিক শান্তি সঙ্গীত, সলিল চৌধুরীর 'সেতু বাঁধার গান,' 'নৌকা বাওয়ার গান' প্রভৃতি জন সঙ্গীত গীত হয়।

স্বর্গধাম সেবক সঙ্ঘ কর্ত্তৃক গত ১লা ফেব্রুয়ারী সরস্বতী পূজা উপলক্ষে সহরের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীগণের মধ্যে বই, শ্লেট, জামা, ফ্রক, কাপড় প্রভৃতি বিতরণ করা হয়।

বার্থ কন্ট্রোলের বহু পরিক্ষীত
একমাত্র ঔষধ
সেফাভি
বিশেষ বিবরণের জন্য রিপ্লাই কার্ড লিখুন
ঠিকানা:
বাবুল রিসার্চ ওয়ার্কস
পোঃ গ্রাঃ সালার ঃঃ মুর্শিদাবাদ

প্রধান মন্ত্রীর কাছে দাবী

মুর্শিদাবাদ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট গত ১২ই ফেব্রুয়ারী নবগ্রাম থানার বাগোর গ্রামে বন্দীমুক্তির ও খাদ্য-বস্ত্রের দাবীতে এক জনসভা করিবার অনুমতি না দেওয়ায় স্থানীয় জনসাধারণ অত্যন্ত চিন্তিত ও বিক্ষুব্ধ হইয়াছেন। সরকারের এই গণতন্ত্র বিরোধী কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া মুর্শিদাবাদ জেলা কৃষক মজদুর প্রজা পার্টির শ্রীনরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, থানাথাস্ত অভিযান কমিটির শ্রীনির্ম্মল মুখার্জি, কৃষক সমিতির শ্রীদীরেণ বাগ, ৩নং মহরুল ইউনিয়নের ফুড এ্যাডভাইসারী বোর্ডের সম্পাদক শ্রীঅহিভূষণ দাস, শ্রীবিশ্বনাথ সান্ন্যাল এম, এ, শ্রীভীম চন্দ্র নস্কর বি, এ, শ্রীযুক্তা মহামায়া সরকার, শ্রীযুক্তা বীণা সান্ন্যাল, মঃ কমাল হোসেন, শ্রীপ্রাণগোবিন্দ মিস্ত্রী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রীর নিকট এক গণদরখাস্ত লিখিয়াছেন। এই দরখাস্তে শত শত কৃষক, ছাত্র, শিক্ষক, মহিলা সহি দিতেছেন বলিয়া জানা গেল। ইহাতে অভিযোগ করা হইয়াছে যে বাগোডের এই সভা হইতে না দিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট যে নবগ্রাম থানার জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন শুধু তাহাই নহে, গরীব মধ্যবিত্ত লোকের উপর দুর্নীতিমূলক উপায়ে ধান সীজ করার সুযোগ করিয়া দিয়া তিনি আগামী দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতাকেও প্রকট করার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। কেন না, এই জনসভায় উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হইত। দরখাস্তে দাবী করা হইয়াছে :—অবিলম্বে ১৪৪ধারা তুলিয়া লইয়া জনসাধারণের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হউক। চলিত দুর্নীতিমূলক ধান সীজ প্রথা বন্ধ করিয়া জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার্থে ইহাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা হউক।

—নিজস্ব

জিয়াদারা ফ্রি ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী

গত ৪।২।৫২ তারিখে জিয়াদারা ফ্রি ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরীতে শ্রীকিরীটিভূষণ মণ্ডলের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় লাইব্রেরীর সভ্য ও পৃষ্ঠপোষকগণের দ্বারা লাইব্রেরীর কার্য্যকরী সমিতির-সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ ও শ্রীঅমলেন্দু মজুমদার নির্বাচিত হন। ১২ জন সভ্য লইয়া এই সমিতি গঠন করা হইয়াছে। গ্রামের উৎসাহী যুবক ও ছাত্রগণের উদ্যোগে এই লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহাকে কেন্দ্র করিয়া গ্রামের বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্য্য করিবার প্রস্তাবও এই সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

—নিজস্ব

দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি

অনাবৃষ্টির জন্য এবার ধান মোটেই হয় নাই। চৈতালির আশাও বিলুপ্ত প্রায়। চাউলের দর মাঘ মাসেই ত্রিশ টাকা উঠিয়াছে। অধিকাংশ কৃষকের ঘরে দুই মাসেরও ধান নাই। ইহার পর দীর্ঘ ছয় মাস কিরূপে চলিবে তাহারও কোন পন্থা নাই। কৃষকগণের ক্রয় ক্ষমতা একেবারেই নাই দারুন দুর্ম্মূল্যের দিনে যাহারা দৈনিক একটাকা গড়ে আয় করে ও পাঁচ জন প্রায় পরিবারের লোক সেইরূপ পরিবারের যে কিরূপে দিন চলিতেছে তাহা ধারণা করা সুকঠিন। সর্ব্বত্র দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় ভূমিহীন কৃষকগণ মৃত্যুভয়ে শংকিত। চামুণ্ডা, নপাড়া, পিলকি, চণ্ডীপুর, নূতনদিয়ার, রামপুরা তেঘরী প্রভৃতি বহুগ্রামের ভূমিহীন কৃষকগণ গ্রাম ছাড়িয়া অন্যস্থানে কর্ম্মের সন্ধানে যাইতেছেন কিন্তু সর্ব্বত্রই রোজকারের পথ রুদ্ধ।

—নিজস্ব

ধান সীজ সম্পর্কে বিবৃতি

সরকারী খাদ্য সংগ্রাহক বিভাগের নির্বাচিত খাদ্য সংগ্রহ সম্পর্কে শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্ন্যাল নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন।

সাধারণ নির্ব্বাচন উপলক্ষ্যে মুর্শিদাবাদ জেলায় খাদ্য সংগ্রহ কিছুদিন স্থগিত থাকার পর আবার পুরা দস্তুর সুরু হইয়াছে। এ বছর চাষীর সর্ব্বনিম্ন প্রয়োজনীয় খাদ্যের শেষ কণাটুকু কাড়িয়াই সরকার ক্ষান্ত হইতেছেন না। বিস্ময়ের কথা চাষী গোটা দুই বছরে যে ফসল উৎপন্ন করিতে পারে তাহা দাবী করা হইতেছে। ইহার সাথে গুলি ও মামলার ভয় আছে। উপদ্রুত কৃষকেরা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট যাইলে একটি বাঁধাবরা বুলি আছে, খাদ্য সংগ্রহ বিভাগের ব্যাপারে কিছুই করিবার নাই। কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে চাষীদের করুণ কাহিনী বিশ্বাস করিবার মত মনের গঠন নাই। এই বৎসর যে ধান মোটেই হয় নাই, একথা সকলেই জানেন, কিন্তু সরকারের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই।

ব্রহ্মরূপে

কাশিমবাজারের মহারাজা

কাশিমবাজার, মণীন্দ্রনগর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আজ প্রায় দুইমাস পূর্ব্বে মণীন্দ্রনগর কলোনী বাজারের উন্নতির ভাওতা দিয়া মহারাজা বাজার ডাক পত্তন করিবার আশায় বাজারময় খরের ঘর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহার প্রতিকুলে স্থানীয় বাজার সমিতির সমস্ত যুক্তিই নাকচ করা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময় আগুনের ভয় খুব বেশী। প্রকাশ থাকে যে গত ১৬।১।৫২ তারিখে স্থানীয় কাটাবাগানে শ্রীনীলমনি সূত্রধরের বাড়ীতে যখন আগুন লাগে তখন সাহায্যকারীরা জলের অভাবে শুধু অগ্নিকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেন। প্রশঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে গত ২১-১-৫২ তারিখে বাজার সংলগ্ন ডাঃ ভগবানচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ীর বেড়ায় আগুন লাগার ফলে ব্যবসায়ী মহল খুব আতঙ্ক নিয়া দিন কাটাইতেছেন। আমাদের বিশ্বাস স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে দৃষ্টি দিয়া এই স্বৈরাচারের প্রতিকার করিবেন।

—সংবাদদাতা

আরও একজন প্রাথমিক শিক্ষক নির্ব্বাচিত

গত সংখ্যায় 'সংগঠনে' পশ্চিম বাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্পাদক কমিউনিষ্ট প্রার্থী শ্রীললিত সিংহের রাজ্য সভা নির্ব্বাচনে জয়লাভের সংবাদ দিয়াছি। এ সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য খবর হইতেছে—বীরভূম জেলা হইতে আরও একজন প্রাথমিক শিক্ষক মাষ্টিষ্ট ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী শ্রীপঞ্চানন সেট বিধান সভায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

—সংবাদদাতা

— বন্দী মুক্তির দাবীতে—

বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত ছত্রপতি রায় রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী করিয়া নিম্নলিখিত তার পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্তবিধান চন্দ্র রায়ের নিকট পাঠাইয়াছেন :—

"অবিলম্বে ডেটিনিউদের মুক্তি দেওয়ার জন্য আবেদন করিতেছি। গণতন্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করুন। বন্দীদের মুক্তি দান না করিলে জনমতের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঘোষনার সামিল হইয়া দাঁড়াইবে। দেশকে ফ্যাসিজমের পথে লইয়া যাইবে।"

—নিজস্ব

—গণসহি—

শক্তিপুর : শক্তিপুরে বন্দীমুক্তির দাবীতে বিড়িমজদুর ইউনিয়নের উদ্যোগে গণসহি চলিতেছে।

সংগঠনের নিয়মাবলী

১। "সংগঠন" প্রতি বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হয়।

২। "সংগঠনের" প্রতি সংখ্যার মূল্য একআনা বার্ষিক সডাক তিনটাকা ও ষান্মাষিক দেড়টাকা। ভি, পি, যোগে কোন কাগজ পাঠান হইবে না।

৩। বিজ্ঞাপনের দরের জন্য অবিলম্বে পত্র লিখুন।

৪। সমস্ত টাকাকড়ি, সংবাদ, চিঠিপত্র ইত্যাদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। অবিলম্বে এজেন্সি ও নিজস্ব সংবাদদাতা নিযুক্ত হইবার জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

—সুধীন সেন
ম্যানেজার – 'সংগঠন'
সৈদাবাদ, পোঃ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

এজেণ্টদের প্রতি

আপনারা সকলেই জানেন 'সংগঠনের' পুঁজি নাই। জনসাধারণের সহানুভূতিই আমাদের পত্রিকার সম্পদ ও সম্বল। আপনাদের অনেকেরই নিকট আমাদের পাওনা অনেক বাকী পড়িয়াছে। নীচে ১৪শ সংখ্যা পর্য্যন্ত এজেন্টদের নিকট প্রাপ্যের পরিমান দেওয়া হইল :—

এজেন্সী স্থান		প্রাপ্য
জীয়াগঞ্জ (পুরাতন এঃ)—		১৲
ঐ (নূতন এঃ)—		৮/৫
আজিমগঞ্জ (পুরাতন এঃ)—		৫৸০
কান্দি („)—		৭৸৶৫
ঐ (নূতন এঃ)—		৪।/০
লালগোলা—	—	৭৸৫।১০
গোকর্ণ —	—	৭৲ ৶০
কেদারচাঁদপুর	—	৪৸৶১০
জোতকমল—	—	৫৶১০
লালবাগ —	—	১১৪৶০
ভাবতা—	—	৮৷৷১০
ইসলামপুর—	—	২৸০
মাঙ্গনপাড়া	—	৬৷৷/০
ধুলিয়ান—	—	৫ ৶০
রঘুনাথগঞ্জ—	—	৬/১০
শক্তিপুর—	—	১০৸/৫
বেলডাঙ্গা	—	২।০
ঔরঙ্গাবাদ—	—	৪৶/১০
দাদপুর—	—	৩৷৷/১০

এই তালিকা ছাড়া খাঁড়েরা, বড়দহ, মাধুনিয়া প্রভৃতি এজেন্সীর নিকট প্রাপ্য অল্প বলিয়া উল্লেখ করা হইল না। আশাকরি অবিলম্বে এই প্রাপ্য শোধ করিয়া 'সংগঠনে'র চলার পথ সুগম করিয়া দিবেন।

—ম্যানেজার "সংগঠন"

—অ ন্ন দা ন—

পাঁচগ্রাম : গত ২৮শে মাঘ কামালপুর ও কল্যাণপুরের মধ্যস্থিত শান্তি আশ্রম নামক স্থানে দরিদ্রের মধ্যে অন্ন বিতরিত হয়। জাতি-ধর্ম্ম-নির্বিশেষে একত্রে পংক্তিভোজন হয়। মুসলমানগণ ও হিন্দুদের সহিত একত্রে বসিয়া উক্ত আশ্রমের প্রসাদ গ্রহণ করেন। প্রায় ৮ হাজার জনতা আশ্রম মুখরিত করে।

সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে শ্রীবিজয় গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত ও **প্রতিভা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,** (খাগড়া) হইতে জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি কর্ত্তৃকমুদ্রিত

Regd. No. C 3435.

স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার
মত প্রকাশের স্বাধীনতাও আমাদের জন্মগত অধিকার। সংবিধানে তাহা সম্পূর্ণতঃ সুনিশ্চিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হইব না।

সাপ্তাহিক সংগঠন
মুর্শিদাবাদ জেলার প্রগতিশীল মুখপত্র

সম্পাদক মণ্ডলী
শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী
অধ্যাপক নির্ম্মাল্য বাগচী
শ্রীবিজয় গুপ্ত।
শ্রীসনৎ রাহা
শ্রীশৈলেন অধিকারী

প্রথম বর্ষ, ১৬শ সংখ্যা } ৮ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার, ১৩৫৮, ইং ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২। { মূল্য ।০ এক আনা

ত্রিদিবের জয় মুর্শিদাবাদবাসীর জয় ; ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জোরে বন্দীদের মুক্ত করিতে হইবে
—শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্ন্যাল।

সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনার মধ্য দিয়া ইউ-পি-বি'কে আরও দৃঢ় ও শক্তিশালী করিয়া গড়িতে হইবে
—অধ্যাপক নির্ম্মাল্য বাগচী।

পারুল দাসীর গলার দড়ি কংগ্রেসী শাসনের গলায় নাগপাশ জড়াইয়াছে —ত্রিদিব চৌধুরী

ডি, পি, এজেণ্টের খুসি !

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী রাইঙো ডি, পি, এজেণ্ট শ্রীএস, চ্যাটার্জী মাধুনিয়ার গ্রামে ধান্য আদায়ের তাগাদা দিতে আসিয়া গ্রামের চাষীদের এক প্রশ্নের উত্তরে একেবারে দেশপ্রেমিক সাজিয়া বলেন,—"তোমরা না হয় একবেলা না খাইয়া থাকিবে আর যাহারা একেবারে খাইতে পারিতেছেনা তাহাদের কথা ভাবো। একটু স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইবে বৈকি !" ইহার পর জনৈক কৃষক কর্ম্মী তাহাকে সরকারী আইন মতে কিভাবে এবং কতটা ধান্য পরিবার পিছু ধরিতে পারেন তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন বয়স্ক ব্যক্তির মাথাপিছু পরিবারে ৭/০ মন ধান্য বছরের জন্য রাখিয়া বাকী সবটা সীজ করিতে পারি। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ব্যাপারে তিনি জানান 'সেটা তাঁহার ইচ্ছা !' অতঃপর ঐ গ্রামে প্রায় ১৫০/০ বিঘা সর্ব্বোৎকৃষ্ট জমির মালিক বহরমপুরের সেনবাবুদের মাত্র ১৫/০ ধান সীজ করা এবং সেইখানে গ্রামের মধ্যবিত্ত অভাবী লোকের উপর বেশী ধান ধরার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমতা আমতা করিয়া বলেন—'ওটা বাদ দিন। ও কথা জিজ্ঞাসা করবেন না।' আরও একজন জোতদার প্রায় ১৫০/০ বিঘা জমির মালিক খাগড়ার হরি ভৌমিকদের কত সীজ করিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলেও একই কথা বলেন। তখন তাঁহাকে বলা হয় উহাদের অনুপাতে ধান সীজ করিতে হইবে। তিনি হঠাৎ ক্ষেপিয়া উঠিয়া বলেন "ওটা আমার খুসী। আপনাদেরকে গ্রাম হতে ১৫০/০ মন ধান দিতে হবে, এটাও আমার খুসী।" তাই গ্রামের আর কাহারও বুঝিতে বাকী নাই যে স্বার্থত্যাগটা কেবল গরীবদেরই করিতে হইবে—জোতদার, জমিদারদের ও চোরাকারবারীদের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য এবং সেই সুবিধার সুযোগ করিয়া দিতেই বুঝি কংগ্রেস সরকার এই সকল ডি, পি, এজেণ্টদের গোস্তাখুত্র করিয়া রাখিয়াছেন।

—নিজস্ব

—শরৎচন্দ্র মৃত্যুবার্ষিকী—

বহরমপুর : স্থানীয় এস-আর-সি'র উদ্যোগে ২০শে ফেব্রুয়ারী শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয় মৃত্যু বার্ষিকী পালিত হইতেছে।

বহরমপুর : গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী লোক সভায় নির্ব্বাচিত ইউ-পি-বি মনোনীত আর, এস, পি, প্রার্থী শ্রীত্রিদিব চৌধুরীর সম্বর্দ্ধনার জন্য ছাত্রছাত্রীগণের সম্বর্দ্ধনা কমিটির উদ্যোগে বহরমপুর গ্রাণ্টহল ময়দানে এক জনসভা হয়। গার্লস কলেজের পক্ষ হইতে উদ্বোধন সঙ্গীত গাহিবার পর সহরের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্রকংগ্রেস, ইউ, পি, বি'র স্বেচ্ছাবাহিনী প্রভৃতির পক্ষ হইতে মাল্যদান করা হয়। ছাত্র কর্ম্মী শ্রীআশুনাথ মুখার্জীর বক্তৃতার পর কমিউনিষ্ট নেতা অধ্যাপক নির্ম্মাল্য বাগচী বলেন : এ জেলায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ৬০ টি ভোট পড়িলেও কংগ্রেস বেশী আসন পাইয়াছে। বামপন্থী প্রগতিশীল প্রার্থীদের মধ্যে লোক সভায় ত্রিদিব চৌধুরী ও দুতী কেন্দ্রে রাজ্য সভায় লুৎফল হকের বিজয় হইয়াছে। কংগ্রেসের ভীতি প্রদর্শন, গ্রামের মোড়ল রাজের পায়ের তলায় লুটাইয়া দিবার হুমকি সমস্ত উপেক্ষা করিয়া সুদূর গ্রামেও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ক্রোধের আগুন দেখা গিয়াছে। তবুও বামপন্থী দল ও প্রগতিশীল প্রার্থীদেরকে ইউ-পি-বি'র এতগুলি প্রার্থীর পরাজয়ের কারণ সম্পর্কে আত্মানুসন্ধান করিতে হইবে। জনগণের নিকট আমাদের চার পাতায় দেখুন

প্রকাশিত হইতেছে ! প্রকাশিত হইতেছে !!
শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী প্রণীত —
রোমাঞ্চকর বৈপ্লবিক উপন্যাস
"মেঘ ডাকে"
পুরস্কার, উপহার ও পাঠাগারে সমাদৃত, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত
শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী প্রণীত—
— মর্ম্মস্পর্শী বৈপ্লবিক গল্পায়ন —
১। **নমামি** ২॥০
২। **বিপ্লবের তপস্যা** ২৲
৩। **সমিধ** ১॥০
প্রাপ্তিস্থান – শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী
পোঃ খাগড়া জেলা মুর্শিদাবাদ
ও বহরমপুরের প্রধান প্রধান বইয়ের দোকান।

—কান্দী মিউনিসিপ্যালিটির কীর্ত্তি—

কান্দী মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নির্ব্বাচনে ৯টি আসনের জন্য ২৪ জন প্রার্থী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ১৫ জনের মনোনয়নপত্রই অগ্রাহ্য হইয়াছে। সুতরাং বাকী ৯ জনের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিলেন না। এই নয় জনই কংগ্রেস পন্থী বলিয়া প্রকাশ। মনোনয়ন পত্র পরীক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগে মামলাও চলিতেছে।

কান্দী মিউনিসিপ্যালিটির বর্ত্তমান চেয়ারম্যান হইতেছেন কংগ্রেসী জমিদার শ্রীবিজয়েন্দ্র নারায়ণ রায়।

কাপড় কোথায় ?

বহরমপুর, ২০শে ফেব্রুয়ারী : মেট্রোপলিটান ইনসিওরেন্স কোম্পানীর বহরমপুর শাখার সুপারিটেণ্ডেণ্ট শ্রীবিমল গোঁর দত্ত "বঙ্গলক্ষ্মী বস্ত্রালয়ে" 'অফ-কোটায়' ২ খানা শাড়ী কিনিতে গেলে তাঁহাকে বলা হয় যে ১৫ গজ ভয়েল কিনিলে শাড়ী দেওয়া হইবে। এ সম্পর্কে শ্রীদত্ত সাব-ডিভিজন্যাল কণ্ট্রোলার ও এনফোর্সমেণ্ট বিভাগকে জানাইয়াছেন। এনফোর্সমেণ্ট বিভাগ তদন্ত করিতেছেন।

শ্রীহরিনারায়ণ পাল জেলা টেক্সটাইল হোলসেলার এর নিকট ধুতি কিনিতে গেলে তাঁহাকেও বলা হয় ছিট কিনিতে হইবে। তিনিও কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

এইভাবে বহু গরীব অধিবাসী অফ-কোটার কাপড় কিনিতে পারিতেছেন না। আমরা এ সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—নিজস্ব

—রিক্সা কোচম্যান ইউনিয়ন –

আজিমগঞ্জ : রিক্সা কোচম্যানগণ যুক্তভাবে একটি শক্তিশালী ইউনিয়ন গঠন করিয়াছে। সমাজের দারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কটে আজ বহু মধ্যবিত্তও অন্যোপায় হইয়া রিক্সা চালকও ঘোড়ারগাড়ী চালকে পরিণত হইয়াছে। তাঁহারা মানুষের কোন সম্মান পান না। তাঁহাদের ন্যায্য দাবী দাওয়া যাহাতে জোরদার হয় এ বিষয়ে ইউনিয়নের কর্ম্মীগণ সাধারণ মোহনতী মানুষের অধিকার ও উহা আদায় করিবার পন্থা সম্পর্কে রিক্সা চালক ও কোচম্যানদের মধ্যে প্রচার চালাইতেছেন।

সংগঠন

৮ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার

হিসাব-নিকাশ

সাধারণ নির্বাচন শেষ হইয়াছে। তিন চারটি প্রদেশ ছাড়া ভারতের প্রায় সকল রাজ্যেই কংগ্রেস নিরঙ্কুশ শাসন ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। কেন্দ্রেও কংগ্রেস এ পর্য্যন্ত শতকরা প্রায় পঁচাত্তরটী আসন দখল করিয়াছে। কংগ্রেসের বড়কর্তা, ভারত ভাগ্য বিধাতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু অতিশয় অমায়িক লোক। কংগ্রেসের তথা তাঁহার এই জয়লাভে তিনি আদৌ গর্বিত নহেন। বিরুদ্ধ দল ও ব্যক্তিগণের প্রতি স্বভাবসুলভ উগ্রতায় শ্লেষ, বিদ্রূপ, গর্জন ও আস্ফালনের টুকরা বর্ষণ ব্যতীত মারাত্মক কিছুই তিনি করেন নাই। অধিকন্তু সাধারণ নির্বাচন হইতে শিক্ষা লাভের উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন এবং কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে ভারতের সর্বঅঞ্চলে কংগ্রেস কমিটীগুলিকে ব্যাপক গণসংযোগের মারফত শক্তি ও জন প্রিয়তা অর্জন করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। অতিশয় সাধু প্রস্তাব! ইহাতে কাহারও আপত্য করিবার কিছু নাই। কিন্তু কি করিয়া এই সাধু প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইবে তাহাই দেখিবার বিষয়। আমরা মুর্শিদাবাদের লোক। মুর্শিদাবাদ দিয়াই বিচার করিয়া দেখি নির্বাচন হইতে কংগ্রেস কি শিক্ষা লাভ করিতে পারেন এবং কংগ্রেসের পক্ষে গণসংযোগ মারফত শিক্ষালাভের সম্ভাবনা কোথায়।

এই জেলায় পশ্চিম বাংলার আরও কয়েকটি জিল্লার মত রাজ্য বিধান সভার নির্বাচনে কংগ্রেস আশাতীত সাফল্য অর্জন করিয়াছে। কিন্তু এই সাফল্যের মূলে কি আছে? গোড়া হইতে তাকাইয়া দেখুন। প্রথমতঃ প্রার্থী মনোনয়ন। কংগ্রেসের সহিত পূর্ব্বাপর সংশ্লিষ্ট এমন তিন চার জন প্রার্থী ব্যতীত বাকী বারো তেরো জন প্রার্থী কংগ্রেসের ধারে কাছে ঘেঁষিতেন এমন দুর্নাম তাঁহাদের নেহাৎ শত্রুও করিতে পারে না। আট নয় জন তো কংগ্রেস ও কংগ্রেসী নীতির ঘোরতর শত্রু ছিলেন। প্রার্থীরা প্রায় সকলেই রাজা, নবাব, জবরদস্ত জমিদার, দুর্নীতিপরায়ণ ফিঁচেল ব্যবসাদার, বড়লোক অথবা হবু বড়লোক। প্রার্থীদের মধ্যে কংগ্রেসের অকৃত্রিম সেবক বলিয়া পরিচিত দুই একটি প্রার্থী সম্বন্ধে চরবার ছড়া ঘুরাইয়া বলা চলে—

কংগ্রেস আমার ভাতার পুত, কংগ্রেস আমার নাতি
কংগ্রেসের দৌলতে রবে দোরে বাঁধা হাতী।

এহেন জনদরদী অকৃত্রিম কংগ্রেস ভক্তরা নমিনেশন পাইলেন। মিহির মুখার্জীর মত সুপরিচিত দেশসেবীগণ নমিনেশন প্রার্থনা করিয়াও যোগ্য প্রার্থী বলিয়া বিবেচিত হইলেন না। অর্থাৎ ধনিক ও ধনিকের দালালই কংগ্রেসের দুলালরূপে গণ্য হইলেন। এই তো গেল মনোনয়নের কাহিনী। এইবার নির্বাচন পর্বে আসা যাউক। মুর্শিদাবাদ মুসলমান অধ্যুষিত জেলা। এককালে এখানে লীগের তাণ্ডব ছিল। সেই লীগ নেতারাই চাঁদতারা ব্যাজ ছাড়িয়া অশোকচক্র ব্যাজ ধারণ করিয়া মসলমানদের মধ্যে জাঁকাইয়া প্রচার করিলেন, হয় কংগ্রেসকে ভোট দেও,—নতুবা জাহান্নমে যাও। নেহরুজী হইতে সুরু করিয়া ছোট, বড়, মাঝারি কংগ্রেসী নেতারা এমন ভাবে প্রচার সুরু করিলেন যে ভারতের অন্যান্য দল মুসলমান ভাইদের আক্রমণ করিবার জন্য খাঁড়া উঁচাইয়া ওৎ পাতিয়া আছে,—তাহাদের রক্ষাকর্তা একমাত্র মহান কংগ্রেস। অর্থাৎ খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, আশ্রয় প্রভৃতি জরুরী সমস্যা হইতে ভারতের অধিবাসীদের দৃষ্টি কোণ চতুরতার সহিত সরাইয়া সাম্প্রদায়িক গাজনের ধুয়াতে নিবদ্ধ করা হইল। খাদ্য, বস্ত্র, প্রভৃতি সমস্যা সমাধানের অক্ষমতা ঢাকিবার মতলবে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে নেহরুজী ও কংগ্রেস নেতারা সাম্প্রদায়িক জিগীর তুলিয়া কেল্লাফতে করিলেন। লীগের 'মুসলিম বিপন্ন' জিগীর যেমন মুসলিম জনগণের প্রতি প্রীতির পরিচয় নহে,—কায়েমী স্বার্থ রক্ষার ফন্দী মাত্র, নেহরুজীর সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা অনুরূপ পাশকাটানোর (diversion) ফন্দী ছাড়া আর কিছুই নহে। মানুষের ক্রমবর্দ্ধমান রাজনৈতিক চেতনাকে কোণঠাসা করিবার অপকৌশল জুজুর ভয়ের মত এবারে কতকাংশে—মুর্শিদাবাদে বহুলাংশে—সফল হইলেও মানুষকে চিরকাল ধোকা দিয়া বোকা বানাইয়া রাখা চলিবে না এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে কংগ্রেসের মূল বিঘোষিত নীতিকে লঙ্ঘিত ও পর্যুদস্ত করিয়া কংগ্রেস নির্বাচনে জয়লাভ করিয়াছে। কংগ্রেসী পাণ্ডাদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্য কংগ্রেস নীতি মৃত্যুবরণ করিয়াছে। আত্মজ্ঞের হাতে নিহত হইয়া কংগ্রেসী নীতি শহীদ হইলেন কিনা জানি না, কিন্তু তাহা যে ইতিমধ্যেই প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে ইহা অতীব প্রত্যক্ষ। নীতিকে নিহত করিয়া কংগ্রেসী ছাপে যে সকল সদস্য লোক সভা ও বিধান সভায় বিজয় গর্ব্বে প্রবেশ করিলেন সেই সব সোনারচাঁদ সদস্যগণ পাঁচ বছরের জন্য বহাল তবিয়তে বজায় থাকিতে কংগ্রেস পংকোদ্ধার কি প্রকারে সম্ভব তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। জমিদারগণ দেশ হইতে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করিবেন? রক্তশোষা ধনিককুল দরিদ্রের জন্য কাঁদিয়া ব্যাকুল হইবেন,—না জনহিতায় সঞ্চিত বিত্ত বিনিয়োগ করিবেন? চোরাকারবারীর ও মুনাফাশিকারী বণিককুল দেশ হইতে চোরাকারবার বিদূরিত করিবেন? ধনিকের প্রসাদভোজী দালালকুল প্রাসাদের স্বপ্ন ত্যাগ করিয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত কুটীরবাসীদের চিন্তায় বিনিদ্র রজনী কাটাইবেন?

ধনতন্ত্রের চর্চায় যাঁহারা পুলক ও স্বর্গসুখ অনুভব করেন তাঁহারা রাতারাতি গণতন্ত্রে পরম বিশ্বাসী হইয়া অতি নিষ্ঠাবান জনসেবকরূপে পল্লী পরিক্রমা করিবেন এমন দুস্কর কল্পনা ভাববিলাসী নেতারাও করেন কিনা জানিনা কিন্তু আমরা অভাবগ্রস্ত মানুষের দল ইহাকে ধোকার দ্বিতীয় দফা বলিয়াই ধরিয়া লইতেছি। তবে এ কথাও সাথে সাথে জানাইয়া দিতে চাই যে অভাব ক্ষমাহীন যোদ্ধা। ধোকা দিয়া তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না। ভারতের অগণিত ক্ষুধার্ত্ত নরনারীর বাঁচিবার তাগিদের ভয়াল আত্মপ্রকাশের চাপে আন্দামানও ফরমোসায় পরিণত হইতে পারে।

ঘটনা প্রসঙ্গে

সাধারণ নির্বাচনে ইউ-পি-বি'র ত্রুটী দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে আমরা পাঠকদের নিকট হইতে বহু চিঠি পাইয়াছি ও পাইতেছি। 'সংগঠনে'ও কয়েকখানি প্রকাশিত হইয়াছে। আশা করি ইউ-পি-বি'র নেতৃবৃন্দ এ সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিয়া ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী ঐক্যের পথে ইউ-পি-বি-কে আগাইয়া লইয়া যাইবেন। এ সম্পর্কে সংগঠনে আর কোন চিঠিপত্র প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত সম্পাদকমণ্ডলী গ্রহণ করিয়াছেন। জনসাধারণের নিকট সম্পাদকমণ্ডলী আবেদন করিয়াছেন যে তাঁহারা ইউ-পি-বি'র দুর্বলতা তুলিয়া ধরিয়া যেমন নিজেদের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন তেমনি কায়েমী স্বার্থ বামপন্থী ঐক্যের প্রয়োজনীয়তাকে ছোট করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিলে তাহাদের অপচেষ্টাও যেন ব্যর্থ হয়।

* * * * * * *

মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন আসিতেছে। খাগড়ার রাস্তা মেরামতের জন্য কিছু পাথর আসিয়া জমিতে দেখিয়াছি। কিন্তু প্রদীপের নীচে অন্ধকারের মত সদরবাদ রাজবাড়ীর সামনের রাস্তা দেখিয়া মনে হয় মিউনিসিপ্যালিটি সহরে নাই। ইউনিয়ন বোর্ডকেও হার মানাইয়াছে পথের ধুলা। জনসাধারণের ভরসা—মিউনিসিপ্যালিটির ইচ্ছাতে ন'কি এরূপ হয় নাই, জল দেওয়া মোটরটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সুতরাং কী আর করিবার আছে? আমরা জানি যে মিউনিসিপ্যালিটির কর্ম্মকর্তাদের আর একটি পথ বাকী আছে। মিউনিসিপ্যালিটির যেখানে অক্ষমতা, সরকারকে সেখানে সাহায্য দিতে বাধ্য করা। নূতন নির্বাচনে প্রার্থীদের সেই প্রতিশ্রুতিও দিবার প্রয়োজন রহিয়াছে

ভবঘুরের ডায়েরী

কংগ্রেসী কর্ত্তারা দেশে ব্যক্তি স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন! একথা অস্বীকার করার উপায় নাই। তাঁরা কি ইংরাজের আমলের শিক্ষিত গোয়েন্দাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা এনে দেন নি? না হ'লে দেশের লোকে কি আর বিশ্বাস করতো যে জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুক্তিকামী যক্ষ্মারোগগ্রস্ত অনন্ত ভট্টাচার্য্য রাশিয়া এবং চীনের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ করেছেন? হ্যাঁ গোয়েন্দাদের ব্যক্তি স্বাধীনতার কল্যাণে সেটা আমরা জানতে পেরেছি এবং এই অভিযোগে তাঁকে ৪৮ সাল থেকেই কংগ্রেসী জেলেও কাটাতে হয়। এমনিতর গোয়েন্দার অভিযোগে আমরা জানতে পারলাম যে ক্ষীণকায় কমিউনিষ্ট নেতা গৌরী ভট্টাচার্য্য এ জেলায় নাকি সশস্ত্র কৃষক সৈন্য বাহিনী তৈরী করেছিলেন। সনৎ রাহা কেও বরসায় আটকে রাখা হয় এই অভিযোগে যে তিনি রেডিও ট্র্যান্সমিটার গোপনে পরিচালনা করতেন। আর একজন নাকি বিহারে না থেকেও পুনিয়া জেলায় কমিউনিষ্ট বিদ্রোহ করেছেন। তিনি বিহারে না থাকলে কি হবে? তার মা বাবা ত থাকতেন! এটা ত তাঁর কম অপরাধ নয়!

* * * * * * *

গল্প মনে পড়ল নেকড়ের অভিযোগের। নদীর ধারে মেষশাবকের কাছে গিয়ে নেকড়ে বলল: তুই আমার জল ঘোলা করছিস কেন? মেষশাবক বলে: ওদিক ত উজানে, আমি ভাটীতে থেকে কি ক'রে জল ঘোলা করলাম! নেকড়ে বলল: তুই গেলবছর আমাকে গালি দিয়েছিলি কেন? মেষশাবকের বয়স তখন সবে চার মাস, আগে বছর তার জন্মই হয় নি! নেকড়ের তখন কিন্তু জিভে লালা ঝরছে, সে বলল: তুই না বললেও তোর বাপ, ত বলেছে? কংগ্রেসী নেকড়েদের ও অজুহাতের অভাব নাই। তাঁদের হাতে আছে ইংরাজদের আমলের শিক্ষিত বুদ্ধিমান বিভাগ! তাদের উর্ব্বর মস্তিষ্কের ব্যক্তি স্বাধীনতা তাঁরা দিয়েছেন। কে বলে ব্যক্তি স্বাধীনতা নাই দেশে?

* * * * * *

খবরের কাগজে পড়েছিলাম: নেহরুজী একবার কাশ্মীরে গেলে ডোগরা রাজ হরি সিংএর হুকুমে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেই সময় একজন কমিউনিষ্ট তাঁর মুক্তির দাবীতে বক্তৃতা করে। কী অন্যায় কথা! পণ্ডিতজীর মুক্তির দাবীতে

(তিন পাতায় দেখুন)

—রাজবন্দীর মুক্তিলাভ—

মুর্শিদাবাদ জেলার কমিউনিষ্ট নেতা অনন্ত ভট্টাচার্য্য, ছাত্রনেতা সত্যেন সমাজদার ও প্রশান্ত বসু এবং কৃষকনেতা অনন্ত দেব দে দীর্ঘ দিন কংগ্রেসী জেলখানায় আটক থাকার পর মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনন্ত ভট্টাচার্য্য গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে বহরমপুর ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিলে কমিউনিষ্ট কর্ম্মিগণ তাঁহাকে স্বাগত জানান। শ্রীভট্টাচার্য্য কংগ্রেসী জেলখানাতেই তিনবার আটক হইয়াছিলেন। ৪৮ সালের ২৬শে মার্চ্চ কমিউনিষ্টপার্টি বেআইনী হইবার দিন তাঁহাকে কংগ্রেস সরকার গ্রেপ্তার করে। শেষ বার গ্রেপ্তার হওয়ার পর তাঁহাকে দীর্ঘ আড়াই বৎসর বিনা বিচারে আটক থাকিতে হয়। ইংরাজ তাঁহাকে আন্দামানে দীর্ঘকালের জন্য নির্ব্বাসন দিয়াছিল। কংগ্রেসী সরকারও ইংরাজের অনুসরণ করিয়াছে।

'সংগঠনে'র সংবাদদাতার নিকট শ্রীভট্টাচার্য্য বলেন—"বিগত নির্ব্বাচনে কমিউনিষ্ট ও বামপন্থীদের বিরাট সাফল্যের মাধ্যমে জনগণ যে বিরাট আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাই আমাদের মুক্ত করিয়াছে আর যে নওয়া দুইশত বন্দীকে জেলখানায় আটক রাখা হইল—দেশবাসী তাঁহাদের ভুলিবেন না আরও ব্যাপক আন্দোলনের মারফৎ তাঁহাদের মুক্ত করিয়া আনিবেন।

—নিজস্ব

—এজেণ্টগণের প্রতি—

পত্রিকা রেজিষ্টার্ড হইবার পর সুবিধাজনক হারে ডাক টিকিট লাগাইয়া আমরা কাগজ পাঠাইতে পারি। কিন্তু তাহার জন্য এজেণ্টগণকে ডাকঘরে গিয়া ডেলিভারী লইবার নিয়ম আছে। আপনাদের নিকট অনুরোধ আপনারা আপনাদের পোষ্ট অফিসে গিয়া পত্রিকা লইয়া আসিবেন। ম্যানেজার "সংগঠন"

ভবঘুরের ডায়েরী

(দুই পাতার পর)

মিটিংএ আবার বক্তৃতা! জেলে পুরো! এ সব গুণ্ডা বাইরে থাকলে 'স্বাধীন' প্রধান-মন্ত্রী নেহরুজীর কি ঘুম হয়? তাঁর বুদ্ধিমান গোয়েন্দার রিপোর্ট আছে এসব গুণ্ডামি তাঁরা করবেন। বরদাস্ত করবেন না। ১৯৪৬ সালে রিকুল ধর্ম্মঘট, ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষে জন রক্ষা বাহিনী সংগঠন—এসব গুণ্ডামির কি প্রশ্রয় দিতে হয়? সর্ব্বনাশ! ইংরাজের মত একটা রাজার মত রাজা! তার চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুঠ! এসব হিংসা পন্থ কি সহ্য হয়? চাইলই বা দেশের লোক গণেশ ঘোষকে! সে ভোটে জিতে কি আর বিধান রায়ের মাথা কিনে নিয়েছে? আবার তাকে নিয়ে যাও দমদম জেলে। বিলাতী ট্রাম কোম্পানী, চটকল, চা বাগান, খনি, বিজলীর মালিক, নবাব-মহারাজা প্রভৃতি 'জনগণে'র সুখ নিদ্রা শান্তি, স্বস্তি ফিরে আসুক।

* * * * *

কিন্তু ঘুম যে ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়! বাইরের মৃত্যু লোকগুলো আবার চেঁচায়.....' বিচার কর নইলে মুক্তি দাও।" মনে মনে ত জানে বিধান রায় যে বিচার করতে গিয়ে আবার ফ্যাসাদ যাবে বেড়ে! হিটলার করেছিল বেকুবি ডিমিট্রভকে বিচার করতে গিয়ে। হিটলারের নিজের ঘাড়েই অগ্নিদাহ ও গুণ্ডামির দোষ চেপে গিয়েছিল। তেমনি যদি আবার 'অশান্তি, হিংসা ও গুণ্ডামির' দোষ পালটে ঘাড়ে চেপে যায়? ঘুমাতে ঘুমাতে হিটলার আর চিয়াঙের স্বপ্ন দেখে নেহরু-বিধান। তাইত বারে বারে ঘুম ভেঙ্গে যায়! ভবঘুরে ইতিহাস খুঁজে দেখে, চিয়াং-হিটলারেরও কি তেমনিতর ঘুম ভেঙ্গে যাওয়া রোগ ছিল না কি?

—::০::—

কমিউনিষ্ট কর্ম্মী ফয়েজুদ্দিনের বিবৃতি

নির্ব্বাচন পর্ব্ব শেষ হইয়াছে। ইউ-পি-বি মনোনীত প্রার্থী আর-এস-পি নেতা শ্রীত্রিদিব চৌধুরী বহরমপুর কেন্দ্র হইতে লোকসভায় এবং জনাব লুৎফল হক সুতী কেন্দ্র হইতে রাজ্য পরিষদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আমি তাঁহাদিগকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষ হইতে ইউ-পি-বি মনোনীত প্রার্থী হিসাবে রাজ্যপরিষদের আসনে বেলডাঙা কেন্দ্র হইতে আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলাম। নির্ব্বাচনে পরাজিত হইলেও বেলডাঙ্গা থানায় এবং অন্যত্র কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতি মেহনতী মানুষের যে শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পরিচয় পাইয়াছি তাহাতে বিপ্লবী গণ-আন্দোলনের প্রতি আমার বিশ্বাস গভীরতর হইয়াছে।

মেহনতী মানুষকে হিন্দু অথবা মুসলমান হিসাবে ভাগ করিয়া নানাভাবে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টার অন্ত ছিলনা। নিরক্ষর সরল মুসলমানকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবার ভয় দেখাইয়া অথবা মুর্শিদাবাদকে পাকিস্তান করিয়া দিবার লোভ দেখাইয়া বিভ্রান্ত করা হয়। অন্যদিকে 'ফয়েজ'কে ভোট দিলে মুর্শিদাবাদ পাকিস্তান হইয়া যাইবে বলিয়া হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয়। 'কম্যুনিষ্টকে ভোট দিলে জমি জমা কাড়িয়া লওয়া হইবে' বলিয়া মধ্যবিত্তদের মনেও ভীতি সৃষ্টি করা হয়। জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে জনসাধারণ এই সমস্ত অপপ্রচারের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছেন এবং পারিবেন।

এত অপপ্রচার সত্ত্বেও আড়াই সহস্রাধিক মানুষ মাথা স্থির রাখিয়া কম্যুনিষ্ট পার্টির শীষ-কাস্তে মার্কা বাক্সে ভোট দিয়াছেন। আমাকে যাহারা ভোট দিয়াছেন এবং বিভ্রান্তি বশতঃ যাহারা ভোট দিতে পারেন নাই—তাঁহাদের সকলকে আমি আমার অভিনন্দন জানাইতেছি।

সমগ্র মেহনতী মানুষের পার্টি হিসাবে কম্যুনিষ্ট পার্টি জনসাধারণের দাবী দাওয়া লইয়া সংঘবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া যাইবে এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির কর্ম্মী হিসাবে বেলডাঙ্গা অঞ্চলের প্রত্যেকটী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিবার শপথ পুনরায় আমি ঘোষণা করিতেছি।

জনতার যাহারা শত্রু, আমার জামানত জব্দ হওয়ায় তাহারা খুসী হইয়া নিজেদের জমিদারী, জোতদারী, মোড়লী ও চোরাকারবারকে আপাততঃ নিরাপদ মনে করিতেছে। তাহারা যেন স্মরণ রাখে, তাহাদের কূট-কৌশল ব্যর্থ করিয়া অন্যান্য দেশের মত এখানেও জনসাধারণ কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে চূড়ান্ত জয়ের পথে অগ্রসর হইবে এবং সেদিন খুব বেশী দূরে নয়।

পারুল দাসীর মৃত্যুতে

ডেপুটেশন কমিটি গঠিত

গোরাবাজার ১৭ই ফেব্রুয়ারী: অদ্য পারুল দাসীর শোচনীয় মৃত্যুর ব্যাপারে বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা চালাইবার জন্য গোরাবাজারের বিশিষ্ট নাগরিকগণের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রীযুক্ত বিজয় কুমার গুপ্ত, গুণেন্দ্র কুমার চট্টরাজ প্রভৃতি ৫ জন ব্যক্তিকে লইয়া একটি ডেপুটেশন কমিটি গঠিত হইয়াছে। উক্ত কমিটি অনতিবিলম্বে বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

বাগোরে বৈঠক সভা

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী নবগ্রাম থানার বাগোর গ্রামে বিভিন্ন গ্রামের প্রতিনিধি লইয়া বন্দী মুক্তি ও খাদ্য বস্ত্রের দাবীতে এক বৈঠকসভা শ্রীধীরেণ বাগের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কমরেড ধীরেণ বাগ উক্ত দিনে জনসভার অনুমতি না দিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট যে কংগ্রেস সরকারের স্বৈরাচারের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহার তীব্র নিন্দা এবং অবিলম্বে সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তির দাবী করিয়া বক্তৃতা দেন।

কমরেড নির্ম্মল মুখার্জ্জি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন সাধারণ নির্ব্বাচনে জনতার রায় দেখিয়া কংগ্রেস সরকার ভীত হইয়া উঠিয়াছে এবং গণতন্ত্রেরটুটি চাপা দিয়া সারা বাংলায় ১৪৪ ধারা জারী করিয়াছে। তাই আজ প্রতিটি মানুষকে সচেতন হইতে হইবে নিজ নিজ অধিকার সম্বন্ধে। সভায় দুর্নীতিমূলক উপায়ে প্রকিওরমেণ্ট বন্ধ করিয়া ইহাকে জনস্বার্থরক্ষার্থে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার এবং অবিলম্বে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করার দাবীতে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বহরমপুর-লালগোলা মোটর সার্ভিস

আজিমগঞ্জ: মুর্শিদাবাদ টাউন, নবীপুর, জিয়াগঞ্জ ভগবানগোলা হইয়া প্রতিদিন বহরমপুর হইতে লালগোলা পর্য্যন্ত মোটর বাস চলাচল আরম্ভ হওয়ায় এই বিরাট অঞ্চলের যাত্রীসাধারণের অশেষ উপকার হইতেছে। বহরমপুর-লালগোলা মোটর বাস লাইন মাত্র কয়েকদিন হইল খোলা হইয়াছে। ইহার দূরত্ব প্রায় চল্লিশ মাইল। তিনটি বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটিযুক্ত সহর ও পশ্চিম বঙ্গের অন্যতম ঘন বসতি পূর্ণ পল্লীর ভিতর দিয়া চলাচল করে বলিয়া একবার মোটর বাস ফেল করিলে যাত্রীগণের যে দুর্ভোগ হয় তাহা বর্ণনাতীত। কোন স্থানে কতক্ষণ থামে তাহা প্রচার করিলে জনসাধারণের উপকার হয়। —নিজস্ব

ব্যাটমিণ্টন প্রতিযোগিতা

আজিমগঞ্জ: শ্রীসুধাংশুশেখর গুপ্তের পরিচালনাধীনে ব্যাটমিণ্টন প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। জুনিয়র, সিনিয়র, একক ও দুইজন করিয়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হইয়াছে। —নিজস্ব

মুর্শিদাবাদ জেলা কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টির সংগঠক ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংঘের সভ্য শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ অধিকারীর বিবৃতি

নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে। ডাঃ বিধান রায়ের জাতীয় কংগ্রেস শতকরা ৬৬টি ভোটের বিরুদ্ধে শতকরা ৬৬টি আসন পাইয়া গদী দখলের যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছেন বটে কিন্তু পশ্চিম বাংলার অগণিত দুঃখার্ত্ত অন্তরকে রুদ্ধ করিতে পারেন নাই।

ইউ-পি-বির প্রার্থী হিসাবে আমি মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলাম। এই কেন্দ্রে ভোটারগণের সম্মুখে ১। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, ২। সীমান্তের সংখ্যা লঘুদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা ৩। কন্ট্রোল ও কর্ডনের অত্যাচার বন্ধ করা ৪। সকলের নিম্নতম জীবিকার ব্যবস্থা। এই কয়টি প্রশ্নই মূল আওয়াজ ছিল।

নানা কারচুপী ও বে-আইনী আইনে কংগ্রেসী প্রার্থীকে জয়যুক্ত করান হইলেও প্রায় দশ হাজার ভোটে দাতা এই কেন্দ্রে আজিও ঐ দাবীগুলির দাবীদার রূপে দাঁড়াইয়া আছেন।

ডাঃ রায় ঐ দাবীগুলিকে ধ্বংসমূলক কার্য্যের পর্য্যায়ে ফেলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন কিন্তু বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান রাজবন্দীগণকে সুপরিকল্পিত ভাবে ধ্বংস করার কংগ্রেসী চক্রান্তকে বাঙ্গালী জাতি পর্য্যুদস্ত করিবেই। আমার কেন্দ্রের অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বরের কঠিন যবনিকা ভেদ করিয়া দশটি হাজার মানুষের অন্তরের বাণীকে প্রতিধ্বনিত করিয়া আমি বলিতে চাই "অবিলম্বে রাজবন্দীদের সর্ত্তহীন ভাবে মুক্তি দেওয়া হউক আর পরিপূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা হউক।

বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটী

বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটীর ৩০ জন কমিশনার নির্ব্বাচনের জন্য ৭৩ জন প্রার্থী হইয়াছেন। বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রার্থীর সংখ্যা নিম্নরূপ :

ওয়ার্ড	আসন	প্রার্থীর সংখ্যা	বর্ত্তমানে কমিশনার
গোরাবাজার	৬	১৮	৩ জন
ক্যান্টনমেন্ট	১	২	১ „
বহরমপুর	৯	১৭	৩ „
খাগড়া	৭	১৯	২ „
সয়দাবাদ	৫	১১	৩ „
কাশিমবাজার	২	৬	×

যে সমস্ত পুরানো কমিশনার আসন প্রার্থী হন নাই —তাঁহাদের মধ্যে আছেন বর্ত্তমান ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীছত্রপতি রায়, অনিলকুমার চ্যাটার্জ্জী প্রভৃতি। এই নির্ব্বাচনে এখন পর্য্যন্ত উৎসাহের অভাব দেখা যাইতেছে। উদ্যম, প্রচার ও আলোড়ন নাই বলিলেই হয়। বামপন্থী ও প্রগতিশীলদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্ব্বাচন চালাইবার জন্য কয়েকটি আলোচনা বৈঠক হয়। প্রগতিশীল একটি সংস্থা গড়িয়া তোলার সম্ভাবনা আছে। এখনও তাহা আলোচনা স্তরে। —নিজস্ব

খাদ্য সরবরাহ বিভাগের উদাসীনতা

জলঙ্গী : এতদঞ্চলের হিন্দু মুসলমান প্রজাবৃন্দের অধিকাংশ জমা জমি পাকিস্তান এলাকায়। তাঁহারা সেখানে গিয়া কোন প্রকার ফসল এখানে আনিতে পারেন না, তাহা ছাড়া এখানকার বাজার হাটে যে ধান্য চাউল আমদানী হয় তাহাও প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য, ঐ সমস্ত দ্রব্যের মূল্যও কম নহে। চাউলের বর্ত্তমান বাজার দর প্রতি মণ ৩২৲ টাকা ধান্য প্রতি মণ ২০৲ টাকা।

সরবরাহ বিভাগ প্রায় এক বৎসর ধরিয়া এই অঞ্চলে রেশনের ধান্য, চাউল, গম, আটা ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্য দেওয়ার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। ইহাতে এই অঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণের সংকট বাড়িয়াই চলিয়াছে।

সীমান্ত অঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণ বধির সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দের উদাস দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তনের জন্য কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। —সঃ দাতা

বেলডাঙ্গা সংবাদ

সদর সার্কল্ অফিসার মহোদয় গত ৩০শে মাঘ বেলডাঙ্গা হরিমতি বালিকা বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে এন্‌কোয়ারী করিয়া গিয়াছেন প্রকাশ, এই এনকোয়ারী একতরফা হইয়াছে। কংগ্রেসী জোতদার শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র ঘোষ উক্ত বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক। —নিজস্ব

প্র তা র ণা

প্রকাশ, গত একমাস যাবৎ জনৈক যুবক অনিলকুমার রায়চৌধুরী নাম ধারণ করিয়া সরকারের এনফোর্সমেন্ট বিভাগের কর্ম্মচারীর পরিচয়ে নবগ্রাম থানার অন্তর্ভুক্ত জয়কৃষ্ণপুর, গঙ্গারামপুর, বেকুইল, ইটোর, আমোতপুর, ছোটবাথান প্রভৃতি গ্রামের দোকানদারদের ভয় দেখাইয়া টাকা লইয়া বেড়াইতেছিল। যুবকটি গত ২রা ফাল্গুন বহরমপুরে আসিলে সৈদাবাদে কয়েজন যুবক এবং একজন বিশিষ্ট ভদ্র লোক তাহার পরিচয় চাহিলে সে সরকারী কর্ম্মচারী বলিয়া নিজের কোনরকম পরিচয় দিতে পারে নাই। তাহাকে গ্রেপ্তারের ভয় দেখাইলে কাঁদিতে আরম্ভ করে এবং শেষে ক্ষমা চাহিয়া বিদায় লয়। তাহার পকেটের চিঠি-পত্র হইতে তাহার নাম শ্রীঅমিয় কুমার মজুমদার বলিয়া সকলের ধারণা। —নিজস্ব

বিপ্লবী সাম্যবাদী কর্ম্মীর অব্যাহতি

বহরমপুর, ১৮ই ফেব্রুয়ারী : কান্দীর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট বিখ্যাত হলদীমামলার বিপ্লবী সাম্যবাদী কর্ম্মী গাঙ্গুল মণ্ডলকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৫৮, ১৪৭, ও ৩০৪ ধারার অপরাধসমূহ হইতে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিয়া মুক্তি দিয়াছেন। কিন্তু মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই জেলা গোয়েন্দা বিভাগের আদালতে উপস্থিত ভারপ্রাপ্ত অফিসার গাঙ্গুল বাবুকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করিয়া বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলে আটক করিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে ১৯৪৯ সালের ৫ই আগষ্ট কান্দী মহকুমার বরঞ্জা থানার অধীন হলদী গ্রামে ভারতের বিপ্লবী সাম্যবাদীদলের মুর্শিদাবাদ বীরভূম জেলার নেতা বলিয়া কথিত দুর্গাপদ বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা হয় গাঙ্গুল মণ্ডল উক্ত হলদীমামলার অন্যতম আসামী ছিলেন। তিনি ১৯৪৯ সালের ৫ই আগষ্ট হইতে ১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ফেরার ছিলেন। ১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাসে পুলিশ গাঙ্গুল মণ্ডলকে ঠিবেতে গেপ্তার করেন।

বহরমপুরের উকীল শ্রীযুক্ত বিজয় গুপ্ত, কান্দীর মোক্তার শ্রীযুক্ত ভবানী ভট্টাচার্য্য ও শ্রীশ্রীপতি সিংহ আসামী পক্ষে মোকর্দ্দমা পরিচালনা করেন।

নির্ব্বাচনের পরে

বেলডাঙ্গা : প্রকাশ, গত ২৫শে মাঘ বেলডাঙ্গা ইউনিয়নের বোনাদহ গ্রামের জনৈক ব্যক্তি হিন্দু মহাসভার 'ঘোড়াকে' ভোট দেওয়ার জন্য ও পূর্ব্ব আক্রোশ বশতঃ গিরিশ বায়েনকে রাস্তায় ধরিয়া কোঁচরে জমি হইতে পেয়াজ ও কফি তুলিয়া দিয়া তাহাকে সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত আটকাইয়া রাখে, নানারূপে অপমান করে এবং রাত্রি ১২টার সময় থানায় লইয়া যায়। থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া তাহার বিরুদ্ধে কোনও নালিশ লয়েন নাই। এখন উক্ত ব্যক্তির গিরীশকে ও তাহাদের মেয়েছেলেকে গালিগালাজ করিতেছেও শাসাইতেছে। নির্ব্বাচনের ফল কি ইহাই? —নিজস্ব

ঘরপোড়া ঋণ ও নির্ব্বাচন

প্রকাশ, পূর্ব্বরাত্রে ঋণ পরিশোধের নোটিশ দিয়া গত ৩০শে মাঘ বিষরপুকুরের ঘরপোড়া জন্য সরকারী ঋণ প্রাপ্ত লোকদিগকে বেলডাঙ্গা ইউনিয়ন-বোর্ড অফিসে আদায়কারী অফিসারের নিকট ঋণ মিটাইয়া দিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। ঋণীগন অল্প সময়ের নোটিশে টাকা যোগাড়ে অসমর্থ হইয়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টকে ধরিলে তিনি তাহাদিগকে বলেন "ঘোড়ায় ভোট দিবার সময় একথা মনে ছিল না, যাও ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষের চিঠি লইয়া এস। আমি কোন কথা অফিসারকে বলিতে পারিব না।" তাহারা অগত্যা অফিসারের নিকট অল্প সময়ের নোটিশের কথা উল্লেখ করতঃ অনুযোগ করিলে তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের নোটিশ বিলিতে অযথা বিলম্বে বিস্ময় প্রকাশ করেন। প্রেসিডেন্ট অফিসারের মতি গতি দেখিয়া ভুল স্বীকার করায় বিষরপুকুরবাসীরা সময় পায়। —সংবাদদাতা

সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে শ্রীবিজয় গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত ও **প্রতিভা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,** (খাগড়া) হইতে জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত

—অভিনব চুরি—

সয়দাবাদ : মহারাজ নন্দকুমারের আত্মীয় শ্রীঅনিল কুমার মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে এক অভিনব চুরি হইয়াছে। সোনা রূপার গহনা ও নগদ অর্থ মিলাইয়া চুরির পরিমাণ ৭।৮ হাজার টাকা হইবে। সন্দেহক্রমে গৃহশিক্ষক খগেন চক্রবর্ত্তী, স্থানীয় শঙ্কর বৈরাগ্য এবং ওয়াসেদ আলি এই তিন জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। মহকুমা হাকিম তাহাদের প্রত্যেককে ৫০০ শত টাকার জামিনে মুক্তি দিয়াছেন।

এই মোকর্দ্দমা সংক্রান্ত ব্যাপারে পুলিশ কতকগুলি গোপনপত্র প্রাপ্ত হইয়াছে ও তদন্ত করিতেছে বলিয়া প্রকাশ।

ত্রিদিব সম্বর্দ্ধনা সভা

[প্রথম পাতার পর]

শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। সঠিক পথের জন্য বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সমালোচনা ও পারস্পরিক শিক্ষা গ্রহণের মারফৎ ভুল ত্রুটী সংশোধন করিয়া আরও ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে। পরিশেষে উপস্থিত ছাত্রদের আহ্বান করিয়া অধ্যাপক বাগচী বলেন যে দুই বছর হইল শিক্ষকের ব্যবধান তাঁহার ঘুচিয়া গিয়াছে। ছাত্র আন্দোলনকে এক কোণ হইতে না দেখিয়া পাশে থাকিয়া তিনি দেখিতে পারেন, তাই তিনি বহরমপুরের ছাত্রদের অতীত ঐতিহ্য স্মরণ করিয়া বর্ত্তমানের অনৈক্য ও দুর্ব্বলতাকে ঘুচাইয়া আবার আন্দোলনের জোয়ার তুলিতে আহ্বান দেন।

সভার প্রথমে সভাপতিত্ব করেন শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যাল এবং শেষের দিকে তাঁহার অনুপস্থিতিতে পৌরহিত্য করেন শ্রীছত্রপতি রায়। সভাপতির ভাষণে শ্রীসান্যাল বলেন :—ত্রিদিবের জয় মুর্শিদাবাদবাসীর জয়। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অধিকাংশ ভোট পড়িলেও পশ্চিম বাংলায় কোথাও আমাদে মধ্যে অনৈক্যের জন্য আর কোথাও মুসলমান সম্প্রদায়কে ভয় দেখাইয়া কংগেস জিতিয়াছে। কংগ্রেসের এই জয় প্রকৃত জয় নহে। আমাদের ঐক্যবদ্ধ সংগঠনের জোরে মুসলমান সম্প্রদায়কে তাই ভরসা দিতে হইবে। আর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়া বন্দীদের মুক্ত করিয়া আনিতে হইবে—ইহাই হইতেছে জনমতের নির্দ্দেশ।

পরিশেষে শ্রীত্রিদিব চৌধুরী বলেন : নির্ব্বাচনে আসনের সংখ্য দেখিয়া কংগ্রেসের মূল্য বিচার করা যায় না। আসনের সংখ্যায় আমাদের হার হইলেও সংগ্রামে আমরা হারি নাই। কংগ্রেস জিতিয়াছে মনে করিয়া সে আত্ম গৌরব করিতে পারে, জনসাধারণের বরণীয় বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী বন্দীদের আবার জেলে পুরিতে পারে; কিন্তু তাহাদের পায়ের তলার মাটী কাঁপিয়া উঠিতেছে। তাহাদের ঔদাসীন্য যে পাকুল দাসী আত্মহত্যা করিলেন, তাহার গলার দড়ি গোটা কংগ্রেসী শাসনকে নাগপাশে বাঁধিয়াছে। পরিশেষে তিনি ছাত্রদের যুবশক্তিকে জনসাধারণের হোতা বলিয়া অভিনন্দন জানান। ইহার পর সমাপ্তি সঙ্গীত হয়।

ফেরীওয়ালা সমিতি

আজিমগঞ্জ : কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টির নেতা শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ অধিকারীর সভাপতিত্বে আজিমগঞ্জ জিয়াগঞ্জ ফেরীওয়ালা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্পাদক বামন দাস জেলার ফেরীওয়ালাগণ কোনরূপ সঙ্ঘবদ্ধ না হওয়ায় যে সঙ্কটজনক অবস্থায় পতিত হন তাহার বর্ণনা দিয়া ঐক্য ও সংগঠনের পথে সজাগ হইবার আহ্বান দেন। —নিজস্ব

Regd. No. C 3435.

স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার
মত প্রকাশের স্বাধীনতাও আমাদের জন্মগত অধিকার। সংবিধানে তাহা সম্পূর্ণতঃ সুনিশ্চিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হইব না।

সাপ্তাহিক সংগঠন
মুর্শিদাবাদ জেলার প্রগতিশীল মুখপত্র

সম্পাদক মণ্ডলী
শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী
অধ্যাপক নির্ম্মাল্য বাগচী
শ্রীবিজয় গুপ্ত।
শ্রীসনৎ রাহা
শ্রীশৈলেন অধিকারী

প্রথম বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা | ১৫ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার, ১৩৫৮, ইং ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২। | মূল্য /০ এক আনা

বিভাগ বহির্ভূত ডাক ও তার কর্ম্মচারী সম্মেলন

—অবহেলিত সরকারী কর্ম্মচারী ও জনগণের মধ্যে অচ্ছেদ্য বন্ধনের শপথ—

পরলোকে
মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি আড়াইটার সময় কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী মহাশয় তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় ৫৫ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি হৃৎপিণ্ড ও রক্তচাপের পীড়ায় ভুগিতেছিলেন।

বন্দীমুক্তির দাবীতে জনসভা

বহরমপুর, ২৭শে ফেব্রুয়ারী বহরমপুর ভৈরবতলা ঘাটে কমিউনিষ্ট পার্টির ডাকে বন্দীমুক্তির দাবীতে জনসভা হইতেছে। দেওয়ালে দেওয়ালে পোষ্টার পড়িয়াছে। বন্দীমুক্তির দাবীতে স্বাক্ষর অভিযান চলিতেছে। আর, এস, পি'র উদ্যোগেও বন্দীমুক্তির দাবীতে পোষ্টার দেওয়া হইয়াছে। —নিজস্ব

[বন্দীমুক্তির জনসভার রিপোর্ট আগামী সংখ্যায়]

শরৎচন্দ্রের স্মৃতি-বার্ষিকী

বহরমপুর : গত ২০শে ফেব্রুয়ারী মুর্শিদাবাদ জেলা সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকান পার্টির উদ্যোগে শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের দ্বিতীয় মৃত্যু বার্ষিকী উদযাপন করা হয়। প্রত্যুষে প্রভাতফেরী, সকাল ৮-৩০ মিঃ পার্টি অফিসে পতাকা উত্তোলন এবং বৈকালে ভৈরবতলাঘাটে শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যালের সভাপতিত্বে এক মহতী জনসভা হয়। এই সভায় এস, আর, পি'র বিপ্লবী নেতা মেজর জ্যোতিষ জোয়ারদার শরৎচন্দ্র বসুর জীবনী, আদর্শ ও কর্ম্মপন্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন - এই বিরাট দেশ ভারতবর্ষের জনগণের কাছে সত্যকার মুক্তির আসন পাড়তে গিয়ে শরৎচন্দ্র দেখলেন যে কোন একটি দল বা কোন একটি ব্যক্তি-সে যতই শক্তিশালী হোক না কেন—একা একা এই দেশের বিশ্বাসঘাতক কংগ্রেসী চক্রান্তকে পরাজিত করতে পারে না। তাই তিনি গড়তে চেয়েছিলেন সমস্ত বামপন্থীদের ঐক্য। সঙ্ঘকারামুক্ত কমিউনিষ্ট নেতা অনন্ত ভট্টাচার্য্য বন্দীমুক্তি সংগ্রামে শরৎচন্দ্রের কণ্ঠকণ্ঠের আহ্বান স্মরণ করাইয়া বর্ত্তমানে পশ্চিম বঙ্গের আড়াই শত বন্দীর মুক্তির জন্য শরৎচন্দ্রের ডাককে সফল করিতে আহ্বান দেন। লোকসভায় নির্ব্বাচিত আর, এস, পি নেতা ত্রিদিব চৌধুরী বামপন্থীদের ঐক্যের উপর জোর দিয়া বক্তৃতা করেন। মার্ক্সিষ্ট ফরওয়ার্ড ব্লকের শ্রীছত্রপতি রায়, কৃষক মজদুর প্রজাপার্টির নেতা শ্রীজিতেশ চন্দ্র লাহিড়ী প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ শরৎচন্দ্রের আদর্শ বর্ণণা করিয়া বক্তৃতা করেন। —নিজস্ব

বহরমপুর : গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী গ্র্যান্টহল ময়দানে মুর্শিদাবাদ জেলা বিভাগ বহির্ভূত ডাক ও তার কর্ম্মচারী সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন লোক সভায় সদ্য নির্ব্বাচিতা বামপন্থী নেত্রী শ্রীরেণু চক্রবর্ত্তীর সভানেত্রীত্বে সম্পন্ন হইয়াছে। সভার প্রথমে শ্রীসুধীন সেন কর্ত্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীত 'রাণার' গানটি গীত হইলে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীবিজয় গুপ্ত ইংরাজের আমল হইতে অবহেলিত এই কর্ম্মচারীদের বর্ত্তমানেও সরকারী উপেক্ষার ইতিহাস স্মরণ করাইয়া জেলা বিভাগবহির্ভূত ডাক ও তার কর্ম্মচারী সম্মেলন আহ্বানের কারণ ও প্রয়োজনীয়তার কথা বর্ণনা করেন।

ইহার পর অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীক্ষিতীশ সরকারের প্রস্তাব ও শ্রীবিষ্ণুপদ বক্সের সমর্থনে কর্ম্মচারীদের ২১ দফা দাবী গৃহীত হয়। ইহার মধ্যে সাব-পোষ্ট-মাষ্টারদের মাহিনা ৫০৲, ব্রাঞ্চ পোষ্ট-মাষ্টারদের ৩৫৲, ই, ডি, ডেলিভারী এজেন্টদের ৩০৲ এবং অন্য কর্ম্মচারীদের ২৫৲ মাহিনা, বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের অনুরূপ মাগ্‌গীভাতা, বেতনসহ ছুটী, উপযুক্ত 'কোয়ার্টার,' অবিভাগীয় ডাকঘরগুলির ভাড়া, পোষ্যক সরবরাহ, রেশন, বিভাগে উন্নীতকরণ, ডাকঘরের স্থায়িত্ব, কাঞ্চনতলার বৃদ্ধ ই-ডি-একে চাকুরীতে পুনর্নিয়োগ প্রভৃতি দাবী আছে।

গণ-আন্দোলনের ফলে মুক্ত ডাক ও তার কর্ম্মীদের অবিলম্বে পুণর্নিয়োগের দাবী, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনও দর্ম্মঘটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার আইনগুলি প্রত্যাহারের দাবী এবং সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পরিকল্পনার দাবীতেও প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সভানেত্রী শ্রীরেণু চক্রবর্ত্তি ইতিহাস সৃষ্টিকারী ১৯৪৬ সালের ২৯শে জুলাইকে স্মরণ করিয়া বলেন, —আজ স্বাধীনতার নমুনা—গুলি, গ্রেপ্তার, জেল, লাঠি, । ইংরাজের কাঁচা মালের যোগানদার এই দেশে শত শত শহীদরা বলছেন : 'এ স্বাধীনতা আমাদের না।' ১৯৪৬ এর দর্ম্মঘটের জোরে পে-কমিশন বসাতে বাধ্য হয়েছিল সরকার। কংগ্রেস সব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। রাজ রোষ নেমে এসেছে ইউনিয়নগুলির উপর। সরকারী কর্ম্মচারীরাও

(৪ পাতায় দেখুন)

হত্যাকাণ্ড
সেখ গোলাম পাঞ্জাতন আহম্মদ নিহত

জলঙ্গী : গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী খয়রামারী ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ফরিদপুর গ্রাম নিবাসী জনাব গোলাম পাঞ্জাতন আহম্মদ আততায়ীর হস্তে নিহত হইয়াছেন। ৭০বৎসর বয়স্ক এই বৃদ্ধের রক্তাক্ত মৃতদেহ পায়থানার নিকট পাওয়া গেলে থানায় খবর দেওয়া হয় ও মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য বহরমপুরে প্রেরিত হয়। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে। —নিজস্ব

— মহিলা সমিতি —

আজিমগঞ্জ : শ্রীমতী ননীবালা দাসীর সভানেত্রীত্বে লিচুতলায় একটি সভা হয়। সভায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গঠনকল্পে ও বন্দীমুক্তির দাবীতে প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রধান বক্তা শ্রীসমর অধিকারী মহিলা সংগঠনের আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। —নিজস্ব

পাকিস্তানের জেলখানায়
মুর্শিদাবাদের কমিউনিষ্ট-কর্ম্মী

দীর্ঘ তিন বৎসরের উপর মুর্শিদাবাদের তরুন কমিউনিষ্ট কর্ম্মী সঞ্জিৎ গুপ্ত পাকিস্তানের রাজসাহী জেলে বন্দী। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্ম্মীদের যে ডিভিসনের সুযোগ দেওয়া হয় তাহাও তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই। গত এক বছরের মধ্যে তাঁহার সহিত আত্মীয় স্বজনের ইন্টাভিউএর অনুমতিও দেওয়া হয় নাই। দীর্ঘদিন প্রাচীর ও কাঁটাতারের মধ্যে আবদ্ধ কিশোর ছাত্র সঞ্জিৎকে তাঁহার বৃদ্ধা জননী বা আত্মীয় স্বজনের সহিত সাক্ষাতের সুযোগ হইতে বঞ্চিত রাখিয়া পাকিস্তানের শাসকশ্রেণী নিষ্ঠুর স্বৈর তন্ত্রের পরিচয় দিতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও ২৫০ বিনাবিচারে আটক রাজবন্দীর আর একজনকেও ছাড়া হইবে না বহিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। উভয় বঙ্গেই তাই বন্দীমুক্তি আন্দোলন শক্তিশালী রূপ গ্রহণ করিতেছে। —নিজস্ব

দুর্ভোগ

আজিমগঞ্জ : গত পাঁচমাস পূর্ব্বে স্থানীয় এডভাইসারী বোর্ডের নির্দ্দেশে পুরাতন কার্ড বদলের জন্য দুইপয়সা দিয়া ফর্ম নিয়া দরখাস্ত করিতে হয়; কিন্তু অদ্যাবধি কেহই নূতন কার্ড পান নাই।

সংগঠন

১৫ই ফাল্গুন, ১৩৫৮ সাল।

পৌর জীবনের যৌথ দায়িত্ব

এইবার বহরমপুর পৌর-সভার নির্বাচন পর্ব সুরু হইতেছে। বহু ত্রুটী দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও জনতার প্রগতিশীল ঐক্য সাধারণ নির্বাচনে কায়েমী স্বার্থকে আতংকিত করিয়া তুলিয়াছিল। পৌর-সভার নির্বাচনকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রগতিশীল ঐক্যের প্রতি কায়েমী স্বার্থের সেই ভীতি আজও নানাভাবে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে। সাধারণ নির্ব্বাচনে ইউ-পি-বি'র ত্রুটী দুর্ব্বলতাগুলির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কোন কোন ধুরন্ধর ধুয়া তুলিয়াছেন—ঐক্যের আর প্রয়োজন নাই। ইহাদের মতে, মাথা কাটীয়া ফেলা ছাড়া মাথার ব্যারামের অন্য দাওয়াই নাই। আমরা বিশ্বাস করি, সাধারণ মানুষ ঐক্যবদ্ধ শক্তির প্রতি আস্থা হারান নাই। ব্যক্তিগত স্বার্থ ও দলীয় সংকীর্ণতা মুক্ত সবল সুস্থ ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বই তাঁহারা কামনা করেন। জেলার বামপন্থী দল ও প্রগতিশীল ব্যক্তিদের সেই কথা স্মরণ রাখিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে।

অনেকে একথাও বলিয়া বেড়াইতেছেন যে, মিউনিসিপ্যালিটীতে রাজনীতির স্থান নাই। অথচ সহরবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষা, মেথর এবং অভাবগ্রস্ত কেরাণী কর্ম্মচারীদের বাঁচার মত বেতনের ব্যবস্থা করিতে অক্ষমতার কৈফিয়ৎস্বরূপ এতদিন তাঁহারাই 'টাকার অভাব', 'বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট' কমিশনারদের সীমাবদ্ধ শক্তি ইত্যাদির কথা উল্লেখ করিয়া দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন। মোটর ও ট্রাক চলাচল হইতে সরকার মোটা কর আদায় করেন, সহরের সিনেমাগুলি হইতে প্রমোদ কর বাবদ দৈনিক একটা মোটা অঙ্ক সরকারী তহবিলে জমা পড়ে। ট্রাক চলাচল ও সিনেমার সহিত যথাক্রমে সহরের পথঘাট ও স্বাস্থ্য রক্ষার প্রশ্ন জড়িত আছে। মিউনিসিপ্যালিটীর অর্থাভাব দূর করিবার জন্য উক্ত কর বাবদ আদায়ের একাংশ দাবী করার যৌক্তিকতা আছে। এবং সেই দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলনের ডাক দিলে সহরবাসীর নিকট হইতে সাড়া পাওয়া যাইবে। ইহা যদি রাজনীতি হয়, তবে সে রাজনীতির দায় হইতে পৌর-প্রতিষ্ঠান রেহাই পাইতে পারে না।

নাগরিক জীবনে সামান্যতম সুবিধার আবেদন জানাইলে ট্যাক্স বৃদ্ধির ভয় দেখাইয়া করদাতাদের মুখ বন্ধ করা হয়। সকলেই জানেন, মধ্যবিত্ত ও গৃহস্থদের উপর ধার্য্য করের পরিমাণ পূর্ব্বের তুলনায় তিন গুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ মধ্যবিত্ত পরিবারের আয় সে অনুপাতে বাড়ে নাই। আর একটি অতিরিক্ত পয়সা ব্যয় করিবার সামর্থ্য মধ্যবিত্ত পরিবারের নাই। মধ্যবিত্ত পরিবারের উপর হইতে কর ভার লাঘব করিয়া উপর তলার মোটা মোটা ব্যবসাদার ও জমিদারদের উপর পৌর প্রতিষ্ঠানের কর ভার বৃদ্ধি করিয়া মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের উপর হইতে কর ভার লাঘব করিতে হইবে। ট্যাক্স ধার্য্য করার সময় পরিবারের আয়ের প্রতি নজর রাখা উচিত। বাড়ী ভাড়া হইতে যাহাকে জীবিকার অংশবিশেষ অর্জ্জন করিতে হয় (অন্য প্রকার চাকুরী অথবা কায়িক পরিশ্রম থাকা সত্ত্বেও) তাহার, মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দীর পতিত বাড়ীর, বড় বড় আড়তদারদের গুদামঘরের এবং বাড়ীভাড়া দেওয়াকে একমাত্র পেশা হিসাবে গ্রহণ করিয়া যাহারা অলস জীবন যাপন করিতেছে তাহাদের হোল্ডিং সমূহের ট্যাক্স একই মানদণ্ডে পরিমাপ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। এসেম্ব মেন্টের সময় এইরূপ স্বচ্ছ দৃষ্টি লইয়া প্রতিটী ক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী বাস্তবানুগ বুদ্ধি প্রয়োগ করা যদি রাজনীতি হয় তবে সে রাজনীতি হইতে পৌর প্রতিষ্ঠান দূরে থাকিতে পারে না।

সহরের পথ ঘাটের উন্নতি সাধনের জন্য, মিউনিসিপ্যাল কর্ম্মচারীদের জীবনের মান উন্নয়ন করার জন্য যদি বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন বাতিল করা অপরিহার্য্য হয় তবে তাহার জন্য মিউনিসিপ্যালিটির ভিতরে ও বাহিরে তীব্র আন্দোলন করিতে হইবে। পৌর সভার প্রতিটি সমস্যা সহরবাসীর সামনে তুলিয়া ধরিয়া তাহাদের মতামত গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে যৌথ দায়িত্বের অংশীদার করিয়া তুলিতে হইবে।

আমরা এমন দাবী করিতেছি না যে চীনের ভিন্নিস সহরের মিউনিসিপ্যালিটির মত বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটিও এখনই কাসিমবাজার রাজের সৈদাবাদের পতিত বাড়ীখানির দখল লইয়া সহরের পথঘাট হইতে নিরাশ্রয় ভিক্ষুক বালকদের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া দেন। কিন্তু তাই বলিয়া দেশের সাধারণ রাজনৈতিক জীবন হইতে কোন পৌরপ্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

এতদিন সম্রাটের ওমরাদিগে অথবা সিলভার জুবিলীতে রঙ্গীন বাতি জ্বালাইয়া এবং রাজা মহারাজা ও সামন্ত প্রতিভূদের 'সম্মান' দেখাইয়া যাহারা পৌর কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন তাঁহারা বর্ত্তমান পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়া যে পৌরদায়িত্ব ও রাজনৈতিক দায়িত্বের মধ্যে চীনের প্রাচীর খাড়া করিতে চাহিবেন তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। কারণ তাঁহাদের 'রাজনীতি'র দিন শেষ হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে অহরহঃ এমন সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে এবং ঘটিবার সম্ভাবনা আছে যাহার মূলে রাজনীতি থাকিলেও পৌরসভার সভ্যদের সে বিষয়ে ভূমিকা গ্রহণের মত দৃঢ়তা থাকা প্রয়োজন। বহরমপুর সহরের এলাকায় শ্রীমতি পারুল সরকারী অবিচারের প্রতিবাদে আত্মহত্যা করিয়াছেন। অন্যায় এবং অবিচারের প্রতিবাদের যে সমস্ত আন্দোলন হইবে তাহাতে যাহারা অংশ গ্রহণ করিবেন না, সহরবাসীর সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া যাহারা প্রতীকার দাবী করার দায়িত্ব অস্বীকার করিবেন তাঁহাদিগকে কমিশনার নির্ব্বাচিত করা উচিত কিনা তাহা সহরবাসী ভাবিয়া দেখিবেন।

মিউনিসিপ্যালিটির খুঁটিনাটি সমস্ত এবং সে সম্পর্কে সম্ভাব্য স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমরা বারান্তরে আলোচনা করিব। আজ শুধু এইটুকু পরিষ্কার করিয়া বলিয়া রাখিতে চাই—পৌরসভায় আমরা আর সেই সব ব্যক্তিদের আর দেখিতে চাহি না যাহারা রোম পুড়িয়া গেলেও শুধু নিজেদের আসনে বসিয়া বাঁশী বাজাইয়া যাইবেন, ওয়ার্ড সরকারের খাতার বাহিরে যাহাদের দৃষ্টি যাইবে না।

—::০::—

ভবঘুরের ডায়েরী

ঘুরতে ঘুরতে বহরমপুর ফৌজদারী কোর্টের একটি কামরায় সেদিন হাজির হ'য়েছিলাম। না, আসামী হ'য়ে নয়। স্রেফ দর্শক হ'য়ে। যা দেখলাম, মানে শুনলাম তাতে আমার সমস্ত শরীর হিম হ'য়ে গেল। হাকিমের সামনে সওয়াল প্রসঙ্গে এক প্রবীন এ্যাডভোকেট আমাদের রাষ্ট্রকে বার বার ডোমিনিয়ন হিসেবে উল্লেখ করায় হাকিম ভ্রূকুটি করলেন। বললেন, মশাই আমাদের ষ্টেটকে ডোমিনিয়ন ব'লছেন কি হিসেবে? প্রবীন এ্যাডভোকেট একটু আমতা আমতা ক'রে বললেন: ডোমিনিয়ন না বললেই কি একটু বে-হিসেবী হ'য়ে যাবে না স্যার?

পাশের লোককে জিগ্যেস করলাম: ভদ্রলোক কমুনিষ্ট টমুনিষ্ট না কি? ভদ্রলোকটি জবাব দিলেন: একে চেনেন না? হ্যাঃ, ভদ্রলোক একটু হাসলেন। বললেন: দিন কাল যা পড়েছে রায় সাহেবরাও কংগ্রেসী স্বরাজকে স্বরাজ ব'লে মানতে চাইছেন না। গাধাকে তো আর ঘোড়া বলা যায় না মশাই। এ্যাডভোকেট ব'লেই পার পেলেন; ন—হ—লে দমদম জেলে ৩নং ৩৬ জমা.....।

** ** **

এক কয়েদী ছাড়া পেয়ে প্রতিবাসীর কাছে এসে আস্ফালন করেছিল "জানিস, জেলখানায় ২০০ কয়েদী আমার হুকুমে চলত! আমি তাদের মনিব হয়েছিলাম!" একজন প্রতিবাসী এই কয়েদী মেটটিকে জিজ্ঞেস করেছিল,—"কিন্তু তুমি বাবা কোন মহারাজা ছিলে? জমাদারের লাঠি খাওনি তুমি?" সে গাঁয়ে এই কয়েদী মেটটির জেল-গৌরব আর টিকে নি। আমাদের দ্বিখণ্ডিত দেশেও জেলখানার কয়েদীটির উপরওয়ালা মেটদের মত 'স্বাধীনতা' পেয়েছেন মেহরুজী ও নাজিম সাহেব। মাউন্টব্যাটেন-জমাদার, চার্চিল-জেলসুপার এবং ট্রুম্যান-আই-জি থাকতে এমন 'স্বাধীন' মেট আর কোথায় পাব? এই 'স্বাধীন' মেটের দল কিন্তু লাঠি মারার ক্ষমতাটা পেয়েছে। তাইত লোকে বলে 'ভাত দেবার কেউ নয়,—লাঠি মারার গোঁসাই।' ** ** **

বিদেশী মনিবদের খুসী করার জন্যে এই ডোমিনিয়ন—খুরি বিপ্লবীদের, কংগ্রেসী কর্ত্তাদের চেষ্টার অন্ত নাই। রাজার মৃত্যুতে ১১দিন অশৌচ পালন,—অফিস ছুটি, সেটাত পরম ও চরম কর্ত্তব্য! সাগর পারের শ্বেত রাজা হচ্ছেন তিনি! আর রবীন্দ্রনাথ? সে ত একটা 'নেটিভ' ছড়াবোলনেওয়ালা! তার মৃত্যুতে ছুটি? ফুঃ! এতে কি আর দেশের ইমান প্রেষ্টিজ বাড়ে? তার চেয়ে রাজকুমারী (বর্ত্তমানে কমনওয়েলথের রাণী) সাগর দিয়ে যাচ্ছেন। ১৯পাঠাও ডেষ্ট্রয়ার জাহাজ! সম্মান বাড়বে দেশের!

"আমি তরীটি বাহিয়া আসিব
তুমি চরণ দু'খানি বাড়ায়ো হে।"

——::০::——

ভলিবল প্রতিযোগিতা

ধুলিয়ান: গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী অর্জ্জুনপুর ভলি গ্রাউণ্ডে স্থানীয় ভলি ক্লাবের সহিত প্রীতি প্রতিযোগিতায় কে, ডি, এ, সি'র ভলি খেলোয়ারগণ জয় লাভ করিয়াছেন। কে, ডি, এ, সি'র শ্যামল ও অর্জ্জুনপুর ক্লাবের সতীশ সে দিনের খেলায় কৃতীত্ব দেখাইয়াছেন।

— নিজস্ব

বাস্তুহারা সম্মেলন

আজিমগঞ্জ: শ্রীগোপাল সুরের সভাপতিত্বে জিয়াগঞ্জে একটি সভা হয়। শ্রীসমর অধিকারী প্রধান অতিথির পদ গ্রহণ করেন। বন্দীমুক্তি দাবীতে ও জিয়াগঞ্জে শীঘ্রই একটি বাস্তুহারা সম্মেলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। —নিজস্ব

কাটাপোষাক বিক্রেতা সমিতি

আজিমগঞ্জ: শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ অধিকারীর সভাপতিত্বে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ-ভগবানগোলা-বালুচর-লালগোলা কাটাপোষাক বিক্রেতা সমিতির অধিবেশন হয়। দশজনকে লইয়া কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভায় পঞ্চাশজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ছিট কাপড় অভাবে কাটা পোষাক প্রস্তুত করনে সমবের কথা বর্ণনা করেন।

নবগ্রামথানা খাদ্য-অভিযান কমিটি ও কৃষক সমিতির যুক্ত-বিবৃতি

আমরা থানার বিভিন্ন স্থান হইতে পক্ষপাতিত্ব-মূলক ধানসীজের খবর পাইতেছি। সরকারের এই ধান সীজ প্রথার কল্যাণে গ্রামের নিরীহচাষীর ঘর হইতে অধিকাংশ ধান সীজ করা হইতেছে অথচ বড় বড় জোতদারগণ তাঁহাদের ধান মজুত রাখিয়া চোরাকারবারীতে বেশ দুই পয়সা জমা করিবার বেপরোয়া সুযোগ পাইতেছেন। তাই এবার নবগ্রাম থানার ধান উৎপাদনের স্বল্পতার দিকে লক্ষ রাখিয়া আমরা সরকারের নিকট দাবী করিতেছি:—(১) সারা বছরের খোরাকী ধান, আগামী বছরের চাষাবাদের খরচ ও অন্যান্য খরচের কথা বিবেচনা না করিয়া গরীব, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ধান সীজ করা চলবে না। (২) যে ধান সংগ্রহ করা হইবে তাহা হইতে স্থানীয় এলাকার প্রয়োজনমত জমা রাখিয়া অভাবের সময় চাষাবাদের জন্য গ্রামের কৃষক ও গরীব মানুষেরা যাহাতে ঐ ধান কর্জ্জা কিংবা কনটোলদরে পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৩) বাজারের অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে সমতা রাখিয়া সংগৃহীত ধানের মূল্য দিতে হইবে। (৪) জেলার ভিতর কর্ডন রাখা চলিবে না এবং গ্রামবাসীর উপর অযথা জুলুম ও কোনরকম হয়রানী করা চলিবে না।

জনসাধারণের নিকট আমাদের আবেদন—এই ন্যায়সংগত দাবীকে কার্য্যকরী করার জন্য সংগঠিত ভাবে আন্দোলন গড়িয়া তুলুন এবং থানা খাদ্য অভিযান কমিটি ও কৃষক সমিতির নিকট ধান সীজের দুর্নীতির সংবাদ আদানপ্রদান মারফত যোগাযোগ স্থাপন করুন। —নির্ম্মল মুখার্জি ও ধীরেন বাগ
পোঃ অমৃতকুণ্ডু

[আমরা ইসলামপুর স্কুলকমিটির পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ বন্ধু ঠাকুর এবং বড়দহ গ্রাম নিবাসী শ্রীরবি সরকার ও সুধীন্দ্র বিশ্বাসের নিকট হইতে স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের সমর্থনে দুইটি পত্র পাইয়াছি। একই মর্ম্মে লিখিত হওয়ায় পত্রগুলি আর প্রকাশিত হইল না।-সঃ সঃ]

গ্রামাঞ্চলে মহামারী

বাঁটী: এই অঞ্চলে কলেরা ও বসন্ত রোগ মহামারীরূপে ছড়াইয়া পড়িতেছে। নিম্নে শুধু বাঁটী গ্রামে বসন্ত রোগের প্রকোপের কথা দেওয়া গেল:

নাম	পরিবারের লোকসংখ্যা	রোগী
রমজান সেখ	৮	৮
জানমহম্মদ	৩	৩
আতসর	৪	২
সৈয়দ আলী	২	২
এব্রাহিম	১০	১
সুরেন ঘোষ	২২ (মৃত ২জন)	১৮
ঋষিপদ	৩	২
গুহিরাম ঘোষ	৫	২
মহেন্দ্র ঘোষ	২০	২
ফটিক ঘোষ	৪	১
জগবন্ধু মণ্ডল	৩	১
হরেন্দ্র বিশ্বাস	১৬	১
বৈদ্যনাথ মণ্ডল	৪	১
আবেজ সর্দ্দার	৩	১
কালীপদ বিশ্বাস	৬	১

এইভাবে বাঁটি গ্রামের মত অন্যান্য গ্রামেও বসন্ত রোগের সাথে সাথে কলেরাও ছড়াইয়া পড়িতেছে। মৃত্যুর হারও বাড়িতেছে। আমরা সেনিটারী বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। —নিজস্ব

বিভিন্ন স্থানে অগ্নিকাণ্ড

খরগ্রাম, গত ২রা ফাল্গুন সন্ধ্যার সময় আমজুয়া গ্রামের শক্তিপদ মণ্ডলের পুত্র যখন পড়া করিতেছিল সেইসময় তাহার জামা ও কাপড়ে আগুন ধরিয়া বুক ও পেট সাংঘাতিকভাবে পুড়িয়া যায়। গ্রামে চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকায় তাহাকে বহরমপুর হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। ছেলেটির নাম নির্ম্মল। —নিজস্ব

গাজিলগর গ্রামে অগ্নিকাণ্ড

ধুলিয়ান: গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী ধুলিয়ান হইতে এক মাইল দূরে গাজিনগরে আগুন লাগিয়া প্রায় ২৫।২৬ খানি খড়ের গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে। গ্রামের কর্ম্মী গণেশ, ননী, মাষ্টার গফুর, দোলন, শ্যামল প্রভৃতি ধুলিয়ান কাঞ্চনতলার তরুণ দলের ও গ্রামবাসীর তৎপরতায় অগ্নির তাণ্ডব লীলা আর বাড়িতে পারে নাই। উপরোক্ত গৃহহারা পরিবারের অনেকের শীঘ্র অর্থ সাহায্য প্রয়োজন।

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী গভীর রাত্রে ধুলিয়ানের নিকটবর্ত্তী কেইপুর গ্রামে ষোড়শ বর্ষীয় নাবালক হাসান দরজীর বাড়ী আগুনে ভস্মীভূত হইয়াছে। পন্যার ডাঙ্গনের হাহাকার লইয়া গঠিত নব ধুলিয়ানের একাংশের হিন্দু মুসলমান স্বল্পবিত্ত পরিবারগুলির অবস্থা বিশেষ চিন্তার বিষয়। আকস্মিক অগ্নি বিপদ বা পানের জন্য নিত্য প্রয়োজনে জলের ব্যবস্থাই নাই।

গত ৭ই ফাল্গুন সেরপুর স্কুলে আগুন লাগিয়া স্কুলের বড়ঘরখানা পুড়িয়া গিয়াছে। স্কুলের কিছু আসবাব পত্রও পুড়িয়া গিয়াছে। কোন দুষ্টলোকে ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়াছিল। —সংবাদদাতা

— সভা সমিতি —

আগামী ২১শে ফাল্গুন মঙ্গলবার বৈকাল ৪॥০ ঘটিকায় নবগ্রাম থানার বাগোড় গ্রামে জেলার মুক্ত রাজবন্দীদের সম্বর্দ্ধনা ও এলাকার খাদ্য বস্ত্রের দাবীতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

মুক্তি রাজবন্দী অনন্ত ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি উপস্থিত থাকিবেন।

দলমতনির্বিশেষে দলে দলে সভায় যোগদান করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

—বাগোড় কমিউনিষ্ট পার্টি

বহরমপুর টেলারিং স্কুল

অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ছাঁট কাট ও সেলাই শিক্ষা দেওয়া হয়। উদ্বাস্তুদের বিশেষ সুবিধা আছে।

"রূপায়ণ"

পোঃ খাগড়া, জেলা মুর্শিদাবাদ।

অপচয় করিয়া বিভ্রান্ত অবস্থায় ঐস্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। বর্ত্তমানে ঐ কলোনীর করগেট টীন গুলো উক্ত জমিদারবাবুর পল্লরে গুদাম জাত আছে বলিয়া আমাদের ধারণা। জলঙ্গী থানার বিভিন্ন গ্রামে এখনও যথেষ্ট নিঃস্ব বাস্তুহারা এদেশের মাটীতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিবার জন্য কুঁড়েঘরে রোদ্রে পুড়িয়া জলে ভিজিয়া দিন যাপন করিতেছেন। কর্ত্তৃপক্ষ সত্বর নিরপেক্ষভাবে ঐ টীন গুলি বিলি করিলে ৫০।৬০টী বাস্তুহারা পরিবারের গৃহ নির্ম্মানের সুযোগ হয়। এবিষয় সুদৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করি। ইতি—২৬।১০।৫৮

শ্রীপরেশনাথ ভৌমিক

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

ইসলামপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

সম্পাদক মহাশয়,

আপনার সাপ্তাহিক সংগঠন মুর্শিদাবাদ জেলার প্রগতিশীল মুখপত্র ১৩৫৮।২৪শে মাঘ বৃহস্পতিবার ইংরাজী ১৩২।৫২ প্রথম বর্ষ, ১৪শ সংখ্যায় প্রকাশিত করিয়াছেন "ইসলামপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের কার্য্যকরী সমিতির নাম পেয়ালী।"

আমি ইসলামপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান সম্পাদক। আমি স্কুল কমিটীর পক্ষ হইতে বিবৃতি দিতেছি যে ইসলামপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়টী সাধারণের প্রতিষ্ঠান নামে মাত্র ছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ আমি দুঃখের সহিত মনে করি প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীপ্রণবকৃষ্ণ মজুমদার ও প্রধান শিক্ষক শ্রীরাধাকৃষ্ণ বাগচী মহাশয়দের জমিদারী স্বরূপ ছিল, যেহেতু ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী হইতে ১৯৫০ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত স্কুলের হিসাবাদি গবর্ণমেন্ট অডিটর দ্বারা অডিট করাইয়া অডিটের উল্লিখিত বিষয় সমূহ হইতে দেখা যায় যে তাঁহাদের কার্য্যকালে উভয়ের যোগাযোগে স্কুল তহবীলের বহু অর্থ তছরুপাত হইয়াছে। প্রধান শিক্ষক শ্রীরাধাকৃষ্ণ বাগচী মহাশয় কর্ত্তৃক স্কুল তহবীলের বহু অর্থের ক্ষতি হওয়ায় এবং স্কুলের কার্য্য পরিচালনের আদৌ যোগ্যতা না থাকায় ইত্যাদি কারণে স্কুলের কার্য্যকরী সমিতি তাঁহাকে ১৯৫২।১লা ফেব্রুয়ারী হইতে এক মাসের নোটীশে প্রধান শিক্ষকের পদ হইতে অপসারিত করিয়াছেন।

স্কুলের ছাত্র বেতন আদায় সম্বন্ধে প্রধান শিক্ষক শ্রীরাধাকৃষ্ণ বাগচী মহাশয়ের অযোগ্যতা ও ঔদাসীন্যের সুযোগ গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়সমূহের প্রতি জাতীয় গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইতি ২১।২।৫২

ভবদীয়—শ্রীতুকড়ি চন্দ্র নন্দী
সম্পাদক ইসলামপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

বসন্ত ও কলেরা রোগের ব্যাপক বিস্তৃতি

মহাশয়, মাসাবধি হইতে বহরমপুর ও মুর্শিদাবাদ থানার অন্তর্গত সমগ্র ছয়ঘরি, সুন্দলপুর, কলাডাঙ্গা, লালনগর, টিকটিকিপাড়া ও সমগ্র বাঁটি গ্রামে বসন্ত রোগ বিস্তার লাভ করিয়াছে মৃত্যুর সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। সম্প্রতি কলাডাঙ্গা ও বাঁটী গ্রামে কলেরা দেখা দিয়াছে। কলাডাঙ্গায় একজন গোয়ালাও কলেরায় মারা গিয়াছে। ৮নং ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট আমার সংস্পর্শে জেলা হেল্থ অফিসারকে বসন্তের সংবাদ দেওয়ার পরদিন আমরা মাত্র দুইজন টিকাদারের দেখা পাই। তাহারা ছয়ঘরির কয়েকজনকে টিকা দিয়া ঔষধ ফুরাইয়া গিয়াছে ঔষধ লইয়া কাল আসিব বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। কলাডাঙ্গা ও বাঁটিতে আসিয়াও ঐরূপেই চলিয়া গিয়াছে। এখন পর্য্যন্ত আর আসে নাই। ঐসকল গ্রামের ঠিক মধ্যে অবস্থিত বড়দহ গ্রামে আসিতে অনুরোধ করায় তাহারা আসিতে চায় নাই। সরকারী খরচায় দুঃস্থ গ্রামবাসীদের সত্বর টিকাদানের ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হউক। ইতি—

শ্রীঅমূল্যরতন সরকার

"মজুত টীন বাবুর ঘরে, বাস্তুহারা কষ্টেমরে।"

মহাশয়, জলঙ্গী থানার বাদিখাঁরদিয়ার গ্রামে জমিদার শিশিরবাবুর তত্ত্বাবধানে উদ্বাস্তু কলোনীর ঘর দোর নির্ম্মাণ করিবার জন্য ৫০।৬০ বাণ্ডিল করগেট টীন মজুত হয়। অধিকাংশ বাস্তুহারা ঐ গ্রামে নানা ভাবে প্রতারিত হইয়া সরকারী ঋণের

ডাক ও তার কর্ম্মচারী সম্মেলন

[১ম পাতার পর]

রাজনীতি করতে বাধ্য হয়েছে।

ছাঁটাই নীতি, আত্মীয় পোষণ, ঘুষের খেলায় অবহেলিত বিভাগ বহির্ভূত সরকারী কর্ম্মচারীদের উপর শোষণ অত্যাচারের কল্পনাতীত কাহিনী দেশবাসী জানে না। জনসাধারণকে এসব জানান দরকার। একদিকে জমিদারী বন্দোবস্ত, অক্ষয়. তার উপর বেপরোয়া ধান সীজের দাপটে পিষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণী, এরাই হলেন গ্রামের বিভাগ বহির্ভূত ডাক ও তার কর্ম্মচারী। আপনাদের সংগ্রাম দ্বি-মুখী। একদিকে বাঁচার লড়াইএ ইউনিয়নের সংগ্রাম অন্যদিকে গ্রাম্য-জীবনের শতকরা ৮০ জন মানুষ কৃষকের সংগ্রামে সামিল হওয়া। চোরাকারবারীর বিরুদ্ধে আন্দোলন, কৃষকের আন্দোলনের মাধ্যমে আপনারাও আপনাদের দাবী দাওয়া কৃষককে জানাতে পারবেন। আপনাদের সাথে কৃষকের ঐক্য সাধন হবে। আভিজাত্যের জন্য বা ছুঁৎমার্গের জন্য যারা বিভের আনতে চায় তাদের চিনে রাখতে হবে। বে-পরোয়া ধান সীজ ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য কৃষকদের সংগ্রামের উপর আপনাদের বাঁচা মরা নির্ভর করছে। শ্রমিকের মধ্যে এবং কৃষকের সাথে ঐক্য আরও দৃঢ় করতে হবে। ইউ-টি-ইউ-সি ও বি-পি-টি-ইউ-সি'র মিলন প্রচেষ্টা তারই সূচনা করছে। বামপন্থী ঐক্য হলে যেখানে বামপন্থী সরকার গঠন সম্ভব হত, অনৈক্যের ফলে তা হয়নি; এমন কি নির্ব্বাচিত রাজ্যবন্দীদেরও আমরা বাইরে মুক্ত করে রাখতে পারি নি। এর থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। সরকারী নীতি হচ্ছে: "ছাঁটাই করব, জেলে পাঠাব, গুলি করব, স্তব্ধ করব" এমনি চেয়েছিল চীয়াং কাইশেক ও হিটলার। বর্ত্তমান তাদের হতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যৎ হবে আমাদের।

লোক সভায় নির্ব্বাচিতা বামপন্থী সদস্যা হিসাবে পার্লামেন্টে—ডাক ও তার কর্ম্মচারীদের দাবীতে সংগ্রামে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সাথে সাথে তিনি বাহিরে জনসাধারণের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের আহ্বান দেন।

প্রধান অতিথি লোকসভার সদস্য শ্রীত্রিদিব চৌধুরী ডাক ও তার কর্ম্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের জন্য অভিনন্দন জানাইয়া বলেন ইংরাজের আমলাতান্ত্রিক কাঠামো আজও অপরিবর্ত্তিত। গ্রামের সংগ্রাম ও শহরের শ্রমিকদের সংগ্রামের সঙ্গে ডাক কর্ম্মচারীদের সংগ্রামের যোগসাধনের কথা বলিয়া কংগ্রেস সরকারের নিষ্পেষণে বন্দী ডাক ও তার কর্ম্মীদের মুক্তি ও পুনর্বহাল দাবীতে গৃহীত প্রস্তাবকে তিনি অভিনন্দন জানান। পরিশেষে রাশিয়া, চীন এবং ইন্দোচীন, বর্ম্মা, মালয় প্রভৃতি দেশের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে সারা এশিয়া, সারা পৃথিবীর মুক্তির আবর্ত্তের সাথে আমাদের দেশের মুক্তির তরঙ্গে ডাক কর্ম্মীদেরও যোগ দিতে হইবে।

ইহার পর বিধান সভার নির্ব্বাচিত সদস্য শ্রীঅতীন বসু এবং অধ্যাপক নির্ম্মাল্য বাগচী সম্মেলনে উপস্থিত হইতে না পারায় যে চিঠি দিয়াছেন, তাহা পাঠ করা হয়।

পশ্চিম বঙ্গ ডাক তার কর্ম্মচারী ইউনিয়নের (u. p. t. w.) সম্পাদক ডি, কে, গুহ জনসাধারণের সঙ্গে তাঁহাদের পাশাপাশি সংগ্রামের কথা বর্ণণা করিয়া আবার ২৯শে জুলাইএর পন্থা গ্রহণ করার সময় আসিলে জনগণ তাঁহাদের পিছনে থাকার আবেদন জানান।

সদ্যমুক্ত কর্ম্মী কে, জি, বসু তাঁহার মুক্তির জন্য জনগণকে অভিনন্দন জানান এবং কর্ম্মচারীদের নাম মাত্র বেতন দিয়া ইংরাজদের দেশকে লুণ্ঠনের পুরাতন কায়দা, ইউনিয়নের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, সাসপেণ্ড, বরখাস্ত ও জেলে পোরার কাহিনী বলিয়া জনতার সমর্থনে সংগ্রামের কথা বলেন।

পশ্চিম বঙ্গ ডাক তার কর্ম্মচারী ইউনিয়নের সহকারী সম্পাদক দুর্গেশ ব্যানার্জি বিভিন্ন দাবী দাওয়ার কথা বর্ণণা করিয়া বলেন, :—"আমাদের বলা হয় রাজনীতি কোর না। খেতে পেলে আমরা রাজনীতি করবনা, বাধ্য হয়েই কর্ম্মচারীরা রাজনীতি করে।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রীবৈদ্যনাথ ব্যানার্জি, ছত্রপতি রায় ও শ্রীজিতেশ লাহিড়ী বিভাগ বহির্ভূত ডাক ও তার কর্ম্মচারীদের সমর্থনে বক্তৃতা করেন। শ্রীঅতীন মজুমদার কর্ত্তৃক সমাপ্ত সঙ্গীত গীত হয়।

—ষ্টাফ

—মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন—

বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নির্ব্বাচন উপলক্ষ্যে মনোনয়ন পত্র পরীক্ষায় চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অন্যতম প্রার্থী শ্রীসতীনাথ বাগচী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আপীল করিয়া জানাইয়াছেন যে অন্যায় ভাবে তাঁহার আবেদন পত্র বাতিল করা হইয়াছে এবং অনেকের আবেদন নাকচ করা হয় নাই।

আগামী ৪ঠা মার্চ্চ উক্ত আপীলের শুনানী হইবে।

—নিজস্ব

ধান সীজ

মাড়গ্রাম: মাড়গ্রাম ইউনিয়নের গুরুলিয়া গ্রামে শ্রীকিশোরী মোহন মণ্ডলের মোট ধান ১৬৫/০ মণ; সীজ করা হইয়াছে ৯৮/০ মণ। ঐ গ্রামেরই কৃষ্ণকান্ত সাহার মোট ধান ১১০/০ মণের মধ্যে ৭৪/০ মণ সীজ করা হয়। ইঁহারা এইরূপ ধান সীজের বিরুদ্ধে জেলা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত দিয়াছেন। কিন্তু ফল হয় নাই।

—নিজস্ব

বাজার মন্দা

বহরমপুর: বহরমপুর বাজারে হঠাৎ রবিশস্য প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্যের দর নামিয়া গিয়াছে। নীচে বিভিন্ন দ্রব্যের বর্ত্তমান সপ্তাহের মণের দাম দেওয়া হইল:—

দ্রব্যাদি	পূর্ব্বদর	বর্ত্তমান দর
মটর	১৬৲	৯॥০
মসুরি	২২৲	১১॥০
ছোলা	১৮৲	১৫৲
গম	২১৲	১৮৲
সরিষা	২৫৲	১৫৲
সরিষা তৈল	৭২৲	৫৫৲
রাঢ়ী গুড়	২৫৲	২০৲
সাধারণ "	২১৲	১৫৲
খারাপ "	১৪৲	৬৲
সাগু	২৲	১৲
গোল মরিচ	২৮৲ সের	৮৲ সের
পাট	৭০৲ মণ	৪৮৲ মণ

কৃষিজাত দ্রব্য ও তরী তরকারীর দাম অনেক কমিয়াছে। কিন্তু কাপড় প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য কমে নাই। কৃষকগণকে তাঁহাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য সস্তাদরে ফসল বিক্রয় করিতে হইতেছে; কিন্তু কাপড় প্রভৃতির দাম না কমায় সংসারের ঘর হইতে ফসল উজার হইয়া যাইতেছে। এই বাজার মন্দা জনসাধারণের সর্ব্বনাশের পূর্ব্বাভাষ বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ডুনিয়া জোড়া ধনতন্ত্রের সঙ্কটের সূচনা বলিয়াও অনেকের ধারণা। জিনিষের দাম কমিলেও লোকের ক্রয়শক্তি কমিয়া যাওয়ায় জিনিষপত্র বিক্রয় হইতেছে না।

—নিজস্ব

গ্রাজুয়েট নির্ব্বাচন কেন্দ্র

পশ্চিম বঙ্গ বিধান পরিষদের (কাউন্সিল) গ্রাজুয়েট ভোটারদের তালিকা ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। আগামী ১২ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত ঐ তালিকা সংশোধনের সময়। যাঁহাদের নাম বাদ পড়িয়াছে তাঁহারা কালেক্টরিতে গিয়া ভোটার হইবার ফর্ম্ম লইয়া পূরণ করুন এবং প্রথম মুন্সেফের আদালতে দাখিল করিয়া গ্রাজুয়েট নির্ব্বাচনী কেন্দ্রের ভোটার হউন।

আবেদন

জেলার প্রতিশীল সাপ্তাহিক 'সংগঠন' প্রকাশিত হবার পর চার মাস হয়ে গেল। লোকসান হওয়া সত্বেও বহু প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে সংগঠনকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে। জেলার জনসাধারণের দাবী দাওয়া ও আন্দোলনের সংবাদ দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে। কিন্তু একশত টাকার মত বাকী পড়ে যাওয়ায় এবং আশানুরূপ বিজ্ঞাপন সংগৃহীত না হওয়ায় 'সংগঠনের' আর্থিক অবস্থা খুব শোচনীয়।

তাই এজেন্টগণের নিকট আবেদন বাকী দেনা অবিলম্বে পরিশোধ করুন এবং সংগঠনের গ্রাহক, পাঠক ও পৃষ্ঠপোষকদের নিকট নিবেদন 'সংগঠন'কে বাঁচান—জেলার একমাত্র প্রগতিশীল সাপ্তাহিককে টিকিয়ে রাখতে অর্থ সাহায্যে এগিয়ে আসুন। ব্যবসায়ীদের নিকট আবেদন—আপনাদের বিজ্ঞাপন দিয়ে একই সাথে ব্যবসা সংক্রান্ত প্রচার ও 'সংগঠন'কে রক্ষা করুন।

ম্যানেজার "সংগঠন"
পোঃ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

পেঁপের দণ্ড ১৫৲ টাকা

বেলডাঙ্গা ২ৰশে ফেব্রুয়ারী: ভাবতার জমিদার কংগ্রেসী এম, এল, এ তাঁহার বাড়ীর একজন রাখালকে একটি সামান্য পেপে চুরির অপরাধে ১৫৲ টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন বলিয়া জানা গেল। ঘটনায় প্রকাশ রাখালটির গরীব পিতা চিররুগ্নী হইয়া বহুদিন হইতে ভুগিতেছেন। এখন তাঁহার অবস্থা মরণাপন্ন। এই অবস্থায় তাহার পেপে খাইবার ইচ্ছা হয়। ছেলে কোন উপায় না দেখিয়া জমিদারের বাগান হইতে একটি পেপে পাড়িয়া লয়। জমিদার সাহেব এই সংবাদ অবগত হইয়া ১৫৲ টাকা জরিমানা ধার্য্য করেন বলিয়া প্রকাশ।

সংগঠনের নিয়মাবলী

১। "সংগঠন" প্রতি বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হয়।

২। "সংগঠনের" প্রতি সংখ্যার মূল্য এক আনা বার্ষিক সডাক তিনটাকা ও ষান্মাষিক দেড়টাকা। ভি, পি, যোগে কোন কাগজ পাঠান হইবে না।

৩। বিজ্ঞাপনের দরের জন্য অবিলম্বে পত্র লিখুন।

৪। সমস্ত টাকাকড়ি, সংবাদ, চিঠিপত্র ইত্যাদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। অবিলম্বে এজেন্সি ও নিজস্ব সংবাদদাতা নিযুক্ত হইবার জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

—সুধীন সেন
ম্যানেজার - 'সংগঠন'
সৈদাবাদ, পোঃ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে শ্রীবিজয় গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত ও প্রতিভা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, (খাগড়া) হইতে জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত

Regd. No. C 3435.

স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার
মত প্রকাশের স্বাধীনতাও আমাদের জন্মগত অধিকার। সংবিধানে তাহা সম্পূর্ণতঃ সুনিশ্চিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হইব না।

সাপ্তাহিক সংগঠন
মুর্শিদাবাদ জেলার প্রগতিশীল মুখপত্র

সম্পাদক মণ্ডলী
শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী
অধ্যাপক নির্ম্মাল্য বাগচী
শ্রীবিজয় গুপ্ত।
শ্রীসনৎ রাহা
শ্রীশৈলেন অধিকারী

প্রথম বর্ষ, ১৮শ সংখ্যা | ২২শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার, ১৩৫৮, ইং ৬ই মার্চ্চ ১৯৫২। | মূল্য ।০ এক আনা

পরাজিত মন্ত্রীদের প্রেতাত্মার জেলভর্ত্তি—করা শাসন

লীগ শাসনের গুলিতে নিহত

—মুর্শিদাবাদের মুসলীম শহীদ—

বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার আন্দোলনকে রক্তের বন্যায় ডুবাইয়া দিবার জন্য ঢাকা সহরে পূর্ব্ব বঙ্গের হুরুল আমীন সরকার যে গুলি চালাইয়াছেন, তাহাতে প্রাণ দিয়াছেন মুর্শিদাবাদ জেলার সাহাপুরের সিরাজুল ইসলাম ও গোরাবাজারের আবু বরকত। আমরা গর্ব্বের সঙ্গে জেলার এই শহীদদের সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাইতেছি।

শাখের করাত

বেলডাঙ্গা হাটে জমিদারদের দ্বিমুখী শোষণ

বেলডাঙ্গা: বেলডাঙ্গা হাটে খাজনা ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে তোলা আদায়ের ব্যাপারে হাটের ব্যাপারী এবং কৃষকেরা বিক্ষুব্ধ হইয়াছেন। বহু ব্যাপারীর সহিযুক্ত এক গণ দরখাস্ত জেলা শাসক মহোদয়ের নিকট পাঠাইয়া ইহার প্রতিকার দাবী করা হইয়াছে।

হকারের উপর মারপিঠ

বহরমপুর: গত ১লা মার্চ্চ "সংগঠন" "সমাচার" ও অন্যান্য পত্রিকার হকার মহাবীর চক্রবর্ত্তীকে জনৈক ফলওয়ালী ও অপর কয়েকজন নির্ম্মমভাবে মারপিঠ করার ফলে সে অচৈতন্য হইয়া যায়। তাহাকে বহরমপুর হাসপাতালে পাঠানো হইয়াছে। এ সম্পর্কে ফলওয়ালী স্ত্রীলোক ও অপর একজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে ও অপর কয়েকজনকে খোঁজ করিতেছে।

বেপরোয়া ধান সীজ

কান্দী: ধানবরা পুলিসে কোন কোন ক্ষেত্রে জমির পরিমাণ পরিবারের লোক সংখ্যা ও সারা বছরের খাবারের ধান না রাখিয়া নিজের খেয়াল খুসী মাফিক ধান ধরিয়া অযথা হয়রাণ করিতেছে। ভাটপাড়া গ্রামের অমূল্য সাহার জমি নয় বিঘা। পরিবারের লোকসংখ্যা দশ জন। কয়েকদিন আগে এসেসর ইনস্পেকটর অমূল্য সাহার বাড়ীতে ফিতা দিয়া ধান মাপিয়া এবং ৪৮/০ মণের বেশী ধান না থাকা সত্বেও ৮১/০ ধান আছে বলিয়া মাথা পিছু ৬/০ মণ রাখিয়া ১৮/০ মণ ধান সীজ করে। পরে ভদ্রলোক ইনস্পেকটারের সামনে ধান মাপিয়া প্রমাণ করে ৪৮/০ মণের বেশী ধান নাই।

—নিজস্ব

দোল উপলক্ষ্যে প্রেস বন্ধ থাকায় আগামী সপ্তাহের "সংগঠন" প্রকাশ বন্ধ থাকিবে। পরবর্ত্তী ১৯শ সংখ্যা ২০শে মার্চ্চ তারিখে প্রকাশিত হইবে।

নীতি ব্যর্থ করুন

বন্দী মুক্তির দাবীতে আহুত জনসভায় ঘোষণা

বহরমপুর: গত ২৭শে মার্চ্চ বন্দীমুক্তি ও ব্যক্তি স্বাধীনতার দাবীতে কমিউনিষ্টপার্টির ডাকে ভৈরবতলা ঘাটে এক জন সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষক মজুর প্রজা দলের নেতা শ্রীজিতেশ চন্দ্র লাহিড়ী। জেলা কমিউনিষ্টপার্টির সম্পাদক শ্রীঅপর্ণা ভট্টাচার্য্য বলেন, যে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার সাত সাতটি মন্ত্রী নির্ব্বাচনে পরাজিত হইলেন, সেই মন্ত্রীসভা অহল্যা লতিকার মত নারীদের হত্যা করিয়া ক্ষুদিরাম মণ্ডলকে হত্যা করিয়া, সতীশ প্রামাণিক ও পারুল দাসীকে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য করিয়া আবার হিংসার অপরাধে কমিউনিষ্টদের গ্রেপ্তার করার স্পর্দ্ধা রাখে। যাহারা ইংরাজ রাণীর গদি আরোহণের সময় তোপধ্বনি করে, তাহারা আবার কমিউনিষ্টদেরকে বিদেশের কাছে দালালী করার অভিযোগ করে। সকল দলের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ইহাদের আটক নীতিকে পরাস্ত করিয়া কমিউনিষ্ট, আর-এস-পি ও আর-সি-পি সকল দলের বন্দীদের মুক্ত করিবে।

[চার পাতায় দেখুন]

শহীদ ক্ষুদিরাম ও তাঁর পরিবার

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী বহরমপুরে বন্দীমুক্তির দাবীতে আহুত জনসভায় পেট্রোল অফিসারের গুলিতে নিহত সেকেন্দারপুরের কৃষক সমিতির কর্ম্মী শহীদ ক্ষুদিরাম মণ্ডলের বিধবা সহধর্ম্মিনী তাঁহার মামলা পরিচালন ও অসহায় সন্তানদের বাঁচাইবার আবেদন জানান। আমরা এই আবেদনে সাড়া দিবার জন্য পাঠক ও জনসাধারণকে অনুরোধ জানাইতেছি। নিম্নঠিকানায় অর্থ সাহায্য করিলে যথাস্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। "শহীদ ক্ষুদিরাম মণ্ডলের পরিবারের জন্য" বলিয়া উল্লেখ করিয়া দিবেন। —সুধীন সেন

ম্যানেজার "সংগঠন"
পোঃ খাগড়া জেঃ মুর্শিদাবাদ।

বেপরোয়া ধানসীজের বিরুদ্ধে কৃষক জনতার ঐক্য গঠনের সিদ্ধান্ত

—জেলা কৃষক সমিতির অধিবেশন—

বহরমপুর: গত ২রা মার্চ্চ বহরমপুরে কৃষক সমিতির জেলা সংগঠনী কমিটির এক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি জনাব ফয়েজ উদ্দিন। বিভিন্ন এলাকার ধান সীজ, ফসলের দর এবং সংগঠন ও আন্দোলনের অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট গ্রহণের পর বিগত সাধারণ নির্ব্বাচন সংক্রান্ত প্রস্তাব এবং বন্দীমুক্তির দাবীতে পূর্ব্ব বঙ্গের ভাষা আন্দোলনের সমর্থনে, দুর্নীতিমূলক ধান সীজের প্রতিবাদে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ধান সীজ সংক্রান্ত প্রস্তাবে বেপরোয়া ভাবে কৃষকদের ধান সীজ বন্ধ রাখিয়া জমিদার জোতদারদের উদ্বৃত্ত ধান সংগ্রহের দাবী এবং কৃষিজাত দ্রব্যের প্রভৃতি দামের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য কমানর দাবী জানান হয়।

আগামী ৬ই এপ্রিল (২৪শে চৈত্র) নবগ্রামে জেলা কৃষক সম্মেলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাহার প্রস্তুতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য আগামী ১৬ই মার্চ্চ জেলা কৃষক সমিতির বর্দ্ধিত সভা বহরমপুর সহরে অহ্বান করা হইয়াছে।

বহরমপুর টেলারিং স্কুল
অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ছাঁট কাট ও সেলাই শিক্ষা দেওয়া হয়। উদ্বাস্তুদের বিশেষ সুবিধা আছে।
"রূপায়ণ"
পোঃ খাগড়া, জেলা মুর্শিদাবাদ।

পড়ুন
সদ্যমুক্ত রাজবন্দী অনন্ত ভট্টাচার্য্যের কারাজীবনের কাহিনী
"আন্দামান বন্দী"
সনৎ রাহা, কৃষ্ণপদ নাথ ও বট চৌধুরীর নিকট পাইবেন। দাম ১৲ টাকা।

ডাক ও তার কর্ম্মচারী সম্মেলন

(১ম পাতার পর)

রাজনীতি করতে বাধ্য হচ্ছে।

ছাঁটাই নীতি, আত্মীয় পোষণ, ঘুষের খেলায় অবহেলিত বিভাগ বহিঃভূত সরকারী কর্ম্মচারীদের উপর শেষের অত্যাচারের কল্পনাতীত কাহিনী দেশবাসী জানে না। জনসাধারণকে এসব জানান দরকার। একদিকে জমিদারী বন্দোবস্ত, অন্যদিকে তার উপর বেপরোয়া ধান সীজের দাপটে পিষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণী, এরাই হলেন গ্রামের বিভাগ বহিঃভূত ডাক ও তার কর্ম্মচারী। আপনাদের সংগ্রাম দ্বিমুখী। একদিকে বাঁচার লড়াইএ ইউনিয়নের সংগ্রাম অন্যদিকে গ্রামাজীবনের শতকরা ৮০ জন মানুষ কৃষকের সংগ্রামে সামিল হওয়া। চোরাকারবারীর বিরুদ্ধে আন্দোলন, কৃষকের আন্দোলনের মাধ্যমে আপনারাও আপনাদের দাবী দাওয়া কৃষককে জানাতে পারবেন। আপনাদের সাথে কৃষকের ঐক্য সাধন হবে। আভিজাত্যের জন্য বা ছুঁৎমার্গের জন্য ঘরে বিদেশ আনতে চায় তাদের চিনে রাখতে হবে। বেপরোয়া ধান সীজ ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য কৃষকদের সংগ্রামের উপর আপনাদের বাঁচা মরা নির্ভর করছে। শ্রমিকের মধ্যে এবং কৃষকের সাথে ঐক্য আরও দৃঢ় করতে হবে। ইউ-টি-ইউ-সি ও বি-পি-টি-ইউ-সি'র মিলন প্রচেষ্টা তারই সূচনা করছে। বামপন্থী ঐক্য হলে যেমনে বামপন্থী সরকার গঠন সম্ভব হত, অনৈক্যের ফলে তা হয়নি; এমন কি নির্ব্বাচিত রাজবন্দীদেরও আমরা বাইরে মুক্ত করে রাখতে পারি নি। এর থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। সরকারী নীতি হচ্ছে: "ছাঁটাই করব, জেলে পাঠাব, গুলি করব, স্তব্ধ করব" এমনি চেয়েছিল চীয়াং কাইশেক ও হিটলার। বর্ত্তমান তাদের হতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যৎ হবে আমাদের।

লোক সভায় নির্ব্বাচিতা বামপন্থী সদস্য হিসাবে পার্লামেন্টে—ডাক ও তার কর্ম্মচারীদের দাবীতে সংগ্রামে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সাথে সাথে তিনি বাহিরে জনসাধারণের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের আহ্বান দেন।

প্রধান অতিথি লোকসভার সদস্য শ্রীত্রিদিব চৌধুরী ডাক ও তার কর্ম্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের জন্য অভিনন্দন জানাইয়া বলেন ইংরাজের আমলাতান্ত্রিক কাঠামো আজও অপরিবর্ত্তিত। গ্রামের সংগ্রাম ও শহরের শ্রমিকদের সংগ্রামের সঙ্গে ডাক কর্ম্মচারীদের সংগ্রামের যোগসূত্রের কথা বলিয়া কংগ্রেস সরকারের নিষ্পেষণে বন্দী ডাক ও তার কর্ম্মীদের মুক্তি ও পুনর্বহাল দাবীতে গৃহীত প্রস্তাবকে তিনি অভিনন্দন জানান। পরিশেষে রাশিয়া, চীন এবং ইন্দোচীন, বর্ম্মা, মালয় প্রভৃতি দেশের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে সারা এশিয়া, সারা পৃথিবীর মুক্তির আবর্ত্তের সাথে আমাদের দেশের মুক্তির তরঙ্গে ডাক কর্ম্মীদেরও যোগ দিতে হইবে।

ইহার পর বিধান সভার নির্ব্বাচিত সদস্য শ্রীঅতীন বসু এবং অধ্যাপক নির্ম্মাল্য বাগচী সম্মেলনে উপস্থিত হইতে না পারায় যে চিঠি দিয়াছেন, তাহা পাঠ করা হয়।

পশ্চিম বঙ্গ ডাক তার কর্ম্মচারী ইউনিয়নের (u. p. t. w.) সম্পাদক ডি, কে, গুহ জনসাধারণের সঙ্গে তাঁহাদের পাশাপাশি সংগ্রামের কথা বর্ণনা করিয়া আবার ২৯শে জুলাইএর পন্থা গ্রহণ করার সময় আসিল জনগণ তাঁহাদের পিছনে থাকার আবেদন জানান।

সত্যমুক্ত কর্ম্মী কে, কি, বসু তাঁহার মুক্তির জন্য জনগণকে অভিনন্দন জানান এবং কর্ম্মচারীদের নাম মাত্র বেতন দিয়া ইংরাজদের দেশকে লুণ্ঠনের পুরাতন কায়দা, ইউনিয়নের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, সাময়িক, বরখাস্ত ও জেলে পোরার কাহিনী বলিয়া জনতার সমর্থনে সংগ্রামের কথা বলেন।

পশ্চিম বঙ্গ ডাক তার কর্ম্মচারী ইউনিয়নের সহকারী সম্পাদক দুর্গেশ ব্যানার্জি বিভিন্ন দাবী দাওয়ার কথা বর্ণনা করিয়া বলেন, :—"আমাদের বলা হয় রাজনীতি কোর না। যেতে গেলে আমরা রাজনীতি করবনা, বাধ্য হয়েই কর্ম্মচারীরা রাজনীতি করে।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রীবৈদ্যনাথ ব্যানার্জি, ছত্রপতি রায় ও শ্রীজিতেশ লাহিড়ী বিভাগ বহিঃভূত ডাক ও তার কর্ম্মচারীদের সমর্থন করতে করেন। শ্রীঅতীন মজুমদার কর্ত্তৃক সমাপ্ত সঙ্গীত গীত হয়।

—ইঃ

—মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন—

বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নির্ব্বাচন উপলক্ষ্যে মনোনয়ন পত্র পরীক্ষায় চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অন্যতম প্রার্থী শ্রীসতীনাথ বক্সী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আপীল করিয়া জানিয়াছেন যে অন্যায় ভাবে তাঁহার আবেদন পত্র বাতিল করা হইয়াছে এবং অন্যদের আবেদন মঞ্জুর করা হয় নাই।

আগামী ৬ঠা মার্চ্চ উক্ত আপীলের শুনানী হইবে।

—নিজস্ব

ধান সীজ

মাড়গ্রাম: মাড়গ্রাম ইউনিয়নের গুরুলিয়া গ্রামে শ্রীকিশোরী মোহন মণ্ডলের মোট ধান ১৬৫০ মণ সীজ করা হইয়াছে ৯০/০ মণ। ঐ গ্রামেরই কৃষ্ণকান্ত সাহার মোট ধান ১১০/০ মণের মধ্যে ৭৬/০ মণ সীজ করা হয়। ইঁহারা এইরূপ ধান সীজের বিরুদ্ধে জেলা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত দিয়াছেন। কিন্তু ফল হয় নাই।

—নিজস্ব

বাজার মন্দা

বহরমপুর: বহরমপুর বাজারে ৪ঠা ২ রবিশস্য প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্যের দর নামিয়া গিয়াছে। নীচে বিভিন্ন দ্রব্যের বর্ত্তমান সপ্তাহের মণের দাম দেওয়া হইল: —

দ্রব্যাদি	পূর্ব্বদর	বর্ত্তমান দর
মটর	১৬৲	৯৷০
মসুরি	১১৲	১১৷০
ছোলা	১৫৲	১৫৲
গম	২১৲	১৮৲
সরিষা	২৫৲	১৫৲
সরিষা তৈল	৭২৲	৫৫৲
রাঢ়ী গুড়	২৫৲	১০৲
সাধারণ "	২১৲	১৫৲
খারাপ "	১৪৲	৬৲
সাগু	২৲	১৲
গোল মরিচ	২৮৲ সের	৮৲ সের
পাট	৭৩৲ মণ	৪৫৲ মণ

কৃষিজাত দ্রব্য ও তরী তরকারীর দাম অনেক কমিয়াছে। কিন্তু কাপড় প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য কমে নাই। কৃষকগণকে তাঁহাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য সস্তাদরে ফসল বিক্রয় করিতে হইতেছে; কিন্তু কাপড় প্রভৃতির দাম না কমায় সংসারের ঘর হইতে ফসল উঠার হয় যাইতেছে। এই বাজার মন্দা জনসাধারণের সর্ব্বনাশের পূর্ব্বাভাষ বলিয়া অনুমিত হইতেছে; দুনিয়া জোড়া জনতন্ত্রের সঙ্কটের সূচনা বলিয়াও অনেকের ধারণা। জিনিষের দাম কমিলেও লোকের ক্রয়শক্তি কমিয়া যাওয়ায় জিনিষপত্র বিক্রয় হইতেছে না।

—নিজস্ব

গ্রাজুয়েট নির্ব্বাচন কেন্দ্র

পশ্চিম বঙ্গ বিধান পরিষদের (কাউন্সিল) গ্রাজুয়েট ভোটারদের তালিকা ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। আগামী ১২ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত ঐ তালিকা সংশোধনের সময়। যাঁহাদের নাম বাদ পড়িয়াছে তাঁহারা কালেক্টারিতে গিয়া ভোটার হইবার ফর্ম্ম লইয়া পূরণ করুন এবং প্রথম মুন্সেফের আদালতে দাখিল করিয়া গ্রাজুয়েট নির্ব্বাচনী কেন্দ্রের ভোটার হউন।

আবেদন

কেন্দ্রীয় অফিসিল সাপ্তাহিক 'সংগঠন' প্রকাশিত হবার পর চার মাস হয়ে গেল। লোকসান হওয়া সত্ত্বেও বহু প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে সংগঠনকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে। জেলার জনসাধারণের দাবী দাওয়া ও আন্দোলনের সংবাদ দেশবাসীর সামনে তুলে ধরছে। কিন্তু একশত টাকার মত বাকী পড়ে যাওয়ায় এবং আশানুরূপ বিজ্ঞাপন সংগৃহীত না হওয়ায় 'সংগঠনের' আর্থিক অবস্থা খুব শোচনীয়।

তাই এজেন্টদের নিকট আবেদন বাকী দেনা অবিলম্বে পরিশোধ করুন এবং সংগঠনের গ্রাহক, পাঠক ও পৃষ্ঠপোষকদের নিকট নিবেদন 'সংগঠন'কে বাঁচান—জেলার একমাত্র প্রগতিশীল সাপ্তাহিককে টিকিয়ে রাখতে অর্থ সাহায্যে এগিয়ে আসুন। ব্যবসায়ীদের নিকট আবেদন—আপনাদের বিজ্ঞাপন দিয়ে একটু সাহায্য করুন। প্রচার ও 'সংগঠন'কে রক্ষা করুন।

ম্যানেজার "সংগঠন"
পোঃ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

পেঁপের দণ্ড ১৫৲ টাকা

বেলডাঙ্গা, ১০শে ফেব্রুয়ারী: ভাবতার জমিদার কংগ্রেসী এম, এল, এ তাঁহার বাড়ীর একজন রাখালকে একটি সামান্য পেপে চুরির অপরাধে ১৫৲ টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন বলিয়া জানা গেল। ঘটনায় অকাশ রাখালটির গরীব পিতা চিররুগ্ন হইয়া বহুদিন হইতে ভুগিতেছেন। এখন তাঁহার অবস্থা মরণাপন্ন। এই অবস্থায় তাহার পেপে খাইবার ইচ্ছা হয়। ছেলে কোন উপায় না দেখিয়া জমিদারের বাগান হইতে একটি পেপে পাড়িয়া লয়। জমিদার সাহেব এই সংবাদ অবগত হইয়া ১৫৲ টাকা জরিমানা ধার্য্য করেন বলিয়া প্রকাশ।

সংগঠনের নিয়মাবলী

১। "সংগঠন" প্রতি বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হয়।

২। "সংগঠনের" প্রতি সংখ্যার মূল্য একআনা; বার্ষিক সডাক তিনটাকা ও ষান্মাসিক দেড়টাকা। ভি, পি, যোগে কোন কাগজ পাঠান হইবে না।

৩। বিজ্ঞাপনের দরের জন্য অবিলম্বে পত্র লিখুন।

৪। সমস্ত টাকাকড়ি, সংবাদ, চিঠিপত্র ইত্যাদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। অবিলম্বে এজেন্সি ও নিজস্ব সংবাদদাতা নিযুক্ত হইবার জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

—সুধীন সেন
ম্যানেজার 'সংগঠন'
সৈদাবাদ, পোঃ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে শ্রীবিজয় গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত ও **প্রতিভা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,** (খাগড়া) হইতে জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত

Regd. No. C 3435.

স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার মত প্রকাশের স্বাধীনতাও আমাদের জন্মগত অধিকার। সংবিধানে তাহা সম্পূর্ণতঃ সুনিশ্চিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হইব না।

সাপ্তাহিক সংগঠন

মুর্শিদাবাদ জেলার প্রগতিশীল মুখপত্র

সম্পাদক মণ্ডলী
শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী
অধ্যাপক নির্ম্মাল্য বাগচী
শ্রীবিজয় গুপ্ত।
শ্রীসনৎ রাহা
শ্রীশৈলেন অধিকারী

প্রথম বর্ষ, ১৮শ সংখ্যা | ২২শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার, ১৩৫৮, ইং ৬ই মার্চ্চ ১৯৫২। | মূল্য ৴০ এক আনা

পরাজিত মন্ত্রীদের প্রেতাত্মার জেলভর্ত্তি—কড়া শাসন

লীগ শাসনের গুলিতে নিহত

—মুর্শিদাবাদের মুসলীম শহীদ—

বাংলা ভাষকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার আন্দোলনকে রক্তের বন্যায় ডুবাইয়া দিবার জন্য ঢাকা সহরে পূর্ব্ব বঙ্গের তরুণ আমীন সরকার যে গুলি চালাইয়াছেন, তাহাতে প্রাণ দিয়াছেন মুর্শিদাবাদ জেলার সাহপুরের সিরাজুল ইসলাম ও মোরাবাজারের আবু বরকত। আমরা গর্ব্বের সঙ্গে জেলার এই শহীদদের সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাইতেছি।

শাঁখেরু করাত

বেলডাঙ্গা হাটে জমিদারদের দ্বিমুখী শোষণ

বেলডাঙ্গা: বেলডাঙ্গা হাটে খাজনা ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে তোলা আদায়ের ব্যাপারে হাটের ব্যাপারী এবং কৃষকেরা বিক্ষুব্ধ হইয়াছেন। বহু ব্যাপারীর সহিযুক্ত এক গণ দরখাস্তে জেলা শাসক মহোদয়ের নিকট পাঠাইয়া ইহার প্রতিকার দাবী করা হইয়াছে।

হকারের উপর মারপিঠ

বহরমপুর: গত ১লা মার্চ্চ "সংগঠন" "সমাচার" ও অন্যান্য পত্রিকার হকার মহাবীর চক্রবর্ত্তীকে জনৈক ফলওয়ালী ও অপর কয়েকজন নির্ম্মমভাবে মারপিঠ করার ফলে সে অচৈতন্য হইয়া যায়। তাহাকে বহরমপুর হাসপাতালে পাঠানো হইয়াছে। এ সম্পর্কে ফলওয়ালী স্ত্রীলোক ও অপর একজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে ও অপর কয়েকজনকে খোঁজ করিতেছে।

বেপরোয়া ধান সীজ

কান্দী: ধানবরু পুলিসে কোন কোন ক্ষেত্রে জমির পরিমাণ পরিবারের লোক সংখ্যা ও সারা বছরের খাবারের ধান না রাখিয়া নিজের খেয়াল খুসী মাফিক ধান ধরিয়া অযথা হয়রাণি করিতেছে। ভাটপাড়া গ্রামের অমূল্য সাহার জমি নয় বিঘা। পরিবারের লোকসংখ্যা দশ জন। কয়েকদিন আগে এসেসর ইনস্পেকটর অমূল্য সাহার বাড়ীতে গিয়া ধান মাপিয়া এবং ৪৮/০ মণের বেশী ধান না থাকা সত্ত্বেও ৩১/০ ধান আছে বলিয়া মাথা পিছু ৬/০ মণ রাখিয়া ১৮/০ মণ ধান সীজ করে। পরে ভদ্রলোক ইনস্পেকটারের সামনে ধান মাপিয়া প্রমাণ করে ৪৮/০ মণের বেশী ধান নাই।

—নিজস্ব

রেল উপলক্ষ্যে প্রেস বন্ধ থাকায় আগামী সপ্তাহের "সংগঠন" প্রকাশ বন্ধ থাকিবে। পরবর্ত্তী ১৯শ সংখ্যা ২০শে মার্চ্চ তারিখে প্রকাশিত হইবে।

নীতি ব্যর্থ করুন

বন্দী মুক্তির দাবীতে আহুত জনসভায় ঘোষণা

বহরমপুর: গত ২৭শে মার্চ্চ বন্দীমুক্তি ও ব্যক্তি স্বাধীনতার দাবীতে কমিউনিষ্টপার্টির ডাকে ভৈরবতলা ঘাটে এক জন সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষক মজুর প্রজা দলের নেতা শ্রীজিতেশ চন্দ্র লাহিড়ী। জেলা কমিউনিষ্টপার্টির সম্পাদক শ্রীঅপর্ণা ভট্টাচার্য্য বলেন, যে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার সাত সাতটি মন্ত্রী নির্ব্বাচনে পরাজিত হইলেন, সেই মন্ত্রীসভা অইন্যায় লতিকার মত নারীদের হত্যা করিয়া ক্ষুদিরাম মণ্ডলকে হত্যা করিয়া, সরীশ প্রামাণিক ও পারুল দাসীকে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য করিয়া আবার হিংসার অপরাধে কমিউনিষ্টদের গ্রেপ্তার করার স্পর্দ্ধা রাখে। যাহারা ইংরাজ রাণীর গদি আরোহণের সময় তোপধ্বনি করে, তাহারা আবার কমিউনিষ্টদেরকে বিদেশের কাছে দালালী করার অভিযোগ করে। সকল দলের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ইহাদের আটক নীতিকে পরাস্ত করিয়া কমিউনিষ্ট, আর-এস-পি ও আর-সি-পি সকল দলের বন্দীদের মুক্ত করিবে।

[চার পাতায় দেখুন]

শহীদ ক্ষুদিরাম ও তাঁর পরিবার

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী বহরমপুরে বন্দীমুক্তির দাবীতে আহুত জনসভায় পেট্রোল অফিসারের গুলিতে নিহত সেকেন্দারপুরের কৃষক সমিতির কর্ম্মী শহীদ ক্ষুদিরাম মণ্ডলের বিধবা সহধর্ম্মিনী তাঁহার মামলা পরিচালন ও অসহায় সন্তানদের বাঁচাইবার আবেদন জানান। আমরা এই আবেদনে সাড়া দিবার জন্য পাঠক ও জনসাধারণকে অনুরোধ জানাইতেছি। নিম্নঠিকানায় অর্থ সাহায্য করিলে যথাস্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। "শহীদ ক্ষুদিরাম মণ্ডলের পরিবারের জন্য" বলিয়া উল্লেখ করিয়া দিবেন। —সুধীন সেন

ম্যানেজার "সংগঠন"
পোঃ খাগড়া জেঃ মুর্শিদাবাদ।

বেপরোয়া ধানসীজের বিরুদ্ধে কৃষক জনতার ঐক্য গঠনের সিদ্ধান্ত

—জেলা কৃষক সমিতির অধিবেশন—

বহরমপুর: গত ২রা মার্চ্চ বহরমপুরে কৃষক সমিতির জেলা সংগঠনী কমিটির এক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি জনাব ফয়েজ উদ্দিন। বিভিন্ন এলাকার ধান সীজ, ফসলের দর এবং সংগঠন ও আন্দোলনের অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট গ্রহণের পর বিগত সাধারণ নির্ব্বাচন সংক্রান্ত প্রস্তাব এবং বন্দীমুক্তির দাবীতে পূর্ব্ব বঙ্গের ভাষা আন্দোলনের সমর্থনে, দুর্নীতিমূলক ধান সীজের প্রতিবাদে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ধান সীজ সংক্রান্ত প্রস্তাবে বেপরোয়া ভাবে কৃষকদের ধান সীজ বন্ধ রাখিয়া জমিদার জোতদারদের উদ্বৃত্ত ধান সংগ্রহের দাবী এবং কৃষিজাত দ্রব্যের গড়তি দামের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য কমানর দাবী জানান হয়।

আগামী ৬ই এপ্রিল (২৪শে চৈত্র) নবগ্রামে জেলা কৃষক সম্মেলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাহার প্রস্তুতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য আগামী ১৬ই মার্চ্চ জেলা কৃষক সমিতির বর্দ্ধিত সভা বহরমপুর সহরে আহ্বান করা হইয়াছে।

বহরমপুর টেলারিং স্কুল

অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ছাঁট কাট ও সেলাই শিক্ষা দেওয়া হয়। উদ্বাস্তুদের বিশেষ সুবিধা আছে।

"রূপায়ণ"
পোঃ খাগড়া, জেলা মুর্শিদাবাদ।

পড়ুন

সত্যমুক্ত রাজবন্দী অনন্ত ভট্টাচার্য্যের কারাজীবনের কাহিনী

"আন্দামান বন্দী"

সনৎ রাহা, কৃষ্ণপদ নাথ ও বট চৌধুরীর নিকট পাইবেন। দাম ১৲ টাকা।

সংগঠন

২১শে ফাল্গুন ১৩৫৮ সাল।

ভাষার জন্য যারা প্রাণ দিল

নাজিমুদ্দিন-নুরুল আমিন সরকার তাহার সাঙ্গাৎ ভারতীয় ইউনিয়নের শাসক শ্রেণীর অনুসরণ করিয়া বুলেট-বেয়নেট হস্তে পূর্ব্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকার করিয়া লইবার যে দাবী জানাইয়াছেন তাহার প্রতি সমগ্র বাঙ্গালী জাতির এবং ভারত ও পাকিস্তানের সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষের সমর্থন আছে।

সম্মিলিত নেতৃত্বে পরিচালিত এই ভাষা আন্দোলনের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, উর্দু অথবা পাকিস্তানের অন্যত্র ব্যবহৃত কোন ভাষার প্রতি পূর্ব্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের কোন বিদ্বেষ নাই।

'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, উর্দুর সঙ্গে বিরোধ নাই' তাঁহাদের এই সুস্পষ্ট ঘোষণার ফলে পাকিস্তানের শাসক শ্রেণীর বাঙ্গালী এবং উর্দুভাষাবাসীদের মধ্যে বিবোধ বাধাইবার চিরাচরিত চক্রান্ত এইবার ব্যর্থ হইয়াছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে পূর্ব্বের মত সাম্প্রদায়িকতার খাতে বহাইয়া দিবার চেষ্টাও এবার সফল হয় নাই। হিন্দুদের প্রতি ইঙ্গিত করিবার অপচেষ্টার শাস্তিস্বরূপ গণতান্ত্রিক মুসলীম জনতা 'মণিং নিউজ' পত্রিকার অফিস পুড়াইয়া দিয়াছেন, পথে পথে 'আজাদ' পত্রিকার বহ্নুৎসব হইয়াছে। সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার সমস্ত জঞ্জাল দূরে ঠেলিয়া সমস্ত মানুষ এক কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

উর্দুভাষাভাষী গণতান্ত্রিক জনতা ও নেতৃবৃন্দ সে আন্দোলনকে স্বাগত ও সমর্থন জানাইয়াছেন।

এই ব্যাপক জন সমর্থনের ফলে কোণঠাসা শাসকশ্রেণী মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। মুসলীম লীগের ধ্বজাধারী নাজিমুদ্দিন-নুরুল আমিন সরকার দেশপ্রেমিক মুসলমানের রক্ত সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া জনতার সামনে দাঁড়াইয়া আছে।

মুনির মাউন্ট ব্যাটেনের সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে অযৌক্তিক দেশবিভাগ যাঁহারা নতজানু হইয়া মানিয়া লইলেন তাঁহারাই নিকোলাস জারের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জনতার গণতান্ত্রিক দাবীকে দাবাইয়া দিবার কুৎসিৎ আগ্রহে স্বৈরাচারী জবরদস্তিকে ঐক্যের পথ বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিলেন। ভারত এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ভাষাভাষী অধিবাসীবৃন্দ নিজ নিজ বাসভূমিতে নিজেদের ভাষা এবং নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশ সাধনের অবাধ স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রীয় সমর্থন পাইলে স্বেচ্ছাকৃত মহামিলনের পথ প্রশস্ততর হয়। অথচ বিশাল অন্ধ্র অথবা মালবারের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অস্বীকার করিয়া কংগ্রেস সরকার এবং বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকার করিবার ন্যায় সঙ্গত দাবীকে রক্তের বন্যায় ডুবাইয়া দিয়া লীগ সরকার জনগণের সেই মহান ঐক্যের পথে বাধা দিতেছেন।

বাংলাদেশের বুকের উপর দিয়া সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে যে কৃত্রিম সীমা রেখা টানা হইয়াছে তাহার অপর প্রান্তে থাকিয়া আমরা এই তরুণ শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইতেছি। সংখ্যাকুল হইয়া যাঁহারা একদিন ভাবিয়াছিলেন যে, জনতার গণতান্ত্রিক দাবীকে স্বৈর শাসনের পাষাণের তলে পাকিস্তানের লীগ সরকার চিরকাল দাবাইয়া রাখিতে পারিবে, বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে দেশপ্রেমিক তরুণের এই রক্তাক্ত স্বাক্ষর তাঁহাদের মনে নূতন বিশ্বাস সৃষ্টি করিবে। মুর্শিদাবাদের মেহনতী সরল মুসলমানদের চোখে লীগ শাসকদের সম্পর্কে যে মোহ ছিল নুরুল আমিনের বুলেটে সে মোহজাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে।

মানুষের মুখের ভাষা, পেটের ভাত এবং পরণের কাপড় যাহারা কাড়িয়া লইতে চায়, বিভিন্ন মুখোসের অন্তরালে তাহাদের স্বরূপ সর্ব্বত্রই এক। রক্ত শোষণের ব্যাপারে বাঘ অথবা কুমীরের মধ্যে পার্থক্য নাই।

ইহাদের অবসান ঘটাবার শপথ লইয়া পূর্ব্বপা কিস্তানের জনসাধারণ শহীদের শোণিতাক্ত জামা, কাপড় পতাকা করিয়া আকাশে উড়াইয়া দিয়াছেন। শহীদ ক্ষুদিরামের মুর্শিদাবাদের মানুষ পূর্ব্ব দিগন্তের সেই রক্তরাঙ্গা পতাকার প্রতি অভিনন্দন জানাইতেছে।

—::০::—

ঘটনা প্রসঙ্গে

বাঙ্গলা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক সত্যেন্দ্র নাথ মজুমদারকে সম্প্রতি 'সত্যযুগ' পত্রিকার সম্পাদকীয় পদ হইতে অপসারণ করা হইয়াছে। বাংলা দেশে সরকারী জবরদস্ত অমৃতবাজার আনন্দবাজারের মিথ্যা সংবাদে পরিবেশনের মধ্যে 'সত্যযুগ' সাংবাদিকতার ন্যায়নিষ্ঠার যে বলিষ্ঠ পথ দেখাইতেছিল পত্রিকার অন্যতম মালিক শেঠ রামকৃষ্ণ (পরমহংস) ডালমিয়া তাহা আর বরদাস্ত করিতে পারিলেন না—তাই প্রযুক্ত মজুমদারের উপর শ্রীযুক্ত ইহল ছাঁটাইএর খড়্গাঘাত!

* * * * * *

বহরমপুর কালেক্টরি অফিসে ২৯জনের ছাঁটাই এ সংবাদ এই সংখ্যারই 'সংগঠনে' প্রকাশিত হইল। প্রকাশিত সংবাদ হইতে ছাঁটাইএর মানদণ্ড কী তাহাও আমরা জানিতে পারিলাম না। কারণ জুনিয়ারদের রাখিয়া সিনিয়ারদের ছাঁটাই করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। যাঁহারা বেকার হইলেন—ধনতন্ত্রের সঙ্কটে সৃষ্ট মন্দাবাজারের সস্তা জিনিষ তাঁহারা কিনিবেন কোথা হইতে? জিনিষ সস্তা হউক তাহা জনসাধারণের অন্তরের কামনা; কিন্তু সেই সাথে সাথে মানুষের ক্রয়শক্তি আরও কমিয়া যাইবে, বেকারের সংখ্যা বাড়িবে দেশে, কারখানায় অফিসে ছাঁটাই হইবে—ইহা ত লোকে চায়ে নাই। যে ২৯জন ছাঁটাই হইলেন কালেক্টরীতে তাহারা সকলেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত। মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায় মধ্যবিত্তের জন্য অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন—সে কি শুধু কুম্ভীরাশ্রু? এইরূপ স্বর্গটি কি তাঁহারা মধ্যবিত্তের জন্য সৃষ্টি করিতেছেন।

* * * * * *

হ্যাঁ, স্বর্গ তাঁহারা বানাইয়াছেন বই কি? পারুল দাসীর জন্য স্বর্গ বানাইয়াছেন, তাঁহাদের গদি আরোহনের প্রথম প্রভাতে জঙ্গীপুরের শিক্ষক সতীশ স্বর্গ সৃষ্টি করিয়াছেন, শহীদ ক্ষুদিরাম মণ্ডলকে বিনা দ্বিধায় তাঁহারা স্বর্গে পাঠাইয়াছেন। এই সংখ্যার 'সংগঠনে' আর একজন বহমপুরের অধিবাসীর স্বর্গ প্রাপ্তির সংবাদ প্রকাশিত হইল। এই জেলার এ, জি হাসপাতালের নার্সগণ, শিক্ষকগণ, বাস্তুহারাগণ, কেরানী কর্ম্মচারীগণ বিভীষিকার সহিত এই 'স্বর্গ' সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

* * * * * *

আমরা শুনিয়াছিলাম মুর্শিদাবাদ জেলায় সেবা ও পুনর্ব্বাসনের জন্য প্রায় ১৮ টি পরিকল্পনা আছে। ইহার জন্য বহু জমিও হুকুম দখল করা হইয়াছিল। প্রকাশ—রাজা, মহারাজা, নবাব, জমিদারদের জমির উপরে যে সব পরিকল্পনা করার কথা ছিল, তাহা ভাসিয়া গিয়াছে। প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে পুনর্ব্বসতির অভাবে সহরে প্রত্যেকটি বাড়ীতে লোকের সংখ্যাধিক্য, বস্তির ভাড়া বাড়িয়াছে। গরীব বাস্তুহারা অদ্যাপি ছিন্নমূল হইয়া ঘুরিতেছে। এই সহরের পৌর জীবনের উপরেই বাস্তুহারা সমস্যাকে চাপান হইয়াছে। ফলে রাস্তা ঘাট, পুনর্গঠন, নগর গঠন ইত্যাদি পরিকল্পনা যে সফলতা লাভ করিবে—তাহাও আশা করা যায় না। প্রকাশ, বাস্তুহারার জন্য বহু জমি যোগ্য পাত্রে বণ্টন (allot) না করিয়া সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যেই ষড়যন্ত্র করিয়া লওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। পুনর্বাসন ব্যাপারে সরকারী অর্থের বহু অপচয় হইতেছে বলিয়া জনসাধারণের ধারণা। আমরাও কী এই প্রসঙ্গে জানিতে পারি—যে, জেলায় কি কি সরকারী পরিকল্পনা ছিল, তাহার কতটুকু সফলতা লাভ করিয়াছে—কেন সফলতা সম্ভব হয় নাই? ইহা কি সত্য যে চালিত পরিকল্পনার জমিগুলি অধিকাংশ কালেক্টরী সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যেই বণ্টন করা হইয়াছে? আমরা কি জানিতে পারি না—মহলন্দী, ধানজেটিয়া স্কীম কেন সফল হইল না? এই প্রসঙ্গে এই প্রশ্নও অসঙ্গত হইবে না যদি উৎসুক জনসাধারণ প্রশ্ন করে—জানমহম্মদপুরে যে নগর নির্ম্মান করা হইয়াছিল—তাহার নাম 'মুক্তি নগর' কেন দেওয়া হইয়াছে?

* * * *

বিলাতে ভারতীয় হাই-কমিশনারের অফিস হইতে ১০৬ পাউণ্ড ৮ শিলিং ৫ পেন্স মূল্যের গান্ধী-স্মারক টিকিট হারাইয়া যাওয়া, উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের মোটর গাড়ী হাই-কমিশনার কর্ত্তৃক কিনিয়া লওয়া এবং হুইস্কি ক্রয় সংক্রান্ত ব্যাপারে দুর্নীতি ও ত্রুটির কথা—কোনও কমিউনিষ্ট, আর-এস-পি, বা বামপন্থী কাহারও প্রচার হইতে আমরা শুনি নাই। জানিলাম পার্লামেন্টে পাবলিক একাউন্টস কমিটীর রিপোর্ট হইতে। এই প্রাঞ্জল ঘটনার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। —::০::—

ভবঘুরের ডায়েরী

২৯শে ফেব্রুয়ারী দৈনিক কাগজগুলোতে পণ্ডিতজীর বক্তৃতা পড়ে চমৎকৃত হলাম। কংগ্রেসী প্রার্থীদের তিন-চতুর্থাংশই বড় গরীব। অতি যথার্থ কথা! এ না হ'লে সাধে আর তিনি প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন? এ জেলার দিকে তাকান দেখি? শ্রিল্ল কাজেম আলী টিকুর রাজা, খোদাবক্স, সত্যেন ঘোষমৌলিক, পাথর ব্যবসায়ী ডাঃ সান্যাল, গোলবদন ত্রিবেদী—তিন-চতুর্থাংশ কেন এ জেলার কংগ্রেস প্রার্থীদের চার-চতুর্থাংশই বড় গরীব। হায় পণ্ডিতজী! তোমার বুদ্ধি এতদিনে এই সব গরীবদের উপর নজর পড়ল? একটু সুরাহা করে দাও এই সব অনুগত দরিদ্রদের!

** ** **

বিধানবাবুর হুকুম হয়েছে—'ধান দাও সব—প্রকিওর করতে হবে ধান।' তাই বলে এ হুকুম কি আর ঐ সব 'গরীব'দের জন্য? দরিদ্র টিকুরাজা, গোলবদন, ঘোষমৌলিক নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন! এমন দীনবন্ধু পণ্ডিতজীর সার্টিফিকেট! তবে কি না, প্রকিওর করা উচিত ঐ নবগ্রাম, মায়গ্রাম, কান্দী, গুরুলিয়ার চাষীদের কাছ থেকে—যারা ধান বেশী খাওয়ার ফলে শরীরের হাড় ফেটে বেরুচ্ছে চামড়া প্রায় ভেদ করে।

** ** **

দুই একটা কথা অবশ্য মনে করিয়ে দেয় দুষ্ট লোকেরা। চোরাকারবারীদের ল্যাম্পপোষ্টে ঝুলতে দেখবে তারা! সর্ব্বনাশ! এ সব আবার কী কথা? নেহরুজী এককালে বলেছিলেন ত কী হয়েছে? দেশের একটা ঐক্য চাই ত! চোরাকারবারীরা ত আর দেশের বাইরে নয়। ২৯শে তারিখেই ছাঁনিয়ারী দিয়েছেন পণ্ডিতজী যে কমিউনিষ্টরা দেশে বিভেদ

[তিন পাতায় দেখুন]

—ভবঘুরের ডায়েরী—

[দুই পাতার পর]

আনতে চায়! তবে কিনা, দেশের লোকে দেখছে পারুল দাসী ফাঁসীতে ঝুলছে আর মাদ্রাজে ফাঁসীর হুকুম হয়েছে শ্রমিকের নেতা সি, এ, বালনের উপর। উচিত শাস্তি! চোরাকারবারীদে সঙ্গে অনৈক্য চাইবে আর? ঠিক হয়েছে! যত সব বিভেদ সৃষ্টিকারী কমিউনিষ্ট!

** ** **

পণ্ডিতজী নিজেও কিন্তু মাঝে মাঝে কমিউনিষ্ট বনে যান। কংগ্রেসীদের কাছে তাঁর উপদেশ শুনেছি: 'কমিউনিষ্টদের মত ত্যাগী, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও কষ্টসহিষ্ণু হও। তার এই কথা শুনে একজন বামপন্থী নেতাকে বলতে শুনেছিলাম 'পণ্ডিতজী! বৃথা চেষ্টা! ডাব গাছে কী আর আম ফলে?'

** ** **

কথাটা সত্যি! কংগ্রেসের পুণ্য শরীর! তার মধ্যে ও সব পাপের সৃষ্টি হবে কী ক'রে? খবর জানা গেছে কাঞ্চনতলার কোন একজন জমিদার এক মন্দিরে শিবরাত্রির দিন বেশ কিছু পুণ্য অর্জ্জন করেছেন। তাঁর কৃপা লাভের মধ্যে আছে শিবের মাথায় জল ঢালার সেলামী বাবদ ২৩৸১০, গঙ্গা জল বিক্রীর ডাক বাবদ ১৩৲, মিষ্টির দোকান ১৫৲ টাকা হিসাবে তিনখানির দরুন ৪৫৲, মস্তক মুণ্ডনের নাপিতের) ডাক বাবদ ৪॥০ টাকা। মোট পুণ্য লাভ=৮৬।১০ পয়সা। খাদ্যমন্ত্রী মুন্সীজীও বৃক্ষ শিশু লাগিয়ে বহু পুণ্য অর্জ্জন করেছেন। তারই জোরে বিলেতে শুনছি কারবার ফেঁদে বেশ কিছু টাকিশ জমিয়ে ফেলেছেন। অবশ্য এ কারবারকে আর চোরাকারবার বলি কি করে? এ ত নেহাৎ পুণ্যের ফলে! তাই ক্ষুদে মুন্সীরাও যদি শিব-চতুর্দ্দশীর দিন কিছু পুণ্যার্জ্জন করেন—তাতে আর হয়েছে কী?

** ** **

পুণ্যবান প্রধান মন্ত্রী নিজেদের জয়ধ্বনি শুনেছেন। শতকরা ৬০টি ভোট তাঁদের বিরুদ্ধে গেলে হবে কী? ঐ দিনেরই কাগজে দেখলাম তিনি সাফল্যে বিভোর হয়ে গেছেন! এক বাদশার গল্প মনে পড়ে। ঘুম ভেঙ্গে তিনি বিরক্ত হয়ে শুধালেন উজীরকে: ও কিসের শব্দ? শেয়ালের চীৎকার শুনে উজীর বলে—'হুজুর! ওরা বড় শীতার্ত্ত, শীতবস্ত্র নেই কি না.—তাই কেঁদে কেঁদে আপনাকে জানাচ্ছে।' বাদশার হুকুম হ'ল: '২০০ থান কম্বল দিয়ে দাও ওদের।' নায়েব ত খুসী হয়ে চলে গেলেন। পরদিন আবার তেমনি শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায় বাদশার। উজীরকে ডেকে তিনি বল্লেন—'কম্বল দেওয়া হয়নি ওদের?' নায়েব ত কাঁপতে কাঁপতে জবাব দিল: 'হয়েছে হুজুর।' বাদশা বিরক্ত হয়ে বলেন, 'তবে আবার চেঁচায় কেন?' উজীর ভয়ে ভয়ে চট করে বলে ফেলে,—'হুজুর! ওরা কম্বল পেয়ে আপনার জয়ধ্বনি করছে।' শুনে বাদশা, ত বড় খুসী! আরও দু'শো কম্বলের হুকুম দিয়ে দিলেন।

আপনারা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন শতকরা ৬০ জন বিরোধী লোকের প্রতিবাদ চীৎকারের মধ্যে সেই বাদশার মত পণ্ডিতজীর জয়ধ্বনি কয়েকটি জাতীয়তাবাদী ছাপমারা পত্রিকার "কাণের ভিতর দিয়ে মরমে পশিয়াছে"—তাই ত সেই পত্রিকাকর্ত্তাদের প্রাণ এত ব্যাকুল! —::০::—

— কালেক্টরিতে ছাঁটাই —

সরকারের মধ্যবিত্তদরদের নমুনা

বহরমপুর: গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী জেলা কলেক্টরিতে ২৯জনকে ছাঁটাই করা হইয়াছে। শোনা গেল ইহার মধ্যে বহু সিনিয়র কর্ম্মচারীও আছেন।

সদ্য মুক্ত রাজবন্দীদের বিবৃতি

জেলার সদ্যমুক্ত রাজবন্দী কমিউনিষ্ট নেতা অনন্ত ভট্টাচার্য্য, সত্যেন সমাজদার ও প্রশান্ত বসু নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন:—

বন্দীমুক্তির দাবীতে সাধারণ মানুষের আন্দোলনের ফলে বিধান সরকার আমাদের কয়েকজনকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছে। বাংলার জনসাধারণকে আমাদের অভিনন্দন জানাই।

সাথে সাথে মনে পড়ে আরও প্রায় ২২৫ জনের কথা যারা আজও আটক র'য়ে গেল বাংলার বিভিন্ন বন্দীশালায়। এই সব বীর সন্তান—যাঁরা জনতার দৈনন্দিন অন্ন বস্ত্রের সংগ্রামের সাথী তাঁদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত কাল্পনিক অভিযোগ কংগ্রেস সরকার হাজির করে তা' যেমন হাস্যকর তেমনই নির্লজ্জ। যাঁরা নির্ব্বাচনে প্যারোলে মুক্ত হ'য়ে কংগ্রেসকে বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত করেছেন বিধান সরকার তাঁদের পুনরায় বন্দী করেছেন।

দীর্ঘদিনকারাভোগের ফলে প্রায় সমস্ত বন্দীরই স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে এবং অনেকেরই পরিবারকে ভাতা দেওয়া হয় না এবং যাঁদের দেওয়া হয় সেই পরিবারের ঐ ভাতা থেকে একবেলা অন্ন সংস্থানও সম্ভব নয়।

গত নির্ব্বাচনের মধ্য দিয়ে জনসাধারণ সুস্পষ্ট ভাবে তাঁদের রায় ঘোষণা করেছেন বন্দীমুক্তির জন্য প্যারোলে মুক্ত বন্দীদের বিধান সভায় ও লোকসভায় নির্ব্বাচিত করে। কিন্তু বিধান সরকার জনতার সেই রায় না মেনে জনসাধারণকে চ্যালেঞ্জ দিয়াছে।

আমরা বিশ্বাস করি ব্যাপক আন্দোলনের জোয়ারে জনসাধারণই সরকারকে তাদের রায় অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য করবে।

মডিফায়েড রেশনের জয়ঢাক!

জলঙ্গী: কয়েকদিন হইল জলঙ্গী ইউনিয়ন ফুড এ্যাডভাইসারী বোর্ডের অধিবেশনে মুর্শিদাবাদ জেলার জনৈক সাপ্লাই ইনসপেক্টর বাবু একটি ছাপান বিজ্ঞপ্তি দেখাইয়া বলেন "যাহাদের ॥০ আনা বা তাহার কম চৌকিদারী ট্যাক্স ধার্য্য আছে ও যাহাদের উক্ত ট্যাক্স আদৌ লাগে না কেবল তাহারা 'ক' শ্রেণীভুক্ত হইবেন অর্থাৎ মডিফায়েড রেশন পাইবেন। এই অঞ্চলের অধিকাংশ লোকই অভাবগ্রস্ত অথচ উচ্চহারে অন্যায় ভাবে ট্যাক্স ধার্য্য হওয়ার ফলে মডিফায়েড রেশন হইতে বঞ্চিত হইবেন। অথচ কাগজ পত্রে প্রকাশ পাইবে 'সরকার খুব রেশন দিতেছেন।' যাহাতে ঘাটতি ও সীমান্ত অঞ্চলের প্রকৃত অভাবগ্রস্ত লোকের প্রত্যেকে মডিফায়েড রেশন হইতে বঞ্চিত না হয় সেদিকে সরবরাহ বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে। —সংবাদদাতা

কমিউনিষ্ট কর্ম্মিদের সভা

লালবাগ: গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী লালবাগের কমিউনিষ্ট কর্ম্মী ও দরদীদের এক ঘরোয়া বৈঠক হয়। স্থানীয় ছাত্র কর্ম্মী জ্যোতির্ম্ময় সরকার, কমিউনিষ্ট কর্ম্মী মোহিনী রায়, তরুণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি আলোচনায় যোগ দেন। অবিলম্বে রাজবন্দীদের মুক্তি, বেপরোয়া ধান সীজ বন্ধ ও রেশন ব্যবস্থার দাবীতে প্রস্তাব গৃহীত হয়। —সংবাদদাতা

মুর্শিদাবাদ জেলার এ, জি, হাসপাতালের নার্সগণের প্রতি চরম অবিচার!

মুর্শিদাবাদ জেলার এ, জি, হাসপাতালসমূহের নার্সগণের বেতনের অসামঞ্জস্য ও তারতম্যের জন্য নার্সগণের মধ্যে বিশেষ অসন্তোষ ও বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে।

একই যোগ্যতাসম্পন্ন নার্সরা পাঁচ বৎসরের অধিক কাল চাকরী করিয়া কেহ ৩০৲ কেহ ৩৫৲ কেহ ৪০৲ কেহবা ৫০৲ এবং ৫৮৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইয়া থাকেন। এঁদের মাগ্‌গীভাতার হারেও অসামঞ্জস্য রহিয়াছে—কেহ ২৫৲ কেহবা ৩৫৲ টাকা মাগ্‌গীভাতা পাইয়া থাকেন।

একই সময়ে নিযুক্ত সমানপদমর্য্যাদাসম্পন্ন সরকারী চাকুরীয়াদের প্রতি এইরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করার কি কারণ থাকিতে পারে কর্ম্মচারীগণের তাহা দুর্ব্বোধ্য ইহার প্রতিকারার্থে গত কয়েক বৎসর যাবৎ সিভিল সার্জেন এবং স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টারের কাছে বহু লেখালেখি করা সত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থা হয় নাই।

সম্প্রতি জেলার বিভিন্ন হাসপাতালের নার্সগণ এক সম্মিলিত আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিয়া উক্ত আবেদন পত্রের নকল পঃ বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী, শ্রমমন্ত্রী, স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টার, সিভিল সার্জেন এবং আইন সভার সদস্য জ্যোতি বসুর নিকট পাঠাইয়াছেন।

জেলার এই তিন শতাধিক সরকারী কর্ম্মচারী যাঁহারা দীর্ঘকাল তাঁহাদের চাকুরী মারফৎ জনসাধারণের সেবা করিয়া আসিতেছেন—এই ন্যায্য দাবী সমূহের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ ও সহানুভূতি কামনা করেন।

নিবেদন

আগামী বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচনে বহরমপুর ওয়ার্ড হইতে আমি একজন প্রার্থীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। কিন্তু বিশেষ কারণ বশতঃ আমি প্রার্থীপদ হইতে নাম প্রত্যাহার করিয়াছি। যে সব কর্ম্মী ও দরদী বন্ধুরা নির্ব্বাচনে আমাকে সাহায্য করিতেছিলেন তাহাদিগের নিকট আমি আমার অক্ষমতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি এবং তাহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে নিজ নিজ এলাকার প্রগতিশীল প্রার্থীদিগকে ভোট দিয়া জয়যুক্ত করুন, যাহাতে মিউনিসিপ্যালিটি প্রকৃত জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান রূপ প্রতিষ্ঠিত হয়। নিবেদক শৈলেন বিশ্বাস

দারোগার দাপট

ধুলিয়ান, ২৪শে ফেব্রুয়ারী: সম্প্রতি স্থানীয় ছোট দারোগার পুত্রকে (কাঞ্চনতলা হাই স্কুলের ৫ম শ্রেণীর ছাত্র) ক্লাশের মধ্যে শিস্ দিবার অপরাধে উক্ত স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক মহাশয় তিরস্কার করেন। পুত্রের নিকট হইতে এই সংবাদ পাইয়া দারোগা সাহেব সক্রোধে স্কুলে হাজির হন এবং কৈফিয়ৎ তলব করেন। প্রধান শিক্ষক মহাশয় তাঁহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হন এবং দারোগা সাহেব লাইব্রেরী ঝরে ঢুকিয়া সহকারী প্রধান শিক্ষককে ছাত্রদের সম্মুখেই উগ্রভাষায় ধমক দেন।

প্রকাশ থাকে, কয়েকমাস পূর্ব্বে কাঞ্চনতলা বালিকা বিদ্যালয়ের জনৈকা শিক্ষয়িত্রীর গৃহে চুরির তদন্ত করিতে যাইয়া এই দারোগা সাহেবই উক্ত শিক্ষয়িত্রীর প্রতিবেশী কাঞ্চনতলা হাই স্কুলের জনৈক শিক্ষককে স্বীয় মনোমত সাক্ষ্য দিতে অপারগ হওয়ায় অবমাননাকর কথা বলেন ও জেলে দিবার ভয় দেখান।

স্থানীয় স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ এই ভাবে ছোট দারোগার হাতে বারংবার লাঞ্ছিত হওয়ার সংবাদে স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ মর্মাহত হইয়াছেন।

আবার আত্মহত্যা

গত ২রা মার্চ্চ খাগড়া মটুরাপাড়ায় শ্রীঅবনী চক্রবর্ত্তি (বয়স ৩৮) গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী উন্মাদাবস্থায় রাঁচিতে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাঁহার দুই সন্তানকে প্রতিপালন করিতে অসমর্থ হওয়ায় কলিকাতার কোনও অনাথাশ্রমে প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রকাশ, তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে খোকখবরের জন্য কলিকাতায় গেলে তাঁহার সন্তানদ্বয় ও অনাথাশ্রম কাহারও সন্ধানই পান নাই। —নিজস্ব

—আগুন লাগাইয়া আত্মহত্যা—

নবগ্রাম—কয়েকদিন আগে মুকুড়িয়া গ্রামের বরদা মণ্ডলের স্ত্রী গোটা শরীরে কাপড় জড়াইয়া আগুন ধরাইয়া দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। —নিজস্ব

শিক্ষাদরদীর নমুনা

জলঙ্গী : সীমান্ত অঞ্চলের জলঙ্গী থানার নিকট বর্ত্তি প্রাইমারী স্কুল ঘরখানার চালা করগেট টিনের হইলেও উহাতে দরজা জানালা বেড়া প্রভৃতি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহা ছাড়া ছেলেদের ও শিক্ষকগণের বসিবার আসনও তদ্রূপ জরাজীর্ণ ও অচল। এগুলিও কি অল্পবেতনের শিক্ষকগণকে নিজ ব্যয়ে করিতে হইবে? —সংবাদদাতা

ডাকাতি

আজিমগঞ্জ : কালীকৃষ্ণ গ্রামের জনাব গনি মহম্মদের বাটীতে দশ পনেরজন ডাকাত সশস্ত্র অবস্থায় প্রবেশ করিয়া সম্মুখে যাহা পায় তাহা লইয়া পলায়ন করে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত জনৈক বাস্তুহারা শ্রীনগেন সরকার গভীর রাত্রে জাগরিত হইয়া ডাকাতগণের আগমন সংবাদ অন্যান্য প্রতিবেশীগণকে জানাইবার চেষ্টা করিলে ডাকাতগণ তাঁহার বাটীতে প্রবেশ করিয়া বেদম প্রহার করে ও দুই একখানি শতচ্ছিন্ন বস্ত্র ভিন্ন আর কিছু না পাওয়ায় ক্রোধে উহাও লইয়া যায়! —সংবাদদাতা

কান্দী মিউনিসিপ্যালিটি

কান্দী মিউনিসিপ্যালিটির রিটার্নিং অফিসার কমিশনার নির্ব্বাচনে ৯টি আসনের জন্য ৯জন প্রার্থী বাদে অপর ১৫জনেরই মনোনয়ন পত্র বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন। মনোনয়ন পত্র পরীক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগে আপীল করার ফলে মহকুমা হাকিম গত ২২শে ফেব্রুয়ারী রিটার্নিং অফিসারের কাজকে অন্যায় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ১৫জন প্রার্থীরই মনোনয়ন পত্র গ্রাহ্য হইয়াছে। এইবার নির্ব্বাচন পর্ব্ব।

বামপন্থী নেতার সম্বর্দ্ধনা

নাহোড়া : গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী লোক সভায় নির্ব্বাচিত বামপন্থী নেতা ত্রিদিব চৌধুরীকে সাহোড়া গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ এক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন।

সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ত্রিদিব চৌধুরী সমস্ত শোষিত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন মারফৎ কংগ্রেসী কুশাসনের অবসান ঘটাতে আহ্বান করেন।

কান্দীর অরুন ভট্টাচার্য্য এবং ইউ-পি-বি'র বহু স্বেচ্ছাসেবক সভায় উপস্থিত ছিলেন। অরুণ বাবু স্থানীয় স্কুলের প্রাণস্পন্দনকে জাগাইয়া তুলিতে জনসাধারণকে সজাগ হইতে বলেন। —সংবাদদাতা

সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে শ্রীবিজয় গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত ও **প্রতিভা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,** (খাগড়া) হইতে জিতেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত

(বন্দীমুক্তির জনসভা)

[১ম পাতার পর]

ব্যক্তি স্বাধীনতা সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীশশাঙ্ক শেখর সান্যাল নির্ব্বাচিত বন্দীদের আটক করার নীতিকে কংগ্রেস সরকারের হিংসাপন্থা বলিয়া অভিহিত করেন।

সন্তযুক্ত কমিউনিষ্ট নেতা অনন্ত ভট্টাচার্য জেলখানায় দীর্ঘদিনের সংগ্রামী বন্দীদের ভগ্নস্বাস্থ্যের কথা বর্ণনা করিয়া বলেন—তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের প্রতিশ্রুতির কথা আপনাদের জানাইতে বলিয়াছেন ভগ্নস্বাস্থ্য হইলেও মুক্তি পাইলে তাঁহারা আপনাদের পার্শ্বে আসিয়া সংগ্রাম চালাইবেন। সারা বাংলা গর্জ্জন করিয়া উঠিল বিধান রায় মাথা হেট করিয়া বন্দীদের মুক্তি দিতে বাধ্য হইবেন।

যক্ষা রোগগ্রস্ত অনন্ত ভট্টাচার্য্য তাঁহার শেষ রক্ত বিন্দু দিয়াও জনগণের সঙ্গে থাকিয়া সংগ্রাম করার প্রতিশ্রুতি দেন।

আর-এস-পি নেতা সুহাস দাস বন্দীমুক্তির দাবীকে কেন্দ্র করিয়া বামপন্থী ঐক্যকে দৃঢ় করার আহ্বান দেন।

দেবী ব্যানার্জি ও ছত্রপতি রায়ের বক্তৃতার পর ব্যক্তি স্বাধীনতা সঙ্ঘের সম্পাদক বিজয় গুপ্ত গাজল মণ্ডল, নরেন চক্রবর্ত্তি প্রভৃতিকে আটক রাখার হাস্যকর সরকারী অভিযোগের বর্ণনা দিয়া বলেন,—পরাজিত মন্ত্রীদের প্রেতাত্মার জেল ভক্তি-কর শাসনীতিকে পরাস্ত করুন।

সভাপতি মহাশয় বলেন যে তেলেঙ্গানায় কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বেশী হিংসার অভিযোগ আনা হয় সেই খানেই কংগ্রেসীরা একটিও আসন পান নাই। বন্দীদের মুক্তি সংগ্রামে জনগণের রায় মানিতে সরকারকে বাধ্য করুন।

সভায় শ্রীসন্তোষ ভট্টাচার্য্য রাজবন্দীদের মুক্তি দাবীতে, ঢাকায় বাংলা ভাষার আন্দোলনের সমর্থনে, গুলিতে নিহত শহীদদের উপর শ্রদ্ধা নিবেদনে ও পাকিস্তানের সমস্ত রাজবন্দীদের বিশেষ করিয়া এই জেলার সর্ব্বশ্রী গুপ্ত ও সিরাজুল ইসলামের মুক্তির দাবীতে প্রস্তাব আনিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

বাস্তুহারা গায়ক ভীম দাস এবং স্থানীয় গণনাট্য সঙ্ঘের একটি স্বেচ্ছাকৃত বন্দী মুক্তির দাবীতে গান করেন।

মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন

মুর্শিদাবাদ জেলা কমিউনিষ্ট পার্টির নির্ব্বাচনী বোর্ডের পক্ষ হইতে মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন উপলক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :—

বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন ব্যাপারে সহরের প্রগতিশীল ব্যক্তি ও বামপন্থী দল সমূহের একটি ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন করাই কমিউনিষ্ট পার্টির প্রধানতম কর্ত্তব্য বলিয়া এবিষয়ে বিভিন্ন বামপন্থীদল ও প্রগতিশীল ব্যক্তির মধ্যে কয়েকটি আলোচনা সভা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু উক্ত সংগঠন গড়িয়া তোলা এখনও সম্ভব হইয়া উঠে নাই। এই বিষয়টি এখনও আলোচনার স্তরেই আছে।

আগামী ২৩শে মার্চ্চ নির্বাচন হইবে। এই নির্বাচনে কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষে কয়েকজন প্রার্থী আছেন। এছাড়া কমিউনিষ্ট সমর্থক, অন্যান্য বামপন্থীদলের প্রার্থী এবং প্রগতিশীল ব্যক্তিও এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন।

স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার বর্ত্তমান সরকার কর্ত্তৃক যে ভাবে সঙ্কুচিত হইতেছে, মিউনিসিপ্যালিটীর মেথর, ঝাড়ুদার নিম্নকর্ম্মচারী ও সামান্য বেতনের কর্ম্মচারীদের যে ভাবে দুর্দিনে দিনাতিপাত করিতে হইতেছে, তাহার প্রতিকার; এবং সরকারী উপেক্ষা ও হস্তক্ষেপের ফলে যে ভাবে সামান্য সংস্কার করা সম্ভব হইতেছে না—তাহারই প্রতিরোধে একটি পরিকল্পিত সুসংগঠিত প্রগতিশীল সংস্থা মিউনিসিপ্যালিটীতে থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্যে কমিউনিষ্ট পার্টি বহরমপুর সহরের অধিবাসী, করদাতা ও ভোটদাতাগণকে আবেদন করিতেছে যে বিভিন্ন বামপন্থী দলের পক্ষে যে সব প্রার্থী আছেন এবং যে সমস্ত প্রগতিশীল প্রার্থীর দ্বারা সরকারী প্রতিক্রিয়ার প্রতিরোধে নাগরিকগণের প্রকৃত কল্যাণকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় এমন প্রার্থীকেই নির্ব্বাচনে জয়ী করিয়া বহরমপুর অধিবাসী—হাওড়া, চন্দননগর নির্ব্বাচনের ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করুন।

কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষে সয়দাবাদে সন্তোষ ভট্টাচার্য্য, বহরমপুরে দীরেন্দ্রমোহন সরকার ও শংকরনাথ মণ্ডল এবং গোরাবাজারে আবদুল কাদের নির্ব্বাচনে প্রার্থী হইয়াছেন। তাঁহারা অন্যান্য বামপন্থীদলের প্রার্থী এবং বিভিন্ন প্রগতিশীল প্রার্থীদের সহযোগে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন।

বেলডাঙ্গা সংবাদ

বেলডাঙ্গা : ইউনিয়ন বোর্ডের নির্ব্বাচন উপলক্ষ্যে তোর জোর চলিতেছে। ইউনিয়ন বোর্ডের বর্ত্তমান প্রেসিডেন্ট এবং সভ্যগণ দেশবিভাগের বহু পূর্ব্ব হইতে সদস্য পদে বহাল থাকায় নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন—সভায় কোরাম পর্য্যন্ত হয় না। রাস্তাঘাট মেরামত দূরের কথা কোন কাজই হয় না বলিলেই চলে। অথচ পুনর্নির্ব্বাচনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইঁহারা কেবলমাত্র বেলডাঙ্গা মৌজাকে বেলডাঙ্গা টাউন বলিয়া রেকর্ড করাইবার অপচেষ্টায় ব্রতী আছেন। জনসাধারণের সজাগ দৃষ্টির ফলে এই অপচেষ্টা ব্যাহত হইতেছে।

* * * * * *

বেলডাঙ্গা পোষ্ট অফিসের নিকট সেখ এলাহি বকসের পাটের আড়োতে কয়েকদিন পূর্ব্বে সিঁদ দিয়া পাট চুরি হইয়া গিয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে—পোষ্ট অফিসের নিকটই চৌকিদার পুলিশ থাকে।

প্রগতিশীল সাহিত্য, পত্রিকা পড়ুন ও কিনুন

১।	স্বাধীনতা—দৈনিক	৵১০
২।	মতামত—সাপ্তাহিক	৵০
৩।	নেভিয়েট দেশ—পাক্ষিক	৵০
৪।	পরিচয়—মাসিক	৷৷০
৫।	Cross Road—Weekly	৷৴০
৬।	Soviet Union—Monthly	৸৴০
৭।	„ Litarature—„	৸০
৮।	„ Woman—Fortnightly	৷৷০
৯।	People's China— „	৷০
১০।	New Times—Weekly	৷০
১১।	News—পাক্ষিক	৵০
১২।	For lasting peace & for People's Democracy— সাপ্তাহিক	৶০
১৩।	Soviet Land—পাক্ষিক	৵০
১৪।	Labour Monthly—মাসিক	১৵০
১৫।	Political affairs—মাসিক	৷৷০

১৬। সংগঠন—সাপ্তাহিক এবং অন্যান্য মার্কসবাদী ও লেনিনবাদী পুস্তকাদি নিম্ন ঠিকানায় পাইবেন।

সনৎ রাহা
বট চৌধুরী
কৃষ্ণপদ নাথ
} পোঃ খাগড়া (মুর্শিদাবাদ)

প্রকাশিত হইতেছে! প্রকাশিত হইতেছে!!

Regd. No. C 3435.

স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার
মত প্রকাশের স্বাধীনতাও আমাদের জন্মগত অধিকার। সংবিধানে তাহা সম্পূর্ণতঃ সুনিশ্চিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হইব না।

সাপ্তাহিক সংবাদ

মুর্শিদাবাদ জেলার প্রগতিশীল মুখপত্র

সম্পাদক মণ্ডলী
শ্রীজিতেশচন্দ্র সাহিড়ী
অধ্যাপক নির্ম্মাল্য বাগচী
শ্রীবিজয় গুপ্ত।
শ্রীসনৎ রাহা
শ্রীশৈলেন অধিকারী

প্রথম বর্ষ, ১৯শ সংখ্যা | ৭ই চৈত্র বৃহস্পতিবার, ১৩৫৮, ইং ২০ মার্চ্চ ১৯৫২। | মূল্য ।০ এক আনা

বলরামপুরের আন্দোলনী শ্রমিকদের

=জয়লাভ=

সরকারী উপেক্ষার বিরুদ্ধে শ্রমিকের মিছিল

বহরমপুর: গত ৭ই মার্চ্চ বহরমপুরে বলরামপুর হইতে আন্দোলনী নিয়োগে প্রায় তিনশত শ্রমিকের এক মিছিল আসিয়া জেলা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দাবী জানায়। প্রথমে তাঁহারা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পরে এ. ডি. এসের নিকট গেলে তাঁহাদিগকে ৫০ টাকা করিয়া সে দিনই দেওয়া হয়। প্রকাশ তাঁহারা গত ৩০শে জানুয়ারী হইতে বেকার পড়িয়াছিলেন না। তাঁহাদের এই আন্দোলনের ফলে সরকারী টাকা আসিয়া পৌঁছিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই মিছিলে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন আর. এস, পি কর্ম্মী কালিদাস ধর, নীরদ দে, শান্তি দে, ক্ষিতীশ বিশ্বাস এবং আবুল বরকত।

—বিবৃতি—

বহরমপুর পৌরসভার নির্ব্বাচনে বহরমপুর এবং সৈদাবাদ ওয়ার্ড হইতে নির্ব্বাচনপ্রার্থী মহিলা কর্ম্মীদ্বয় শ্রীমাধবী সেন এবং শ্রীদেবী রায়নার্কী নির্ব্বাচনদ্বন্দ্ব হইতে নিজেদের নাম প্রত্যাহার করিয়া লইয়া নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন:—

স্থানীয় বিভিন্ন বামপন্থী দল এবং প্রগতিশীল ব্যক্তিরা সম্মিলিত কর্ম্মসূচী নিয়া পৌরসভার নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবেন, এই বিশ্বাস লইয়া আমরা যথাক্রমে বহরমপুর এবং সৈদাবাদ ওয়ার্ড হইতে একমাত্র মহিলা প্রার্থী হিসাবে নির্ব্বাচনে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। নির্ব্বাচনের কয়েকদিন আগেও যখন কোন ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা কার্য্যকরী হইল না, তখন নির্ব্বাচন দ্বন্দ্ব হইতে সরিয়া দাঁড়ানোই আমরা শ্রেয় মনে করিতেছি। আমরা আশা করি, কমরাতা এবং ভোটদাতাগণ বিশেষ করিয়া মহিলা ভোটাররা নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করিয়া প্রগতিশীল জনসেবক ও আদর্শনিষ্ঠ কর্ম্মীদের নির্ব্বাচনে জয়ী করিবেন।

পৌরসভা নির্ব্বাচন

বহরমপুর পৌরসভা নির্ব্বাচনে বামপন্থীদের মধ্যে পরস্পর সহযোগের ভিত্তিতে প্রচার চলিতেছে। প্রগতিশীলদের জয় হইবে বলিয়া সহরবাসী মনে করেন।

অসুস্থ কবি

শৌরীন্দ্রনাথ

কাশিমবাজার: মুর্শিদাবাদের জনপ্রিয় কবি শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য পীড়িতাবস্থায় কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া কাশিমবাজারের শয্যাশায়ী আছেন দিন কাটাইতেছেন।

অনন্ত ভট্টাচার্য্যকে বাঁচান

মুর্শিদাবাদ জেলার কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড অনন্ত ভট্টাচার্য্য সম্প্রতি রুগ্ন দেহে দমদম জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বহরমপুরে এসেছেন। ইংরেজ সরকারের আমলে দীর্ঘদিন আন্দামানে আটক থাকার সময়েই তিনি যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হন। তারপরে এই যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত দেশপ্রেমিকের উপর গত চার বছর কংগ্রেস শাসনের অত্যাচার চলেছে। মাঝে দুবার জীবন সংশয় অবস্থায় খুব অল্পদিনের জন্য সরকার তাঁকে মুক্তি দিয়ে তাঁর জীবনের দায় এড়াবার চেষ্টা করলেও একটু সুস্থ হওয়া মাত্র দুবারই তাঁকে গেপ্তার করা হয় এবং এইভাবে একটানা প্রায় চারবছর তাঁকে আটক রাখা হয়। ফলে উৎকট রোগ নিয়েই তিনি আমাদের মধ্যে ফিরে এসেছেন এবং তাঁর শরীর ক্রমেই ক্ষয়ের দিকে এগোচ্ছে। জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি তিনি দেশবাসীর পরোক্ষটি সংগ্রামে সামিল থেকে স্বাধীন ও সুখী জীবন গড়ার কাজে বিলিয়ে দিয়েছেন তাঁকে বিনা চিকিৎসায় এবং অসহায় অবস্থায় আমরা মরতে দিতে পারি না। তাই তাঁকে বাঁচাবার দায়িত্ব আজ দেশবাসীকেই নিতে হবে।

দল-মত-নির্ব্বিশেষে জনসাধারণের নিকট আমাদের আবেদন, নিম্ন ঠিকানায় সাধ্যমত অর্থ সাহায্য পাঠিয়ে এই বিপ্লবী নেতার জীবন রক্ষার দায়িত্বে অংশ গ্রহণ করুন। সাহায্য পাঠাবার ঠিকানা:—

অধ্যাপক **নির্ম্মাল্য বাগচী**
পোঃ বহরমপুর : জেঃ মুর্শিদাবাদ।

জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি

অবিলম্বে নির্ব্বাচন দাবী

জিয়াগঞ্জ কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদক কমরেড সমর অধিকারী ও নাগরোদয় সমিতির সম্পাদক মীহীশেখর অধিকারী, রিজস্ব কোঃমান ইউনিয়নের শীতমুল সাহা, চা ও মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির শ্রীনারায়ণ দাস, সাংবাদিক শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ফেরীওয়ালা সমিতির শ্রীরামন দাস এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন দীর্ঘকাল যাবৎ জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি পৌর সভার দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ অক্ষম এক বোর্ডের হাতে আছে। আমরা জানিয়া বিস্মিত হইলাম যে এক বৎসরের পূর্ব্বে পুন নির্ব্বাচন করার কোন মতলব বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষের নাই। আমরা ইহার তীব্র প্রতিবাদ করি ও অবিলম্বে পুন নির্ব্বাচন দাবী করি।

আত্মহত্যা

আজিমগঞ্জ: শ্রীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক যুবক গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। যুবকটি আই, এ পাশ বেকার থাকার অসহ্য জ্বালা সহ্য করিতে না পারায় আত্মহত্যা করেন।

জিয়াগঞ্জ কমিউনিষ্টপার্টির সম্পাদক কমরেড সমর অধিকারী এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যাকুল বালার শোচনীয় আত্মহত্যার পর আর একটি জীবন বেকারীর যূপকাষ্ঠে এই মুর্শিদাবাদেই বলি দেওয়া হইল। তিনি অবিলম্বে বেকার যুবকদিগের চাকরী ও বেকার মজুর ও কৃষকদের কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা অন্যথায় বেকার ভাতার বন্দোবস্ত করার দাবী জানান।

—আত্মহত্যা—

বহরমপুর: গত ১৭ই মার্চ্চ ভৈরবতলাঘাটের শিবিশ বাগচী গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। সং দাতা

মহলন্দীতে বেপরোয়া ধান সীজ

মহলন্দী: এই অজন্মার বছরে বিঘা প্রতি ২/০ মণ ধান হওয়া সত্ত্বেও ১লা মার্চ্চ হইতে সরকারের ব্যাপক ধান ধরা সুরু হইয়াছে।

মণ্ডলপাড়ার জিল্লরহমান মিয়ার মাত্র ১০/০ বিঘা জমি: পোষ্য ৪ জন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার বড় ভাইয়ের ৬০/০ মণ ধান সীজ করা হয়। ঐ দিনেই সৈয়দ হোসেন নামক এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে ৬০/০ মণ ধান সীজ করা হয়। তাঁহার ৮ জন পোষ্য ছাড়া ১ জন ঝি ও ১ জন রাখালকে খোরাকী দিতে হয়। জমি মাত্র ১৫/০ বিঘা। ঐ ধান দিতে অক্ষমতা জানাইলে জোর পূর্ব্বক লইয়া যাওয়ার ভমকি দেওয়া হয়। উভয় ক্ষেত্রেই ২ দিনের মধ্যে উক্ত ধান দিবার জন্য নোটীশ জারী করা হয়। আল্লারাখা মিঞার মাত্র ৬/০ বিঘা জমি; পোষ্য সাত জন। ধান না থাকা সত্ত্বেও ৬/০ মণ ধান সীজ করা হয়। রহমান খলিল নামক কৃষকের (৯ জন পোষ্য) ইনস্পেক্টর বাবুর হুকুমে রক্ষার্থে ১ বস্তা ধান সীজ করা হয়। কয়েকজন ভদ্রলোক প্রতিবাদ করিলে তাঁহাদিগকেও ভয় দেখান হয়। আসবক পাড়ার আবদুল গণি মিয়ার বাড়ী ঢুকিয়া ১২ বস্তা ধান সীজ করা হয়। তিনি তাঁহার চাকরী করেন, বাড়ীতে থাকেননা। তাহার ৭ জন পোষ্য; জমি মাত্র ১০/০ বিঘা। বেপরোয়া ধান সীজের এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত মিলিবে।

পরে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে জনাব সৈয়দ হোসেন ও জিল্লে রহমান মিঞার উপরোক্ত ধান জোর করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে। —সংবাদদাতা

সংগঠন

৭ই চৈত্র ১৩৫৮ সাল।

পরিত্রাণের পথ

কিছুদিন আগের কথা। তখন মজুরীবৃদ্ধির দাবীতে বহরমপুর সহরে বিড়ি-শ্রমিকদের একটানা ধর্ম্মঘট চলছে। কিশোর বয়সের একটি কারিগরের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেল, সে গোপনে কাজ করছে। সকলে মিলে জেরা করতেই ছেলেটি কেঁদে ফেললো। বাড়ীতে পাঁচটি পোষ্য, বাপ বেকার। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিড়ি বেঁধেও দু'টাকার বেশী আয় তার কোন দিনই হয় না। অন্ততঃ কিছুটা মজুরী বৃদ্ধি হওয়া তার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। অথচ একদিন কাজ বন্ধ রাখার অর্থ সংসারে সকলের অনাহার—এমন কি ছোট ভাইটির পর্য্যন্ত।

শুধু এই কিশোর কারিগরটির নয়, সমস্ত সাধারণ মানুষের জীবনেই এই সঙ্কট কথা দিয়ে ছ' ডিড়ি শ্রমিক অথবা ছোট ছোট দোকানের কর্ম্মচারীরা উপযুক্ত মজুরী পায় না, অথচ দোকানের মালিকদের আয়ও দু'একজন খুব বড় ব্যবসায়ী ছাড়া অনেক ক'মে গিয়েছে। এই সমস্ত ছোট ছোট মালিক আর তাঁদের মজুর একই সঙ্গে নাকে কাঁদতে সুরু করেছেন। যে সমস্ত মধ্যবিত্ত রিক্সা ভ্যান গাড়ীওলা, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ রিক্সা বিক্রি ক'রে দেবার কথা ভাবছেন। এদিকে রিক্সা চালকের সংখ্যা পাঁচগুণ বৃদ্ধি হওয়ায় চালকদের আয় পূর্ব্বের তুলনায় অনেক ক'মে গিয়েছে এবং আরো কমের দিকে এগোচ্ছে। ঘোড়ার গাড়ীর কোচম্যানরা বলে, ঘোড়াকে আধপেটা রেখে ঘোড়ার মুখের দানা কেটেও তাদের সংসার চলছে না। মধ্যবিত্ত ঘরের ছোট ছোট ছেলেরা চায়ের দোকানে অথবা বিড়ির কারখানায় কাজ নিয়েছে, একটু যারা বড় তাঁরা চাকু দিয়ে নিজের হাত কেটে ট্রেণে ট্রেণে 'সারভিকাল অয়েল' ফিরি করছেন। গাঁয়ের দিকে সর্ব্বস্বান্ত কুমীরশিল্পী ও জমিহারা কৃষকের দল জনপেটেও সংসার চালাতে পারছেন না। যে সব বাড়ীর অবস্থা আগের দিনে একটু স্বচ্ছল ছিল তাদের বাড়ীর বেকার ছেলেরা চাকরী খোঁজার চাকরী নিয়ে দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এমন কি ছোট ছোট জোতদারদের সন্তানেরাও আর পুরণো কায়দায় বাঁচতে চাইছেন না।

সঙ্কটের এই গোলকধাঁধায় পড়ে মানুষের মনের বল ও আত্মবিশ্বাস অনেক সময় ঘা খাচ্ছে। স্বরাজ ও সুখী জীবনের সাধনায় যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী জীবনাহুতি দিতে পথে নেমেছিলেন, কংগ্রেস নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার পর এবং হরেক রকম দলের ঘূর্ণাবর্ত্তে প'ড়ে তাঁদের কারও কারও মনে নৈরাশ্য ও অবসাদ আসার উপক্রম হয়েছে। নিষ্ফল আক্রোশ ও অভিমানে কেউ কেউ শোষক শ্রেণীর জীবন দর্শনের প্রতি দুর্ব্বলতায় একা একা প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টায় প্রাণান্ত হচ্ছেন।

আমাদের এই উপনিবেশিক দেশে সঙ্কটের পরচারণ এই প্রথম নয়। তবু সর্ব্বগ্রাসী সঙ্কটের চূড়ান্ত সমাধান করতে না পারলেও সঙ্কটের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে সাধারণ মানুষ ক্রমাগত সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছেন। আজ যখন সে সঙ্কট গভীরতর হয়ে মানুষের জীবনের যা কিছু শ্রেয় তাকে ধ্বংস ক'রে দিতে চাইছে, জীবিকা ও জৈব দাবীর তাগিদ অগণিত সৎ মানুষকে অবাঞ্ছিত রাস্তায় ঠেলে দিতে চাইছে তখন আমাদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম প্রচেষ্টাকে আরও তীক্ষ্ণ করা প্রয়োজন। সেই জন্যই প্রত্যেকটি সমস্যার ক্ষেত্রে বামপন্থী ও প্রগতিশীল ঐক্যের প্রতি আমরা এত গুরুত্ব আরোপ ক'রে এসেছি।

বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় একটি বিষয় ক্রমশঃ পরিষ্কার হ'য়ে উঠছে। মুষ্টিমেয় নেতা বা উপরতলার মানুষের উপর নির্ভর না ক'রে সাধারণ মানুষকেই এই ঐক্যবদ্ধ মোর্চ্চা গঠনের পথে এগিয়ে আসতে হবে। নিজেদের অবস্থা ও পরিবেশকে সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে আর একবার বিচার ক'রে দেখতে হবে। এদেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জীবনের যে মূল গলদ তার প্রতি এতদিন আমরা খুব কম নজর দিয়েছি। সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থা ও ফাটকাবাজ বেনিয়াদের অবসান ঘটিয়ে ভৈরব ও ভাগীরথীর দুই তীরে যে নূতন শিল্প বিকাশের সম্ভাবনা ছিল সে দিকে আমাদের দৃষ্টি কম গিয়েছে। এ্যাণ্ডারসন্, রাইট এণ্ড কোম্পানী সিনক্লিয়ার মুরে (আমেরিকান) এবং র‍্যালি ব্রাদার্স প্রভৃতি যে সব বিদেশী প্রতিষ্ঠান মুর্শিদাবাদের ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে তাদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আমরা কোন অনুসন্ধানই করিনি। যে সমস্ত রাজনৈতিক দল সহরের মেহনতী মানুষের মধ্যে কাজ করেন তাঁরাও এই সমাজের চেহারাটা পরিষ্কার ক'রে তুলে ধরতে পারেন নি। আজ আমাদের বোঝা দরকার দোকান মালিকদের সঙ্গে বিড়ি শ্রমিকদের এবং রিক্সা মালিকদের সঙ্গে রিক্সা চালকদের স্বার্থের সংঘাত থাকা সত্ত্বেও এবং একটা সাম্যবদ্ধ চেহারার মধ্যে এই সমস্ত সংঘাতকে কেন্দ্র করে ধর্ম্মঘট ইত্যাদি করার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও এই সমস্ত মালিকেরা মূলতঃ মধ্যবিত্ত এবং আমাদের দেশের বর্ত্তমান স্তরে তাদের বিরুদ্ধে কোন চূড়ান্ত সংগ্রাম করা অথবা উচ্ছেদ সাধন অসঙ্গত এবং অসম্ভব। আমাদের এই পশ্চাদপদ দেশের বিশেষতঃ মুর্শিদাবাদের মত পশ্চাদপদ জেলার মধ্যবিত্ত-মালিকদের সঙ্গে তাঁদের সাথে সংশ্লিষ্ট মেহনতী মানুষের সংঘাত এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ সংগ্রাম থাকা সত্ত্বেও উভয়ের একাবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া বর্ত্তমান সঙ্কটের সমাধান এবং মুর্শিদাবাদের রূপান্তর অসম্ভব। উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি এবং বৃহৎ শিল্পের কল্যাণে ভবিষ্যতে সমস্ত রকম ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ ও সমাজস্বত্বের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। তার জন্যই এখন ছোট ছোট ব্যক্তিগত শিল্পের প্রতিষ্ঠাও রক্ষা এবং কৃষি ও শিল্পে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রণ ও উৎসাহ দান প্রয়োজন।

এইরকম পরিস্থিতিতে রিক্সা চালকদের ইউনিয়নের পাশাপাশি রিক্সা মালিকদেরও ইউনিয়ন থাকলে বিড়ির দোকানদার এবং বিড়ি শ্রমিক উভয়েরই নিজ নিজ ইউনিয়ন থাকলে এই সমস্ত মালিকদের আয় অনুপাতে একটা ন্যায্য মজুরীর হার নিয়ে সমষ্টি গত দর কষাকষি করা এবং সঙ্কটের মূল কারণগুলির বিরুদ্ধে উভয়ের ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করা সম্ভব হয়। নিজ নিজ পেশার ভিত্তিতে সমস্ত মেহনতী মানুষের ইউনিয়ন এবং ছোট ছোট ব্যবসায়ী ও মধ্যবিত্ত মালিকদের সংগঠনগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে বর্ত্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কটের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সুরু করলে মুষ্টিমেয় সমাজ-শত্রুর বিরুদ্ধে আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করা এবং সেই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পথে সক্রিয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করা সহজতর হয়।

গভীর এবং বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার না করলে বিক্ষুব্ধ শক্তিকে সংহত করে সমাজবিপ্লবের কাজে নিয়োগ করা অসম্ভব হবে। সমাজের অগ্রগতির বিশেষ এক অধ্যায়ে যে সমস্ত শ্রেণী, গোষ্ঠী অথবা ব্যক্তি সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে নিজেদের মধ্যে সাময়িক মিত্রতা স্থাপন করতে পারেন তা অগ্রাহ্য করলে হতাশা ও সঙ্কটের গোলকধাঁধা থেকে মানুষকে বেড় করে আনা সম্ভব হবে না।

মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া, সঙ্কটের দাপটে প্রত্যেকটী সাধারণ মানুষের জীবন দম ফুরানো ঘড়ির মত টিক্ টিক্ করছে। সময় মত সকলে একযোগে হাত লাগালে সম্মিলিত জীবন সংগ্রাম নূতন বেগে চালু হবে।

—::—

ঘটনা প্রসঙ্গে

হতভাগ্য এই দেশের বেকারের তালিকায় তাকালে চোখ ধাঁধিয়া যায়। ১৯৫০ সালে ১২ লক্ষ ১০ হাজার চাকরীর জন্য এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের খাতায় নাম লিখাইয়াছিলেন। ১৯৫১ সালে লিখাইয়াছিলেন ১৩ লক্ষ ৭৫ হাজার। এই ২৫ লক্ষ ৮৫ হাজার ছাড়া আরও অনেক বেকার আছেন যাঁহারা নাম লেখান নাই। তাঁহাদের মধ্যে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ কাজ দিয়াছেন মাত্র ৭ লক্ষ ৪৭ হাজার। এই বিরাট সংখ্যক বেকারের ভাগ্যে ভবিষ্যতের অন্ধকারে কি লেখা আছে তাহা তাঁহারা শুধু নয়; আরও অনেকেই চিন্তা করিতেছেন। এ দেশে যদি শিল্প বাড়িত, কল-কারখানা, হাসপাতাল, স্কুল, প্রতিষ্ঠান, সভ্যতা সমৃদ্ধি গড়িয়া উঠিত তাহা হইলে অন্ধকার কাটিয়া যাইত, বেকারের সামনে উজ্জ্বল জীবনের আলো ভাসিয়া উঠিত। তাহার টাকা? দেশ স্বাধীন হইলে ইংরাজের ৮০০ কোটী টাকার পুঁজি এই সব সমৃদ্ধির কাজে গাটিত। ইঁহিং পাওনা আদায় করিত—রাজা-মহারাজার জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিত। তাহা ত হয়ই নাই; তাহা ছাড়া আগামী বৎসরের বাজেটে যে ৪২৪'৯৮ কোটী টাকা আদায় হইবে, তাহার মোট ব্যয় ৪০৬'২৫ কোটী টাকার মধ্যে ১৯৭'৯৫ কোটী টাকাই (মোট বাজেটের প্রায় ৫০ ভাগেই) যুদ্ধের জাহাজ, অস্ত্র-শস্ত্র, বিমান ও মিলিটারী খাতে বরাদ্দ হইয়াছে। ইহার পর আবার শিল্প? আবার বেকারের নূতন ভাগ্য?

** ** **

"কান্দী পৌর সভার সদস্য নির্ব্বাচন ব্যাপারে জনগণ জনীলক" সম্পর্কে সহযোগী "কান্দীবান্ধবের" সম্পাদকীয় পড়িলাম। ৯টি আসনে ৯ জন বাদে অপর প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র বাতিল করার ঘটনাকে মহকুমা হাকিম অন্যায় বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা ব্যাপারে কান্দী মিউনিসিপ্যালিটির উক্ত "কীর্ত্তি"র সংবাদ আমরা ১৬শ সংখ্যা "সংগঠনে" প্রকাশ করি। সংবাদটির শেষে লেখা হইয়াছিল "কান্দী মিউনিসিপ্যালিটির বর্ত্তমান চেয়ারম্যান হইতেছেন কংগ্রেসী জমিদার শ্রীবিজয়েন্দ্র নারায়ণ রায়" সহযোগী "কান্দীবান্ধব" ইহাতে "অপপ্রচার," "সাংবাদিকের কর্ত্তব্যে ঔদাসীন্য," "অসঙ্গত আক্রমণ" ও "দায়িত্বজ্ঞানহীনতা" আবিষ্কার করিয়াছেন। শ্রীবিজয়েন্দ্র নারায়ণ রায়ের সহিত জড়িত এবং নীলাম ইস্তাহার ভূষিত এই পত্রিকাখানি অথবা নিজের গায়ে মাখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছেন দেখিতেছি। ঠাকুর ঘরে কে এই প্রশ্নের উত্তরে কলা না খাওয়ার কৈফিয়ৎ হাজির করিলে লোকের মনে সন্দেহ জাগিবে বই কি?

** ** ** ** **

চাকরাণ, কোটালি ইত্যাদি সূত্রে জমিদারের কর্ম্মচারীগণ পুরুষানুক্রমে যে সমস্ত জমিতে চাষ আবাদ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন রাতারাতি তাঁহাদিগকে জমি হইতে উচ্ছেদ করা সুরু হইয়াছে। প্রায় দুই পুরুষ ধরিয়া চাষ করার পর নবগ্রাম থানার রাইগ্রা-গঙ্গারামপুর এলাকার পেনা মোল্লা, বকু মণ্ডল ফণী বাগ্দী প্রভৃতি কয়েকজন গরীব চাষীর হাত হইতে কলিকাতার ঠাকুর রাজ এষ্টেট সম্প্রতি এই

৩ পাতায় দেখুন

—ঘটনা প্রসঙ্গে—

২য় পাতার পর

ভাবে জমি কাড়িয়া লইয়া উচ্চ মূল্যে সেই সমস্ত জমি বন্দোবস্ত দিয়াছেন। দেখা যাইতেছে, কংগ্রেসী আইনে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী উচ্ছেদ অসম্ভব হইলেও বিনা খেসারতে কৃষক উচ্ছেদ কত সহজ! আমরা এই অন্যায় জুলুমের প্রতিবাদ করিতেছি।

সরকারী অবিচারের ফলে কৃষি বিভাগের কর্ম্মচারী শ্রীকালিপদ দাসের স্ত্রী শ্রীমতী পারুলবালা দাসী আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হন। এ সম্পর্কে পরিষদ গৃহে কৃষক পক্ষা মজদুর দলের সদস্য শ্রীহরিপদ চ্যাটার্জ্জির এক প্রশ্নের উত্তরে মগামন্ত্রী ডাঃ বিধান রায় কতকগুলি অবান্তর কৈফিয়ৎ দিয়া পরিশেষে মন্তব্য করেন যে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভুল বুঝা বুঝির ফলে নাকি শ্রীমতী পারুলকে আত্মহত্যা করিতে হয়। শ্রীযুক্ত দাস সম্পর্কেও বলা হইয়াছে যে তিনি নাকি কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিয়াছেন। একজন অধস্তন কর্ম্মচারীর আকুল আবেদনের প্রতি ঔদাসিন্য, স্মারকলিপির প্রতি উপেক্ষা পরিশেষে সাবকিট হাউসে ডাকিয়া লইয়া দমকানি এবং মেডিকেল লিভ মঞ্জুর থাকা সত্ত্বেও সরলীর আদেশ এবং বেতন বন্ধ দাখা ইত্যাদি অবিচারের অভিযোগ ও নজির কৃষিবিভাগের ডেপুটি-ডাইরেক্টারের বিরুদ্ধে আছে বলিয়া আমরা জানি। বিচার বিভাগীয় না বেসরকারী অন্য হইল সমস্তই প্রমাণ হইবে। এই অবস্থায় আমরা অন্য কোন মন্তব্য করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু নিজের অবস্থা সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার পরও একজন নারী অসহায় অবস্থায় আত্মহত্যা করিলেন আর ডাঃ রায় তাঁহার দরবার গৃহে দাঁড়াইয়া সে সম্পর্কে নিতান্ত পরিহাসচ্ছলে মন্তব্য করিলেন। দেখিয়া শুনিয়া আমাদের শুধু বলিতে ইচ্ছা করে: 'ঔরঙ্গজেব, আবার বলি চমৎকার।

বেলডাঙ্গা সংবাদ

—জলকষ্ট—

গরম না পড়িতেই বেলডাঙ্গায় জলকষ্ট দেখা দিয়াছে। পুকুরে জল নাই বলিলেই হয়। ইন্দারা ও কূপের জলের উপরই বেলডাঙ্গাবাসীগণ এখন নির্ভরশীল, কিন্তু তাহার জলও কমিয়া আসিয়াছে। যদি এখন হইতেই সরকার ও দেশবাসীগণ পানীয় জলের ব্যবস্থা না করেন, তাহা হইলে শীঘ্রই এখানে মহামারী দেখা দিবে।

❋ বিদ্যালয় ও নলকূপ ❋

বেলডাঙ্গা বাণীপীঠ বালিকা বিদ্যালয়ের বালিকাদের পানীয় জলের জন্য একটি অগভীর ইন্দারা আছে। অনাবৃষ্টির জন্য তাহার জল খুব কমিয়া যাওয়ায় বিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ সরকারের নিকট একটি টিউবওয়েল প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ে প্রায় একশত ছাত্রী পড়ে। বিকালে ও সন্ধ্যায় সরকার অনুমোদিত ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের প্রায় ৬০ জন ছাত্রী ও ছাত্র পড়িয়া থাকে। সরকার বিদ্যালয়ের পরিদর্শিকা মহোদয়ার সুপারিশ চাওয়ায়, তিনি জানিয়া শুনিয়াও বিদ্যালয়ের সেক্রেটারীর নিকট বিদ্যালয়টি সরকার অনুমোদিত কিনা জানিতে চাহিয়াছেন। সরকার অনুমোদিত ব্যতীত স্কুলের মেয়েরা কি সরকার হইতে পানীয় জল ও সাহায্য পাইবে না?

জলকষ্ট

কাঁঠালিয়া: কাঁঠালিয়া গ্রামের ৩টি নলকূপই ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় গ্রামে জলকষ্ট দেখা দিয়াছে। আসন্ন গ্রীষ্মের সূচনায় গ্রামবাসী শঙ্কিত। —সংবাদদাতা

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

মহাশয়,

আমরা মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বহরমপুর সদর প্রাইমারী গুরু ট্রেণিং বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ। যে সমস্ত কারণে আজ গুরু ছাত্রদের অকৃতকার্য্যকারীতার পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহার এক প্রধান কারণ এই যে, উক্ত পরীক্ষায় নির্ব্বাচিত পাঠ্য তালিকার অধিকাংশ পুস্তকই বাজারে দুষ্প্রাপ্য। নির্ব্বাচিত পাঠ্য তালিকার বেশীর ভাগই ঢাকায় (পাকিস্তানে) প্রকাশিত হয়। কিন্তু পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে পশ্চিম বঙ্গে ভিঃ পিঃ চলাচল একেবারে বন্ধ। অথচ পূর্ব্ব পাকিস্তান গিয়া পুস্তক আনয়ন করা যেমন কষ্টদায়ক তেমনই বিপদজনক। বর্ত্তমান বৎসরের মার্চ্চ মাস আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পুস্তকাভাবে আমাদের পড়াশুনার বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। যে সমস্ত ২।১ খানি পুরাতন পুস্তক প্রাক্তন ছাত্রদিগের নিকট আছে তাহাও পাওয়া যাইতেছে না। কারণ পরীক্ষায় পাশের অনিশ্চয়তা হেতু পুস্তক হাত ছাড়া করিতে অনিচ্ছা। সুতরাং যাহাতে উক্ত পুস্তকগুলি পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে আনয়নের সুব্যবস্থা করা হয় কিম্বা পশ্চিমবঙ্গের প্রকাশিত কোন পুস্তকের নির্ব্বাচন করা হয় তৎসম্বন্ধে আমরা পশ্চিম বঙ্গে শিক্ষা বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইতি—

মুর্শিদাবাদ জেলার গুরু ছাত্র পক্ষে বহরমপুর জি, পি, টি স্কুল ছাত্রবৃন্দ।

প্রতিবাদ

মহাশয়!

আপনার গত সপ্তাহের পত্রিকায় 'বাস্তহারা কষ্টে মরে' শীর্ষক পত্রখানার বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ মিথ্যা ও দুরভিসন্ধি মূলক। প্রকৃত তথ্য এই যে, ভগীরথপুর হইতে যে সব বাস্তহারা সাদিখাঁর দিয়ার যাইয়া বসবাস করে তাহাদের সমস্ত ব্যবস্থাই গভর্ণমেণ্টের পুনর্বাসন বিভাগের তদানিন্তন সার্কেল অফিসার শ্রীযুক্ত মুক্তিরঞ্জন মজুমদার মহাশয় করাইয়াছিলেন এবং গৃহ নির্ম্মান ঋণ বাবদ তিন ও নগদ টাকা লইয়া উক্ত বাস্তহারাগণ নিজ ইচ্ছামত ঘরবাড়ী করিয়াছিল। তাহাদের সহিত কোনরূপ দুর্ব্যবহার বা প্রতারণা করা হয় নাই। ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। তাঁহারা পাকিস্তানের জাল নোট দেশমধ্যে বিক্রয় করায় পুলিশ এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার ফলে তাহারা রাতারাতি এখান হইতে চলিয়া যায়। অনেকে গোপনে তিন বিক্রয় করিয়া টাকা লইয়া গিয়াছে এবং ইহাতে জাতীয় সরকার বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। তদানীন্তন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত অমিতাভ নিয়োগী মহাশয় তিনগুলি ঐ খানেই ঐ অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া চুরি যাইবার আশঙ্কায়, ইউনিয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ঐ তিন তুলিয়া রাখিতে মৌখিক হুকুম দেন। তদনুসারে তিনগুলি ইউনিয়ন বোর্ডের হেফাজতে রাখা হইয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ড শিশির বাবুর বাড়ীতে বলিয়া তিনগুলি তথায় রাখা হইয়াছে। ইহাতে শিশির বাবুর কোনও সংস্রব নাই। এই তিনগুলির বিলি ব্যবস্থা করিবার জন্য বহুবার কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। কিন্তু কি ভাবে তিনগুলির বিলি ব্যবস্থা হইবে তাহার কোনও আদেশ না পাওয়ায় তিনগুলি পড়িয়া আছে।

আমরা যে সব বাস্তহারা বর্ত্তমানে সাদিখাঁর দিয়ারে আছি, আমরা বিশেষ জোরের সঙ্গে বলিতে পারি যে, যতটা স্বস্তিতে এই গ্রামে বাস্তহারা বাস করিতেছে, জলঙ্গী থানার কোন স্থানের বাস্তহারারাই সেরূপ ভাবে থাকিতে পারে নাই। প্রকৃত পক্ষে স্থানীয় লোকের সহায়তায় আমরা কাহারও মুখাপেক্ষী নই বরং আত্মনির্ভরশীল হইয়া শান্তিতে বাস করিতেছি। উক্ত পরেশ বাবুর পত্র শিশির বাবুকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করা ছাড়া আর কিছুই নয় বলিয়া আমরা মনে করি। প্রকৃত পক্ষে শিশির বাবুর মত উদার চেতা গ্রাম উন্নয়নে উৎসাহী ব্যক্তির সংখ্যা বেশী হইলে গ্রামগুলির উন্নতিই হইত। কাজেই আমরা আপনার পত্রিকা মারফত এই প্রতিবাদ জানাইতেছি। প্রকাশে সাধারণকে সত্য ঘটনা জানাইবেন। নমস্কার। ইতি বিনীত

শ্রীনারায়ণচন্দ্র দেবনাথ

সম্পাদক,

সাদিখাঁর দিয়ার বাস্তহারা সমিতি।

মাড়গ্রাম এম্,-ই,-স্কুল।

কান্দী মহকুমার খড়গ্রাম থানার ন্যায় জনবহুল এলাকায় এ পর্য্যন্ত শিক্ষা বিস্তারের কোন সরকারী বা বেসরকারী পরিকল্পনাই প্রকৃত পক্ষে গ্রহণ করা হয় নাই। মাঝে মাঝে অন্ধকার রজনীর বিদ্যুৎ প্রবাহের ন্যায় দু' একটি শিক্ষা নিকেতন ক্ষণিকের তরে আলোক বিস্তার করিয়া পরক্ষণেই আবার মিলাইয়া গিয়াছে। ইন্দ্রাণী, সেরপুর, কান্দুলি প্রভৃতি স্থানে যে কয়েকটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় বেসরকারী প্রচেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা সরকারী অবহেলা ও গ্রাম্য দলাদলীর ফলে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। একমাত্র মাড়গ্রাম এম্, ই, স্কুলটি ১৯২১ সালে স্থাপিত হইয়া কয়েকজন স্থানীয় শিক্ষিত সদাশয় ব্যক্তির প্রচেষ্টায় আজও কোনও মতে দুর্ভিক্ষ মহামারী, রাষ্ট্রবিপ্লব, অন্ন ও অর্থ সঙ্কটকে একপ্রকার উপেক্ষা করিয়াই আজও টিকিয়া আছে, এবং স্থানীয় জনসাধারণের প্রচেষ্টায় উক্ত এম্, ই, স্কুলটি বর্দ্ধিত (এক্সটেণ্ডেড) এম্, ই, স্কুলে পরিণত হইয়াছে, এবং ছাত্র সংখ্যাও পূর্ব্বাপেক্ষা যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছে। খড়গ্রাম থানার ন্যায় অনুন্নত জনবহুল এলাকায় মাড়গ্রাম এম, ই, স্কুলের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি মুর্শিদাবাদ জেলায় শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে পারে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। আমরা অবিলম্বে মুর্শিদাবাদ জেলা স্কুলবোর্ড ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টি মাড়গ্রাম এম, ই, স্কুলের দিকে আকর্ষণ করিতেছি। বেসরকারী প্রচেষ্টার সহিত সরকারী প্রচেষ্টা সংযুক্ত হইয়া বিদ্যালয়টি সুপ্রতিষ্ঠিত হউক।

প্রাইমারী স্কুলের দুরবস্থা

পাইকমারী, ১৫ই মার্চ্চ: ডোমকল থানার ধুলাউড়ি ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত পাইকমারী ফ্রি বোর্ড প্রাইমারী স্কুলের বর্ত্তমান অচলাবস্থার ফলে বালক-বালিকাদের শিক্ষার কথা চিন্তা করিয়া গ্রামবাসীগণ উদ্বিগ্ন। উক্ত স্কুল বর্ত্তমানে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে এবং তিনি এযাবৎ তাঁর ব্যক্তিগত আশ্বাসই দিয়া আসিতেছেন। শোনা যায় জেলা স্কুল বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত স্কুলের মঞ্জুরী আর কিছুদিন পরেই নাকচ করিয়া দিয়া সমস্যার সমাধান করিবেন।

—সংবাদদাতা

—শোক সংবাদ—

রঘুনাথগঞ্জ: গত ১৫ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার রঘুনাথগঞ্জের প্রবীন কবিরাজ অতুলচন্দ্র সেন পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ৪ পুত্র ও একমাত্র কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি কলিকাতায় "প্রষ্টেটেড গ্ল্যাণ্ড" অস্ত্রোপচার করাইয়া কিছুদিন হইল গৃহে ফিরিয়াছিলেন।

কম্যুনিষ্টপ্রার্থীর সাফল্য

নবগ্রাম থানার পাশলা গ্রামের কম্যুনিষ্ট কর্ম্মী গার্ডেন বীচ এলাকার মধ্যে আন্দোলন করেন। সম্প্রতি তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ সংখ্যক ভোট পাইয়া গার্ডেন বীচ মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

গোকর্ণ সংবাদ

—শোকসভা—

গোকর্ণঃ গত ২৩শে ফাল্গুন গোকর্ণ শ্রীরামানন্দ স্মৃতি মন্দির কর্ত্তৃপক্ষের উদ্যোগে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে এক শোকসভার অনুষ্ঠান হয়। তিনি গোকর্ণের নানা জনহিতকর কার্য্যের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। মৃদুভাষী, চরিত্রবান, এবং সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর ছিল। সভায় তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। —নিজস্ব

—প্রগতিশীল পত্রিকা অঙ্কুর

গোকর্ণঃ গোকর্ণের ত্রৈমাসিক হাতে লেখা প্রগতি-শীল "অঙ্কুর" পত্রিকা সাহিত্যে আধুনিক শিল্প সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রদর্শনীকে স্থান দান করিয়াছে।

—চিকিৎসক সম্মেলন—

গোকর্ণঃ আগামী ৪ঠা চৈত্র সোমবার স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ড প্রাঙ্গণে "গোকর্ণ আঞ্চলিক চিকিৎসক সম্মেলন" (Gokarna zonal medical conference) অনুষ্ঠিত হইবে। ডাঃ কমল লোচন রায় চৌধুরী, ডাঃ শ্যামাপদ মজুমদার এবং ডাঃ জগদ্বন্ধু দাশকে লইয়া একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে।

—বসন্তের প্রাদুর্ভাব—

গোকর্ণঃ গত দুই সপ্তাহ হইতে এখানে বসন্তের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে। মহকুমা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সংবাদ দেওয়া সত্ত্বেও টিকা দেওয়ার কোনই ব্যবস্থা হয় নাই। —নিজস্ব

কৃষকের গণসহি

গত বৎসর অনাবৃষ্টির জন্য নবগ্রাম ও সাগ দীঘি এলাকায় আমনধান ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এ অঞ্চলে সরকারী ধান্য সংগ্রহ নীতির কোন পরিবর্ত্তন হয় নি। নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর সরকারী জুলুম অবাধে চলিতেছে। বহু শ্রমিক ধানী জমিতে কাজ না পাওয়ায় আজ বেকার। কিষান পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এবং নরেন বিশ্বাসের নেতৃত্বে উপদ্রুত অঞ্চলের গ্রামবাসীগণ জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, লালবাগ ও জঙ্গীপুর এস, ডি, ও বাহাদুরের নিকট সরকারী ধান্য সংগ্রহ নীতির পরিবর্ত্তনের দাবী জানাইয়া এবং বেকার শ্রমিকদের উপযুক্ত কাজে নিয়োগ করিবার দাবী জানাইয়া একশত টিপ ও পঞ্চাশ ট সহি সম্বলিত এক আবেদন পত্র দাখিল করা হইয়াছে। —সংবাদদাতা

পাঁচগ্রাম সংবাদ

গত ২৭শে ফাল্গুন পাঁচগ্রাম নিবাসিনী তারিনী বালা দাসী দরিদ্রের অন্নদান করেন। রন্ধন কার্য্যের জন্য সাহায্যপ্রার্থী হইলে কাহারও কাহারও নিকট হইতে অস্পৃশ্যের কাজ বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হন। কিন্তু সাধারণের মধ্যে ছোট বড় ভেদাভেদ ও সমাজনীতির কুসংস্কার ভাঙ্গিবার চেষ্টা দেখা দিয়াছে। উক্ত দরিদ্র সেবায় শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তি ও কবি গায়ক শ্রীদেবেন্দ্র নাথ দাস বিশেষভাবে সাহায্য করেন। —সংবাদদাতা

অগ্নিকাণ্ড

পাঁচগ্রাম : গত ৫ই ফাল্গুন ৮নং বাগিড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত পোড়াডাঙ্গা নামক গ্রামে অগ্নিদাহ লাগে। ফলে ২৫।৩০খানি বাড়ী পুড়িয়া গ্রামবাসীর বহু ক্ষতি হইয়াছে। —সংবাদদাতা

ঝড়ের মুখে আগুন

বরঞা : গত ১৮ই ফাল্গুন সাহেড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত রাইহাট গ্রামে অগ্নিদাহ লাগে। প্রবল বাতাসের মুখে ৫৫খানি ঘর পুড়িয়া যায়। গ্রামবাসীরা ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি বাঁচাইতে পারেন নাই। —সংবাদদাতা

শোকসভা

ইটোর : কিরীটেশ্বরী ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উদ্যোগে গত ১।৩।৫২ তারিখে মিলকী ইউনিয়ন বোর্ড অফিসে নগড়া গ্রামের প্রবীন চিকিৎসক ৺অশ্বিনীকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুতে এক শোকসভা হয়। জনাব মহম্মদ হোসেন ও শ্রীযদুনমোহন ঘোষ প্রভৃতি অশ্বিনী বাবুর কর্ম্মজীবন আলোচনা করার পর তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। —সংবাদদাতা

—জলকষ্ট—

গোকর্ণঃ অধিকাংশ পুকুর শুকাইয়া যাওয়ার ফলে গ্রামে অত্যন্ত জলকষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। গোটা গ্রামে কয়েকটি ইন্দারা এবং মাত্র দুইটি নলকূপের দ্বারা পানীয় জল সরবরাহ অনন্তর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। —নিজস্ব

দোল উৎসব উপলক্ষ্যে

বেলডাঙ্গার হোলি উৎসব এবার শুভ্রপেলে সমাধা হইয়াছে। বেলডাঙ্গা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হাজী আবদুল কাদের মিঞাকে না জিনিয়া কয়েকটি ছেলে রঙ দেয়। ফলে ইনস্পেক্টর সাহেবকে বাজারে আসিতে হয় এবং অবশেষে সদর এস, ডি, ও বাহাদুরকেও বেলডাঙ্গা আসিয়া দুই দিন থাকিতে হয়। রঙ দেওয়ার জন্য কয়েকজন পুলিশ বন্ধুক ধৃত হইয়া জামিনে মুক্ত আছেন। আগামী ১৭ই মার্চ্চ তাঁহাদিগকে কোর্টে হাজির হইতে হইবে।

—জল নিকাশের নালা—

নবগ্রাম : শিবপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত বিলতেলকর ২নং ও ৩নং সিটে জল সেচের জন্য যে নালাগুলি ছিল প্রায় ২৫।৩০ বৎসর হইতে সেগুলি সংস্কার না হওয়ায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কয়েক বৎসর আগে এই নালাগুলির উভয় পার্শ্বস্থ জমিগুলিতে প্রচুর বিলেন ধান্য হইত। নালাগুলি মজিয়া যাওয়ায় বর্ষার পূর্ব্বেই প্রায় দুই হাজার বিঘা জমি ডুবিয়া গিয়া ফসল নষ্ট হইতেছে। যদি দেড় মাইল লম্বা একটি খাল কাটান হয়। তাহা হইলে এই জমিগুলির জল নিকাশ হইয়া যায় এবং ভালো ফসল জন্মে, আমরা এ বিষয়ে গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

সাইকেল প্রতিযোগিতা

ধুলিয়ান : গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী জঙ্গীপুর সাব ডিভিসানাল স্পোর্টসএ কে, ডি, এসির সন্তোষ গুপ্ত (বয়স ১৮) ২মাইল ও ১মাইল সাইকেল রেসের দুটিতেই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। —নিজস্ব

সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে শ্রীবিজয় গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত ও **প্রতিভা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,** (খাগড়া) হইতে জিতেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত

কুটীর শিল্পীর দশা

মুর্শিদাবাদ জেলার খড়গ্রাম ও বীরভূমের বসোয়া বিষ্ণুপুরের তাঁতিরা মূলতঃ রেশমের কাপড় বুনিয়া জীবন অতিবাহিত করে। এই এলাকাগুলির অনেক তাঁতিই তাঁত বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইতেছে। যুদ্ধের বাজারে যাহারা দৈনিক ৫৲৷৬৲ আয় করিত বর্ত্তমানে তাহারা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়াও অন্ন সংস্থান সঙ্কুলান করিতে পারে না। জয়পুর গ্রামের বলাইচাঁদ মোহান্ত সাগর মাঝি শঙ্কর মাঝি সাবলদহের শ্যামচাঁদ পাবী, গণেশচাঁদ পাবী তাঁত বন্ধ করিয়া দিয়া চাষ আবাদ করিয়া ও মুনিষ খাটিয়া সংসার চালাইতেছে। যাহারা পলুর চাষ করিত রেশমের বাজার নামিয়া যাওয়ায় তাহারাও অনেকে পলুর (গুটিপোকা) চাষ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। রেশমের ব্যবসা একদিকে নষ্ট হইয়া যাইতেছে আর একদিকে দেশের তাঁতিরা চোখের সম্মুখে অন্ধকার দেখিতেছে।

—জেলা বোর্ডের ভোটার তালিকা—

বেলডাঙ্গা ইউনিয়নে ১৩৫৭ সালের যাঁহারা ইউনিয়ন সেস দিয়াছেন, তাঁহারা ছাড়া সেস দাতা বা মাইনর পাশ প্রাপ্ত বয়স্কগণ জেলা বোর্ডের ভোটার তালিকাভুক্ত হন নাই। গত ১৯৫১ সালের ১৭ই নভেম্বর ভোটার তালিকা ভুক্ত হওয়ার শেষ দিন ছিল কিন্তু ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সাহেব মাত্র কয়েক দিন পূর্ব্বে ভোটার লিষ্ট দেখিবার ঢোল সহরে করিয়াছেন। ইলেকশন যখন আগামী জুলাই পর্য্যন্ত পিছাইয়া গিয়াছে, তখন ভোটার লিষ্ট উক্ত বাদ পড়া ভোটারগণের অন্তর্ভুক্তি সকলেই আশা করিতেছেন। এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে।

সংগঠনের নিয়মাবলী

১। "সংগঠন" প্রতি বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হয়।

২। "সংগঠনের" প্রতি সংখ্যার মূল্য একআনা বার্ষিক সডাক তিনটাকা ও সাম্মাসিক দেড়টাকা। ভি, পি, যোগে কোন কাগজ পাঠান হইবে না।

৩। বিজ্ঞাপনের দরের জন্য অবিলম্বে পত্র লিখুন।

৪। সমস্ত টাকাকড়ি, সংবাদ, চিঠিপত্র ইত্যাদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। অবিলম্বে এজেন্সি ও নিজস্ব সংবাদদাতা নিযুক্ত হইবার জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

—সুদীন সেন
ম্যানেজার 'সংগঠন'
সৈদাবাদ, পোঃ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

ভারত শাল রিপেয়ারিং

শান্তিপুরের সুদক্ষ কারিকর দ্বারা
* সার্জ্জের স্যুট, * শাল, * আলোয়ান,
* বেনারসী শাড়ী প্রভৃতি * ধোলাই ও
* ড্রাই-ওয়াশ করা হয়।

প্রোঃ—এইচ, মণ্ডল
খাগড়া : মুড়িরধার : মুর্শিদাবাদ।

Regd. No. C 3435.

স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার
মত প্রকাশের স্বাধীনতাও আমাদের জন্মগত অধিকার। সংবিধানে তাহা সম্পূর্ণতঃ সুনিশ্চিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হইব না।

সাপ্তাহিক সংগঠন

মুর্শিদাবাদ জেলার প্রগতিশীল মুখপত্র

সম্পাদক মণ্ডলী
শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী
অধ্যাপক নির্ম্মাল্য বাগচী
শ্রীবিজয় গুপ্ত।
শ্রীসনৎ রাহা
শ্রীশৈলেন অধিকারী

প্রথম বর্ষ, ২০শ সংখ্যা। | ১৪ই চৈত্র বৃহস্পতিবার, ১৩৫৮, ইং ২৭ মার্চ্চ ১৯৫২। | মূল্য ⁄০ এক আনা

পৌরসভার নির্ব্বাচনে বামপন্থী ও প্রগতিশীল প্রার্থীদের বিপুল সাফল্য

স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে বামপন্থী ও প্রগতিশীলদের ঐক্য গঠিত

গত ২৩শে মার্চ্চ বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচনে বামপন্থী ও প্রগতিশীল প্রার্থীদের বিপুল সাফল্য দেখা যায়। কমিউনিষ্ট প্রার্থী তিনজন, দুই জন আর-এস-পি কর্ম্মী, ফরওয়ার্ড ব্লকের একজন এবং বামপন্থীদের সমর্থিত প্রগতিশীল প্রার্থীরা জয়লাভ করেন। নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে লিখিত কোন চুক্তিতে আবদ্ধ না হইলেও বিভিন্ন ওয়ার্ডে বামপন্থী ও প্রগতিশীলদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে ঐক্য গড়িয়া উঠে। সৈদাবাদে কমিউনিষ্টপ্রার্থী সন্তোষ ভট্টাচার্য্য, আর-এস-পি'র সুশীল ঠাকুর ও প্রগতিশীলপ্রার্থী শোভেন সেনের মিলিত পোষ্টার, মিলিত স্লোগান, মিলিত প্রচার সমস্ত তরুণদের নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। সৈদাবাদের এই তিন জনের মধ্যে তিন জনই নির্ব্বাচিত হন। বহরমপুর ওয়ার্ডে ও কমিউনিষ্ট, ধীরেন সরকার ও শঙ্কর মণ্ডল, আর-এস-পি'র গৌর বাগচী ফরওয়ার্ড ব্লকের দেবেন দত্তের নামে মিলিত পোষ্টার পরে। তাঁহাদের চার জনের মধ্যে চার জনই নির্ব্বাচিত হন। গোরাবাজারেও বামপন্থী ও প্রগতিশীলদের নামে মিলিত পোষ্টার দেখা যায়। গোরাবাজারে 'সংগঠনে'র অন্যতম সম্পাদক শ্রীবিজয় গুপ্ত এবং আর-সি-পি-আই (ঠাকুরপন্থী) দলের বীরেন ঘোষ নির্ব্বাচিত হন। মিউনিসিপ্যালিটিতে নূতন

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সারা ভারত শান্তি সংস্কৃতি অনুষ্ঠান

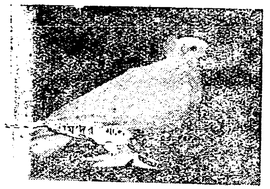

১লা এপ্রিল হইতে ৫ দিন ধরিয়া কলিকাতায় —বিরাট সম্মেলন—

যুদ্ধের ধ্বংসলীলাকে খতম করার জন্য সারা ভারত শান্তি সংস্কৃতি সম্মেলনের আয়োজন কলিকাতায় সুরু হইয়াছে। আগামী ১লা এপ্রিল হইতে ৫ দিন ধরিয়া এই অনুষ্ঠান। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যিক, শিল্পীরা ছাড়া সোভিয়েট, চীন, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশের এবং নেপাল ও পাকিস্তানের শিল্পীরাও এই সম্মেলনে যোগ দিবেন। বিভিন্ন প্রদেশের নাটক, লোক সঙ্গীত, শিল্পকলার উৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শান্তি আন্দোলনের ব্যাপক প্রচার ও সংগঠন এই অনুষ্ঠানের লক্ষ্য। ১লা এপ্রিল 'রবীন্দ্র-দিবস রূপে উদ্যাপিত হইবে।

—নিজস্ব

সুদ মাফের দাবীতে কৃষকদের লড়াই

কৃষক সমিতি গড়িয়া আন্দোলন পরিচালনা

নবগ্রাম, ২৪শে মার্চ্চ: নবগ্রাম থানার সাকুড়িয়া গ্রামের চাষীরা কৃষাণ ও ভাগীদারের সুদ মাফের দাবীতে আন্দোলন তুলিয়াছে। তাহাদের দাবী—কৃষাণগণ চাষাবাদের সময় যে ধান খাইবার জন্য লইয়া থাকে,—৬ বিশ পর্য্যন্ত তাহার সুদ মাফ করিতে হইবে। এই আন্দোলনকে গ্রামের নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী সমর্থন করিতেছে। আজ পর্য্যন্ত গ্রামের অনেক গৃহস্থই চাষীদের এই দাবী মানিয়া লইয়াছেন। আশে পাশের গ্রামেও ইহাতে উৎসাহের সৃষ্টি হইয়াছে। সাকুড়িয়ার চাষীরা গ্রামে কৃষক সমিতি গড়িয়া ঐক্যবদ্ধভাবে এই আন্দোলন পরিচালনা করিতেছেন এবং নিজেরা উৎসাহের সহিত কৃষক সমিতির সভ্য সংগ্রহ ও বন্দীমুক্তির দাবীতে সহি সংগ্রহ করিতেছেন।

—নিজস্ব

ছুরিকাহতের মৃত্যু

বেলডাঙ্গা: গত ২৮শে ফাল্গুন রাতে বেলডাঙ্গা মহম্মদপুর রোডে দেবকুণ্ড নিবাসী আবদুল মজিদকে (৩৪) ছুরি দিয়া গলা কাটা অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাহাকে বেলডাঙ্গা এ, জি, হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হয় এবং স্বাসনলী মাত্র কাটা গিয়াছে দেখিয়া শেলাই করিয়া দেওয়ায় ২।৩ দিন পরে কাষ্ট কথা বলিতে পারে। ৪র্থ দিনান্তে সে মারা যায়। মৃত্যুর পূর্ব্বে সে বলিয়া গিয়াছে যে সে কাটোয়ার নিকট হইতে কাজ করিয়া ২৭৲ টাকা লইয়া রাত্রি ৮॥০ টার ট্রেণে চৌরিগাছা হইয়া বাড়ী আসিতেছিল। পথিমধ্যে মহম্মদপুরের চা ও পান বিড়ির দোকানে চা ও পান বিড়ি খাইয়া বাড়ী আসাকালে তথা হইতে দুই ব্যক্তি (অচেন) তাহার অনুসরণ করে ও পথিমধ্যে তাহার মুখে কাপড় গুঁজিয়া দিয়া রাস্তায় ফেলিয়া গলায় ছুরির প্যাচ লাগায় এবং মৃত মনে করিয়া রাস্তার পার্শ্বে ফেলিয়া রাখিয়া ২২৲টাকা লইয়া পলায়ন করে। অন্য জায়গায় থাকায় ৫৲ টাকা তাহার নিকট থাকিয়া যায়। এইরূপে বৃটিশপূর্ব্ব যুগের ন্যায় রাহাজানিতে বেলডাঙ্গা ও এতদঞ্চলের লোকের রাস্তা চলা চলে খুব আশঙ্কা হইয়াছে।

—সংবাদদাতা

নির্ব্বাচিত কমিশনার সম্বর্দ্ধনা

সৈদাবাদে জনসভায় অনুষ্ঠিত

সৈদাবাদ ওয়ার্ডের নির্ব্বাচিত কমিশনারদের সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন ও ওয়ার্ডের দাবী দাওয়া পেশ করিবার জন্য ওয়ার্ডের নাগরিকগণ লিচুতলায় গত ২৪শে মার্চ্চ এক জনসভা আহ্বান করেন। পৌরহিত্য করেন অধ্যাপক রামগোপাল ব্যানার্জ্জি। কমিউনিষ্ট নেতা শ্রীঅনন্ত ভট্টাচার্য্য নাগরিকদের পক্ষে দাবী দাওয়া পেশ করিয়া নবনির্ব্বাচিত কমিশনারদের তাহার ভিত্তিতে নবগ্রাম করার আহ্বান দেন। মিউনিসিপ্যাল

(৪ পাতায় দেখুন)

মধ্যযুগীয় সামন্ত বর্ব্বরতার নমুনা!

কৃষককে গাড়ীর চাকায় বাঁধিয়া প্রহার, রাত্রিকালেও মনিবের সেবা না করার অপরাধ

অমরকুণ্ড: উক্ত গ্রামের ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ গ্রামের জোতদার, কংগ্রেসী পঞ্চায়েত ও আরও অনেক কিছুর সঙ্গে জড়িত। ৯ই মার্চ্চ রাত্রিতে মেষ করে। সে সময় তাঁর মাহিন্দার লক্ষ্মী পদ্মান ধীরেনবাবুর বাড়ীতে আসিয়া জিনিষপত্র না সামলানোর অপরাধে তিনি লক্ষ্মী পদ্মানকে গ্রামের বিহারস্থাল ঘর হইতে মারিতে মারিতে বাড়ী লইয়া আসেন, গাড়ীর চাকায় বাঁধিয়া প্রহার করেন ও চাকার সাথে বাঁধিয়া রাখেন। পরে ধীরেনবাবুর মা আসিয়া লক্ষ্মীর বাঁধন খুলিয়া দিয়া বাড়ী যাইতে বলেন।

—জেলা কৃষক সম্মেলন—

নবগ্রামে ১৯শে এপ্রিল অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত

বহরমপুর: গত ১৬ই মার্চ্চ কৃষক সমিতির মুর্শিদাবাদ জেলা সংগঠনী কমিটির বর্দ্ধিত অধিবেশনে সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে যে জেলা কৃষক সম্মেলন ৬ই এপ্রিলের পরিবর্ত্তে আগামী ১৯শে এপ্রিল (৬ই বৈশাখ) নবগ্রামে অনুষ্ঠিত হইবে।

সংগঠন

১৪ই চৈত্র ১৩৫৮ সাল।

মন্দার বাজার ও নূতন সঙ্কট

যুদ্ধবাদীদের মতলব ছিল একটা বড় রকমের যুদ্ধ বাধাতে পারলে যুদ্ধোত্তর পুঁজিবাদী অর্থনীতি খানিকটা নিশ্বাস ফেলার সময় পেতো। কিন্তু কোরিয়ার যুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বড় রকমের মার খাওয়ায় তাদের প্ল্যান ভেস্তে গেছে। এদিকে মালয়, বার্মা, ইন্দোচীন, আরব দেশগুলোতে যুদ্ধ প্ল্যানের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন সশস্ত্র রূপ নিয়ে চলেছে। জাপান, পূর্ব্ব জার্ম্মানী, ফ্রান্সের অবস্থা ও তার সাথে বৃটেনের অবস্থাও শোচনীয়। ফ্রান্সে মন্ত্রীসভা গড়াই সম্ভব হচ্ছে না—স্থায়ীত্ব তো দূরের কথা। যুদ্ধের বিরুদ্ধে দেশে দেশে শান্তির আন্দোলন দিন দিন সক্রিয় সংগ্রামে রূপ নিচ্ছে। শান্তির মঞ্চে ব্যাপকতম যুদ্ধ বিরোধী শক্তির সমাবেশ হচ্ছে পৃথিবীর সর্ব্বত্র। যুদ্ধবাদীরা যুদ্ধ বাজেট চালিয়ে যাচ্ছে ফলে তাদের দেশের দারিদ্র্য বেড়েই চলেছে—ক্রয় শক্তির অভাবে বাজারে মন্দা দেখা দিচ্ছে। যুদ্ধবাদী মজুতকারবারীরা আরও মজুত করার ভরসা পাচ্ছে না। যুদ্ধের মারফত মানুষ মেরে যে মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলা তুলছিল ইচ্ছামত যুদ্ধ আজ আর বাধাতে না পারায় বাজারে যুদ্ধের আবহাওয়া (war psychosis) আগের মত চড়াতে পারছে না। বেচা কেনার কারবার শিথিল হচ্ছে। ইন্দোনেশিয়ার রবার (প্রধান পণ্য) ভারতে, পাকিস্তানে পাট, মিশরে তুলা, ভারতে তৈলবীজ, বাদাম তৈল ইত্যাদি কেনায় মন্দা দেখা দেওয়ায় এই সব দেশের বাজারে মন্দা দেখা যায়। অতি মুনাফার জন্য অতি মজুত করার ফলে বাজারে যে অস্বাভাবিক দর বৃদ্ধি পায় তার জের আজও চলছে। যুচরা খরিদ্দারগণ এতদিন নীরবে এই সব অত্যাচার সহ্য করে আসছেন। তদুপরি সরকারী বিক্রয় কর, তামাক, একসাইজ ডিউটি প্রভৃতি কর ভারে এই সব গরীব জনসাধারণ ক্রমশঃ ফতুর হয়ে যাচ্ছে। মধ্যবিত্তের শিক্ষা ও বাড়ী ভাড়া এর উপর নূতন সমস্যা।

এইখানেই শেষ নয়। আমাদের দেশ সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী—ইঙ্গ-মার্কিন জোটের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য চালায়। শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ রাজস্ব ভারতের ব্যয় হয় যুদ্ধখাতে বা দেশরক্ষা খাতের নামে সুতরাং গঠনমূলক পরিকল্পনা যাও বা নেওয়া হয় তাও বহু অপচয়ের পর পরিত্যক্ত হয়। মার্কিনী দান ও ঋনের দৌলতে, সাম্রাজ্যবাদী বন্ধনের ফলে এ দেশে যা কিছু পরিকল্পনা তাও মূলতঃ যুদ্ধ পরিকল্পনার সহায়ক। কাঁচা মাল তৈরী করাই ভারতের প্রধানতম কাজ—এই হল সাম্রাজ্যবাদী নির্দ্দেশ। ভারী শিল্প তারা দেবে না। আর যে সব দেশ দেবে বা মর্য্যাদাসম্পন্ন চুক্তিতে ভারতের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য চালাতে প্রস্তুত সে সব দেশের (যেমন চীন, রুশ, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী প্রভৃতি) সঙ্গে ভারত সরকার রীতিমত বাণিজ্য করবে না। কমনওয়েলথ বন্ধন তাই নির্ণয় করে টাকার মূল্য এবং সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি ও তাদের আওতার উপর যে বাজার, তার উপর সৃষ্টি হয় ভারতের বাজারে তেজী ও মন্দা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে আপাততঃ কোরিয়ার যুদ্ধের বন্ধতার জন্য বাজারেও মন্দা এসেছে। এই মন্দা গত তিন চার সপ্তাহ ধরে ভারতের বিভিন্ন বাজারে ওলোট পালোট এনেছে। এই মন্দার গতি আরও তীব্র ও দ্রুত হয়েছে যুদ্ধকালীন অর্থে মুনাফার জন্য অতি মজুত করার ফলে। তার উপর মন্দাকে সাহায্য করেছে ভারতের যুদ্ধ বাজেটের দরুণ লোকের ক্রয় শক্তির অভাব। এইগুলিই প্রধান বিষয় এর সঙ্গে যোগ করা যায় ভারতের রপ্তানী শুল্ক নীতি, ব্যাঙ্ক রেট নীতি, খাদ্য নীতি ইত্যাদি।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই মন্দা গত জুলাই থেকে দেখা যায়। এই মন্দা যুদ্ধের পরই দেখা দিত কিন্তু যুদ্ধ সামগ্রী উৎপাদন ও যুদ্ধ বাজেট ও প্রস্তুতির ফলে মার্শাল প্ল্যানের দৌলতে আপাততঃ এই মন্দাকে ঠেকান হয় মার্কিনী একচেটিয়ার পুঁজি ও মুনাফা বৃদ্ধির হার বজায় রাখার জন্য। কিন্তু পুঁজিবাদী সঙ্কট এ পথে সমাধান হয় না তাই সঙ্কটের গভীরতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

* জনসাধারণের দুর্গতি বেড়েছে
* একচেটিয়ারা লুটেছে বেশী
* মার্শাল প্ল্যান ব্যর্থ হয়েছে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেড়েছে।
* মুক্তি সংগ্রাম তীব্র হয়েছে
* বিশ্ব যুদ্ধ আপাততঃ স্তব্ধ হওয়ায় মন্দার সংকট দেখা দেচ্ছে।

ভারতে মন্দা দেখা দিতে না দিতে ব্যবসায়ী ও ধনী মহল গেল গেল রব তুলেছে সরকারকে হস্তক্ষেপ করার জন্য দাবী তুলেছে। নিজেদের উদ্যোগে বুলিয়ান বাজার বন্ধ করেছে, শেয়ার মার্কেট বন্ধ করেছে, পাটের কল, তেলের কল, সুতার কল বন্ধ করেছে। মাগগীভাতা কাটা সুরু করেছে, ছাটাই, শ্রমের চাপ বৃদ্ধি সুরু করেছে, ৪৮ ঘণ্টার স্থলে ৪২॥০ ঘণ্টা কাজের প্রস্তাব তুলে, তাঁত বন্ধ করে মজুরদের উপর সংকটের বোঝা চাপাবার ব্যবস্থা করছে। এইখানেই মন্দার সংকট জনসাধারণকে আক্রমণ সুরু করেছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির এই হল পরিণতি—মুদ্রাস্ফীতি—টাকা যখন বাজারে বেশী তখন এবং মন্দা—টাকা যখন বাজারে কম তখনও এই দুই অবস্থাতেই শিকার হয় গরীব জনসাধারণ। ক্রয় শক্তি ও উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা এই পুঁজিবাদী রাষ্ট্র করতে পারে না। করলেও কার্য্যকরী হয় না—যা কিছু হয় তাও হয় যুদ্ধ পরিকল্পনার জন্য ধ্বংশের জন্য পুনর্গঠনের জন্য নয়।

ভারতের তথা বাঙ্গলা দেশে মন্দার ফলে দর কমার লক্ষণ যা দেখা গেছে তাতে সাধারণ মানুষের ব্যয়সূচী কমে না খাদ্য বস্ত্র ব্যাপারে দর কমার কোন লক্ষণ নেই। যে সমস্ত মজুর ও কৃষক আজ মন্দার ফলে আক্রান্ত হয়েছে তাদের রক্ষা করার ব্যবস্থা নেই। করভার হ্রাসের কোন লক্ষণ নাই। অপর পক্ষে রপ্তানি শুল্ক হ্রাস করে বা কোন কোন ক্ষেত্রে তুলে নেওয়ায় বড় বড় ব্যবসায়ীরা মুনাফার হার বজায় রাখার সুযোগ পেল। কল কারখানা বন্ধ করে, বাজার বন্ধ করে দরকে আর নামতে না দেবার ব্যবস্থা হল। অনেক মজুর এই হিড়িকে ছাটাই হল। মাগগী ভাতার টাকা কাটার ব্যবস্থা হল। বহরমপুরের কাংস্য শিল্পীর বানি কাটা হল। সস্তায় তরকারী পাতি বিক্রী করতে বাধ্য হওয়ায় তরকারী উৎপাদনকারীর ক্ষতি হল। যে কিন্তু সস্তায় কাপড় পায় না। সঙ্কট সমাধান হলই না। সঙ্কট নূতন করে আরও গভীর ও জটীল হল। এই হল পুঁজিবাদী অর্থনীতির ধারা। পুঁজিবাদী অর্থনীতির ঘূর্ণায়মান এই মুদ্রাস্ফীতি ও মন্দার হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে এখনি আওয়াজ তুলতে হবে।

(১) করভার লাঘব কর।
(২) কৃষকের হাতে জমি দাও।
(৩) জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ কর।
(৪) সাম্রাজ্যবাদী কমন ওয়েলথ, ত্যাগ কর।
(৫) সমান মর্য্যাদার ভিত্তিতে পৃথিবীর সব দেশের সঙ্গে ব্যবসা বানিজ্য বাড়াও।
(৬) যুদ্ধ বা দেশরক্ষা খাতে অপচয় বন্ধ কর।
(৭) চীন, রুশ, চেক প্রভৃতি দেশ থেকে ভারী শিল্প আনার ব্যবস্থা করো। শিল্পের বিকাশ ঘটাও শান্তি ও পুনর্গঠনের বাজেট গ্রহন কর।
(৮) দীর্ঘ মেয়াদী অল্প সুদে সৎ কারবারী ও কৃষককে ঋণ দাও।
(৯) ছাটাই, বেকারী বন্ধ কর।

উৎপাদন বৃদ্ধি ও ক্রয়শক্তি বৃদ্ধির জন্য উপরোক্ত কাজগুলি একান্ত গ্রহনীয়। কারণ শতকরা ৮৭জন কৃষকের দেশে যদি ক্রয়শক্তি বাড়াতে হয় তবে চাষীকে বিনা মূল্যে জমির মালিক না করলে উৎপাদনে দরদ আসবে না, জমির উন্নতি হবে না, উৎপাদন বাড়বেনা এবং উৎপাদন এইভাবে না বাড়লে অধিকাংশের ক্রয়শক্তি বাড়বে না, কৃষকের ক্রয়শক্তি বাড়লে ব্যাবসা, বানিজ্য, শিল্প বিকাশ সুনিশ্চিত ভাবে বেড়ে উঠবে, মন্দার বাজার কাটবে, নূতন সমাজ ব্যবস্থায় যুদ্ধের হুয়োজন হবে না। সমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি অব্যাহত গতিতে বেড়ে উঠবে—যেমন দেখিয়েছে রুশ, চীনের ইতিহাস প্রমাণ করছে।

অপরদিকে আমরা দেখি উপরোক্ত কার্য্য ক্রমের দিকে না গিয়ে ভারত সরকার দেশমুখ বাজেটে উদ্বৃত্ত হওয়া সত্ত্বেও দেশবাসীর করভার লাঘব করেন নি। সাধারণ ক্রেতার ক্রয়শক্তি বৃদ্ধির কোন ব্যবস্থা নাই। উপরন্তু কৃত্রিম ভাবে এই মন্দাকে ঠেকাবার জন্য, মূল প্রশ্ন বাদ দিয়ে দেশের বড় বড় ব্যবসায়ী বড় একচেটিয়া ফাটকাবাজ চোরা কারবারীরা নিজেদের মুনাফার হার বজায় রাখার জন্য যা কিছু করেছে সরকার তাদের সমর্থন জানিয়েছে। ফলে কানপুরের তেলের কল ১২টা বন্ধ করায় তেলেরদর আবার ঊর্দ্ধ গতিতে। পাট কল ১০দিন বন্ধ হওয়ায় পাটের দাম কিছু তেজী, গোনারুপার বাজার বন্ধ করায় বুলিয়ান বাজার তেজী, তুলা, তৈল বীজ, সমস্ত বাজারই আবার কিছুটা তেজী, অথচ অতিমুনাফার হার কে বজায় রাখার জন্য পাট কলওয়ালারা হাজার হাজার তাঁত বন্ধ করে ৪২॥ ঘণ্টা কাজের প্রস্তাব তুলে সঙ্কটকে মজুরের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করছে। কাপড়ের বাজারে কোন কোন প্রদেশে নিয়ন্ত্রণ উঠিয়ে নেওয়া হল তবু ক্রেতা নাই। দাম কমেনি বরং কমদামী মোটা কাপড় শোনাবার এই ফাঁকে উধাও হল। খাদ্য রেশনের দর বৃদ্ধি হল। যুচরা ক্রেতার ভাগ্যে সঙ্কট নূতন করে দেখা দিল দারিদ্র্য বাড়ছে বই কমছে না। পশমের শুল্ক তোলা হল কিছু কিছু পন্যের (পাট, তৈলবীজ) রপ্তানী শুল্ক হ্রাস করা হল তবু ক্রেতার অভাব। মিশরের তুলা বিক্রী হচ্ছে না। ইন্দোনেশিয়ার রবার বাজারে মন্দা। আমাদের দেশ কৃষি প্রধান, শিল্প পণ্য কম সুতরাং চাহিদামত শিল্প পন্য আমদানী করতেই হবে। এখনি যখন কাঁচা মালের দাম ৬৪ পয়েন্ট নেমেছে মুদ্রামূল্য হ্রাসের প্রাক্কালের তুলনায় তখন শিল্প পন্য ৩৬ পয়েন্ট ঊর্দ্ধে আছে। এই অবস্থায় জাপান তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। মার্কিন তাকে সামনে রেখেছে। পৃথিবীর বাজারে ক্রয় শক্তি নাই, ভারতেও নাই। তার উপর শিল্প পন্যে প্রতিযোগিতায় আমদানী বানিজ্যে ভারতের দুর্দ্দশা বাড়বে দেশে শিল্প বিকাশ ঘটবে না। চাষীও জমির মালিক না হলে উৎপাদন বাড়াতে পারবে না এই হল মূল কথা। এই মন্দার বাজারে ভারতের সঙ্কট দেশ-

(তিন পাতায় দেখুন)

ভবঘুরের ডায়েরী

ত্রেতাযুগের কুম্ভকর্ণ ২৭শে মার্চ্চ তারিখে ঘুমিয়ে পড়লে ছ'মাস পরে জেগে ওঠার সময়ে ভাবত যে বুঝি সবে ২৮শে মার্চ্চের ভোর হ'ল। তবে তার তারিখ দেখার অবকাশ ছিল না, ঘুম ভেঙেই তার খাবার চিন্তা সুরু হ'ত প্রচণ্ড খিদের মুখে। রিপভ্যান্ উইংকল ঘুম ভেঙ্গে বুঝতে পারেনি যে গোল পৃথিবীটা গড়িয়ে গেছে আরও। এই রাক্ষুসে ঘুমের নজীর আছে এ যুগেও। স্কুল বোর্ডের কর্ত্তারা কুম্ভকর্ণের মতই ঘুমান। ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ঘুম ভেঙ্গে বুঝতে পারেন নি যে ১৫ই ফেব্রুয়ারী পার হ'য়ে গেছে। তাই ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে জেলা স্কুলবোর্ডের পোষ্টাল ষ্ট্যাম্প মার্কা সার্কুলারে বলা হয়েছে যে ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে স্কুল বিল্ডিং ও আসবাবপত্রের ফর্মটি পূরণ ক'রে পাঠাতে হবে। না হলে গ্রান্টের সুযোগ হারাতে হবে। এর আগেও নভেম্বর মাসে অনুরূপ সার্কুলার বহু স্কুলে পাঠান হয়েছিল। যথারীতি উত্তরও যায়; কিন্তু জেলা বোর্ডের তখন কুম্ভকর্ণের মাঝরাত্রি। কাজেই ঘুম ভেঙ্গে আর খোঁজ পেলেন না। তাই তন্দ্রাঘোরে আর একটি সার্কুলার।

** ** ** ** ** **

সদর দরজায় না ঢুকতে পারলে খিরকী দরজা দিয়েও কেউ কেউ ঢুকে থাকেন ত! মিউনিসিপাল নির্ব্বাচনে কংগ্রেস তার মার্কা এঁটে কাউকে দাঁড় করায় নি;—কারণ সহরের রাজনৈতিক চেতনা সম্বন্ধে তারা কিছু কিছু টের পাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলের আতঙ্কগ্রস্ত মুনাফাখোরদের মনে ভয় দেখিয়ে কিছু কিছু কাজ হাসিল হয়েছিল; কিন্তু সচেতন মনে সে বিষ ঢুকানর আশা কংগ্রেস ত্যাগ করেছে। তাই কংগ্রেসী লেবেল না দিয়েই তার সমর্থকদের কমিশনার এবং সম্ভবক্ষেত্রে চেয়ারম্যান হিসাবে ঢুকাবার চেষ্টায় আছে। মানুষের আলোড়নের কাছে ধাক্কা খেয়েও পৌরসভার প্রেম তাঁরা ছাড়তে পারেন নি। তাইত এই খিরকী দরজায়.....

** ** ** **

অতীতের পৌরসভায় কী সুখ ছিল জানি না; তবে সম্ভবতঃ ব্রোমাইড মিশ্রিত কোনও পদার্থ রেখে দেওয়া হ'ত। না হ'লে সাম্যতান্ত্রিক প্রভুদের নিদ্রার আবাস হ'য়ে উঠবে কেন? তবে এবারে যারা নির্ব্বাচনে পৌরসভার বরণমালা পেলেন তাঁদের মধ্যে বামপন্থী ও প্রগতিশীলদের কাছে পৌরসভার ঘুম ভাঙ্গাবার ইঙ্গেকসন্ লোকে আশা করে। বড় রকমের পরিবর্ত্তন হঠাৎ করার মত আলাদীনের প্রদীপ নেই নিশ্চয়ই। তবুও তাঁরা সংগ্রামী জনতার মধ্য থেকে এসেছেন! তুঙ্গ ভূমির হিম থেকে পৌরসভাকে সূর্য্যের উত্তাপে নিয়ে আসার সংগ্রামে তন্দ্রাহীন মানুষ তাঁদের পিছনে থাকবে; জনগণের পরামর্শ নিয়ে চললে তাঁরাও অতন্দ্র প্রহরী হ'তে পারবেন। তাঁদের অভিনন্দন!

সম্পাদকীয়

(দুই পাতার পর)

বাসীকে আরও দারিদ্র্যের মধ্যে ফেলবে এর থেকে মুক্তির পথ যুদ্ধ নয় শান্তি ও গণ ঐক্যের পথে। সাম্রাজ্যবাদী বন্ধন থেকে মুক্তির পথেই প্রকৃত সমাধান।

—::০::—

জল কষ্ট

শ্বেতকমল ঃ শ্বেতকমল কলোনীর প্রায় ২৫০ অধিবাসীর মাত্র ১টি কূপ তাহাও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। জল উঠে না। আসন্ন গ্রীষ্মে পানীয় জলের নলকূপের জন্য কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সংবাদদাতা

পরীক্ষা হল হইতে বহিষ্কৃত

রঘুনাথগঞ্জ ঃ স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিবার সময় প্রথম দিন হইতেই অসদুপায়ে অবলম্বন করার অভিযোগে জঙ্গীপুর কেন্দ্র হইতে দুইজন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে। —সংবাদদাতা

গোয়ালজান পল্লীমঙ্গল সমিতি

বহরমপুর ঃ গত ১৬ই মার্চ্চ গোয়ালজান কর্ম্মচারী সমিতির উদ্যোগে শ্রীযুক্ত জগন্নাথ মণ্ডল মহাশয়ের সভাপতিত্বে "গোয়ালজান পল্লী মঙ্গল সমিতির" নিম্নলিখিত সভ্য লইয়া ১৯৫২সালের কার্য্যকরী সমিতি গঠন করা হইয়াছে।

সভাপতি—অজিতকুমার দাস
সহ „ —ফিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
সম্পাদক—শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল
সহ „ —শ্রীসুবীরকুমার দাস
কোষাধ্যক্ষ—শ্রীনারুগোপাল নাথ
সভাগণ—শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মারিয়া, কৃষ্ণধন নাথ, যোগীন্দ্রচন্দ্র দাস, সাধনকুমার মণ্ডল

—সংবাদদাতা

রঘুনাথগঞ্জ প্রদর্শনী

রঘুনাথগঞ্জ ঃ সরকারী কৃষি বিভাগের পরিচালনায় ও স্থানীয় প্রচার বিভাগের সক্রিয় সহযোগিতায় কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, পশুপক্ষী প্রদর্শনী রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকাঞ্জ পার্কে সম্পন্ন হইয়া গেল। প্রদর্শনী হিসাবে বিরাট ও সুশৃঙ্খলিত হয় নাই। থিয়েটার, কবিগান, সিনেমা প্রভৃতিতে এই প্রদর্শনী সরগরম হইয়া উঠিয়াছিল। প্রদর্শনীতে শিক্ষামূলক বা আশ্চর্য্য রকমের কোন জিনিষ পত্র ছিল না। তবুও প্রদর্শনীর মাঠে জনসাধারণের ভীড় কম ছিল না। প্রদর্শনীতে প্রতিযোগিতার আহবান করা হইয়াছিল কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে। ভবিষ্যতে উন্নতি হওয়ার লক্ষণ মূলক বিষয়বস্তুর দৈন্য প্রদর্শনী প্রতিযোগিতায় দেখা গেল। —সংবাদদাতা

ধুলিয়ানে

মৎস্য ব্যবসায়ীদের ঐক্যের জয়

কিছুদিন পূর্ব্বে ধুলিয়ান বাজারে মৎস্য ব্যবসায়ীদের মৎস্য বিক্রয়ের টিন নির্ম্মিত সঙ্কীর্ণ স্থানটি বাড়াইয়া দিবার জন্য বাজারের জমিদারের নিকট আবেদন করায়ও বাক্য-বাণ ছাড়া কোন প্রতিকার পাওয়া গেল না দেখিয়া ৭০জনেরও বেশী মৎস্য ব্যবসায়ী এক যোগে বাজার পরিত্যাগ করেন ও পার্শ্বস্থিত ফুটবল মাঠের পার্শ্বে মৎস্য বিক্রয় ব্যবসা সুরু করেন। মৎস্য ব্যবসায়ীদের অটল ঐক্য দেখিয়া জমিদার এখন বাজারের সঙ্কীর্ণ স্থানটি ৯ মগছ কাটাইয়া বর্দ্ধিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন! —সংবাদদাতা

ধুলিয়ান দরজি ইউনিয়ন

গত ১৮।৩।৫২ তারিখে বেলা ২।৩০ টার সময় ধুলিয়ান বাজারের দরজীবর্গ প্রায় ৪০জন নিজেদের মধ্যে একটি ইউনিয়ন গড়িয়া তুলিয়াছেন। সভাপতিত্ব করেন মন্মথ সরকার। সম্পাতির প্রস্তাব অনুযায়ী এবং এবং পল্টু রহমান খলিফার সমর্থনে নবি খলিফা সম্পাদক এবং জমিরুদ্দিন খলিফা সহ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সভায় বিনা বিচারে কারারুদ্ধ সমস্ত রাজবন্দীর আশু মুক্তির প্রস্তাব গৃহীত হয়। ধুলিয়ান মৎস্য ব্যবসায়ীবর্গের ঐক্য সাফল্যকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। দরজিবর্গ যে কেরোসিন টিনের ঘরে চালায় জমিদারকে মাসিক ২৲ ভাড়া দিয়া কাজ করেন তার প্রতিকারের নিমিত্ত এবং সেই চালার কাঁচা মেজে বৃষ্টির দিনে কাদা জলের হাত হইতে রক্ষা পাইতে বাহিরের সমতল হাতে কিছু উঁচু করিয়া দিবার জন্য জমিদারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কারণ ইতিমধ্যে সেলাইয়ের কলের ষ্ট্যাণ্ড যা খোলা চালা নীচেই সারারাত্রি অরক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে সেগুলির ৫টির পাদানি রাত্রে কে ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। সেলাইয়ের কলগুলির উপরের অংশ অবশ্য অন্যত্র কোন দোকানে গচ্ছিত রাখা হয় তাহার জন্য ও আবার মাসিক ১৲ করিয়া দিতে হয়। —সংবাদদাতা

চিঠি-পত্র

[মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

দরিদ্র-ভাণ্ডার কি দরিদ্রের জন্য

মহাশয়,

স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের (১ নং ধুলাউড়ি ইউনিয়ন বোর্ড, থানা ডোমকল) প্রেসিডেন্ট মহাশয় কর্ত্তৃক আহুত এক ঘরোয়া বৈঠকে আমন্ত্রিত হইয়া বিজ্ঞপ্তিস্বরূপ জানিতে পারিলাম যে সম্প্রতি সরকার পক্ষ হইতে দরিদ্র সাধারণকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত এক দরিদ্র ভাণ্ডার খোলা হইবে এবং তাহা বরাবর ইউনিয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। উক্ত ভাণ্ডারে সরকার প্রথমতঃ ১০০৲ টাকা ডিপোজিট রাখিবেন এবং ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত গ্রামসমূহ থেকে যে পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত (এককালীন দাম হিসাবে) হইবে সেই পরিমাণ অর্থ প্রতিযোগীতার ভিত্তিতে সরকার আর এক কিস্তিতে দাম বরাদ্দ করিবেন। সমস্ত অর্থই দরিদ্র সাধারণের ভিতর বন্টন করা হইবে।

বিজ্ঞপ্তি শুনিয়া আপাততঃ মনে হইবে যে, দরিদ্র সাধারণের উপর সরকার সত্যই এবার প্রসন্ন হইয়াছেন এবং দরিদ্র ভাণ্ডার খুলিয়াই ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্যের কবল হইতে দুঃস্থ ও নিপীড়িতদের রক্ষা করা সম্ভব। কিন্তু সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া আমি জানাইতে চাই যে যদিও বা লক্ষ টাকা উক্ত তহবিলে সংগৃহীত হয় তাহা ক্ষমতালোলুপদিগের আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থের তাগিদেই পরিচালিত হইবে এবং তাহা অনিবার্য্যভাবে মাঝপথে লুণ্ঠিত হইবে। আর তাহার পূর্ব্বাভাষ এখন হইতেই দৃষ্ট হইতেছে। ফলে সরকারী কৃপা অনুগ্রহ প্রকৃত দরিদ্রের কুটীরে না পৌঁছাইয়া দরিদ্র ভাণ্ডারের বোরু পথ দিয়াই হাওয়া হইবে। এমতাবস্থায় সরকারী নীতির অদূরদর্শিতাই আরো প্রকট হইবে।

সুতরাং উক্ত ইউনিয়নের বাসিন্দা হিসাবে আমার সুচিন্তিত কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন মনে করি যে যদি একান্ত অর্থ দিয়াই দুঃস্থদের সাহায্য করিতে হয় তাহা হইলে তাহা কোন কংকৌট পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া করা হউক। নতুবা সরকারী সদিচ্ছা অভিসন্ধিমূলক দুর্নীতিপরায়ণ হইবেই। এ বিষয়ে জেলা বোর্ড কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া ইহা কর্ত্তৃপক্ষ ও জনসাধারণের নিকট প্রচারিত হইলে বাধিত হইব। ইতি—

বিনীত শ্রীশিশির সরকার, সাং পাইকমারী

সর্ব্বদলীয় বন্দীমুক্তি কমিটি

লালবাগ ঃ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া সর্ব্বদলীয় বন্দীমুক্তি ও ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটি গঠিত হইয়াছে। রাধাকান্ত গোস্বামী (কম্যুনিষ্ট), যামিনী দত্ত (আর-এস-পি), রোহিনী দাস (আর-সি-পি , জগবন্ধু হালদার (ছাত্র ব্লক), জ্যোতির্ম্ময় সরকার (ছাত্র কর্ম্মী), হরেন্দ্রনাথ রায়, সুধাময় দত্ত (ছাত্র-কংগ্রেস)। —সংবাদদাতা

মাদ্রাজের শ্রমিক নেতা সি, এ, বালনের ফাঁসির হুকুম রদ কর

বন্দী মুক্তির দাবীতে জনসভায় ঘোষণা

লালবাগ : গত ২২শে মার্চ্চ লালবাগ সহরে মিউনিসিপ্যাল ময়দানে শ্রীমণি হালদারের সভাপতিত্বে সর্ব্বদলীয় বন্দীমুক্তি কমিটির উদ্যোগে এক সভা হয়। সভায় সম্মুক্ত কমিউনিষ্ট নেতা অনন্ত ভট্টাচার্য্যকে সংবর্দ্ধনা জানান হয় এবং অবিলম্বে সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী করা হয়। বক্তৃতা করেন শ্রীমোহিনী রায়, যামিনী দত্ত, রোহিনী দাস, ছাত্র নেতা মুক্তি ও অনন্ত ভট্টাচার্য্য।

বাগোর : গত ৪ঠা মার্চ্চ বাগোর গ্রামে শ্রীনরেন্দ্র নাথ চৌধুরীর পৌরহিত্যে বন্দীমুক্তির দাবীতে আহুত এক জনসভায় সম্মুক্ত কমিউনিষ্ট নেতা অনন্ত ভট্টাচার্য্য ও ছাত্র নেতা সত্যেন সমাজদারকে সংবর্দ্ধনা জানান হয়। বন্দীমুক্তির দাবীতে ও মাদ্রাজের শ্রমিক নেতা সি-এ বালনের ফাঁসীর হুকুম রদ করার দাবীতে প্রস্তাব গৃহীত হয়। শ্রীপ্রাণগোবিন্দ মিস্ত্রী কেন্দ্রীয় কমিউনিষ্টপার্টির সম্পাদক অপর্ণা ভট্টাচার্য্য, অনন্ত ভট্টাচার্য্য, সত্যেন সমাজদার, ধীরেন বাগ ও ডাঃ গৌরী চ্যাটার্জ্জি বক্তৃতা করেন।

(১ম পাতার পর)

নির্ব্বাচিত কমিশনার সম্বর্দ্ধনা

নির্ব্বাচনেও প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার দাবী জনগণের সহিত যোগ স্থাপনের জন্য কমিশনারদের সভায় সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার, সৈদাবাদ রাস্তায় পীচ দেওয়া, মোহনরায় পাড়ার খাল বুঁজাইয়া রাস্তা তৈয়ার প্রভৃতি দাবী পেশ করার সাথে সাথে তিনি গরীবের ট্যাক্স বৃদ্ধির বিরুদ্ধে হুঁসিয়ারী দেন। তিনি জানান দরিদ্রের ট্যাক্স না ধরিলেও মধ্যবিত্তের ট্যাক্স কমাইলেও বড় বড় মুনাফাখোরদের বাড়ীর ব্যবসার উপর ট্যাক্স বাড়াইয়া ট্রাক, মোটর বাস, সিনেমা প্রভৃতি হইতে সরকারী ট্যাক্সের ন্যায় অংশ আদায় করিয়া মিউনিসিপ্যালিটির যথেষ্ট আয় বাড়ানো যায়। তাহা ছাড়া কাশিমবাজারের রাস্তায় ইংরাজ ও রাঘব বোয়াল চটকল ব্যবসায়ীদের মোটরে, ট্রাকে যে হাজার হাজার মণ পাট তাহাদের দালালরা লইয়া যায় তাহার উপর ট্যাক্স বসাইলে মিউনিসিপ্যালিটির আয় বহু গুণ বাড়িয়া যায়। কিন্তু তাহার জন্য মিউনিসিপ্যাল আইন বদলাইবার সংগ্রাম করিতে হয় তিনি কমিশনারদের হুঁসিয়ারী দেন যে কর্ত্তব্যে অবহেলা করিলে আবার নাগরিকেরা তাহাদের আসন হইতে নামাইয়া দিতে দ্বিধা করিবেন না। নির্ব্বাচিত কমিশনার ডাঃ চণ্ডীচরণ ব্যানার্জ্জি, সুশীল ঠাকুর, ডাঃ জ্ঞান চ্যাটার্জ্জি, সন্তোষ ভট্টাচার্য্য ও শোভেন্দ্রমোহন সেন এবং নাগরিকদের পক্ষ হইতে শ্রীভূপতি দে, নির্ম্মল দত্ত, বিমল রায় চৌধুরী, অহিভূষণ মৃধাজি, প্রফুল্ল কুমার মজুমদার প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। অনন্ত ভট্টাচার্য্য কমিশনারদের যে দায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দেন—নব নির্ব্বাচিত কমিশনারগণ তাহা পালনের প্রতিশ্রুতি দেন। পরিশেষে গৌরী ভট্টাচার্য্য তরুণ স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্দীপনা ও বামপন্থী কর্ম্মীদের দলীয় সঙ্কীর্ণতার উর্দ্ধে উঠিয়া ঐক্য গঠনের জন্য ধন্যবাদ জানান। সভার শেষাংশে সভাপতির কাজ চালান শ্রীতারাভূষণ রায়। সভায় বহু লোকসমাগম হয়

সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে শ্রীবিজয় গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত ও প্রতিভা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, (খাগড়া) মুর্শিদাবাদ

আঞ্চলিক চিকিৎসক সম্মেলন

গত ৪ঠা চৈত্র গোকর্ণ শ্রীনন্দ স্মৃতি মন্দির হলে "আঞ্চলিক চিকিৎসক সম্মেলন" হইয়া গিয়াছে। পৌরহিত্য করেন ডাঃ শ্যামাপদ মজুমদার এল্-এম্-এফ ডাঃ জগবন্ধু দাশ উদ্বোধনী বক্তৃতায় সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা, আঞ্চলিক চিকিৎসক সমিতি গঠন, এ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক এবং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের ধারাবাহিক আলোচনা করেন। ডাঃ এস্ ব্যানার্জ্জি এম্-বি, দেশে বর্ত্তমানে শিক্ষিত চিকিৎসকের অভাবের ও এল্-এম্-এফ কোর্সের পুনঃ প্রবর্ত্তনের সম্বন্ধে বলেন। ডাঃ পি, এল্, চৌধুরী এল্, এম্, এফ আঞ্চলিক সমিতির এক বিস্তৃত সাংগঠনিক কর্ম্মধারার উল্লেখ করেন।

জনৈক বাস্তুহারা নার্স এই জেলার একই কার্য্যে নিযুক্ত নার্সদের বেতনের অসমতার বিষয় উল্লেখ করিয়া নির্দ্দিষ্ট বেতনের হার প্রবর্ত্তন দাবী করেন।

ডাঃ নৃসিংহ মুরারী ঘোষ এল্-এম্-এফ চিকিৎসক গোষ্ঠীকে একতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে বলেন।

এলাকার অধিকাংশ চিকিৎসক ও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় যোগদান করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে গ্রাম্য চিকিৎসকদের চিকিৎসা ক্ষেত্রে জনসাধারণের বহুবিধ সমস্যার সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে ২২টি প্রগতিশীল প্রস্তাব সম্বলিত এক সুচিন্তিত পরিকল্পনা গৃহীত হয়। উক্ত পরিকল্পনার অনুলিপি কেন্দ্রীয় ও পশ্চিম বঙ্গের স্বাস্থ্য মন্ত্রীদের এবং লোকসভায় ও পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় নির্ব্বাচিত চিকিৎসকদের নিকট পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মোট ১৩জন সদস্য লইয়া আঞ্চলিক চিকিৎসক সমিতির একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়। ডাঃ কমল লোচন রায় চৌধুরী এল-এম-এফ সম্মেলনর কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন।

অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে ডাঃ উমাপদ রায় চৌধুরী এল-এম-এফ সমাগত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার পর সভা ভঙ্গ হয়।

ট্রেণ হকার্স এসোসিয়েশন

জিয়াগঞ্জ : ই, আই, রেলওয়ের শিয়ালদহ-লালগোলা ঘাট শাখার মুর্শিদাবাদ জেলার ট্রেণ হকারেরা গত বৃহস্পতিবার জিয়াগঞ্জে এক সভায় সমবেত হইয়া "মুর্শিদাবাদ ট্রেণ হকার্স এসোসিয়েশন" গঠন করিয়াছেন। এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হইয়াছে, সর্ব্বপ্রকার বৈধ উপায়ে এসোসিয়েশন ভুক্ত হকারদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং এসোসিয়েশনের কোন সদস্য ট্রেণযাত্রী অথবা অপর কাহারও প্রতি কোনরূপ অন্যায় আচরণ করিলে তাহার প্রতিকার করাই এসোসিয়েশনের লক্ষ্য। জানা গেল, এসোসিয়েশনের নব-গঠিত কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি এই এলাকার প্রত্যেকটি ট্রেণ হকারকে এসোসিয়েশনের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া উহাকে অধিকতর শক্তি শালী করিয়া গড়িয়া তুলিবার আবেদন জানাইয়াছেন। বর্ত্তমানে এগারজন সদস্য লইয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত

শৃগাল কর্ত্তৃক ছেলে চুরি

বহরমপুর : গত ২২শে মার্চ্চ, শনিবার সন্ধ্যা রাত্রে আশ্চর্য্যভাবে একটি ৪মাসের ছেলে শৃগাল কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। সৈদাবাদ মোহনরায় পাড়ায় জলদা

পৌরসভা নির্ব্বাচন

(এক পাতার পর)

ভাবে কাজ করিবার জন্য নির্ব্বাচিত কমিশনারগণ আলোচনা চালাইতেছেন। নিম্নলিখিত প্রার্থীগণ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বহরমপুর—

মনু সেন—১০৬৩	ডাঃ রবি রায়—৯২৬
গৌর বাগচী—৮২৩	দেবেন দত্ত—৭৬৭
ডাঃ বিনয় সেন—৭২৩	দীনেন সরকার ৭১২
শ্রীপদ ভট্টাচার্য্য—৬৯৮	শংকর মণ্ডল—৬৯৭
গোলকনাথ রায়—৬৩৭	

পরাজিত—

ডাঃ সুনীল সেন, বিশ্বেশ্বর রায় টগুন, নীলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ আমেদ, খাঃ বাহাদুর এ রসিদ, মাধবী সেনগুপ্তা (নাম প্রত্যাহৃত)

খাগড়া—

যামিনী সাহা—৬০০	কার্ত্তিক সাহা—৫৭৫
ডাঃ সত্যীনাথ বাগচী—৫৬৩	মঃঃ আমীরুদ্দিন-৭৪৪
আনন্দলাল মুখোঃ—৫৩২	ডঃ কালীচরণ চৌঃ
কিরণকুমার দর—৪২১	—৪৯৬

পরাজিত—

রবীন্দ্রনাথ আঢ্য, কৃষ্ণপদ চ্যাটার্জ্জি, শংকরী সাহা, সত্যেন্দ্রনারায়ণ দর, বিশ্বনাথ সাহা, মোহনলাল মারোটি, হেমন্ত ভট্টাচার্য্য, কালীপদ ভট্টাচার্য্য বংকিম চট্টোপাধ্যায়, ভোলানাথ সাহা,

সৈদাবাদ—

জ্ঞান চ্যাটার্জ্জি—৬১৭	ডাঃ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোঃ-৬০১
শোভেন সেন—৫৩৭	সন্তোষ ভট্টাচার্য্য—৪৭৪
সুশীল ঠাকুর—৩২১	

পরাজিত—

বিমল রায়চৌধুরী, অহিভূষণ মৃগাঙ্কী, জ্যোৎস্না পোহিত, বামিনীকুমার ব্যানার্জ্জী, দেবী বন্দ্যোঃ, (নাম প্রত্যাহৃত)

গোরাবাজার—

সত্যনারায়ণ গুপ্ত—৫২২	বীরেন ঘোষ—৪৮০
রামরঞ্জন চৌধুরী—৪৬২	রামচন্দ্র সাহা—৪৫৯
কুমারদীপ্তি সেনগুপ্ত—৪৪৩	বিজয়কুমার গুপ্ত—৪২৮

পরাজিত—

পঞ্চানন সাহা, রাহমাহের নগেন ভট্টাচার্য্য, সত্যেন দাস, নির্ম্মলকুমার ভট্ট, আবদুল কাদের, আনন্দময় গুহ, শান্তিময় ঘোষ, কিরণেন্দু দত্ত, রাধারমণ, প্রভাতকুমার রায়

ক্যাণ্টনমেণ্ট— দীনবন্ধু চ্যাটার্জ্জী—১৭১

পরাজিত— ডবল ভট্টাচার্য্য

কাশিমবাজার

বৈদ্যনাথ পাণ্ডে, কৃষ্ণপদ চ্যাটার্জ্জী

ভারত শাল রিপেয়ারিং

শান্তিপুরের সুদক্ষ কারিকর দ্বারা

* সার্জ্জের স্যুট, * শাল, * আলোয়ান,
* বেনারসী শাড়ী প্রভৃতি * ধোলাই ও
* ড্রাই-ওয়াশ করা হয়।

প্রোঃ—এইচ, মণ্ডল

খাগড়া : মুড়িরধার : মুর্শিদাবাদ।

ঘোষানী নাম্নি একটি মেয়ে সন্ধ্যারাত্রে ঘরের বাহিরে, বারান্দায় শুইয়া থাকাকালীন একটি শৃগাল আসিয়া তাহার ছেলেটিকে মুখে করিয়া লইয়া চম্পট দেয়।

Regd. No. C 3435

স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার

মত প্রকাশের স্বাধীনতাও আমাদের জন্মগত অধিকার। সংবিধানে তাহা সম্পূর্ণতঃ সুনিশ্চিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হইব না।

সাপ্তাহিক সংগঠন

মুর্শিদাবাদ জেলার প্রগতিশীল মুখপত্র

সম্পাদক মণ্ডলী
শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী
অধ্যাপক নির্ম্মাল্য বাগচী
শ্রীবিজয় গুপ্ত।
শ্রীসনৎ রাহা
শ্রীশৈলেন অধিকারী

প্রথম বর্ষ, ২১শ সংখ্যা | ২১শে চৈত্র বৃহস্পতিবার, ১৩৫৮, ইং ৩রা এপ্রিল ১৯৫২। | মূল্য ।০ এক আনা

কংগ্রেসী জোতদারের প্রতাপ

জোতকমল, ১৫ই মার্চ্চ : উক্ত গ্রামের শ্রীহেমন্ত সরকার কংগ্রেসী জোতদার। গ্রামে তাঁর দৌর্দ্দণ্ড প্রতাপ! কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁর আম বাগান হইতে একজন গোয়ালার ছেলেকে তাঁহার গুর্খা দারোয়ান তাঁহার কাছে ধরিয়া লইয়া যায় ও তাঁহার হুকুমে প্রহার করে। পরদিন হইতে হুকুম জারী হয় যে তাঁহার বাগানে গরু চরাইলে গরু ঘেরা হইবে। আম বাগান ছাড়া সেখানে গোচারণভূমি না থাকায় চিরাচরিত নিয়মে ঘোষেরা গরু চরাইতে বাধ্য হন। হেমন্তবাবুর হুকুমে কিছু লোক গরু ঘেরিতে আসিল বাধ্য হইয়া গ্রামবাসীরা গরু রক্ষা করিতে যায়। হেমন্তবাবুর পক্ষে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে গ্রামস্থ হিন্দু মুসলমানগণকে বুঝাইয়া বলাতে তাঁহারা সরিয়া যান। কিন্তু সংঘর্ষের মধ্যে একজন নেপালী দ্বারোয়ান আহত হয়। ১৩ জনকে আসামী করিয়া মামলা চলিতেছে। পরে এ সম্পর্কে আরও দুই জনকে পুলিশ হয়রানি করার অভিযোগে মামলায় অভিযুক্ত করা হয়। —নিজস্ব

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ নির্ব্বাচন

পশ্চিম বঙ্গ উত্তর গ্র্যাজুয়েট নির্ব্বাচন কেন্দ্রে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে অধ্যাপক নির্ম্মাল্য বাগচী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। তাঁহাকে সমর্থন করিয়া শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত আবেদন জানাইয়াছেন :—

পশ্চিমবঙ্গ উত্তর গ্র্যাজুয়েট নির্ব্বাচন কেন্দ্রে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে অধ্যাপক নির্ম্মাল্য বাগচী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন।

অধ্যাপক বাগচী বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে ব্রতী থাকাকালীন মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাথমিক শিক্ষক আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। তিনি জেলার প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কার্য্যকরী সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

এমতাবস্থায় ১৯৫০ সালে জানুয়ারী মাসে সারা বাংলার প্রাথমিক শিক্ষকদের সাধারণ ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে অধ্যাপক বাগচীকে নিরাপত্তা বন্দীরূপে

(৪র্থ পাতায় দ্রষ্টব্য)

জিয়াগঞ্জে বন্দী-মুক্তি দিবস

জিয়াগঞ্জ : গত ২২শে মার্চ্চ সারা বাংলা সর্ব্বদলীয় বন্দীমুক্তি কমিটির আহ্বানে জিয়াগঞ্জ শ্রীপৎসিং কলেজে ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে বন্দীমুক্তির দাবীতে সভা হয়। ছাত্র ফেডারেশনের কর্ম্মী শ্রীবরেন লাহিড়ী সভাপতিত্ব করেন। ছাত্র কর্ম্মী শোভানাথ বসু প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। —নিজস্ব

বিশিষ্ট শিল্পীর আত্মহত্যা

সৈদাবাদের বিশিষ্ট মৃৎ-শিল্পী শ্রীশিবপ্রসাদ প্রামাণিক গত ৩০শে মার্চ্চ, সন্ধ্যায় বহরমপুর হাঁসপাতালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। প্রকাশ, খাদ্যাভাব এবং অচিকিৎসায় রোগের কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি ২৮শে মার্চ্চ তারিখে তুঁতিয়া খাইয়াছিলেন। পাড়ার যুবকেরা ঘটনা জানিতে পারিয়া ২৯শে মার্চ্চ তারিখে তাঁহাকে হাঁসপাতালে পৌঁছাইয়া দেন। ডাক্তারের উপস্থিতিতে তথায় তিনি নিজেই ইহার জন্য দায়ী বলিয়া বিবৃতি দেন। —সংবাদদাতা

ঝড়ের প্রথম ঝাপ্টার কবলে

বজ্রলোভীর ঠুনকো গাঁথুনী

কাঞ্চনতলা জমিদার সুধা রায়ের টিন নির্ম্মিত আট চালার মাসিক ২৫৲ টাকা হিসাবে ভাড়া দিয়া সপরিবারে ফুড ইনসপেক্টর শ্বেতাংশু হালদার ও সুধা রায়ের সদর কর্ম্মচারী প্রসন্নচন্দ্র পাল বাস করিতেন। ফাল্গুন মাসের শেষের ঝড়ের প্রথম ঝাপটাতেই সমস্ত টিনের চালাটি পড়িয়া যায়। শ্বেতাংশু হালদার তাঁর হাতে ও তাঁর স্ত্রী পায়ে বিশেষ আঘাত পাইয়াছেন। ৪৫ বছরের শিশুটি মায়ের আপ্রাণ চেষ্টার বলেই সে যাত্রা রক্ষা পাইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রসন্ন বাবুর পরিবার ও হালদারের পরিবার পার্শ্বস্থিত কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ একই ঝড়ে ধুলিয়ান মাছের বাজারে সুধাবাবুর টিনের চালাটি পড়িয়া গিয়াছে। রেলওয়ে ফটকের নীচে সুধাবাবুরই ভাড়াটিয়া বিজয় ট্রেডিং কোং'র টিনের শেডটিও দেওয়াল ছাড়া হইয়াছে। দারোয়ান দুজন অরুদ্ধ সিংহ ও ধ্রুব মিশির স্বাস্থ্যের জোরে অন্য গুদামে পাটের তলায় ঢুকিয়া আত্ম রক্ষা করে। দরিয়ার কিনারায় বহুমহালাদারের টিন শেড্ও ধূলিসাৎ হইয়াছে। —সংবাদদাতা

কেউ মরে বিল ছেঁচে কেউ খায় কই

পাইকমারী সংবাদ

পাইকমারী, ৩০শে মার্চ্চ : অত্রস্থ গ্রামে সম্প্রতি বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। নিকটবর্ত্তি গ্রামসমূহে মাসাধিক কাল হইতে ইহার প্রকোপ ইউনিয়ন বোর্ড উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সংবাদ দেওয়া সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত কোন টিকাদার গ্রামে আসেন নাই। ফলে শীঘ্রই গ্রামে গ্রামে বসন্ত ছড়াইয়া পড়িবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। —সংবাদদাতা

পাইকমারী, ৩০শে মার্চ্চ : সম্প্রতি পাইকমারী ফ্রি বোর্ড প্রাইমারী স্কুলের 'এড' বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং শোনা যায় স্কুল বোর্ডের সঙ্গে ইউনিয়ন বোর্ডের দুর্নীতিমূলক সম্পর্কই ইহার একমাত্র কারণ। অন্য কারণও অবশ্য থাকিতে পারে। যাহা হউক ক্রমবর্দ্ধমান অচল অবস্থা দূরীকরণে গ্রামবাসীগণ উদ্যোগী হইয়াছেন এবং শীঘ্রই একটি স্থানীয় স্কুল পরিচালক কমিটি গঠিত হইবে। অধুনা অস্থায়ী কমিটির কোষাধ্যক্ষ পদে দাসেরচক নিবাসী শ্রীসতীশচন্দ্র সরকারকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। কমিটির মুখপাত্র শীঘ্রই 'এড' বন্ধ হওয়ার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিতে জেলা স্কুল বোর্ড কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন।

রাস্তার দুরবস্থা

গোকর্ণ : গোকর্ণ হইতে চিরোটি পর্য্যন্ত জেলা বোর্ডের যে মেটে রাস্তা আছে, গোকর্ণ হাইস্কুলের নিকট পদ্মনাভ ময়দানের সম্মুখে একটি সাঁকো (Culvert) আছে। ঐ সাঁকো বর্ত্তমানে ভাঙ্গিয়া গিয়া এমন বিপদ সঙ্কুল হইয়া পরিয়াছে যে, যে কোন মুহূর্ত্তে পথচারী ও যানবাহনাদির আকস্মিক বিপদ হইয়া জীবন হানির সম্ভাবনা। জেলা বোর্ড কর্ত্তৃপক্ষের এই ঔদাসিন্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। —সংবাদদাতা

জেলা বোর্ড নির্ব্বাচন

মুর্শিদাবাদ জেলা সংযুক্ত ব্লকের আহ্বায়ক শ্রীনিতাই গুপ্ত জানাইতেছেন যে, আগামী জেলা বোর্ড নির্ব্বাচনে যাঁহারা প্রগতিশীল ব্লকের প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে আগামী ৪ঠা এপ্রিল ১৯৫২, শুক্রবার বেলা ৫টার মধ্যে ব্লকের কার্য্যালয়ে (দত্ত ভবন, নেতাজী রোড, পোঃ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ) আহ্বায়কের নামে আবেদনপত্র প্রেরণ করিতে হইবে। প্রত্যেক আবেদনপত্রে এই কথা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন যে আবেদনকারী যদি সংযুক্ত প্রগতিশীল ব্লকের মনোনয়ন না পান তাহা হইলে তিনি নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন না। ৪ঠা এবং ৫ই এপ্রিল ব্লকের চূড়ান্ত মনোনয়ন স্থিরীকৃত হইবে।

সংবাদদাতা

জলকষ্ট

গোবংহাটী গ্রামে ১১০০শত লোকের বাস, গ্রামে মাত্র ১টি নলকূপ আছে গ্রীষ্মকালে তাহা শুষ্কপ্রায় যৎসামান্য জল থাকে তাহা একেবারে অপেয়। সুতরাং ইহার মধ্যেই বিশেষ জলকষ্ট দেখা দিয়াছে। অবিলম্বে পানীয় জল সরবরাহের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োজন।

— সংবাদদাতা

সংগঠন

২১শেচৈত্র ১৩৫৮ সাল।

প্রাথমিক শিক্ষা ও সমস্যা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সুরু করিয়াছেন, একথা সাড়ম্বরে ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তব অবস্থা কি? মুর্শিদাবাদ জেলায় গত ৩ বৎসর যাবৎ সরকার প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়গুলি তুলিয়া দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। এই সমস্ত প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়গুলি স্কুল বোর্ড ও সরকার হইতে অতি সামান্যই সাহায্য পাইয়া থাকে এবং তাহাও বৎসরান্তে মার্চ মাসে দেওয়া হয়। কোন কোন বালিকা বিদ্যালয় ১৫ মাস ১৮ মাস চলিবার পর এ বছর টাকা দিবার সময় বলা হইতেছে যে তাহারা গ্রান্ট পাইবে না। এই বালিকা বিদ্যালয়গুলির প্রয়োজন আছে এবং গ্রামের বালিকারা অন্য স্কুলে যায় না। এই স্কুলগুলি তুলিয়া দেওয়ার আমরা বিরুদ্ধে তো বটেই, বরং ইহাদের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গড়িয়া তোলা প্রয়োজন মনে করি। মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে এমন বালিকার সংখ্যা নগণ্য এবং সরকারী নীতির ফলে প্রতি বছরই এই সংখ্যা কমিয়া শূন্যের দিকে চলিয়াছে। আমরা একটি বালিকা বিদ্যালয়ের উদাহরণ দিব। কা-গ্রাম বালিকা বিদ্যালয় ১৯১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অদ্যাবধি চলিতেছে। বর্ত্তমানে ৪২টি ছাত্রী আছে। সম্প্রতি পরিদর্শিকা এই স্কুল দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এ মত আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু তের মাস পর স্কুল বোর্ড জানাইতেছেন যে গ্রান্ট দেওয়া হইবে না। ফলে শিক্ষক মহাশয় তের মাস চাকুরী করিয়া প্রাপ্য মাহিনা হইতে বঞ্চিত হইবেন। ১৯৪৮-৪৯ সালে এই বিদ্যালয়ের মেরামতির জন্য ৮০০৲ টাকা মঞ্জুর হয়। তাহার মধ্যে ৫২৫৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে, অথচ ভাউচার ইত্যাদি দাখিল করা সত্ত্বেও এই তিন বছরের মধ্যে বাকী ২৭৫৲টাকা পাওয়া যায় নাই। ১৯৫০-৫১ সালের ডিয়ারনেস এলাওয়েন্সের টাকাও পাওয়া যায় নাই—ইহা একটি বিচ্ছিন্ন উদাহরণ নয়।

আর একটি সমস্যার প্রতি আমরা জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সে হল শিক্ষক নিয়োগ সমস্যা। কে যে শিক্ষক নিয়োগ কর্ত্তা, কাহার যে এ বিষয়ে দায়িত্ব, তাহা আমাদের পক্ষে বোঝা কঠিন। শুনিয়াছি, স্কুল বোর্ডের একটি সাব কমিটি এ বিষয়ে কর্ত্তা। কিন্তু এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, বিদ্যালয়ের খবর পরিদর্শক, স্কুল বোর্ডের সম্পাদক ও নবগঠিত সাব-কমিটির মধ্যে যদি যোগাযোগ, সহযোগিতা ও বিশ্বাস না গড়িয়া উঠে তবে অবস্থার উন্নতি হইবে না। জলঙ্গী থানার কাজিপাড়ার স্কুলে ১৮০টি ছাত্র থাকা সত্ত্বেও গত এক বছর ধরিয়া কার্য্যতঃ একটি শিক্ষক রহিয়াছেন। মেদেরদার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ এখন পূর্ণ হয় নাই। ট্রেনিং পড়িবার জন্য ডেপুটেশনে প্রাথমিক শিক্ষকদের ডাকিয়া পাঠান হয়। কিন্তু সেই সব স্কুলে শূণ্য পদপূরণের কোনই ব্যবস্থা করা হয় না। আবার মাধিক স্কুলে তিনটি শিক্ষকের মধ্যে দুইটি শিক্ষককে এবছর ট্রেনিং পড়ার জন্য ডাকিয়া লওয়া হইয়াছে। এখন একটি শিক্ষককে ৪টি শ্রেণীর ৮০টি ছাত্রের পড়াশুনা দেখিতে হইতেছে। অসংখ্য চিঠি এই সম্পর্কে আমরা পাইয়াছি। ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব নাই, যাহারা শিক্ষকতা করিতে চান এবং প্যানেলে নাম লিখাইয়া মাসের পর মাস অপেক্ষা করিতেছেন।

সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'কিশলয়' এই মার্চ্চ মাসে সবে পাওয়া যাইতেছে, অথচ স্কুলের বছর সুরু হইয়াছে জানুয়ারী মাসে। ইতিমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষকেরা ২।৩ বার স্কুলবোর্ড অফিস ঘুরিয়া গিয়াছেন। এই সব অবস্থার প্রতিকার হওয়া কী সম্ভব নয়?

আর একটি ন্যায় সঙ্গত অভিযোগ আমরা পাইয়া থাকি। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি দুই টাকা করিয়া কণ্টেনজেন্সি খরচ পাইয়া থাকে। কিন্তু এম, ই বা হাই স্কুলের সহিত যুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি এই কণ্টেনজেন্সি খরচ হইতে বঞ্চিত হইয়া আসিতেছে। এই সব প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে বোর্ডের সরাসরি কর্ত্তৃত্বাধীন বিদ্যালয়গুলির মত খরচ চালাইয়া যাইতে হয়। প্রাথমিক শিক্ষকের বেতন যাহা পান, তাহা তো সকলেই জানেন, তাহার উপর যদি স্কুল চালাইবার খরচ বহন করিতে হয়, তাহা হইলে অবশিষ্ট আর কী থাকে?

স্কুল বোর্ড কর্ত্তৃপক্ষ অনুসন্ধান করিয়া জানান

ভারত, এম, ই, স্কুলে গত ৪ বছর যাবৎ নজমুল হক নামে কেরাণী ও উপেন বায়েন নামে দপ্তরী যথাক্রমে মাসিক ১৮৲ ও ১২৲ টাকা পাইয়া আসিতেছেন। আমরা যতদূর জানি, এই দুই নামে কোন আসল লোক নাই।

পৌর নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে

বহরমপুরের পৌর নির্ব্বাচন পর্ব্ব শেষ হইয়াছে। এবারের নির্ব্বাচন ও তাহার ফলাফল প্রমাণ করিয়াছে যে জনসাধারণের চেতনার রূপান্তর ঘটিতে সুরু করিয়াছে। পৌর প্রতিষ্ঠানকে যাঁহারা অন্ততঃ প্রগতিশীল রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন বাবুই পাখীর নীড় করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহারা দেখিলেন, যে স্বতস্ফূর্ত্তভাবে গতানুগতিকতার প্রতি মোহভঙ্গ ঘটিতেছে শুধু তাহাই নহে, প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও সংগ্রামী ব্যক্তির প্রতি জনসাধারণের আকর্ষণ আজ অনেক বেশী। জনতার চেতনা এক নূতন স্তরে উন্নীত হইতে চলিয়াছে। অমর জনতার চেতনার এই অগ্রগতিকে আমরা স্বাগত জানাইতেছি।

মিউনিসিপ্যালিটির ছয়টি ওয়ার্ডের মধ্যে একটী ওয়ার্ডে—কাশিমবাজারে আনুষ্ঠানিক ভাবে নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা বজায় থাকিলেও নির্ব্বাচন সেখানে হয় নাই। কাশিমবাজারের ঘটনায় কেহ কেহ রাম রাজ্যের শিহরণ অনুভব করিয়াছেন। প্রগতিশীল ব্যক্তিমাত্রই এইরূপ ঘটনাকে স্বাগত জানাইতে দ্বিধা বোধ করিবেন জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা তাহাদের অন্ধ অনুমোদনক্রমে একজন ব্যক্তি সমষ্টির চিন্তাধারা, মতামত অথবা ভোটাধিকার নিয়ন্ত্রণ করিবে, ইহা সমাজের অগ্রগতির পক্ষে কল্যাণকর নয়। benevolent despotism বা উদার নৈতিক স্বৈরতন্ত্রের তমসাচ্ছন্ন যুগের সর্ব্ববিধ ধ্বংসাবশেষ আজ লোপ হইতে চলিয়াছে, চলমান ইতিহাসের ছাত্র মাত্রই তাহা স্মরণ রাখিবেন।

ক্যান্টনমেন্ট ওয়ার্ড লইয়া ও আপাততঃ মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন দেখিতেছি না। এই ওয়ার্ডের নাগরিকদের প্রতি বিন্দুমাত্র অসম্মান না করিয়া ও, আমরা ঘোষণা করিতে পারি আন্দোলন ও সংগঠনের জোরে এই ওয়ার্ডেও একদিন জনতার দাবী প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।

অন্যান্য ওয়ার্ডে, বিশেষতঃ বহরমপুর ও সৈদাবাদ ওয়ার্ডে প্রগতিশীল প্রার্থীরা জয়লাভ করিয়াছেন। অবশ্য গোরাবাজার ওয়ার্ডে কয়েকজন প্রগতিশীল প্রার্থীর পরাজয় ঘটিয়াছে। কম্যুনিষ্টপার্টি এই নির্ব্বাচনে চারিটী আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া তিনটী আসন লাভ করিয়াছে। আর-এস-পি, পার্টির নামে নির্ব্বাচনে অবতীর্ণ না হইলেও, তাঁহাদের সভ্য ও সমর্থক তিনটী আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া দুইটী আসন লাভ করিয়াছেন। ফরোয়ার্ড ব্লক একটী আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া জয় লাভ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত কয়েকজন প্রগতিশীল ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন। গোরাবাজারে 'সংগঠন'এর অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজয় গুপ্ত জয়লাভ করিয়াছেন। পৌরসভার নির্ব্বাচনের মধ্যেও আমরা বিভিন্ন বামপন্থী দল ও প্রগতিশীল ব্যক্তির উদ্যোগে একটী সংযুক্ত নাগরিক কমিটি অথবা

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ঘটনা প্রসঙ্গে

বহরমপুর পৌর সভার সাধারণ নির্ব্বাচন শেষ হইতে না হইতেই নির্ব্বাচন নাকচের মোকদ্দমা দায়ের হইয়াছে। কোন দেশ বা পৌরসভার নির্ব্বাচনের ইতিহাসে নির্ব্বাচন পাঠ শেষ হইবার পর নির্ব্বাচন নাকচের মোকদ্দমা দায়ের করিবার বিষয়টি কোন বিশেষ একটি অভিনব পদ্ধতি না হইলেও বহরমপুর পৌরসভার নির্ব্বাচন নাকচের মোকদ্দমা দায়ের পর্ব্বটির পিছনে যে অন্ততঃ কিছুটা পরিমাণেও অভিনবত্ব নাই একথা সহরবাসীদের কেহই স্বীকার করিবেন বলিয়া আমরা মনে করি না। বহরমপুর পৌরসভার নির্ব্বাচন নাকচের মোকদ্দমা যাঁহারা যাঁহারা দায়ের করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে দুই একজন প্রোঢ় ও করদাতা আছেন এবং দুইটি বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে দুই একজন পরাজিত প্রার্থীও আছেন। তন্মধ্যে একজন একটি বিশেষ রাজনৈতিকদলের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বলা বাহুল্য যে যাঁহারা গত ৩১।৩।৫২ তারিখে জেলা জজের নিকট নির্ব্বাচন নাকচের মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন বা করাইয়াছেন তাঁহারা সকলেই ইতিপূর্ব্বে বিবেচনা করিয়া মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার সময় নিজ নিজ অযোগ্যতার কথা পৌর সভাপতি ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে বিশেষ ভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার সময় যদি সকল পৌর সদস্য পদপ্রার্থীগণের মনোনয়ন পত্র গ্রহণ করা হয় তবে সকলেই সুখী হইবেন এবং নির্ব্বাচন সংক্রান্ত কোন আইনগত প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার কোন সুযোগ উপস্থিত হইলেও কেহই সে সুযোগ গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে, যাঁহারা যাঁহারা সেই সময় বিশেষ বিশেষ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং যাহারা নিজেরাই সেই সময় অযোগ্য প্রার্থী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিতেন ও নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত হইয়াছেন তাঁহারাই অগ্রণী হইয়া নির্ব্বাচন নাকচের মোকদ্দমা দায়ের করাইয়াছেন। নির্ব্বাচন সংক্রান্ত আইনগত প্রশ্নগুলি এখন বিচারাধীন; তাই সে সম্বন্ধে আমরা কোন কথা আলোচনা করিতে চাহি না। আমরা নির্ব্বাচন নাকচেচ্ছুক দরখাস্তকারগণকে কেবল এই কথাই বলিতে চাহি যে, বিগত পৌরসভার নির্ব্বাচনে যদি কোন অবৈধতা হইয়াই থাকে তবে তাহার জন্য সর্ব্বাগ্রে দায়ী তাঁহারা নিজেরাই। কিছু সময়ের জন্য কিছু লোককে ভুল বুঝান সম্ভব; কিন্তু সকল সময় সকল লোককে ভুল বুঝান সম্ভব নহে—এ প্রবাদ বাক্যটি যেন তাঁহারা স্মরণ রাখেন।

—পৌর নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে—

(২য় পাতার পর)

অনুরূপ কোন প্রগতিশীল সম্মিলিত সংস্থা আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু কেন তাহা সম্ভব হইল না তাহা বিভিন্ন প্রগতিশীল দল ও দেশবাসী বিচার করিয়া দেখিবেন। আমরা মনে করি, এই রূপ সম্মিলিত প্রচেষ্টা থাকিলে নগরবাসীর চেতনা ও চিন্তাধারাকে সাহায্য করা হইত, প্রগতিশীল শক্তির পক্ষে আরও উল্লেখযোগ্য জয়লাভ সম্ভব হইত এবং হয়ত গোরাবাজারে জয়লাভ করাও অসম্ভব হইত না।

সাধারণভাবে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার অভাব থাকা সত্ত্বেও সৈদাবাদ ওয়ার্ডে পৌর নির্ব্বাচন কিছুটা রাজনৈতিক চরিত্র লাভ করে এবং জনতার মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়। এখানে উপর হইতে কাগজে কলমে কোন ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠিত না হইলেও জনতার আন্দোলনের জোয়ার তিন জন প্রগতিশীল প্রার্থীকে ঐক্যবদ্ধ হইতে বাধ্য করে। তিন জনের প্রচার, সভাসমিতি ও সংগঠন একাকার হইয়া শেষ পর্য্যন্ত এক অলিখিত ও নামহীন ইউ-পি-বি সৃষ্টি হয়। আইন সভার নির্ব্বাচনে সম্মিলিত প্রগতিশীল প্রার্থীদের পক্ষ হইতে ঐক্যের সাইনবোর্ড ও ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও বাস্তব ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার অভাব ছিল। সেই অভিজ্ঞতা হইতে সংযুক্ত প্রগতিশীল ব্লকের কার্য্যকরীতা সম্পর্কে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিতে সুরু করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা বলিয়াছিলাম, মাথার ব্যারামের ভয়ে মাথা কাটিয়া ফেলা নহে। অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ পট ভূমিকায় হইলেও সৈদাবাদ ওয়ার্ডের পৌর নির্ব্বাচন মোটামুটি সুস্থ প্রগতিশীল ঐক্যের পরিচয় দিয়াছে। ইহার কারণ আমাদিগকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে।

এখনও আমাদের চিন্তাধারার মধ্যে বহু দুর্ব্বলতা রহিয়া গিয়াছে। পাড়াগত সঙ্কীর্ণতা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোভাব এখনও মাঝে মাঝে আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। কিন্তু পৌর নির্ব্বাচনে প্রগতিশীলদের অভিযান ও জয়লাভ বামপন্থী ঐক্যের সম্ভাবনাকে ব্যাপক ও গভীরতর করিবে বলিয়াই আমরা আশা রাখি। বিজয়ী প্রগতিশীল প্রার্থীরা যেন মনে রাখেন যে তাঁহারা জনতার নূতনতর আশা আকাঙ্খার প্রতীক। জনতার নির্দ্দেশ উপেক্ষা করিবার মত দুঃসাহস তাঁহারা যেন না করেন। নিজেদের প্রত্যেকটি দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালন করিবার সময় তাঁহারা যেন স্মরণ রাখেন, জনসাধারণ এ যুগে অসাধারণ।

জঙ্গীপুর প্রদর্শনী

মহকুমা-শাসকের চেষ্টায় জঙ্গীপুরের ম্যাকেঞ্জি পার্কে একটি কৃষি শিল্প স্বাস্থ্য প্রদর্শনী হইয়া গেল গত ৯ই মার্চ্চ হইতে ১৭ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত। প্রদর্শনীতে ছিল সরকারী ও বে-সরকারী বিভিন্ন বিভাগের বিচিত্র 'ষ্টল'। প্রত্যহ প্রদর্শনীতে বহু দর্শকের সমাগম হইয়াছে। যোগ্যতম প্রতিযোগী পুরস্কার পাইয়াছে প্রতিটি বিষয়ে। এই সমস্ত প্রতিযোগিতার মধ্যে সুস্থ শিশু প্রতিযোগিতাও অন্যতম।

(মুর্শিদাবাদ জেলা প্রচার দপ্তর কর্ত্তৃক প্রকাশিত)

চিকিৎসাগারে সরকারী সাহায্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট হইতে প্রতিটি থানা চিকিৎসাগার ৫০০টাকা হিসাবে ও প্রতিটি গ্রাম্য চিকিৎসাগার ২২০৲টাকা হিসাবে সাহায্য পাইয়াছেন।

মুর্শিদাবাদ জেলায় বরাদ্দ হইয়াছে মোট ৯৭৫০৲ টাকা বরোয়া; সুতি, জলঙ্গী ও ডোমকল থানার সমস্ত চিকিৎসাগারে। —সংবাদদাতা

চিঠি-পত্র

[মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য এই যে, আমরা মুর্শিদাবাদ জেলা সোসালিষ্টপার্টির সম্পাদক শ্রীঅজয় গুপ্তের নিকট হইতে বন্দীমুক্তির দাবী সমর্থন করিয়া 'বিনা বিচারে আটক বন্দীদের মুক্তি চাই'—শীর্ষক যে বিবৃতিটি পাইয়াছিলাম তাহা প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। কারণ রাজনৈতিক বন্দীমুক্তির বিবৃতির মাধ্যমে আমরা কোন রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার পছন্দ করি না এবং "সংগঠনের" রাজনৈতিক নীতি হিসাবে বিভিন্ন বামপন্থী দল, প্রগতিশীল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যাহাতে ঐক্য অব্যাহত ভাবে দৃঢ়তর হয়, আমরা লেখকের কাছ হইতে এইরূপ লেখাই আশা করি। অবশ্য রাজনৈতিক মত ও পথ হিসাবে সুস্থ সমালোচনাই অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

মহাশয়,

আমার গ্রামের শ্রীবজু বায়েন পিতা মৃত যুধিষ্ঠির বায়েন ভগন্দর রোগাক্রান্ত হয়ে বহরমপুর সদর হাসপাতালে ভর্ত্তি হন। তাহাকে অস্ত্র প্রয়োগের মাত্র ৬।৭ দিন পরে হাসপাতাল হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট কোন কোন কর্ম্মচারী তাহাকে টাকা চায় এবং বলে যে টাকা না দিলে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে। টাকা দিতে না পারায় তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভগন্দর ক্ষত অন্তত মাস খানেকের চিকিৎসা প্রয়োজন। তাহার ক্ষত বর্ত্তমানে পূর্ব্ববৎই আছে। বর্ত্তমানে তাহাকে গোকর্ণ সাহায্যকারী হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছে। আজও অস্ত্রোপচারের ক্ষত পূর্ব্ববৎই আছে। এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইতি—

রাধাশ্যাম চক্রবর্ত্তী, গোকর্ণ

মহাশয়,

বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচন শেষ হইয়া গেল, এইবারের নির্ব্বাচনে বামপন্থী ও প্রগতিশীলরাও বিপুল ভাবে সাফল্যলাভ করিয়াছেন। তাই আমরা বস্তিবাসীরা নূতন আশা লইয়া মিউনিসিপ্যালিটি ও জনসাধারণের নিকট বস্তি উন্নয়ন সম্পর্কে আপনার জনপ্রিয় পত্রিকা মারফৎ নিম্নলিখিত মতামত উপস্থিত করিতেছি।

১। অবহেলিত ও উপেক্ষিত বস্তিবাসীর উন্নয়নের জন্য মিউনিসিপ্যালিটি আইন প্রনয়ন করুন এবং বস্তি কমিটি গঠন পূর্ব্বক কমিটির সহযোগে উন্নয়নের পরিকল্পনা করুন।

২। বস্তির স্বাস্থ্য রক্ষা, ড্রেন নর্দ্দমা পরিষ্কার রাখা, রাত্রিতে আলো ও পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং রাস্তার সুব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩। বস্তিতে স্কুল স্থাপন করিতে হইবে।

৪। বস্তির সীর ট্যাক্সের হার কমাইতে হইবে এবং গরীব বস্তিবাসীর ট্যাক্স রেহাই দিতে হইবে।

৫। ব্যক্তিগত মালিকদের প্রাইভেট বস্তিগুলি মিউনিসিপ্যালিটির সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হয়। এই প্রাইভেট বস্তিগুলিতে স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতির জন্য মিউনিসিপ্যালিটিকে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে।

এইগুলি এখনই করা যায়। বস্তির চেহারা সকলেই দেখিয়াছেন। রাত্রির আঁধার, শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্যের অপচয় বস্তীবাসীকে পঙ্গু করিয়া দিতেছে। ইহার প্রতিকারের জন্য আমরা দাবীগুলি পেশ করিলাম। নিবেদক—

শ্রীসতীশচন্দ্র মণ্ডল, ললিত সেনের গলি
শ্রীরাধাশ্যাম চক্রবর্ত্তি, মোহনরায় পাড়া।

ছাত্র ফেডারেশনের কর্ম্মীদের আলোচনা সভা

বহরমপুর: ছাত্র ফেডারেশনের সংগঠন সরকারী দমন নীতির ফলে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ছাত্র ফেডারেশনের তদানীন্তন সভাপতি শ্রীসত্যেন সমাজদার ও সম্পাদক প্রশান্ত বসু, নেতৃস্থানীয় কর্ম্মী জ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্যকে দীর্ঘ দিন বিনা বিচারে আটক থাকিতে হয়। ১৯৫০ এর ২৬শে জানুয়ারী বহু ছাত্র কর্ম্মী এবং ছাত্রী কর্ম্মী মীরা গাঙ্গুলী কারারুদ্ধ হন এবং কয়েকজনের নামে পরোয়ানা জারী হয় এবং পরে পুষ্পিতা ভট্টাচার্য্য ও প্রভাত শিহী গ্রেপ্তার হন। ৫ই জানুয়ারী তারিখে ৭জন ছাত্র ছাত্রীর উপর অন্তরীণ আদেশ জারী করা হয়। ফলে ছাত্র ফেডারেশন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সম্প্রতি শ্রীসত্যেন সমাজদার ও প্রশান্ত বসুর মুক্তি লাভের পর গত ২৭শে মার্চ্চ ছাত্র ফেডারেশনের কর্ম্মীগণ বহরমপুরে এক আলোচনা সভায় মিলিত হন। সভায় ছাত্র ফেডারেশনের পুনর্গঠন এবং ছাত্রদের দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে ব্যাপক ছাত্র ঐক্য গঠনের কথা আলোচিত হয়। —নিজস্ব

ফেরীওয়ালা সমিতি

জিয়াগঞ্জ: গত ২২শে মার্চ্চ জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জ ফেরীওয়ালা সমিতির প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীক্ষিতেশচন্দ্র লাহিড়ী। সমিতির সভাপতি শ্রীঈশ্বলেন অধিকারী, অধ্যাপক নির্ম্মাল্য বাগচী, সাদকবাগের মোহান্ত শ্রীরামদাস আউলিয়া সমর অধিকারী, রাজসিংহুগড় প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। সমিতির সম্পাদক শ্রীবামন চন্দ্র দাস বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন। নূতন বৎসরের জন্য কমিটি গঠিত হয়। বন্দীমুক্তি ও কমরেড বালানের ফাঁসীর রদ করার দাবীতে প্রস্তাব লওয়া হয়। —নিজস্ব

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যার 'সংগঠনে' "মন্দার বাজার ও নূতন সঙ্কট" শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধের অষ্টম লাইনে ভুল বশতঃ "পশ্চিম জার্ম্মাণী"র স্থলে "পূর্ব্ব জার্ম্মাণী" ছাপা হইয়াছে। এই মারাত্মক ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। সোভিয়েট এবং চীন, পোলাণ্ড প্রভৃতি জনতার গণতান্ত্রিক দেশের মত পূর্ব্ব জার্ম্মাণীতেও সঙ্কটের কোনও চিহ্ন নাই। —সঃ সঃ

দি খাগড়া ডাইং এণ্ড ক্লিনিং

প্রোঃ শ্রীবৈদ্যনাথ মণ্ডল

এখানে সকল প্রকার সিল্ক, তসর, মটকা, শান্তিপুরী শাড়ী, স্যুট এবং ধুতি, শাড়ী, যাবতীয় কাপড় উত্তমরূপে ধোলাই করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

খাগড়া, মুর্ডিরবাগ।

—সংবাদদাতাগণের প্রতি—

সংবাদ পাঠাইতে হইলে খোলা খামের উপরে "সংগঠনে" প্রকাশার্থ লিখিয়া বুক পোষ্ট করিয়া পাঠাইতে পারেন। কিন্তু তাহার মধ্যে চিঠি পাঠাইবেন না। অনেকে বুক পোষ্টে চিঠি পাঠাইতেছেন। ইহার ফলে "সংগঠন"কে বেয়ারিংএর দণ্ড দিতে হইতেছে। চিঠি পাঠাইতে হইলে ৵০ আনার খামে পাঠাইবেন। ম্যানেজার, "সংগঠন"।

জেলা বোর্ড নির্ব্বাচন

আগামী জেলা বোর্ড নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচন কেন্দ্রগুলি যে ভাবে ভাগ করা হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল—

নির্ব্বাচন কেন্দ্রের নাম—	কেন্দ্রভুক্ত ইউনিয়নগুলির নাম —
১। নওদা—	— নওদা থানার সমস্ত ইউনিয়নগুলি
২। হরিহরপাড়া—	হরিহরপাড়া থানার সমস্ত ইউনিয়নগুলি
৩। জলঙ্গী—	— জলঙ্গী থানার সমস্ত ইউনিয়নগুলি
৪। বহরমপুর—	বহরমপুর থানার হাতীনগর, নওদা-পান্থর, দৌলতাবাদ, ও ছয়ঘড়ি-মদনপুর ইউনিয়ন
৫। বহরমপুর-বেলডাঙ্গা (একাংশ)—	বহরমপুর থানার রাধারঘাট, রাঙ্গামাটি-চাঁদপাড়া, শাটুই, ভাকুড়ীএবং বেলডাঙ্গা থানার মহুলা ও ভাবতা ইউনিয়ন
৬। বেলডাঙ্গা (উত্তর)—	বেলডাঙ্গা থানার চৈতনপুর, সুজাপুর, বেলডাঙ্গা ও কাপাসডাঙ্গা ইউনিয়ন
৭। বেলডাঙ্গা (দক্ষিণ)—	বেলডাঙ্গা থানার কাশীপুর, দাদপুর, রামপাড়া, আন্দুলবেড়িয়া, কামনগর, শক্তিপুর, সোমপাড়া ও রামনগর বাছরা ইউনিয়ন
৮। ডোমকল (উত্তর)—	ডোমকল থানার ধুলাড়ী, জীতপুর, ডোমকল ও ভগীরথপুর ইউনিয়ন
৯। ডোমকল (দক্ষিণ)—	ডোমকল থানার গরীবপুর জুগীন্দা, রাইপুর ও গরাইমারী ইউনিয়ন
১০। মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ—	মুর্শিদাবাদ ও জিয়াগঞ্জ থানার সমস্ত ইউনিয়ন
১১। নবগ্রাম—	—নবগ্রাম থানার সমস্ত ইউনিয়ন
১২। লালগোলা—	—লালগোলা থানার মানিকচক ইউনিয়ন ব্যতীত সমস্ত ইউনিয়নগুলি
১৩। রানীনগর (পশ্চিম)—	রানীনগর থানার হারদী, পাহাড়পুর, হেরমপুর ও কালীনগর ইউনিয়ন
১৪। রানীনগর (পূর্ব্ব)—	রানীনগর থানার ইসলামপুর, রাণীনগর, কাতলামারী ও রাজাপুর ইউনিয়ন
১৫। ভগবানগোলা লালগোলা—	ভগবানগোলা থানার গোবরা, গুদারপুর, ভগবানগোলা, কাটানগর, মহম্মদপুর এবং লালগোলা থানার মানিকচক ইউনিয়ন
১৬। ভগবানগোলা—	ভগবানগোলা থানার আগৈরী গঞ্জ, বালিগ্রাম, আমদাহার ও সালারপুর
১৭। ফরাক্কা—	—ফরাক্কা থানার সব ইউনিয়ন
১৮। সমশেরগঞ্জ—	উক্ত থানার সমস্ত ইউনিয়ন
১৯। সাগরদিঘী—	উক্ত থানার বক্তেশ্বর ইউনিয়ন ব্যতীত সমস্ত ইউনিয়ন
২০। রঘুনাথগঞ্জ—	উক্ত থানার দয়ারামপুর, তেঘোরী, গোবিন্দপুর, ও শিখালীপুর ইউনিয়ন
২১। রঘুনাথগঞ্জ-সাগরদীঘি—	উক্ত থানার জমুর, জরুর, মীর্জ্জাপুর, দফরপুর ও মিথিপুর এবং সাগরদিঘী থানার বক্তেশ্বর ইউনিয়ন
২২। সুতী (পূর্ব্ব)—	উক্ত থানার ঔরঙ্গাবাদ, বাজিতপুর ও সুরপুর
২৩। সুতী (পশ্চিম)—	সুতী থানার কাশিমনগর, বহুতালি, হিলোরা, মহেশাইল ও আহিরান ইউনিয়ন
২৪। কান্দী—	—কান্দী থানার সব ইউনিয়ন
২৫। খড়গ্রাম (উত্তর)—	উক্ত থানার পদমকান্দি, ঝিল্লী, ইন্দ্রাণী, পারুলিয়া ও এড়োয়ালি
২৬। খড়গ্রাম (দক্ষিণ)—	উক্ত থানার কীর্ত্তিপুর, সাদল, মারগ্রাম, খড়গ্রাম ও বেলিয়া
২৭। বরোঞা (উত্তর)—	বরোঞা থানার কল্যাণপুর, কুলি, সাবলদহ, বিপ্রশেখর ও বরোঞা
২৮। বরোঞা (দক্ষিণ)—	শেহোরা, কুরুম্বরুন, সুন্দরপুর ও পাঁচথুপি ইউনিয়ন
২৯। ভরতপুর (উত্তর)—	উক্ত থানার জানাই, আলুগ্রাম, আমলাই, সীজগ্রাম, ভরতপুর, তালগ্রাম ও টেঁয়া বৈদ্যপুর ইউনিয়ন
৩০। ভরতপুর (দক্ষিণ)—	গোড়ডাঙ্গা, মালিহাটি, শিমুলিয়া, বাঁশওয়ালিবাদ, সালারএবং কাগ্রাম, তালিবপুর ইউনিয়ন

জেলা বোর্ড নির্ব্বাচন প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র দাখিলের শেষ তারিখ—৮-৪-৫২

মনোনয়ন পত্র স্কুটিনি করিবার তারিখ—১৪-৪-৫২

মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ—১৭-৪-৫২

পুরস্কার বিতরণ

২০শে মার্চ্চ অমরকুণ্ডু স্কুলে পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে একটি সভা হয়। উক্ত সভায় জেলা স্কুল পরিদর্শক ও মহকুমা হাকিম উপস্থিত ছিলেন। জেলা স্কুল পরিদর্শক মহাশয় স্কুলের কৃতি ছাত্রদের মধ্যে পুরস্কার বিতরন করেন এবং সভা শেষে তাঁহার বক্তৃতায় বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা করেন ও ছাত্রদেরকে শিক্ষার উন্নতির জন্য নির্ভিকভাবে আন্দোলন করিবার জন্য অহ্বান জানান। —সংবাদদাতা

সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে শ্রীবিজয় গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত ও **প্রতিভা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,** (খাগড়া) মুর্শিদাবাদ হইতে শ্রীজিতেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ নির্ব্বাচন

(১ম পাতার পর)

গ্রেপ্তার করা হয় এবং জেলে বন্দী থাকাকালীন তাঁকে চাকুরী হতে বরখাস্ত করা হয়।

১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে মুক্তি পাওয়ার পর হতে তিনি সমস্ত রকম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে জড়িত।

এমতাবস্থায় পঃ বঙ্গ উত্তর গ্র্যাজুয়েট নির্ব্বাচন কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য অধ্যাপক নির্ম্মাল্য বাগচীকে সর্ব্বপ্রকার সহায়তা ও আর্থিক সাহায্যের জন্য আমরা আবেদন জানাইতেছি এ ই রূপ সুশিক্ষিত কর্ম্মীকে নির্ব্বাচিত করিয়া দেশের যথার্থ কল্যাণ সাধনে ব্রতী হউন।

শ্রীরমেন্দ্রনাথ বাগচী, শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার রাহা, শ্রীঅরলীমোহন বিশ্বাস, শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীবিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীগৌরীপ্রসন্ন বিশ্বাস, শ্রীঅনাদি নাথ সান্যাল, শ্রীগঙ্গানারায়ণ বরাট, শ্রীনির্ম্মলকান্ত ওঝা, শ্রীনারায়ণ চন্দ্র সরকার, শ্রীরাধহরি দাস, শ্রীশৈলেন্দ্র ধর, শ্রীবিনয়কুমার গুপ্ত শ্রীনরেন্দ্র নাথ পাল, শ্রীকরুণা কৃষ্ণ সিংহ, শ্রীশ্যামাপদ রায়, শ্রীঅম্বিকাচরণ রায়, শ্রীঅহিভূষণ মুখোঃ, শ্রীবিনয় কুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীজিতেন্দ্র নাথ নাগ, শ্রীযতীন্দ্র নাথ অধিকারী, গায়ত্রী ঘোষ, অরুণা দাশগুপ্ত, উষা দাস, কল্যাণী বসু, সবিতা সেনগুপ্ত শ্রীহরিপদ ঘোষ, শ্রীঅনুত্তম সেন, শ্রীগীরেন্দ্র নাথ সরকার।

শহীদের পরিবারের প্রতি
কৃষক জনতার সহানুভূতি

বেলডাঙ্গা থানার মহ্যমপুর গ্রামের কৃষকেরা গ্রাম হইতে দুইপয়সা চারপয়সা করিয়া চাঁদা তুলিয়া শহীদ ক্ষুদিরাম মণ্ডলের পরিবার বর্গের জন্য নগদ চারটাকা এবং কিছু চৈতালি ফসল সাহায্য করিয়াছেন। শহীদের অসহায় শিশু সন্তানদের বাঁচাইবার জন্য ও তাঁহার মামলা পরিচালনের জন্য নিম্ন ঠিকানায় সাহায্য পাঠাইলে যথাস্থানে পৌছাইয়া দেওয়া হইবে। "শহীদ ক্ষুদিরাম মণ্ডলের পরিবারের সাহায্যে" বলিয়া উল্লেখ করিয়া দিবেন।

সুধীন সেন
ম্যানেজার সংগঠন
পোঃ খাগড়া (মুর্শিদাবাদ)

মুর্শিদাবাদ জেলা কৃষক সম্মেলন

আগামী ৩রা ও ৪ঠা মে (২০শে ও ২১শে বৈশাখ) নবগ্রাম থানার অমরকুণ্ডু গ্রামে মুর্শিদাবাদ জেলা কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। বিভিন্ন প্রাথমিক কমিটিগুলিকে নির্দ্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন ২৫শে এপ্রিলের মধ্যে নিজ নিজ সভ্য তালিকা ও সংগৃহীত অর্থ জেলা অফিসে প্রেরন করেন।

সমগ্র কৃষক সমাজ এবং কৃষক সমিতির প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন জনসাধারণের নিকট আমাদের আবেদন, তাঁহারা যেন কৃষক সমিতির সভ্যতালিকাভুক্ত হইয়া এবং সম্মেলন তহবিলে অর্থ সাহায্য করিয়া কৃষক আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে সাহায্য করেন। —সংবাদদাতা

সহরে কয়লার অভাব

বহরমপুর : সম্প্রতি এখানে কয়লা পাওয়া যাইতেছে না। ঘরে ঘরে জ্বালানীর প্রচণ্ড অভাব দেখা যাইতেছে। জনসাধারণ জানিতে চাহে এ সম্পর্কে এস-ডি-ও এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কী প্রতিকারের ব্যবস্থা করিছেন! —সংবাদদাতা

স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার
যত বেশীর স্বাধীনতাও আমাদের জন্মগত অধিকার। সংবিধানে তাহা সম্পূর্ণতঃ সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হইব না।

সাপ্তাহিক সংগঠন
মুর্শিদাবাদ জেলার প্রগতিশীল মুখপত্র

সম্পাদক মণ্ডলী
শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী
অধ্যাপক নির্ম্মাল্য বাগচী
শ্রীবিজয় গুপ্ত।
শ্রীসনৎ রাহা
শ্রীশৈলেন অধিকারী

প্রথম বর্ষ, ২২শ সংখ্যা। | ৪ঠা বৈশাখ বৃহস্পতিবার, ১৩৫৯, ইং ১৭ই এপ্রিল ১৯৫২। | মূল্য /০ এক আনা

আগুনের ধ্বংসলীলা

ভগীরথপুর : গত শুক্রবার (১১।৪) ডোমকল থানার অধীন আমিনাবাদ গ্রাম প্রায় ১০০টি গৃহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়িয়া গিয়াছে। কিছু উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। আজিদ বিশ্বাসের প্রায় ৮০০৲ টাকা ও অন্যান্য লোকের বহু টাকাকড়ি ও চৈতালি ফসল পুড়িয়া গিয়াছে। ২ দিন ধরিয়া আগুনে পুড়িতেছে। গ্রামবাসী সরকারী সাহায্যের প্রত্যাশী।

সাহেব জমিদারের প্রজা পালন!
ইংরাজ সামন্তের হাত হইতে মুক্তির নমুনা!

জলঙ্গীর অন্তর্গত হুকাহারা গ্রামের মধ্যস্থলে সাধারণের বহুদিনের ব্যবহৃত যে একটি বড় জোল আছে,—তাহাতে ঐ অঞ্চলের গ্রামগুলির গরু মহিষে জল পান করিত বা সাধারণে উহার মাটি তুলিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিত। ঐ গ্রামের পশ্চিম দিকে আর একটী বড় ডহর রাস্তা আছে ঐ ডহর দিয়াও নিকটবর্ত্তী ৮।১০ খানা গ্রামের লোক চাষ আবাদের জন্য মাঠে যাতায়াত করিয়া থাকে এখন ঐ সমস্ত স্থলে মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর তরফ হইতে উচ্চ নজর লইয়া বন্দোবস্ত করা হইতেছে, ইহাতে গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণের বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইতেছে। এই কারণে দরিদ্র প্রজাগণকে ঐ সকল স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হইবে। এই বিষয় জনসাধারণ সরকারকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে অনুরোধ করে। —সঃ দাতা

গোকর্ণ হাইস্কুল

গত দুই মাস যাবত গোকর্ণ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ খালি আছে। ইতিপূর্ব্বে শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক বাবু প্রধান শিক্ষক কয়েক মাসের জন্য কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া স্কুলের ও স্থানীয় কতিপয় ভদ্রলোকের কিছু টাকা আত্মসাৎ করিয়া হঠাৎ গভীর রাত্রে বাসা ত্যাগ করিয়া উধাও হইয়াছেন।

প্রকাশ যে তিনি নিজেকে M. A. B. T বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে সম্পূর্ণ প্রতারিত করিয়াছেন, এবং ঐ সময় পাশের গ্রামের একটী ভদ্র মহিলার পানি গ্রহণ করিয়া অসহায় ভাবে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্কুলের সেক্রেটারী মহাশয়ের বাস ভবনে নিদ্রিত অবস্থায় রাখিয়া লম্বা পাড়ি দিয়াছেন।

** ** ** **

(৪র্থ পাতায় দ্রষ্টব্য)

চাউলের দর!

বহরমপুরে চাউলের মণ ৩০৲ টাকার উর্দ্ধে উঠিয়াছে। এখনই এই মূল্য দেখিয়া জনসাধারণ উদ্বিগ্ন ও আশঙ্কিত। অবিলম্বে পূর্ণ রেশনিং প্রয়োজন।

জমিদারের স্বেচ্ছার স্তব্ধ
ধুলিয়ানে জনতার ঐক্যের জয়

গত ৩।৪।৫২ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় নব ধুলিয়ান বাজারস্থিত চারুচন্দ্র উপাধ্যায় ও যতীন্দ্রনাথ উপাধ্যায়ের সংযুক্ত চা, পান ও মুদি ইত্যাদির দোকান কাঞ্চনতলার জমিদার মানু রায়ের উপস্থিতিতে তার লোকজন ভাঙ্গিয়া ফেলে। ক্ষতির পরিমাণ ৭০০৲ টাকার উপর। ঘটনাকালে স্থানীয় পুলিশ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ছিল। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে বাজারস্থিত দোকানদারদিগের মধ্যে জমিদারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সুরু হয় এবং সে বিক্ষোভ পরদিন হরতালে পরিণতি লাভ করে। জমিদার উপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয়ের দোকান ভাঙ্গিয়া দিলেও বেশী টাকার লোভে যাকে নতুন করিয়া বসাইবে মনে করিয়াছিল,—জনতার বিক্ষোভের তাণ্ডবলীলায় তা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে নাই। —সঃ দাতা

নববর্ষ উৎসব!

বহরমপুর : গত ১লা বৈশাখ প্রভাতে কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুল ময়দানে নববর্ষে খেলা ধূলা, ব্যায়াম ও অন্যান্য উৎসব অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন শক্তিমন্দির, স্বর্গধাম ব্যায়াম মন্দির, বিবেকানন্দ সব পেয়েছির আসর, বিবেকানন্দ ব্যায়ামাগার, বিবেকানন্দ ব্যায়াম সমিতি, পূর্ব্বাচল প্রভৃতি ক্লাব এবং বোষ্টাল স্কুল ও সহরের বিভিন্ন গার্লস হাইস্কুল ও বয়েজ স্কুল। উৎসব অনুষ্ঠানে অধ্যাপক বেজাউল করিম পৌরহিত্য করেন।

প্রভাতে প্রভাতফেরীর গানে নববর্ষে সকলে ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠেন।

খড়গ্রাম ডাকলুঠের মামলা

ভারতের বিপ্লবীসাম্যবাদী দলের কর্ম্মী বলিয়া কথিত শ্রীশ্যামাপদ মণ্ডল ও অনাদি পালের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৯৫ধারা ও অস্ত্র আইনের ১৯ এফ ধারা অনুসারে যে মোকর্দ্দমা আনিত হইয়াছে কান্দীর মহকুমা শাসক তাহার প্রাথমিক বিচার শেষ করিয়া আসামীদ্বয়কে দায়রা সোপারদ্দ করিয়াছেন। আগামী ১৫ই এপ্রিল বহরমপুরের সহকারী দায়রা জজ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তির এজলাসে উক্ত মোকর্দ্দমার শুনানী আরম্ভ হইবে।

বহরমপুরের উকিল শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার গুপ্ত আসামীপক্ষে মোকর্দ্দমা পরিচালনা করিবেন। —সংবাদদাতা

পুলিশী জুলুম

গত ১৪ই এপ্রিল দেখা যায় কয়েকটি পুলিসের মধ্য হইতে একজন লুলকা নামীয় এক মেথরকে বেলা ৫ টায় সূর্য্য টকি হাউসের সামনে ভীষণ ভাবে প্রহার করিতেছে। জন সাধারণের হস্তক্ষেপে পুলিশ নিরস্ত হয়। প্রকাশ, মেথরটি নাকি পুলিশটির কিছু টাকা ধার করিয়াছিল।

গত ১৫ই এপ্রিল বহরমপুর নেতাজী রোডে দেখা যায় জনৈক ভদ্রলোককে পুলিশ জোর করিয়া মারিতে মারিতে থানায় লইয়া যাইতে চাহে। স্থানীয় যুবকগণের হস্তক্ষেপে তাহারা তখন নিরস্ত হইয়া চলিয়া যায়। ভদ্রলোকটি তখন উপস্থিত সকলের নিকট বলেন যে তাঁহার বাড়ীতে উপবাসী শিশুদের জন্য পারমিট লইয়া ধান লইয়া যাইতেছিলেন। পারমিট থাকা সত্ত্বেও সেই ধান গুলি জোর করিয়া তাঁহাকে থানায় জোর করিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছিল। তাঁহাকে পরে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া শোনা গেল।

ইহার প্রতিবাদে বিশিষ্ট নাগরিকগণ এস্-পির নিকট প্রতিনিধি দল পাঠাইবার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন। পরবর্ত্তী সংবাদে জানা গেল গত ১৬ই এপ্রিল বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির নব নির্ব্বাচিত কমিশনার শ্রীশঙ্কর মণ্ডল ও ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ হইতে শ্রীপ্রশান্ত বসু এস্-পির কাছে যান। এস্-পি না থাকায় ডি-এস্-পি তদন্তের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

মজুরী হ্রাস

বাজারে মন্দার আঘাত সুরু হইতেছে, বহরমপুরের কাঁসার বাসনের কারিগরদিগের মজুরী, মহাজনেরা পূর্ব্বাপেক্ষা ॥০ কমাইয়া দেন। ইহার প্রতিবাদে কারিগরেরা মহাজনদের মাল সরবরাহ করিতে অস্বীকার করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে আপোষ আলোচনা হয় এবং মজুরী ।০ হ্রাসের সিদ্ধান্ত হয়। —সংবাদদাতা

রাধারঘাট-সাগরদিঘী-নবগ্রাম

বাস সার্ভিস

"সহযাত্রী"

রাধারঘাট হইতে সাগরদিঘী ভায়া নবগ্রাম ছাড়িবার সময়ঃ—

- বৈকাল ৪টায় রাধারঘাট হইতে ছাড়ে এবং সন্ধ্যা ৬টায় সাগরদিঘী পৌঁছে।
- সকাল ৭টায় সাগরদিঘী হইতে ছাড়ে এবং বেলা ৯টায় রাধারঘাটে পৌঁছে।

সংগঠন

৪ঠা বৈশাখ ১৩৫৯ সাল।

-- যুদ্ধ ও যুবসমাজ—

চৈত্র মাসের পূর্ণী বাতাসে বনস্পতির জীর্ণ পত্র ঝরিয়া যায় —তাহাতে দুঃখ হয় না। কারণ তাহাই স্বাভাবিক। কিন্তু কাল্গুনা বৈশাখ বর্ষণে অম্ল মুকুল ঝরিয়া গেলে লোকে দুঃখ করে। কারণ তাহা হইবার কথা নয়। 'যুদ্ধি-যুদ্ধি-যুদ্ধি' আমাদের এই দেশে এই বছরের স্বাভাবিক ঘটনা স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। দীর্ঘ যুবক যুবতী ধরিয়া এই সামন্ত বন্ধনের জিঞ্জীর পায়ে দিয়া এখানে প্রতিনিয়ত অজ্ঞাত কৈশোরের দ্বার প্রান্তে যৌবনের অকাল মৃত্যু ঘটিতেছে। দশ বৎসর বয়স হইতে বার্ষিক 'বার গণ্ড' (৪৮৲ টাকা) বেতনে যে কৃষক সন্তানকে গ্রামের জোতদারের বাড়ীতে গরু পিটিতে হয়, তাহার জীবনে যৌবনের প্রবেশাধিকার নাই। রাখাল জীবন ছাড়িয়া যখন সে মুনিষের ক্ষমিত ভালের মুটি ধরে, অথবা গ্রামের পথে জন খাটিতে বাহির হয় তখন অভুক্তনীয় দারিদ্র্যের সহিত পাঞ্জা কষিয়া তাহার জীবনে ক্লান্তি নামিয়া আসিয়াছে। দারিদ্র্য ও দাসত্বের অনুরূপ বোঝা মাথায় লইয়াই সহর ও গঞ্জের রিক্সা শ্রমিক, বিড়ি কারিগরও অন্যান্য মজুর নওজোয়ানদের দিন কাটিয়াছে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবক বেকার হইয়া রাষ্ট্রের কাছে অবিচার এবং পরিজনদের নিকট উপেক্ষা পাইয়াছেন। ইলেকট্রিক কারখানার শিক্ষানবীশ মধ্যবিত্ত যুবক, পাওয়ারলুমের ফিটার বা মিস্ত্রী সিনেমা হাউসের অথবা আড়তদারদের তদ্বিরকারী হিসাবে যাঁহারা কাজ করেন—সকলেরই সেই একই অবস্থা। অভাবের তাড়নায় মধ্যবিত্ত সংসারের শান্তি নষ্ট হইয়াছে; আর তাহারই মধ্যে, অনটন ও অশান্তির পাষাণ পিঠে বাঁধিয়া এ দেশের ঘরে ঘরে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী পাঠ্য পুস্তকের সম্মুখে নুইয়া পড়িয়াছেন পড়ায় মন বসে নাই, চোখের জলে কচি হাতের কাঁচা লেখা ভিজিয়া গিয়াছে। সঙ্কটাক্রান্ত যৌবনের রুদ্ধ প্রকোষ্ঠে এই ভাবে যাঁহারা দাঁড়াইয়া আছেন তাঁহাদের সামনে কংগ্রেসী শাসক শ্রেণী এক নূতন সমাধান তুলিয়া ধরিয়াছেন—সামরিক শিক্ষা গ্রহণ কর, লড়াই শেখ।

খেলা ধূলা অথবা অন্যান্য সরঞ্জামের জন্য ক্লাব অথবা ব্যায়ামাগারগুলির প্রতি সরকারী সাহায্যের ক্ষীণ করুণা কখনো বর্ষিত হয় না। সামরিক খাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং কিশোর ছাত্রদের পর্য্যায় সামরিক পোষাক সরবরাহ করার জন্য সরকারের আগ্রহের অভাব না থাকিলেও, অর্থের অভাবেই দেশের বিভিন্ন স্থানে বে-সরকারী পাঠাগারগুলি উঠিয়া যায়। মনের খোরাক ভাব কাটাইবার জন্য আমরা যখন মাঝে মাঝে সিনেমার শরণাপন্ন হই তখন প্রমোদকরের কাঁচি আমাদের পকেট হইতে যাহা কাড়িয়া লয় তাহার একটী গয়সাও দেশের তরুণদের কাহারো খেলা বা আনন্দের জন্য ব্যয় করা হয় না। ভবিষ্যতে কিছুটা সুস্থ হইবার অলীক আশা লইয়া খেলার মাঠে আমরা কচি কাঁচাকে ঠেলিয়া করি। কিন্তু গেটের ফুরা অথবা মনের খোরাক কাটে না।

বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের যুবক আমরা—আমরা জানি, শুধু শিব পূজা বা সরস্বতী পূজা, ঝুলন অথবা দেলযাত্রা লইয়াই আমাদের বর্ষপঞ্জী শেষ হইতে পারে না। আমরাও সংগ্রাম করিতে চাই—সে সংগ্রাম জীবনের জন্য সংগ্রাম, শান্তির জন্য সংগ্রাম। জাতির ললাট হইতে পরাধীনতার পঙ্ক তিলক মুছিয়া জাতীয় জীবনে যৌবনের বলোদ্দীপ্ত হাসি ও সংগঠনী শক্তি ফিরাইয়া আনিবার জন্যই এ দেশের যুবকেরা হাসিতে হাসিতে নিজেদের বিলাইয়া দিয়াছেন। জীবনকে ভালবাসিয়া, আগামী দিনের মানুষের জন্য আনন্দমুখর যৌবন গড়িয়া তোলার আশা লইয়া, স্বাধীনতা, শান্তি ও প্রগতির জন্যই আমরা সংগ্রাম করিয়াছি। 'ভূতুড়ে ভেলায় চড়িয়া আজ যাহারা জীবন্ত মৃত্যুর মত (Life-in-death-coleridge) আমাদের যৌবন লইয়া জুয়া খেলায় মাতিয়াছে—তাহাদের সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। ফরমোজার চিনাং হইতে সুরু করিয়া পৃথিবীর সর্বত্র দস্যু সন্ধানের দাসখতে স্বাক্ষরকারী দেশ-বেচা-বেইমানদের বড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া শান্তি, সংস্কৃতি ও সঙ্গীত মুখর মানুষের জীবন এবং তাহার সমস্ত সৃষ্টিকে রক্ষা করিতে আমরা আজ বদ্ধপরিকর।

নব-বর্ষ

একটি বৎসর গড়াইয়া গিয়া সুরু হইল নূতন যাত্রাপথ। এই একটি বৎসরের সূর্য্য অদ্রিণীর মধ্যে পৃথিবীর উপরে উত্থান পতনের আলোড়ন রহিয়া গিয়াছে। সেই জমা খরচের হিসাব মিলিয়ে দেখা যাইবে নয়া দুনিয়ার যাত্রাপথকে পুরাতন দুনিয়া রোধ করিতে পারে নাই।

পুরাতন দুনিয়ার ইংরাজ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মুনাফা শোষণের জু আঁটিতে আঁটিতে শেষ পর্য্যায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। ক্রয়শক্তিহীন মানুষের মধ্যে খরিদ্দারহীন মন্দা বাজারে দাঁড়াইয়া আকুল লালসায় পৈশাচিক মতলব আঁটিতেছে। ইরাণের তেলের খাদে, মিশরের সমুদ্র সৈকতে, সুয়েজের খালে, টিউনিসিয়া, মালয়, ভিয়েৎনামে তাহাদের রক্তাক্ত নখর ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। তবু এই দেউলিয়াদের লুব্ধ দৃষ্টির মধ্যে ফন্দী ফিকিরের অভাব নাই। তাহাদের দেশে ও তাঁবেদার দেশগুলিতে তাহাদেরই সৃষ্ট মন্দা বাজারের সংকটের বোঝা তাহারা জনসাধারণের ঘাড়ে চাপাইতে চাহে—কারখানা, বাজার বন্ধ করিয়া ও মজুরী কমাইয়া। কিন্তু বেকার বাড়িয়া যাওয়ায়, লোকের ক্রয় শক্তি আরো কমিয়া যাওয়ায় সংকটের ঘূর্ণাবর্ত্তে তাহারা আরো জড়াইয়া পড়িতেছে। মরিয়া হইয়া তাহারা নূতন বিশ্ব যুদ্ধের শরণ লইতেছে। কোরিয়াতে যুক্তি-সেনার কাছে মার খাইয়া তাহারা জীবাণু বোমা ফেলিয়া কোরিয়ার জনগণের মধ্যে মহামারী ছড়াইতেছে। তাহাদের অন্তিম দিনে মুণ্ড মালা ও অস্থি কঙ্কালের কালো যুদ্ধের মূর্ত্তি লইয়া নূতন নূতন পাপাচারে তাহারা তাহাদেরই শ্মশানের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

অপর দিকে নূতন দুনিয়ায় দেখি জীবনের সমারোহ। সেখানে বেকারের অর্থ খুঁজিতে অভিযান খুলিতে হয়। সেখানে মানুষের কল্যাণকর জিনিষের মূল্য পরিকল্পনা অগ্রগামী কমানো হইতেছে। সে দেশের বাষ্ট্রই শুভ, শান্তি ও পুনর্গঠনের বাজেট। সে দেশ দীর্ঘায়ুর দেশ, সে দেশ হাস্যমুখর শিশুর দেশ, সে দেশ প্রাণবন্ত যৌবনের দেশ। সে দেশ হইতেছে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীন, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি জনতার গণতান্ত্রিক দেশ।

ভারতের মানুষও চলিয়াছে এই নূতন দুনিয়ার যাত্রাপথে। এই পাঁচ বছরের কংগ্রেসী "স্বাধীনতার" উপহাসের বিরুদ্ধে নতুন মানুষ উন্নত শিরে দাঁড়াইতেছে। এই পাঁচ বছরের স্বপ্নপাত হইয়াছিল শিক্ষক সতীশ প্রামাণিকের গলায় দড়ি পরাইয়া। আর বিগত বৎসর বিদায় লইল আশুতোষ, নারায়ণ, শিব প্রামাণিক ও পারুল দাসীর শ্বাস রোধ করিয়া। 'সংগঠনের' নিকট লিখ পারুল দাসীর যে লিপি খানি তাহার শেষ নিশ্বাস বহিয়া আনিয়াছিল, তাহা সারা মুর্শিদাবাদ বাসীর অভিশাপ বাতাসকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। সেকেন্দ্রাপুরের শহীদ দিবস মঞ্চের গুলিবিদ্ধ বক্ষের রক্তে মুর্শিদাবাদের মাটী উর্ব্বর হইয়াছে। এই মাটীতে ঐক্যবদ্ধ কৃষক জনতেছে নবগ্রামের কৃষক, সাগরদিঘীর সাঁওতাল হাত মিলাইতেছে, ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক, ছাত্র, নারী, মধ্যবিত্ত ও দেশ প্রেমিকের মোর্চ্চা গড়িয়া উঠিতেছে। মৃত্যুর দুনিয়ার যুদ্ধের ঝাপটাকে রুখিতে তাহারা তৈয়ারী হইতেছে। পঞ্চশক্তির শান্তিচুক্তির দাবীতে তাহারা আগাইতেছে, জীবাণু বোমার বিরুদ্ধে তাহারা আগিতেছে। মালয়, বর্ম্মা, ইন্দোচীন, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় মুক্তি যজ্ঞের সহিত এদেশের শান্তির নয়া দুনিয়া গড়িবার জন্য মুক্তি সংগ্রামের আভাস নববর্ষে প্রারম্ভে দেখা যাইতেছে। পুরাতন দুনিয়ার তাঁবেদারদের কালাকানুন ছিঁড়িয়া বন্দীদের মুক্ত করার শপথের মধ্যে, কংগ্রেসী শাসকদের বিরুদ্ধে গত নির্ব্বাচনে শতকরা ৬০টি ভোটের মারফৎ জনতার রায় দানের মধ্যে তাহারই ইঙ্গিত পরিস্ফুট।

বিগত বৎসর অগ্রসর হইয়াছে নূতন দুনিয়ার যাত্রাপথ। বাকী পথ পার হইবার জন্য ঐক্যের শপথ লইয়া পূর্ব্ব দিগন্তে নব বর্ষের রক্তিম সূর্য্য উঠিতেছে।

বিরাট জনসভা

জঙ্গীপুর, ১৪।৪।৫২ : মুর্শিদাবাদ জেলার সুতী থানার জেলার করিমপুর থানার অধীন গোগলবাড়িয়া গ্রামে গত ২৬শে মার্চ্চ বেলা ৩টাতে একটি বিরাট জনসভা হইয়া গিয়াছে। ঐ সভায় নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের প্রায় সাড়ে তিন হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল। সভাপতিত্ব করেন শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় এম, এল, এ, সভার উদ্বোধন করেন শ্রীনমর সান্যাল, প্রধান অতিথি রূপে যোগদান করেন ডাঃ প্রফুল্লকুমার ঘোষ

স্থানীয় জনসাধারণের মধ্য হইতে কয়েকজন বক্তৃতা দেওয়ার পর ডাঃ ঘোষ ও বিপ্লবী অম্বিকা চক্রবর্ত্তি এম, এল, এ, প্রভৃতি বক্তাগণ বেশ প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা করিয়া উপস্থিত জনসাধারণকে দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে বুঝাইয়া দেন।

সভায় জমিদারী প্রথার লোপ, জমির খাজনা রহিত অন্নবস্ত্রের দাবী, উদ্বাস্তুগণের পুনর্বসতি ও বন্দীমুক্তির দাবী জানান হয়। পুনঃ পুনঃ সভার মধ্য হইতে জনসাধারণের মুখে উক্ত কথাগুলি উচ্চারিত হইতে থাকে। সর্ব্বশেষে উদ্বাস্তুগণের পুনর্বসতির জন্য স্থানীয় কয়েকজন কর্ম্মী লইয়া একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়। কয়েকজন দুর্বৃত্ত মাঝে মাঝে সভায় বাধাসৃষ্টির চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হয়। ঠাঁই ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় সভার কার্য্য অসম্পূর্ণ অবস্থায় শেষ হয়। —সংবাদদাতা

গান্ধী জাতীয় স্মৃতি তহবিল

বহরমপুর ১লা এপ্রিল, গান্ধী জাতীয় স্মৃতি তহবিলের কেন্দ্রীয় অফিস হইতে প্রাপ্ত একটী সংবাদে প্রকাশ যে, মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস কমিটির হস্তে যে সকল গান্ধী জাতীয় স্মৃতি তহবিলের রসিদ বহি অর্পণ করা হইয়াছিল তাহার অনেকগুলি রসিদ বহির নাকি কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। উক্ত স্মৃতি তহবিলের সর্ব্ব ভারতীয় কমিটির সম্পাদক এ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও কোন ফল না হওয়ায় অবশেষে নিখিল ভারত গান্ধী স্মৃতি তহবিলের সম্পাদক নাকি আদালতের শরণাপন্ন হইতে উদ্যত হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। —সংবাদদাতা

চিঠি-পত্র

[মতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

"উপবাসক্লিষ্ট দুর্ব্বল ঘোড়ার দ্বারা মাত্র চাবুকের জোরেই বাজী মারা যায় না।"

সংক্রামক ব্যাধি ও স্বাস্থ্যবিভাগের ক্ষুধিত কর্ম্মী

মহাশয়,

গত কিছুদিন হইতে মধ্যে মধ্যে "সংগঠন", "পরিজন", "মুর্শিদাবাদ সমাচার" প্রভৃতি পত্রিকায় সংক্রামক ব্যাধি সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে মৃত্যু হইলেও স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম্মীবৃন্দ সম্বন্ধে কিছু কিছু মন্তব্যও থাকে। অবশ্য এ জন্য আমি জনসাধারণকে আদৌ দায়ী করিতেছি না, কারণ তাঁহারা আভ্যন্তরীন সংবাদ সঠিকভাবে অবগত নহেন। এ কারণ তাঁহাদের অবগতির জন্য এই বিবরণ আপনার পত্রিকায় দয়া করিয়া প্রকাশ করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

১। [illegible] সময় মত পর্য্যাপ্ত প্রতিষেধক ব্যবস্থা গৃহীত হইতেছে না এ কথা আমি স্বীকার করি কিন্তু তার সবটুকু দায়িত্ব কর্ম্মীবৃন্দের নহে। প্রথমতঃ বহুক্ষেত্রে ব্যাধির সংবাদ সময় মত স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পৌঁছায় না। চৌকীদারগণের ইহা অবশ্য করণীয় কর্ত্তব্য হইলেও বর্ত্তমানে তাহাদের কেহই সে কর্ত্তব্য পালন করে না। আমাদের দেশের জনসাধারণও প্রতিষেধক বিষয়ে এত আগ্রহশীল নন যে তাঁহারা তৎপর হইয়া সংবাদ সরবরাহ করিবেন। অবশ্য কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কিছু সংবাদ তাঁহারা দিয়া থাকেন।

২। সংবাদ পাইলেও, পর্য্যাপ্ত ঔষধাদির অভাবেও অনেক সময় তৎপরতার সহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হয় না। এ সম্বন্ধে বহু পত্রালাপের পর মাত্র গত ৫-৪-৫২ হইতে পর্য্যাপ্ত ঔষধ পাওয়া যাইবে বলিয়া জানান হইয়াছে।

৩। প্রতি কেন্দ্রের গ্রাম সংখ্যার গড় ১৫০ শত, কর্ম্মী সংখ্যা ৩ হইতে ৪ জন মাত্র। কাজেই এক সঙ্গে ১০টি গ্রাম আক্রান্ত হইলে পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা অবলম্বন ছাড়া উপায় নাই। আবার বহু ক্ষেত্রে যখন ব্যাধির প্রকোপ কম থাকে তখন প্রতিষেধক টীকা ইত্যাদি লইতে জনসাধারণ অনিচ্ছুক থাকেন। এ জন্য বহু গ্রামে ২,৩ বার করিয়া লোক যাওয়া সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় কাজ হয় না। কিন্তু ব্যাধি যখন প্রবল আকার ধারণ করে তখন ঐ সব বিমুখ জনসাধারণগণ মাতৃভূমি শেষ আশ্রয় বিভাগ ও তাহার অতি দরিদ্র কর্ম্মীগণের উপর আরোপ করিতে কুণ্ঠিত হন না।

৪। জনসাধারণ বোধ হয় অবগত নহেন যে এই বিভাগের কর্ম্মীগণ যাহারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়া অপরের জীবন রক্ষার চেষ্টা করে তাহাদের বেতন একটি সাধারণ মজুরেরও অর্দ্ধেক। (অর্থাৎ বেতন ২৫৲ রাত্রে বর্ত্তে ৫৲) এই সামান্য বেতনে অনেকে ৭,৮ জন পোষ্য পুষিতে হয়। কাজেই সহজেই অনুমান করিতে পারেন যে গত ১৯৪৩ সাল হইতে পুষ্টিকর ত দূরের কথা অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যটুকুও তাহারা পায় না। এ কারণ তাহাদের কর্ম্মক্ষমতা যে বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে এ কথা স্বীকার্য্য। কিন্তু এজন্য দায়ী কে? কেবলমাত্র মানবতা, সাধারণের জীবন মরণ সমস্যা প্রভৃতি বড়? কথায় আর তাহাদের কতদিন উদ্বুদ্ধ রাখা সম্ভব। জনসাধারণ অবশ্য স্বীকার করিবেন যে, উপবাসক্লিষ্ট, দুর্ব্বল ঘোড়ার দ্বারা মাত্র চাবুকের জোরেই বাজী মারা যায় না।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে বর্ত্তমানে সরকারের বহু বিভাগ উপ বিভাগ সৃষ্ট হইয়াছে এবং সেই সব বিভাগের কর্ম্মীগণের বেতনও এই সব কর্ম্মীগণের বহুগুণ। এই সব বিভাগীয় কার্য্যের সহিত তুলনামূলক বিচার করিলে স্বাস্থ্য বিভাগের বর্ত্তমান কার্য্যও কি মোটামুটি সন্তোষজনক বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য এই বিভাগের কার্যের বহুল উন্নতির প্রয়োজন ও সুযোগ রহিয়াছে। কিন্তু তাহা এই প্রকার উপবাসী কর্ম্মীগণের দ্বারা সম্ভব কি না? তাহার বিচার জনসাধারণই করিবেন। অবশ্য আমার এলাকা হইতে কোন অভিযোগ নাই তবুও সাধারণ ভাবে ঘটনাগুলি প্রকাশ করা উচিৎ। বিধায় এই বিবৃতি পাঠাইলাম। ইতি—

ভবদীয়—শ্রীমৃণালকান্তি মিত্র
রাণীনগর থানা স্বাস্থ্য পরিদর্শক (ইদলামপুর কেন্দ্র)

প্রতিকার কি?

মহাশয়

মুর্শিদাবাদ জেলার সমসেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত নিমতিতা ও কাঞ্চনতলায় প্রতি শুক্রবারে গো-মহিষাদির একটি হাট বসে। উপরোক্ত দুইটি হাটের একটির মালিক নিমতিতার জমিদার, অপরটির মালিক কাঞ্চনতলার জমিদার। দুইটী হাটের দূরত্ব ৬ মাইল। প্রতি শুক্রবার উভয় হাট হইতে পাকিস্তানের ব্যবসায়ীরা এতদঞ্চলের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে গো, মহিষাদি খরিদ করিয়া পাকিস্তানে অবাধ গতিতে লইয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ নিমতিতা জমিদার বাবুর হাট হইতে প্রতি শুক্রবার কম পক্ষে ২৫।৩০ হাজার টাকার গো সম্পদ নিমতিতার নিকটবর্ত্তি ইজারদার তাজমুদ্দিন শেখের ঘুঘুমারী ও শিবনগর গুদারঘাট দিয়া পাকিস্তানে অবাধ গতিতে চলিয়া যাইতেছে এবং কাঞ্চনতলা হাটের গো-মহিষাদি শিবপুরঘাট দিয়া পার হইতেছে। এ সমস্ত গো-মহিষাদি গঙ্গার অপর পারে পাকিস্তানের কুখ্যাত মূর্ত্তুজা রেজা চৌধুরীর মনকষা হাটে বিক্রয় হইতেছে। ইহাতে বেশ অনুমান হয় যে মনকষা হাটের সহিত এই দুইটি হাটের সহযোগিতা আছে। কাঞ্চনতলা ও নিমতিতা এই ৬ মাইলের ব্যবধানে যেখানে দুইটি স্থল শুল্ক বিভাগের অফিস গঙ্গার দুই পারে এটি সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর শিবির একটি থানা ও নিমতিতা দুর্গ পুর একটি পুলিশ ফাঁড়ি আছে সেখানে অবাধ গতিতে কি ভাবে, কি প্রকারে এত বড় গো-সম্পদ চোরাই হিসাবে পাকিস্থানে চলিয়া যাইতেছে তাহা সাধারণের বুদ্ধির অগম্য। পূর্ব্বে এ সমস্ত গুদারঘাট দিয়া কোন জিনিষ যাতায়াত করিতে পারিত না। স্থানীয় মহকুমার শাসনকর্ত্তার আদেশ অনুসারে কেবলমাত্র চাষ আবাদের সুবিধার জন্য বলদ পার করিবার হুকুম হয়। এখন চাষ আবাদের পরিবর্ত্তে সে স্থানে হাজার হাজার গো সম্পদ পাকিস্থানে চলিয়া যাইতেছে। গত জানুয়ারী মাসে ধুলিয়ানের স্থল শুল্ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী অতর্কিত ভাবে আসিয়া আনুমানিক আট হাজার টাকা মূল্যের ১৬৫টি গাই বলদ, ২২টি মহিষ আটক করিয়াছিলেন। ইদানিং জরঙ্গাবাদের স্থল শুল্ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী আনুমানিক ১১৫০০ টাকার ৮৯টি মহিষ ৩০টি বলদ ও ২২টি গাই আটক করিয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এখনও অবাধ গতিতে গো-মহিষাদি পাকিস্থানে চালান দিতেছে। গুদারঘাটগুলি বন্ধ করা যুক্তি সংগত নয় কি? ইহার প্রতিকার কী? ইতি—

শ্রীনলিনী সেনগুপ্ত
৪-৪-৫২ জরঙ্গাবাদ

লালবাগ মহকুমা ছাত্র সম্মেলন

জিয়াগঞ্জ, ৩রা এপ্রিল: আগামী ১৯শে ও ২০শে এপ্রিল জিয়াগঞ্জ সহরে লালবাগ মহকুমা ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। সম্মেলনে পশ্চিম বাংলার খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, বিশিষ্ট জননেতা এবং ছাত্রনেতৃবৃন্দ যোগদান করিবেন। সম্মেলন উপলক্ষে একটি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হইতেছে। সম্মেলনের উদ্যোগ আয়োজন এবং উহার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত সভ্যগণকে লইয়া একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে:—

অধ্যাপক শ্রীমৃণালকান্তি রায় সভাপতি, শ্রীনরনারায়ণ বিশ্বাস সম্পাদক, শ্রীমুক্তিবিকাশ ঘোষ, শ্রীনরেন ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅজিতপ্রসাদ বাগচী, শ্রীরতুকুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅমিলকুমার দাস, শ্রীমাণিক ধর, শ্রীহরেন্দ্র নাথ সাহা, শ্রীরঞ্জিত দাস, শ্রীরুগ্নাথ দোবে, শ্রীবৈদ্য নাথ সাহা, শ্রীনিলীম সান্যাল ও শ্রীরঞ্জিত বিশ্বাস—

—পুরস্কার বিতরণ—

গত ২৪শে চৈত্র মহলন্দি ফ্রি বোর্ড প্রাইমারী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে একটী সভা হইয়া গিয়াছে। কান্দী মহকুমা স্কুল পরিদর্শক উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছেন ও কৃতী ছাত্রদের পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

শহীদের পরিবারের প্রতি

গ্রামাঞ্চলে সহানুভূতির সাড়া

"সংগঠন" পত্রিকায় শহীদ ক্ষুদিরাম মণ্ডলের পরিবারকে সাহায্যের জন্য আমাদের আবেদন পড়িয়া কাঠাদিঘি গ্রামের "জনমঙ্গল সমিতি" শ্রীবিশ্বনাথ বিশ্বাস প্রভৃতি কয়িগণ কোদলা গ্রাম হইতে সাহায্য তুলিয়া ৭৩৲ আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। তাহাদের উদ্যোগ ও উৎসাহ শহীদের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়াছে এবং জানাইয়াছে মুর্শিদাবাদের গ্রাম কৃষক শহীদকে ভোলেন নাই। নিম্ন ঠিকানায় সাহায্য পাঠাইলে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে। "শহীদ ক্ষুদিরাম মণ্ডলের পরিবারের সাহায্য" বলিয়া উল্লেখ করিয়া দিবেন। কর্মসচিব, মাসেকার সংগঠন

কোদলা বাজার (মুর্শিদাবাদ)

শ্রমিক সভা

গত ৬ই এপ্রিল, রবিবার সোবাবাজার বস্তীতে বহরমপুর মিউনিসিপ্যাল লেবার ইউনিয়নের একটি বড় সভা হয়। সভায় কমরেড [illegible] সভাপতিত্ব করেন। কমরেডদের মধ্যে শ্রীচক্রপাণি, সত্য, কিতাবী প্রভৃতি তাঁহাদের বক্তৃতায় দাবীর কথা সভায় বিবৃত করেন।

সভায় নিম্নলিখিত দাবী গুলি লইয়া নূতন কমিশনারদের- বোর্ড কার্য্যভার গ্রহণ করিলে, তাঁহাদের উপস্থিত করায় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

১। রেশনের চাউল পূর্ব্বের মত দিতে হইবে।
২। পূর্ব্বে স্বীকৃত দাবীগুলি কার্য্যকরী করিতে হইবে।
৩। বাড়ী, স্কুল, আলো, পায়খানা, রাস্তাঘাট প্রভৃতি সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

গোকর্ণ হাই স্কুল

(১ম পাতার পর)

তদবধি প্রধান শিক্ষকের অভাবে উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের অপূরণীয় ক্ষতি হইতেছে। অভিভাবকদের বিশেষ করিয়া ছাত্র সাধারণের মধ্যে এ বিষয়ে তুমুল বিক্ষোভ দেখা যাইতেছে। অথচ সেক্রেটারী মহাশয় ও কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। অথচ ছাত্রদের যথারীতি স্কুলের বেতন বর্দ্ধিত হারে গৃহীত হইতেছে।

** ** ** **

গত দুই বৎসর হইতে ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণের টাকা মোজুত সত্ত্বেও বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অজ্ঞাত কারণে বন্ধ রহিয়াছে।

স্কুলের বিজ্ঞান প্রকোষ্ঠের ছাদ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বোর্ডিং গৃহের অবস্থা অতি শোচনীয়।

শোনা যাইতেছে যে সরকারী হিসাব পরীক্ষক মহাশয় রুদ্ধ দ্বার কক্ষে সেক্রেটারী মহাশয়ের বাসস্থানে হিসাব পরীক্ষার কাজ সম্পন্ন করিয়াছেন। জন সাধারণের মনে ইহাতে বিস্ময়ের সৃষ্টি হইয়াছে। জোর গুজব যে হিসাব পরীক্ষক মহাশয়ের আদর আপ্যায়ন ও খাওয়া দাওয়ার কোন ত্রুটী হয় নাই। আমরা অবিলম্বে প্রতিকারের আশায় উর্দ্ধ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

জীবানু যুদ্ধের বিরুদ্ধে জনসভা

গত ৬ই এপ্রিল বৈকালে বহরমপুর ফ্রী-প্রাইমারী স্কুল প্রাঙ্গনে জীবানু যুদ্ধের প্রতিবাদে স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের এক সভা হয়। সভায় মহিলা কর্ম্মীগণও উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীছত্রপতি রায় এবং জীবানু যুদ্ধের রূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া বক্তৃতা দান করেন শ্রীনিতাই গুপ্ত, শ্রীসন্তোষ ভট্টাচার্য্য এবং যুব-কর্ম্মী শ্রীঅরুণ হালদার।

সভায় মার্কিন-নৃশংসতার প্রতিবাদ, অবিলম্বে ভারত সরকারকে স্পষ্ট ভাবে জীবানু যুদ্ধের বিরুদ্ধে ঘোষণা এবং দক্ষিণ কোরিয়া হইতে ভারতীয় মেডিক্যাল মিশনকে ফিরাইয়া আনার দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। আর একটি প্রস্তাবে জেলার প্রত্যেকটি ক্লাব, সংস্কৃতি-সংঘ এবং গণ-সংগঠন ও রাজনৈতিক দলকে এই প্রকার মানবতা বিরোধী যুদ্ধের প্রতিবাদ জানাইবার জন্য আহ্বান করা হয়।

বর্ত্তমান প্রাইমারী শিক্ষার অচল অবস্থা

জলঙ্গী থানার অধীন হকাহারা প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকগণ জানাইতেছেন তাঁদের স্কুল গৃহের চালে খড় নাই বলিলেই হয়, তাহা ছাড়া দেওয়ালটীও এবারকার বর্ষায় পড়িয়া যাইবে। এজন্যবার এ সম্বন্ধে শিক্ষকগণ সরকারকে বলিয়া কোন সাড়া পান নাই। শেষে নিরুপায় হইয়া শিক্ষকগণকে নির্লজ্জের মত বাড়ী বাড়ী খড়, দড়ি, বাঁশ, টাকা ইত্যাদি ভিক্ষা করিতে হইতেছে; কেবল ঐ স্কুল নহে এই অঞ্চলের অধিকাংশ বিদ্যালয়েরই ঐ অবস্থা। এতে কি সরকার মনে করেন শিক্ষার উন্নতি হইতেছে? —ঃ দাতা

নবজীবন মিল্‌স্ এর
আইসক্রীম
"এই—তো"
সবারই প্রিয়

নির্ব্বাচন নাকচের মামলা

সম্প্রতি বহরমপুর সহরে যে পৌর সভার সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়া গেল তাহা অবৈধ ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া উক্ত নির্ব্বাচন নাকচ করিয়া পুনরায় নির্ব্বাচন করাইবার আদেশ দিবার জন্য বঁহরমপুরের বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী কর্ম্মী পরাজিত প্রার্থী শ্রীনির্ম্মল ভট্ট, ব্যারিষ্টার রামনারায়ণ বাকলিওয়াল, মোক্তার শ্রীযুক্ত তারারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি জেলা জজের নিকট কয়েকটি নির্ব্বাচন-নাকচের মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। জজ বাহাদুর দরখাস্ত কারিগণের দরখাস্ত গ্রহণ করিয়া সংশ্লিষ্ট প্রতিপক্ষগণের উপর নোটিশ জারী করাইবার আদেশ দিয়াছেন। কান্দী হইতে একটি প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, তথাকার সদ্য অনুষ্ঠিত পৌর সভার নির্ব্বাচন নাকচ করিবার জন্যও শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি পরাজিত সদস্যপদ প্রার্থীগণ দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। —সংবাদদাতা

জঙ্গীপুর মহকুমা ছাত্র সম্মেলন প্রদর্শনী

রঘুনাথগঞ্জ: প্রাচীরপত্র ও সাময়িক পত্রিকা প্রদর্শনী নিখিল বঙ্গ ছাত্র-কংগ্রেস জঙ্গীপুর মহকুমা শাখার উদ্যোগে ২৬শে ও ২৭শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনে বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিকরা যোগদান করবেন। সম্মেলনের সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষনীয় দিক হ'চ্ছে প্রাচীরপত্র ও সাময়িক পত্রিকা প্রদর্শনী।" সম্মেলনে দেশ বিদেশের প্রাচীর পত্র এবং সাময়িক পত্রিকার এক বিপুল সমাবেশ করার আয়োজন চলছে। এই উপলক্ষ্যে বাংলার এবং বাংলার বাহিরের প্রতিটি সাময়িক পত্রিকা (হাতে লেখা অথবা ছাপানো) কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যেন সম্পাদক অভ্যর্থনা সমিতি, জঙ্গীপুর মহকুমা ছাত্র-সম্মেলন ছাত্র-কংগ্রেস কার্য্যালয়:— পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, এই ঠিকানায় অন্ততঃ পক্ষে ডাকপি করে পত্রিকা পাঠাইবার ব্যবস্থা করে প্রদর্শনীকে সাফল্যমণ্ডিত করার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেন। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের প্রাচীর পত্রিকা আছে তাঁদের কাছে অনুরোধ তাঁরা যেন প্রদর্শনীতে সেগুলো পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন এবং কোন সর্ত্ত থাকলে সমিতি অফিসের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। বিদেশের পত্রিকাগুলি পাঠাইবার জন্য ও বিভিন্ন দূতাবাস অথবা কর্তৃপক্ষ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুরোধ জানানো হ'চ্ছে। অভ্যর্থনা সমিতি আশা করে যে সাময়িক পত্রিকা ও প্রাচীর পত্র কর্তৃপক্ষের একান্ত সাহায্য ও অনুগ্রহে প্রদর্শনী সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠবে। —সংবাদদাতা

ইসলামপুরে বসন্তের প্রাদুর্ভাব

ইসলামপুর, নিধিনগর ও পার্শ্ববর্ত্তী দু'তিন খানি গ্রামে মাসখানেক যাবৎ বসন্ত রোগ দেখা দিয়াছে এবং সাত আট জন মারা গিয়াছে। উক্ত গ্রামগুলিতে জলাভাবও যথেষ্ট থাকায় এই রোগ বিশেষ ভাবে অন্যান্য গ্রামে ছড়াইয়া পড়ার সম্ভাবনা আছে। জেলা বোর্ড ও সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগ সামান্যতম প্রচেষ্টার পর দায় খালাসী ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন।

সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে শ্রীবিজয় গুপ্ত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত ও প্রকাশিত ও প্রতিভা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
খাগড়া, মুর্শিদাবাদ হইতে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি
কর্তৃক মুদ্রিত

বিয়ের পর বরযা

প্রাইমারী বিদ্যালয়ের কয়েকজন শি[illegible] জানাইতেছেন, যে ইংরাজী ১৯৫২ সালের ৩ [illegible] হইল ছেলেরা যথানিয়মে পুস্তকাদি কিনিয়া [illegible] আরম্ভ করিয়াছে, হঠাৎ এস-আই মহোদয়ের [illegible] হইতে বুভুক্ষু প্রাইমারী শিক্ষকগণ নিমন্ত্রণ পত্র পা[illegible] দেখিলেন, তাহাতে লিখা আছে "তাঁর অধি[illegible] হইতে শিক্ষকগণকে কিশলয় আনিতে হইবে।" এ দিকে ছেলেরা বাজার হইতে উক্ত পুস্তক কিনিয়াছে বা পুরাতন পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু দরদী সরকার তিন মাস পরে উহা বিক্রয়ের জন্য প্রকাশ করিলেন। চমৎকার ব্যবস্থা! এই অবস্থায় ছেলেরা পুনরায় কিশলয় কিনিবার জন্য শিক্ষকগণকে টাকা না দিতে পারায় শিক্ষকগণের পক্ষে এস-আই মহাশয়ের পত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করা যে কিরূপ অসম্ভব হইতেছে, তাহা দরদী ভিন্ন আর কে বুঝিবে! - সঃ দাতা

"সংগঠনের" আর্থিক অবস্থা

কোনও অর্থের ভাণ্ডার লইয়া "সংগঠন" আত্মপ্রকাশ করে নাই—ইহা আপনারা সকলেই জানেন। "সংগঠনের" এজেন্টদের নিকট প্রাপ্য অর্থের অঙ্ক বাড়িয়াই যাইতেছে। ইতিপূর্ব্বে আমাদের আর্থিক পরিস্থিতির কথা আমরা জানাইয়াছিলাম। [illegible] যাঁহারা উল্লেখযোগ্য সাড়া দিয়াছিলেন, [illegible] সংখ্যা নগণ্য। বিজ্ঞাপন আমরা আ[illegible] পাই নাই। ফলে "সংগঠনের" অবস্থা আরো শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এজেন্টগণ! যদি আপনাদের নিকট আমাদের প্রাপ্য অবিলম্বে পরিশোধ না করেন, তবে "সংগঠন"কে বাঁচান যাইবে না। মুর্শিদাবাদের মেহনতী মানুষ ও দেশপ্রেমিকদের প্রিয় হাতিয়ার এই "সংগঠন" পত্রিকাকে যদি বন্ধ করিতে না চান,—তবে এজেন্সীর প্রাপ্য পরিশোধ করুন এবং সহানুভূতিশীল দেশবাসীর নিকট হইতে সাহায্য তুলিয়া পাঠান, গ্রাহক সংখ্যা বাড়াইতে চেষ্টা করুন এবং সহানুভূতিশীল ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিয়া পাঠান। বিভিন্ন এজেন্টগণের নিকট প্রাপ্য:

জিয়াগঞ্জ (পুরাতন)	১৲
" (নূতন)	৮/৫ + ৩৶০ = ১১।৫
আজিমগঞ্জ (পুরাতন)	৩৸৹
কান্দী	৬৸৶৫
" (পরবর্ত্তি)	৪।৶০
লালগোলা (পুরাতন)	৭৸৶১০
ভাবতা "	৯৲
মাঙ্গনপাড়া	৬৷৶০
ঔরঙ্গাবাদ	৪॥৶০
গোকর্ণ	৩৸৶০
বড়দহ	১/১০
লালবাগ	৮৸১০
মাধুনিয়া (নবগ্রাম)	১৸৶০
ইসলামপুর	৩৲১০
শক্তিপুর	৮৷৷৫
জলঙ্গী	৪৶০
দাদপুর	৫।/১০
বেলডাঙ্গা	১॥৹
জোতকমল (পুরাতন)	১॥৶১০
" (নূতন)	১৸৶০
কলাবাগ	২॥৶০
রঘুনাথগঞ্জ	১।৶১০

এছাড়া খাঁড়েরা, ধুলিয়ান, কাঁঠালিয়া, ছাপঘাটি, ভরতপুর এরোয়ালি প্রভৃতি এজেন্সীর নিকট প্রাপ্য খুব কম। উপযুক্ত অর্থ হাতে না আসিলে সাময়িকভাবে 'সংগঠন'কে বন্ধ রাখিতে হইবে। ম্যানেজার, সংগঠন